মধ্যলীলা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সুবিখ্যাত ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত।

'ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।'

শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত

ও

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৬—জ্যৈষ্ঠ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা।

মধ্যলীলা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সুবিখ্যাত ৺ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত।

'ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।'

শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত

ও

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৬—জ্যৈষ্ঠ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা।

মধ্যলীলার সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—শেষলীলার সূত্র কথন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রলাপ বর্ণন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সন্ন্যাসান্তে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্রাস্বাদন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সাক্ষীগোপাল বিবরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সার্ব্বভৌমোদ্ধারণ।

নবম পরিচ্ছেদ—দক্ষিণদেশ তীর্থ পর্য্যটন।

দশম পরিচ্ছেদ—বৈষ্ণব মিলন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বেড়াকীর্ত্তনবিলাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—গুণ্ডিচা মার্জ্জন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—পুন র্গৌড় গমন বিলাস।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—শ্রীরূপানুগ্রহ।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—সনাতন মিলন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—অভিধেয়তত্ত্ব বিচার।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—প্রয়োজন বিচার।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ আত্মারাম শ্লোকার্থ কথন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—পুনর্নীলাচল গমন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥ ১॥

'যস্য' চৈতন্যস্য 'প্রসাদাৎ' অনুগ্রহাৎ 'অজ্ঞঃ' মূর্খোজনঃ 'অপি' 'সদ্যঃ' তৎক্ষণাৎ 'সর্ব্বজ্ঞতাং' ত্রিকালজ্ঞতাং 'ব্রজেৎ' প্রাপ্নুয়াৎ 'সঃ' 'শ্রীচৈতন্যদেবঃ' 'ভগবান্' ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণঃ 'মে' মহ্যং 'সংপ্রসীদতু' প্রসন্নোভবতু। ১।

যাঁহার প্রসাদে মূর্খব্যক্তিও মুহূর্ত্তমাত্রে সর্ব্বজ্ঞ হয়, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমাকে প্রসন্ন হউন। ১।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মমমন্দমতে র্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা মদনমোহনৌ॥ ৩॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্য-
মানৌ স্মরামি॥ ৪॥

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণবেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তুনঃ॥ ৫॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥

'যস্য' চৈতন্যস্য 'প্রসাদাৎ' অনুগ্রহাৎ 'অজ্ঞঃ' মূর্খোজনঃ 'অপি' 'সদ্যঃ' তৎক্ষণাৎ 'সর্ব্বজ্ঞতাং' ত্রিকালজ্ঞতাং 'ব্রজেৎ' প্রাপ্নুয়াৎ 'সঃ' 'শ্রীচৈতন্যদেবঃ' 'ভগবান্' ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণঃ 'মে' মহ্যং 'সংপ্রসীদতু' প্রসন্নোভবতু। ১।

যাঁহার প্রসাদে মূর্খব্যক্তিও মুহূর্ত্তমাত্রে সর্ব্বজ্ঞ হয়, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমাকে প্রসন্ন হউন। ১।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মমমন্দমতে র্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা মদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণবেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তনঃ ॥ ৫ ॥

আদিলীলার ২, ১৫, ১৬ ও ১৭ শ্লোকে ক্রমান্বয়ে এই শ্লোক গুলির টীকা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ২। ৩।৪।৫।

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় কৃপাসিন্ধু!
জয় জয় শচীসুত! জয় দীনবন্ধু!
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈতচন্দ্র!
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ!
পূর্ব্বে কহিল আদি লীলার সূত্রগণ;
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল;
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল।
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ;
প্রভুর অশেষ লীলা সম্যক্ না যায় বর্ণন।
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন
চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিল বর্ণন;
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্র মাত্র লিখিব;
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব।
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন;
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ।
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ;
শেষ লীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন।
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান;
তাহাঁ যে করিল লীলা আদিলীলা নাম।
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস;
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান;
তাহাঁ যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম।
শেষ লীলার মধ্য, অন্ত্য, দুই নাম হয়;
লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয়।

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ;
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন ;
তাঁহা যেই লীলা তার 'মধ্য লীলা' নাম।
তার পাছে লীলা 'অন্ত্যলীলা' অভিধান।
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর ; (১)
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার।
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ;
আপনি আচরি জীবে শিক্ষাইল ভক্তি।
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ;
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে।
নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাইল গৌড় দেশে ;
তিঁহ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেম রসে।
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমোদ্দাম ; (২)
প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ;
চৈতন্যের ভক্তি যিঁহ লওয়াইল সংসার (৩)।
চৈতন্য গোঁসাই যাঁরে বলে বড় ভাই ;
তিঁহ কহে 'মোর প্রভু চৈতন্য গোঁসাই।'
যদ্যপি আপনে হন প্রভু বলরাম ;
তথাপি চৈতন্যের করেন দাস অভিমান।
'চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম ;
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ।'
এইমত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল ;
দীন, হীন, নিন্দুক সবারে নিস্তারিল।

---

১ অন্ত্যলীলা আর—'অন্ত্যলীলা সার' পাঠও আছে।

২ প্রেমোদ্দাম—প্রেম বিষয়ে মুক্ত হস্ত ; দাতা।

৩ চৈতন্যের ভক্তি—'চৈতন্যের প্রিয়' পাঠও আছে।

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন (১) ;
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন।
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল ;
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল।
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তি গ্রন্থ সার ;
মূঢ় অধম জনের করিল নিস্তার।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ;
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার।
হরি ভক্তি বিলাস, আর ভাগবতামৃত ;
দশম টিপ্পনী, আর দশম চরিত (২) ;
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাই সনাতন।
রূপ গোঁসাই কৈল যত কে করু গণন ?
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ;
লক্ষগ্রন্থ কৈল ব্রজ বিলাস বর্ণন ;
রসামৃত সিন্ধু, আর বিদগ্ধ মাধব ;
উজ্জ্বল নীলমণি, আর ললিত মাধব ;
দানকেলি কৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী ;
অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী। (৩)
গোবিন্দ বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ ;
মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক লক্ষণ। (৪)
লঘু ভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ?
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন।

---

১ তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল—কোন কোন পুঁথিতে 'ব্রজে' শব্দ নাই।

২ দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত—সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার নাম ক্রমসন্দর্ভ।

৩ পদ্যাবলী—'পদাবলী' পাঠও আছে।

৪ নাটক লক্ষণ—'নাটক বর্ণন' পাঠও আছে।

তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাই ;
যত ভক্তি গ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই।
শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার ;
ভক্তি সিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার। (১)
গোপাল চম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর ;
নিত্য লীলা স্থাপন, যাহে ব্রজরসপূর।
এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ;
গোষ্ঠি সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস।
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ;
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস ;
প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস।
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে ;
'প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখি বারে'। (২)
প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ;
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া।
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈল গতাগতি ; (৩)
অন্যোন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি।
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ;
কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উম্মাদে ;
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে।

---

১ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ…সার—'ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাঞাছে পার।' এরূপ পাঠও আছে। ভাগবত সন্দর্ভের অপর নাম ষট্‌সন্দর্ভ ; ইহাতে কৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি ছয়টী সন্দর্ভ বিচার বর্ণিত আছে।

২ গুণ্ডিচা দেখিবারে—রথের পর উল্টারথ পর্য্যন্ত জগন্নাথের 'গুণ্ডা' বাড়ী অবস্থিতিকালে যে উৎসব হয় তাহা দেখিতে। আদিলীলা ২৯৯ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ।

৩ দ্বাদশবৎসর—পুথির পাঠ 'বিংশতি বৎসর'।

যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন ;
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন।
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ;
তাহাঁ এইপদ মাত্র করয়ে গায়ন ঃ—

তথাহি পদং।

'সেই ত পরাণ নাথকে পাইনু ;
যাঁহা লাগি মদন দহনে দহি গেনু'।

এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর ;
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর।
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক ;
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং ত্রিশতাধিকাশীত্যঙ্কধৃতঞ্চ কস্যাশ্চিৎ নায়িকায়া বচনং

'যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলা বিধৌ,
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥৬॥

হে সখি! 'যঃ' যো নায়কঃ 'কৌমারহরঃ' কৌমারে হরতি চোরয়তি মন ইতিশেষ যঃ সঃ কৌমারাবস্থায়াং সম্ভোগেচ্ছোৎপাদনেন মম মনঃ হরতি 'হি' নিশ্চিতং 'স এব' জনঃ 'বরঃ ব্রীয়তে অঙ্গীক্রিয়তে যেনাসৌ বরঃ সএব জনঃ অধুনা মম নায়কো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ 'তাএব' 'চৈত্রক্ষপাঃ' পূর্ব্ববদেব বসন্ত রজন্যঃসন্তি 'চ' পুনঃ 'তে' পূর্ব্ববৎ 'উন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ' উন্মীলিতাঃ বিকসিতা যানি মালতীপুষ্পানি তেষাং সুরভয়ঃ গন্ধাঃ যেষু তে 'প্রৌঢ়াঃ' পরমসুখদাঃ 'কদম্বানিলাঃ' বহন্তীতিশেষঃ 'চ' পুনঃ 'সা' পূর্ব্ববৎ নব যৌবনা অহমেব 'অস্মি' স্যাং নতু বয়োধিকা 'তথাপি' 'সুরত ব্যাপারলীলা-

রিধৌ' শৃঙ্গার ক্রীড়া কৌশল বিষয়ে 'তত্র' 'রেবারোধসি' রেবানামনদী তীরে 'বেতসী তরুতলে' বেত্রলতাচ্ছাদিত নিকুঞ্জবনে মম 'চেতঃ' 'সমুৎ-কণ্ঠ্যতে' খিদ্যতে। ৬।

কোন নায়িকা বলিতেছে হে সখি! যিনি কৌমার কালে আমার মন হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তিনি আমার কান্ত রহিয়াছেন, সেই সকল মধুযামিনীও বর্ত্তমান, পূর্ব্বের ন্যায় বিকসিত মালতী সুরভি সম্পৃক্ত পরম সুখদ বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে, এবং সেই আমিও আছি; *তথাচ সুরতলীলা বিষয়ে রেবাতীরের সেই বেতসীকানন* মনে করিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ৬॥

এইশ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ;
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ।
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি;
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই।
শ্লোক করি এক তাল পত্রেতে লিখিয়া;
আপন বাঁসার চালে রাখিল গুঁজিয়া।
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে;
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
হরিদাস ঠাকুর, আর রূপ, সনাতন;
জগন্নাথ মন্দিরে এই না যান তিনজন।
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া; (১)
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া।
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন;
তাঁরে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম।
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল;
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল।

---

১ উপলভোগ—শীতল ভোগ অর্থাৎ জলযোগ।

শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা ;
রূপ গোসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হইঞা।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ঃ—
'মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে ;
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে' ?
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিঞা
স্বরূপ গোঁসাইরে শ্লোক দেখাইল লঞা।
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে ;
'মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ?'
স্বরূপ কহেন 'যাতে জানিল তোমার মন ;
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন'।
প্রভু কহে 'তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া ;
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া।
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে ; (১)
তুমিহ কহিও তাঁরে গূঢ় রসাখ্যানে'।
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া ;
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ উক্তোহয়ং শ্লোকঃ

'প্রিয়ঃসোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি' ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণেন সহ কুরুক্ষেত্র মিলিতা শ্রীরাধা সখীং প্রত্যাহঃ হে 'সহচরি' 'সঃ' বৃন্দাবনবিহারী 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'প্রিয়ঃ' মম প্রাণবল্লভঃ 'কৃষ্ণঃ' 'কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ' প্রভাস যজ্ঞস্থলে ময়া সহ মিলিতঃ 'তথা' পুনঃ 'অহং' 'সা' বৃন্দাবন-

১ গূঢ় রস বিবেচনে—নিগূঢ় রসের মীমাংসা বিষয়ে রূপ গোস্বামী যোগ্যপাত্র।

বিলাসিনী 'রাধা'। 'তৎ' বৃন্দাবনবৎ ইদং, বর্ত্তমানং 'উভয়োঃ' রাধা কৃষ্ণয়োঃ 'সঙ্গমসুখং' পরস্পরংমিলনজনিত লীলাসুখং ভবতি; 'তথাপি' 'মে' মম 'মনঃ' 'অন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে' অন্তঃ বনমধ্যে খেলন্তী ক্রীড়ন্তী যা মধুরমুরলী তস্যাঃ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং উচ্চৈঃস্বরমিতিযাবৎ জুষতে সেবতে য স্তস্মৈ 'কালিন্দীপুলিনায়' যমুনাতীরকাননায় 'স্পৃহয়তি' কালিন্দী-পুলিনমাকাংক্ষতি ইত্যর্থঃ। ৭।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন হে সখি! সেই বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত, আমিও সেই রাধা তাঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছি, আমাদের পরস্পরের সন্দর্শনজনিত মিলন সুখও সেইরূপ, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননোত্থিত মধুর মুরলীধ্বনি, যাহা যমুনাপুলিন আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, তাহার জন্য আমার মন সমুৎসুক হই-তেছে। ৭।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ!
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন :—
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন :—
'রাজবেশ হাতি ঘোড়া মনুষ্য গহন;
কাঁহা গোপ বেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন।
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন;
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

'আহুশ্চতেনলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ বোধৈঃ
সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপিমনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ' ॥ ৮ ॥ *

গোপ্যঃ 'আহুশ্চ' প্রার্থয়ামাসুশ্চ হে 'নলিননাভ' পদ্মনাভ! 'তে' তব 'পদারবিন্দং' 'গেহং জুষামপি' গৃহসেবিনীনামপি 'নঃ' অস্মাকং 'মনসি' 'সদা' 'উদিয়াৎ' আবির্ভবেদিত্যন্বয়ঃ। পদারবিন্দং কথম্ভূতং 'অগাধবোধৈঃ' অগাধঃ গম্ভীরঃ বোধঃ জ্ঞানং যেষাং তৈঃ 'যোগেশ্বরৈঃ' যোগিশ্রেষ্ঠৈঃ 'হৃদি' অন্তঃকরণে 'বিচিন্ত্যং' চিন্তনীয়ং পুনঃ 'সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং' সংসার এব কূপস্তস্মিন্ পতিতানাং পাপীনামিত্যর্থঃ উত্তরণায় উত্থাপনায় অবলম্বং অবলম্বাতে যং তৎ আশ্রয়রূপং। ৮।

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে পদ্মনাভ! সংসার কূপে পতিতদিগকে উত্তোলন করিবার অবলম্বস্বরূপ তোমার পদারবিন্দ, গভীর জ্ঞানী যোগেশ্বরগণই সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। আমরা গৃহে থাকিয়া সেবা করিলেও যেন আমাদিগের মনে তাহা সর্ব্বদা উদয় হয়। ৮।

'তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে;
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে।'

---

* ইহার পরে নৃত্যলাল শীলের গ্রন্থে দশমস্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে তাহা দেখা গেল না। শ্লোকটী এই :—

'তএবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ
প্রত্যূচু হৃষ্ট মনসস্তৎ পাদেক্ষ্যতাং ঘনঃ'।

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিশদ করিয়া;
রূপগোঁসাই শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া।

তথাহি ললিতমাধবে দশমাঙ্কে একত্রিংশ শ্লোকে
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ

'যা তে লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরীমাধুরীভিঃ
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীভাব মুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণু বিহারং' ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণ, 'তে' তব 'লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা' লীলৈব রস স্তস্য পরিমলঃ গন্ধস্তং উদ্গিরতি বমতি নিঃসারয়তীত্যর্থঃ যা বন্যা বন সমূহঃ তয়া পরীতা যুক্তা 'মাধুরী মাধুরীভিঃ' অতিশয় মধুরতাভিঃ 'বৃতা' ব্যাপ্ত 'ধন্যা' সফলজন্মা 'যা' 'ক্ষৌণী' ব্রজভূমিরিত্যর্থঃ 'বিলসতি' সর্ব্বোৎ-কর্ষেণ বর্ত্ততে 'তত্র' ভুবি বৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ 'চটুল পশুপীভাব মুগ্ধান্তরাভিঃ' চটুলশ্চঞ্চলো পশুপীষু গোপীষু ভাবো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তস্মিন্ মুগ্ধানি অন্তরাণি যাসাং তাভিঃ 'অস্মাভিঃ' গোপীভিঃ সহ 'সম্বীতঃ' যুক্তঃ সন্ 'ত্বং' 'বিহারং' 'কলয়' কুরু। কথম্ভূতস্ত্বং 'বদনোল্লাসি বেণুঃ' বদনে উল্লাসী প্রকাশমানঃ বেণুর্যস্য সঃ। ৯।

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি হে কৃষ্ণ! যে স্থান সকল মাধুর্য্যের মাধুরী পরিবৃতা হইয়া ধন্যা হইয়াছে, যেখানে বন সমূহ তোমার লীলারসের পরিমল উদ্গীর্ণ করি-তেছে, আমরা প্রভৃতি গোপবালা গণ যেখানে তোমার ভাবে মোহিত হইয়া কতরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছি, তুমি বেণুগান করিয়া সেই ব্রজধামে আমাদের সহিত বিহার কর। ৯।

এই মতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে ;
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাই হাতে।
'ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
কাঁহা পাব' এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ।
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে ;
উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে।
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ;
এইমত শেষ লীলার বিধান কহিল। (১)
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম ;
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম ?
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন ;
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন।
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ ;
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ;
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ;
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া।
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন ;
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন।
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন;
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন ;
পথে নানা লীলারস দেব দরশন ;
মাধব পুরীর কথা গোপাল স্থাপন। (২)।

১। বিধান কহিল—"বিধান করিল' পাঠও আছে।

২। মাধব পুরীর কথা—মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ বৃত্তান্ত দেখ।

ক্ষীর চুরির কথা সাক্ষী গোপাল বিবরণ ;
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন।
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে ;
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ; (১)।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ।
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল ;
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন ;
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন।
জিয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন ;
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন।
গোদাবরী তীর বনে বৃন্দাবন ভ্রম ;
রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন।
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন ;
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ।
তবেত পাষণ্ডীগণ করিল দলন ;
অহো বল নৃসিংহাদি কৈল দরশন। (২)।
শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর ;
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির।
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ;
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।

১। দামোদর মুকুন্দ—'আর মুকুন্দ' পাঠও আছে।

২। অহোবল নৃসিংহাদি—এই সব বৃত্তান্ত মধ্যলীলা ৭ম ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত ; (১)।
গোঁসাইর পাণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত।
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে ;
গোঙাইল নৃত্যগীত কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে।
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণে গমন ;
পরমানন্দ পুরী সহ তাঁহাই মিলন।
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ; (২)
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার।
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাঁহাই মিলন ;
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন।
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ;
আপনাকে হীন বুদ্ধি হৈল তা'সবার।
অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন ;
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন।
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন ;
সেতুবন্ধ স্নান, রামেশ্বর দরশন।
তাঁহাই করিল কূর্ম্ম পুরাণ শ্রবণ ;
মায়াসীতা নিলে রাবণ তাহাতে লিখন।
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ;
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ।
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল ;
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল।
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা ;
দুই পুস্তক লঞা আইল উত্তম জানিঞা।
পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল ;
ভক্তগণ মিলিয়া স্নান যাত্রা দেখিল।

১। শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব। আদিলীলা ৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

২। ভট্টমারী......রাম জপী বিপ্র—পরে ৮ম, ৯ম পরিচ্ছেদ দেখ।

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন ; (১)।
বিরহে আলালনাথে করিল গমন। (২)।
ভক্ত সঙ্গে দিন কত তাঁহাই রহিল ;
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল।
নিত্যানন্দ প্রভু তবে আগ্রহ করিয়া ;
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া।
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রিদিনে ;
হেন কালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে।
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল ;
কীর্ত্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল।
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ;
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
রাজ আজ্ঞা লঞা তিহঁ আইলা কত দিনে ;
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে।
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি মিলন ;
পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ, কাশীশ্বরাগমন।
দামোদর স্বরূপ মিলন, পরম আনন্দ ;
শিখি মাহাতি মিলন, রায় ভবানন্দ।
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন ;
কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন।
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী ;
শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি।
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ ;
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।

১। অনবসরে—নিয়মিত সময় ব্যতীত জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বার র
যখন চৈতন্য প্রভু দর্শন জন্য গিয়াছিলেন, তখন দ্বার রুদ্ধ ছিল।

২ আলালনাথ—এই স্থান পূরীর দক্ষিণ।

সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন ;
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন।
প্রতাপ রুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে ;
গৌড়ের ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে :—
'প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে' ;
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে।
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী ;
ষাঠীর মাতা কহে 'যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী'। (১)।
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন ;
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন।
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান ;
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান।
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন ;
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন।
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া ;
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া।
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা গৃহ সংমার্জ্জন ;
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন।
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ;
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস।
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি ;
হোরাপঞ্চমীতে (২) দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি।
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ;
দধিরভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল।
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ;
সঙ্গের ভক্তলঞা করে কীর্ত্তন সদায়।

১। রাণ্ডি হউক ষাঠী—এই সব বৃত্তান্ত পরে কথিত হইবে। মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদ দেখ।

২। হোরাপঞ্চমী…লক্ষ্মীদেবীর কেলি পরে বর্ণিত হইবে মধ্যলীলা ১৪শ পঃ।

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ;
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন। (১)
পুরী গোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ ; (২)
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত।
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা ; (৩)
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা।
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ;
লোক ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম। (৪)
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ;
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন।
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ; (৫)

১। প্রতাপ রুদ্র কৈল পথে......সেবন—মধ্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ দেখ।

২। বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ—পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অনুপস্থিত সময়ে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন রূপ পরিধেয় বহির্ব্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন।

৩। আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা—অর্থাৎ গৌরচন্দ্র উৎকল দেশস্থ ভদ্রক [illegible]র হইতে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ কুমার হট্ট (হালিসহর) নগরে বিদ্যাবাচস্পতির [illegible]হ অবস্থিতি করিলেন। বাচস্পতি সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা ও নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশা-[illegible]দের পুত্র। পথের বিশেষ বৃত্তান্ত মধ্য লীলা ১৬ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। কুলিয়া গ্রাম—নবদ্বীপের নিকটস্থ গ্রাম ; এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র মাধব দাসের [illegible]হ অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৫। দেবানন্দেরে প্রসাদ—নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ পণ্ডিত ; ইনি সার্ব্বভৌমের পিতা মহে-[illegible] বিশারদের প্রতিবাসী ও পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ভাগবত শাস্ত্র [illegible]ধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহার [illegible]াসে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন ও শুনিয়া প্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। [illegible]হার ছাত্রগণ সেই অবস্থায় শ্রীবাসকে টানিয়া বাহিরে ফেলাইয়া দিয়াছিল ; দেবা-[illegible]ন্দ তাহা নিবারণ করেন নাই। এই কথা বিশ্বম্ভর জানিতে পারিয়া একদিন পণ্ডিতকে [illegible]নেক ভর্ৎসনা করিয়া ছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতাধ্যাপক হইলেও ভক্তিহীন [illegible]লেন ; সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে আসিলে এক দিন বক্রেশ্বর পণ্ডিত [illegible]মে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ চৈতন্য প্রভুর নিকটে লইয়া [illegible]য়াছিলেন। কথিত আছে যে ভক্তজন সংসর্গে দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রেম ভক্তির আস্বাদন [illegible]ঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিপক্ষের অর্থ বুঝাইয়া

সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন;
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন।
প্রতাপ রুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে;
গৌড়ের ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে :—
'প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে';
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে।
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী;
ষাঠীর মাতা কহে 'যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী'। (১)।
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন;
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন।
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান;
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান।
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন;
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন।
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া;
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া।
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা গৃহ সংমার্জ্জন;
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন।
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস;
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস।
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি;
হোরাপঞ্চমীতে (২) দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি।
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল;
দধিরভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল।
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়;
সঙ্গের ভক্তলঞা করে কীর্ত্তন সদায়।

১। রাণ্ডি হউক ষাঠী—এই সব বৃত্তান্ত পরে কথিত হইবে। মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছে দেখ।

২। হোরাপঞ্চমী…লক্ষ্মীদেবীর কেলি পরে বর্ণিত হইবে মধ্যলীলা ১৪শ পঃ।

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ;
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন। (১)
পুরী গোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ ; (২)
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত।
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা ; (৩)
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা।
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ;
লোক ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম। (৪)
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ;
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন।
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ; (৫)

১। প্রতাপ রুদ্র কৈল পথে......সেবন—মধ্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ দেখ।

২। বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ—পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অনুপস্থিত সময়ে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ পরিধেয় বহির্ব্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন।

৩। আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা—অর্থাৎ গৌরচন্দ্র উৎকল দেশস্থ ভদ্রক নগর হইতে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ কুমার হট্ট (হালিসহর) নগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থিতি করিলেন। বাচস্পতি সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা ও নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। পথের বিশেষ বৃত্তান্ত মধ্য লীলা ১৬ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। কুলিয়া গ্রাম—নবদ্বীপের নিকটস্থ গ্রাম ; এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র মাধব দাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৫। দেবানন্দেরে প্রসাদ—নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ পণ্ডিত ; ইনি সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী ও পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহার টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন ও শুনিয়া প্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ সেই অবস্থায় শ্রীবাসকে টানিয়া বাহিরে ফেলাইয়া দিয়াছিল ; দেবানন্দ তাহা নিবারণ করেন নাই। এই কথা বিশ্বম্ভর জানিতে পারিয়া একদিন পণ্ডিতকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া ছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতাধ্যাপক হইলেও ভক্তিহীন ছিলেন ; সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে আসিলে এক দিন বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রেমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ চৈতন্য প্রভুর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ভক্তজন সংসর্গে দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রেম ভক্তির আস্বাদন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিপক্ষের অর্থ বুঝাইয়া

গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ। (১)
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে ;
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে।
বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ ; (২)
পথ সাজাইল মনে পাইঞা আনন্দ।
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল ;
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল।
পথে দুইদিগে পুষ্প বকুলের শ্রেণী ;
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী।
রত্ন বাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল ;
নানা পক্ষী কোলাহল সুধা সম জল।
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ;
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া। (৩)
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে ;
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে।
নিশ্চয় করিয়া কহে 'শুন ভক্তগণ!
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।

দিলেন ও তদবধি তিনি ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড ২১ ও শেষ খণ্ড ৩ অধ্যায় দেখ।

১। গোপাল বিপ্রের—অর্থাৎ চাঁপাল গোপালের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। আদি লীলা ৩৬৯ হইতে ৩৭১ পৃষ্ঠায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

২। নৃসিংহানন্দ—ইঁহার প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী নিবাস উড়িষ্যা। নৃসিংহোপাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার সহিত প্রথমে নীলাচলে মিলন হয়। চৈতন্য প্রভু মথুরায় যাইবেন বলিয়া ইঁহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে কুলিয়া গ্রাম হইতে মথুরা পর্য্যন্ত পথ রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দেন। মনে মনে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ বাঁধা সমাপ্ত হইলে আর বাঁধিতে ইচ্ছা হইল না তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সেবার গৌরচন্দ্রের বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

৩। কানাইর নাট শালা—রাজমহলের নিকট স্থিত গ্রাম

'কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া ;
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া'।
গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন ;
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ।
যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটি সংখ্য লোক ;
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক।
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে ;
সে মৃত্তিকা লয় লোক ; গর্ত্ত হয় পথে।
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম ;
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম।
তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ;
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ;
'বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয় ;
সেই ত গোঁসাঞা ইহা জানিহ নিশ্চয়।
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন ;
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন'। (১)
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল ;
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল :
'ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন ;
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন।
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি ;
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরও হানি'।
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল পাঠাইয়া।
দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ;

---

১ বুলুন—ভ্রমণ করুন।

গোঁসাইর মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে :
'যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোঁসায়া ;
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয় ;
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়।
মোরে কেন পুছ ? তুমি পুছ আপন মন ;
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু অংশ সম।
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান ?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ'।
রাজা কহে 'শুন মোর মনে হেন লয় ;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয়।'
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে ;
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে।
ঘরে আসি দুইভাই যুকতি করিয়া ;
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।
অর্দ্ধরাত্রে দুইভাই আইলা প্রভুস্থানে ;
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে।
তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে ;
'রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে'।
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা ;
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
দৈন্যরোদন করে আনন্দে বিহ্বল ;
প্রভু কহেন 'উঠ ! উঠ ! হইল মঙ্গল'।
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি।
'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় !
পতিতপাবন জয় ! জয় মহাশয় !
নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে করি নীচ কায ;
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং—

'মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম' ॥ ১০ ॥

হে 'পুরুষোত্তম' 'মত্তুল্যঃ' মম সমানঃ 'কশ্চনঃ' জনঃ 'পাপাত্মা' 'নাস্তি' 'চ' পুনঃ 'অপরাধী' 'ন' অস্তীতি শেষঃ। 'পরিহারেঽপি' তব সমীপে নিবেদনেপি 'মে' মম 'লজ্জা' ভবতীতি শেষঃ অতএব অহং ত্বাং 'কিং' 'ব্রুবে' কিংকথয়ামি।১০।

হে পুরুষোত্তম! আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী আর নাই; আপনার নিকট পরিহার করিতেই লজ্জা হই-তেছে, তা কি আর বলিব? ॥ ১০ ॥

'পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার; (১)
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর।
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার;
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার।
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর;
নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কুর্পর। (২)
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার;
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার।
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন;
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ।
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন।
ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম;
গোব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া;

---

১ পতিত তারিতে—অন্য পাঠ "পতিত পাবন হেতু"।

২ কুর্পর—জানু; অর্থাৎ দাস বা কিঙ্কর।

'কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া।
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে;
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে।
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল;
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল।
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়!
মোবিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়।
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তশ্লোকঃ

'ন মৃষা পরমার্থ মেবমে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেক মগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয় স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ' ॥ ১১ ॥

হে 'নাথ' 'অগ্রতঃ' তব সাক্ষাৎ 'মে' মম 'একং' 'বিজ্ঞাপনং' অস্তীতি শেষঃ 'শৃণু' তদবধানং কুরু। এতৎ 'পরমার্থং' বাস্তবং যথার্থমিতিযাবৎ 'ন' 'মৃষা' মিথ্যা 'এব' ভবতি। 'যদি' 'মে' মহ্যং 'ন' 'দয়িষ্যসে' দয়াং ন করিষ্যসি 'তদা' 'তব' 'দয়নীয়ঃ' দয়াপাত্রঃ 'দুর্ল্লভঃ' ভবিষ্যতীতি শেষঃ।১১।

হে নাথ! আপনার সাক্ষাতে আমার একটী নিবেদন আছে, আপনি শ্রবণ করুন্; ইহা সত্যকথা, মিথ্যা নহে। যদি আমাকে আপনি দয়া না করেন, তবে আপনার দয়ার পাত্র অতি দুর্ল্লভ ॥ ১১ ॥

'আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ;
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ।
বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে; (১)
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে'।

---

১ বামন হইয়া—অন্যপাঠ 'বামন যেন চাঁদ ধরিতে চাহে করে'।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তশ্লোকঃ

'ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ
কদাহমৈকান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং' ॥ ১২ ॥

হে প্রভো! 'কদা' কস্মিন্ কালে 'অহং' 'ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ' নিত্যং অজস্রং সেবকঃ সন্ 'সনাথজীবিতং' নাথেন সহ বর্ত্তমানং জীবিতং জীবনং 'প্রহর্ষয়িষ্যামি' সন্তোষয়িস্যামি। অহং কীদৃশঃ 'ভবন্তমেব' 'অনুচরন্' ভবদনুগতঃ 'নিরন্তরঃ' নির্নাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যস্য সঃ। পুনঃ 'প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ' প্রশান্তং বিরতং নিঃশেষেণ মনোরথান্তরং ত্বদন্যাভিলাষঃ যস্য সঃ। ১২।

হে নাথ! কবে নিঃশেষরূপে বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর তোমার অনুচর ও নিত্যকিঙ্কর হইয়া, তোমার সেবাব্রতে আত্মসমর্পণ করতঃ জীবনকে সুখী করিতে সক্ষম হইব?। ১২।

শুনি মহাপ্রভু কহে 'শুন দবীর খাস!
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ, সনাতন;
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার;
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার।
তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্র দ্বারে;
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে। (১)

---

১ শিখাইতে ইত্যাদি—অন্যপাঠ 'তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহি বারে বারে'; 'তোমার শিক্ষার শ্লোক লিখিয়াছি বারে বারে'।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তশ্লোকঃ

'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবা স্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গ রসায়নং'। ১৩।

'পরব্যসনিনী' পরে উপপতৌ ব্যসনং আসক্তিঃ অস্যাঃ অস্তীতি উপপতিসঙ্গমেচ্ছুঃ 'নারী' কুলবধূঃ 'গৃহকর্ম্মসু' রন্ধনভোজনাদিব্যাপারেষু 'ব্যগ্রাপি' অতিব্যস্তাপি 'অন্তঃ' স্বান্তে 'তমে' নিশ্চিতং 'নবসঙ্গরসায়নং' অভিনব সঙ্গম সুখঞ্জ রস বিশেষং 'আস্বাদয়তি' আস্বাদনং কুরুতে তদ্বদ্ভগবতি মানসং যাজনীয়মিতি ধ্বনিতং। ১৩।

উপপতিতে আসক্তা কুলকামিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা থাকিয়াও মনে মনে যেমন নব সঙ্গমজাত রসবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানে মন অর্পিত রাখিবে। ১৩।

'গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন ;
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ;
সবে বলে 'কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে' ?
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ;
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে।
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার ;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার।'
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে ;
দুই ভাই নিজ প্রভু পদ নিল মাথে।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে :
'সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে'।
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে ;
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে।
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর ;
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ;

সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই ;
সবে বলে 'ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি।
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময়
প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় :
ইঁহা হৈতে চল প্রভু, ইঁহা নাহি কাজ ;
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি ;
তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি। (১)
যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি ; (২)
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি।
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ;
তথাপি লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময়'।
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন ;
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হইল মন। (৩)
প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা ;
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণ চরিত্র লীলা।
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন :
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন।
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ;
কিছু সুখ না পাইব হৈব রস ভঙ্গে।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ;
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন'।
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি ;
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি।
এই মতে চলি চলি আইলা শান্তিপুরে ;
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে।

---

১ তীর্থ যাত্রায়—'বন যাত্রায়' পাঠও আছে।

২ যাহা—যেহেতু।

৩ প্রভুর সে ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'প্রভুর সে গ্রাম হৈতে হইল গমন'।

শচীদেবী আনি, তাঁরে কৈল নমস্কার ;
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার।
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে ;
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে।
'জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ;
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে।
বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ;
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল।
দিন কত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবনে ;
লুকাঞা চলিল রাত্রে কেহ নাহি জানে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ;
ঝারি খণ্ড পথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে।*
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন ;
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন।
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির ;
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির।
গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা ;
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা।
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা ;
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা। (১)
শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন ;
আপনে করিলা বারাণসী আগমন।
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন ;
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষন।
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল ;
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল। (২)

---

* ঝারি খণ্ড পথে———এই পথের বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে।

১ দণ্ডবৎ...দিলা—কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোক নাই।

২ সন্ন্যাসীরে কৃপা করি—বিশেষ বৃত্তান্ত আদিলীলা ২৩০—২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস ;
কভু ইতি উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস। (১)
মধ্য লীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ ;
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ!
বৃন্দাবন হৈতে যদি, নীলাচলে আইলা ;
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা।
প্রতি বর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন।
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস ;
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ।
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস ; (২)
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ;
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ;
পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ;
প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস ;
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি, যত দাস ; (৩)
প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস।
তাঁহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস।
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব ;
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব।
তবে রূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন ;
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ।
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ;

---

১ ক্ষেত্রেবাস—নীলাচলে।

২ পণ্ডিত গোঁসাঞি—গদাধর পণ্ডিত।

৩ বিদ্যানিধি—সকল পুস্তকের পাঠ ঐক্য নাই ; 'বিদ্যানিধি বাসুদেব আর যত দাস' ও বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি বিষ্ণুদাস' পাঠও আছে।

দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড।
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন ;
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ।
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ;
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিঞা নিভৃতে ;
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে।
তবে ত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা ;
কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে ;
কৃষ্ণ কথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে।
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা ;
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা। (১)
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল। (২)
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ;
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ;
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রীকের ছলে ;
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে।
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ;
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন।
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ;
'কৃষ্ণ নাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন' ?
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ;
স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাশিবে ভুবন ? (৩)
দশদিগের কোটি কোটি লোক হেন কালে ;

---

১ রাজা মারিতে—অন্যপাঠ 'রাজা মারিতে প্রভু তাঁর হইলেন ত্রাতা'।

২ ভিক্ষা ঘাটাইল—ভোজন সংকোচ করিলেন। এই সব লীলা যথাস্থানে বিবৃত হইবে

৩ 'স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাশিবে ভুবন—'নাশিবে ভুবন' পাঠও আছে।

'জয় কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি করে কোলাহলে।
'জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার!
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
বহু দূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত;
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ।'
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়;
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময়।
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল 'হরি হরি';
উঠিল শ্রীহরি ধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি।
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন;
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন।
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস;
'ঘরে গুপ্ত হঞা কেন বাহিরে প্রকাশ'?
কে শিক্ষাইল এই লোকে? কহে কোন বাত?
ইহাসবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত?
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে;
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে?
প্রভু কহে 'শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা;
সবে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা'? (১)
এত বলি লোকে করি শুভ দৃষ্টি দান;
অভ্যন্তরে গেলা; লোক পূর্ণ হৈল কাম।
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা;
চিড়াদধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা।
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে;
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর;
এইমত লীলা কৈল ছয়বৎসর।

---

১ সবে মিলি...লাঞ্ছনা—অন্যপাঠ 'সেই সব কর যাতে আমার যন্ত্রণা।'

আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ ;
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন। (১)
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা সূত্র বর্ণনং-
নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে। ১৪।

'প্রভোঃ' 'গৌরস্য' গৌরাঙ্গস্য 'অস্মিন্' 'অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে' 'বিচ্ছেদে' পরিচ্ছেদে 'কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদি' কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদঃ প্রলাপশ্চ আদৌ যস্য তৎ প্রস্তাবনং 'অনুবর্ণ্যতে' নিরূপ্যতে ময়েতিশেষঃ। ১৪।

গৌরাঙ্গপ্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্রবর্ণন বিষয়ক এই পরিচ্ছেদে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহোন্মাদ ও প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি। ১৪।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ! গৌরভক্ত বৃন্দ !
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ;
কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর।
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে ;
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ ;

আদি দ্বাদশ...বিস্তার বর্ণন—কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকটীর পাঠ অন্যরূপ আছে
'এই ত কহিল মধ্যলীলার এই সূত্রগণন ;
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ।'

ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ।
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে;
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব; (১)
ভিতে মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব।
তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে;
কভু সিংহ দ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে।
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে (২)
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান;
তাঁহা যাই নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান।
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার;
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার।
হস্ত পাদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে;
সন্ধি ছাড়ি (৩) ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে।
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে
প্রবিষ্ট হয়; কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে।
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ;
মনেতে শূন্যতা, বাক্য হাহা হুতাশ।
'কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ?
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ?
কাহারে কহিব কে বা জানে মোর দুখ ?
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক'।
এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর;
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর। (৪)

---

১ গম্ভীরা—পরদা বা মসারী।

২ চটক পর্ব্বত—পুরীর নিকটস্থ শৈল বিশেষ।

৩ সন্ধি ছাড়ি ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'সন্ধি ভিন্ন রহে চর্ম্ম রহে স্থানে স্থানে।'

৪ রায়ের নাটক—রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

তথাহি জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে চতুর্থশ্লোকে রামানন্দ রায় বাক্যং

'প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরি র্নায়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থান মবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ নচান্য দুঃখমখিলং নোজীবনং বাশ্রবং,
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবন মিদং হাহাবিধে কা গতিঃ' ॥১৫॥

'অয়ং' 'হরিঃ' 'প্রেমচ্ছেদরুজঃ' প্রেম্নঃ চ্ছেদাঃ বিচ্ছেদাঃ তত্রব রুজঃ রোগাস্তাঃ 'ন' 'অবগচ্ছতি' ন জানাতি। 'চ' পুনঃ 'বা' বিস্ময়ে 'প্রেম' 'স্থানাস্থানং' যোগ্য পাত্রং 'ন' 'অবৈতি' ন জানাতি। 'মদনঃ' কন্দর্পঃ 'অপি' 'নঃ' অস্মান্ 'দুর্ব্বলাঃ' 'ন' 'জানাতি'। 'অন্যঃ' জনঃ 'অখিলং' সকলং 'অন্যদুঃখং' অন্যেষাং দুঃখং 'ন' 'বেদ' ন জানাতি 'নঃ' অস্মাকং 'জীবনং' 'আশ্রবং' বশ্যং বিশ্বসনীয়মিতিযাবৎ 'বা' প্রশ্নে নাশ্রবমিত্যর্থঃ। 'ইদং' 'যৌবনং' 'দ্বিত্রীণি' 'দিনানি' ব্যাপ্য আস্তে ইতিশেষঃ নতু বহুকালং 'হাহা' খেদে 'বিধে' হে বিধাতঃ অস্মাকং 'কা' 'গতিঃ' ভবতীতি শেষঃ। ১৫।

এই হরি আমাদের বিরহজনিত রোগ বুঝিলেন না; প্রেমও স্থানাস্থান জানে না; কন্দর্পও অবলা জাতি বলিয়া দয়া করিল না; অন্যে অন্যের দুঃখ কি জানিবে? জীবন কাহারও বশ নহে এবং যৌবনও দুই তিন দিনের জন্য; হা বিধাতঃ আমাদের গতি কি হইবে?। ১৫।

অস্যার্থঃ যথা রাগ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পূর;
কৃষ্ণ তাঁহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগর রাজ, ভিতরে শঠের কায,
পর নারী বধে সাবধান ॥ ১ ॥
সখিহে না বুঝিয়া বিধির বিধান

সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে * ॥ ২ ॥
যে মদন তনু হীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ ;
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ৩ ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ;
অন্যজন কাঁহা লিখি ; না জানয়ে, প্রাণ সখি,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥ ৪ ॥
'কৃষ্ণ কৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,'
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন ;
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ? ॥ ৫ ॥
শতবৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি ;
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥ ৬ ॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ;
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥ ৭ ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ;

* উকাশিতে—প্রকাশিতে।

ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ

'শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।
পাষাণ শুষ্কেন্ধন ভাবকান্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ' ॥ ১৬ ॥

'শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং' 'বিনা' 'মে' মম 'অহানি' দিনানি 'অখিলেন্দ্রিয়াণি' সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ 'অলং' অতিশয়েন 'ব্যর্থানি' ভবন্তীতিশেষঃ। 'অহো' খেদে 'হতত্রপঃ' হতা অপগতা ত্রপা লজ্জা যস্য সঃ অহং 'কথং' 'বা' কেন প্রকারেণ বা 'পাষাণশুষ্কেন্ধন ভাবকানি' পাষাণঞ্চ শুষ্কেন্ধনঞ্চ তয়োর্ভাবঃ বিদ্যতে যেষু তানি 'তানি' দিনানি ইন্দ্রিয়াণি বা 'বিভর্ম্মি' ধারয়ামি ? । ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সেবন বিনা আমার এ জীবন ও সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃথা; নির্লজ্জভাবে পাষাণতুল্য নীরস সেইরূপ জীবনই বা কেমন করিয়া বহন করিব ? ॥ ১৬ ॥

যথা রাগ।

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন;
সে নয়নে কিবা কায ? পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ? ॥ ১ ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল;
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী;
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে;

কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন ;
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে ?
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥ ৩ ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান ; *
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ;
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥
করি এত বিলাপন, প্রভু শচী নন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ;
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

তথাহি জগন্নাথ বল্লভ নাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে
রামানন্দ রায় বাক্যং

'যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুর সৌ লোচনপথং,
স্তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃত মভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিল ঘটিকা রত্নখচিতা' ॥ ১৭ ॥

'অসৌ' 'মধুরিপুঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'যদা' যস্মিন্ সময়ে 'দৈবাৎ' হঠাৎ 'লোচনা-

---

* মৃগমদ নীলোৎপল ইত্যাদি—যে কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ মৃগমদ ও নীলোৎপল মিশ্রিত পরিমলের গর্ব্ব ও মান হরণ করে ইত্যাদি।

পথং' অস্মন্নয়নগোচরং 'যাতঃ' প্রাপ্তোভবেৎ; তদা তস্মিন্ সময়ে 'মদনহতকেন' দুষ্ট কন্দর্পেণ কর্ত্রা। 'অস্মাকং' গোপরমণীনাং 'চেতঃ' মানসং 'হৃতং' অপহৃতং 'অভূৎ'। 'এষঃ' নন্দতনুজঃ 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'যস্মিন্' সময়ে 'ক্ষণমপি' মুহূর্ত্তকালমপি 'দৃশোঃ' 'পদবীং' অস্মন্নয়নসমীপং 'এতি' আগচ্ছতি, 'তস্মিন্' সময়ে 'অখিল ঘটিকাঃ' কৃষ্ণাগমনজ্ঞাপিকাঃ শব্দায়মান ঘটিকাসমূহান্ 'রত্নখচিতাঃ' রত্নৈঃ মাল্যচন্দন যুক্তাভিঃ খচিতাঃ সংজড়িতাঃ 'বিধাস্যামঃ' বয়মিতিশেষঃ পুনর্ভাবি দর্শনানন্দেন কবেঃ প্রৌঢ় বচনমিতিধ্বনিতং॥ ১৭॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন হে সখি! অকস্মাৎ যখন মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইলেন, তখনই দুষ্ট কন্দর্প আমার চিত্ত হরণ করিয়া পলাইয়া গেল; পুনরায় ক্ষণকালের জন্যেও যে দণ্ডে তিনি আসিবেন, তখনই ঐ দণ্ড সমূহকে রত্নখচিত করিয়া পুরস্কার করিব। ১৭।

অস্যার্থঃ যথা রাগ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিলুঁ বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী;
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি॥১॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল *॥২॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন;
তারে পুছে আমি না চৈতন্য? †

* পুনঃ যদি...করিমু সকল—পুনরায় যে শুভক্ষণে কৃষ্ণদর্শন হইবে, সেইক্ষণকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব।

† ক্ষণে বাহ্য...চৈতন্য?—ক্ষণকাল পরে তাঁহার মন বাহ্য অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞান লাভ করিলে তিনি সম্মুখে দুইজন (স্বরূপ ও রামানন্দরায়) কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি চৈতন্য অবস্থায় আছি? না স্বপ্নে প্রলাপ বকিলাম?

স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু ?
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য? ॥৩॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব !
নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ধ্রু॥
পুনঃ কহে হায় হায় ! শুন স্বরূপ রাম রায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়ঃ
শুনি কর বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধীয়ৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথমাঙ্কধৃত। জয়তিতেঽধিকমিত্যস্য তোষণীকৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃত ন্যায়ঃ

'কই অব রহিদং পেম্মংণহি হোই মানুষেলোএ।
জই হোই কসস বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কোজীঅই' ॥১৮॥

অস্য সংস্কৃতানুবাদঃ।

'কৈতব রহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে ; যদি ভবতি কস্য বিরহো, বিরহে ভবতি কো জীবতি'। ১৮।

'মানুষে' 'লোকে' নর লোকে 'কৈতবরহিতং' কপটরহিতং 'প্রেম' কৃষ্ণ-প্রেম 'নহিভবতি' 'যদি' কদাচিৎ তদ্রূপং প্রেম 'ভবতি' 'কস্য' চিৎ জনস্য 'বিরহঃ' বিয়োগদুঃখং ভবতীতিশেষঃ অপিতু ন ভবত্যেব। 'বিরহে' 'ভবতি' সতি যদি কদাচিৎ বিয়োগদুঃখং ভবিষ্যতি তদা 'কঃ' জনঃ 'জীবতি' ন কোঽপি জীবতীত্যর্থঃ। ১৮।

মনুষ্য লোকে অকপট প্রেম নাই ; যদি কদাচিৎ হয়, তাহা হইলে কি তাহার বিচ্ছেদ হইতে পারে ? আর সে প্রেমের বিচ্ছেদ হইলেই বা কে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয় ? । ১৮।

যথা রাগ।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা ভূলোকে না হয়;
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ.
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে এক মন হঞা * ;
'আপন হৃদয় কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা' ॥

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোকঃ

'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাস্যানন লোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা' ॥১৯॥

'হরৌ' শ্রীকৃষ্ণে 'মে' মম 'দরাপি' দর অপি অল্পমপি 'প্রেমগন্ধঃ' প্রেমাভাসঃ 'ন' 'অস্তি' 'সৌভাগ্যভরং' নিজ সৌভাগ্যাতিশয়ং অহং মহাপ্রেমিকঃ স্যামিতি 'প্রকাশিতুং' বিজ্ঞাপিতুং 'ক্রন্দামি' রোদনং করোমি। 'বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা' শ্রীকৃষ্ণস্যমুখারবিন্দ দর্শনং বিনা 'যৎ' যস্মাৎ 'প্রাণপতঙ্গকান্' 'বিভর্ম্মি' ধারয়ামি তদ্ধারণং 'বৃথা' কেবলং নিরর্থকং স্যাদিতি।১৯।

শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিতেছেন—হরিতে আমার প্রেমের লেশ মাত্র নাই; 'আমি মহাপ্রেমিক' এই সৌভাগ্য প্রকাশ করিবার জন্য কেবল ক্রন্দন করিয়া থাকি। হায়! শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন বিনা আমার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র!।১৯।

যথা রাগ।

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়;

---

* দোঁহে—স্বরূপ ও রামানন্দ।

তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব সৌভাগ্য প্রক্ষালন,
কৃরি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশী ধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন *।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু ;
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ;
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতি যায় ? †
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত ;
বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ;
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

---

* যাতে বংশীধ্বনি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের যে চন্দ্র বদনের বংশীধ্বনি শুনিলে কত সুখোদয় হয়, তাহা আমার অবলম্বনীয় হইল না।

† কহিবার যোগ্য নয় ইত্যাদি—'ভগবৎ প্রেমের একবিন্দু লাভ করিতে পারিলে, তাহাতেই জগত ডুবান যাইতে পারে' একথা যে বলে তাহাকে লোকে পাগল মনে করে ; কেহই তাহার কথায় প্রত্যয় করে না। বাউল—পাগল, ক্ষেপা। পাতিযায়—প্রত্যয় করে।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ষোড়শ শ্লোকে নান্দী-মুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং।

'পীড়াভি র্নব কালকূট কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমা হঙ্কার সঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্যবক্র মধুরাস্তেনৈব বিক্রন্তয়ঃ' ॥২০॥

হে 'সুন্দরি' প্রিয়সখি নান্দীমুখি 'নন্দনন্দনপরঃ' শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় 'প্রেমা' 'যস্য' জনস্য 'অন্তরে' হৃদয়ে 'জাগর্ত্তি'সর্ব্বদা বর্ত্ততে 'অস্য' 'প্রেম্ণঃ' 'বক্র মধুরাঃ' কটুমিষ্টাঃ 'বিক্রান্তয়ঃ' প্রভাবাঃ আস্বাদবীর্য্যানীতি যাবৎ তেনৈব জনেন 'স্ফুটং' ব্যক্তরূপং যথাস্যাৎ তথা 'জ্ঞায়ন্তে' অনুভূয়ন্তে। কথম্ভূতঃ প্রেমা? 'পীড়াভিঃ' ব্যথাসমূহৈঃ করণৈঃ 'নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য' নুতন-সর্পবিষস্য কটুতায়াঃ তীক্ষ্ণতায়াঃ গর্ব্বস্য অহঙ্কারস্য 'নির্ব্বাসনঃ' গর্ব্ব নির্ব্বা-সিতুং দূরীকর্ত্তুংশীলং যস্য সঃ পীড়াদানবিষয়ে নবক ালকূটাৎ তীক্ষ্ণতর ইত্যর্থঃ পুনঃ 'নিঃস্যন্দেন' ক্ষরণেন 'মুদা' হর্ষেণ করণয়া'সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ' সুধায়াঃ অমৃতস্য মধুরিমা মাধুর্য্যং তস্য অহংকারং সঙ্কোচয়িতুং শীলং যস্য সঃ অমৃতান্মধুরতর ইত্যর্থঃ। ১৯।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম পীড়া দান বিষয়ে নবকালকূটের তীক্ষ্ণতাকেও পরাজয় করিয়াছে,অথচ সুখদান বিষয়ে অমৃতা-পেক্ষা ও মধুরাস্বাদনযুক্ত। হে সখি! এই প্রেম যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কেবল ইহার কটু অথচ মধুরাস্বাদনের বীর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় ॥২০॥

যেকালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র;
সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥*

* যেকালে—নেত্র—মহাপ্রভুর উক্তি।

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে ?*
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন ;
'হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন ! কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন !'
কাহাঁ সেই বংশী বদন !
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গ ঠাম ! কাহাঁ সেই বেণুগান !
কাহাঁ সেই যমুনা পুলিন !
কাহাঁ রাস বিলাস ! কাহাঁ নৃত্যগীত হাস !
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন !
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে ;
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশ শ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং

'অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকন মন্তরেণ
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হাহন্ত ! হাহন্ত ! কথং নয়ামি' ? ॥ ২১ ॥

হে 'হরে' 'ত্বদালোকনং' তবদর্শনং 'অন্তরেণ' বিনা 'অমূনি' 'দিনান্তরাণি' মম জীবনস্থ দিবারজন্যঃ 'অধন্যানি' 'বিফলানি' ভবন্তীত্যর্থঃ। হে

* গরুড়ের সন্নিধানে—পূরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত গরুড়স্তম্ভের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া চৈতন্যপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেন। আনন্দের বলে—সে আনন্দোচ্ছাসের প্রভাব কি বর্ণনা করিব ? বলে—বল, প্রভাব।

'অনাথবন্ধো' হে 'করুণৈকসিন্ধো' 'হাহন্ত' 'হাহন্ত' মহৎকষ্টং ভোঃ, অহং 'কথং' তানি দিনানি 'নয়ামি' ক্ষেপয়ামি ?। ২১।

হে হরি! তোমার দর্শনলাভ বিনা আমার দিনরাত্রি বৃথা যাইতেছে; হে অনাথ বন্ধু! হে করুণাসিন্ধু! কেমন করিয়াই বা এরূপ দিন ক্ষেপণ করিব? হা ধিক্! আমার কি ভীষণ কষ্ট!। ২১।

'তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন;
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥'
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়; *
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন?
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং

'ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুত মিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী বিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজ মুদীক্ষিতু মীক্ষণাভ্যাং' ॥ ২২ ॥

হে প্রভো! 'ত্বচ্ছৈশবং' তব শৈশবমাধুর্য্যস্য আকর্ষণং "ত্রিভুবনাদ্ভুতং' ত্রিভুবনানাং অদ্ভুতং মনোহরং যদ্বা ত্রিভুবনেষু অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং 'ইতি' 'অবেহি' জানীহি 'মচ্চাপলঞ্চ'মম চপলতাচ ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহিচ ইত্যন্বয়ঃ এতৎদ্বয়ং 'তব' 'বা' 'মম' 'বা' 'অধিগম্যং' জ্ঞেয়ং জ্ঞানস্য বিষয়ীভূতং তব মাধুর্য্যস্য বলং অহং জানামি মম চাপলঞ্চ ত্বং জানাসীতিভাবঃ। 'তৎ' তস্মা-

---

*. ভাব চাপল—ভাবের চপলতা বা চঞ্চলতা; ভাব তরঙ্গ।

দ্ধেন্মৈঃ 'তব' 'মুখাম্বুজং' 'ঈক্ষণাভ্যাং' মম লোচনাভ্যাং করণাভ্যাং 'উদীক্ষিতুং' দর্শনং কর্ত্তুং 'কিং' 'করোমি' তদুপদেশংবদেতিভাবঃ। মুখাম্বুজং কীদৃশং? 'বিরলং' দুর্ল্লভ দর্শনং 'মুরলীবিলাসি' মুরলী আকর্ষণী নাম্নী তদাখ্যা বংশিকা বিলসতি যস্মিন্ তৎ পুনঃ 'মুগ্ধং' মহাসুন্দরং মোহকরং। ২২।

হে প্রভো! তোমার শৈশব মাধুর্য্যের আকর্ষণ শক্তি ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত; আর আমার চপলতাও সেইরূপ আশ্চর্য্য! তোমার মাধুর্য্যের বল আমি জানি, এবং আমার চপলতাও তুমি জান। অতএব দুর্ল্লভ দর্শন, মুরলীবিলাসী এবং পরমসুন্দর তোমার মুখাম্বুজ সম্যক্ প্রকারে দর্শন করিবার জন্য আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? তাহা আমাকে বলিয়া দাও। ২২।

যথারাগ।

'তোমার মাধুরী বল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি;
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঁঙ, (১)
তাহা মোরে কহ ত আপনি'॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, বিষাদ দৈন্য চাপল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ;
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোম হর্ষ আদি সৈন্য (২)
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥ (৩)
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজ যুদ্ধে বনের দলন;
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

১ কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ—অন্যপাঠ 'কোন্ উপায়ে তোমা পাঙ'।

২ রোমহর্ষ—অন্যপাঠ 'রোষামর্ষ'।

৩ প্রেমোন্মাদ সবার কারণ—প্রেমোন্মত্ততা হেতু ঔৎসুক্যাদি ভাবোদয় হইয়াছিল।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশ শ্লোকে
বিল্বমঙ্গল বাক্যং

'হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈক বন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈক সিন্ধো !
হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
হাহা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে' ? ॥ ২৩ ॥

অন্তর্দ্দশায়াং অন্যগোপীসম্ভুক্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ 'হে দেব' অন্য গোপীভি র্দিব্যতীতি দেবস্তং অতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। পুনরুৎসুখেনাহ 'হে দয়িত' ত্বং তু মৎপ্রাণবল্লভোঽসি পুনর্দ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুন অনুনয়স্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ 'হে ভুবনৈকবন্ধো' ত্বং ন কেবলং মম সর্ব্বগোপীনাং বন্ধুরসি সর্ব্ব সমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। পুনরাগতমিব মত্বাহ 'হে কৃষ্ণ' চিত্তাকর্ষক ! সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগতবন্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ 'হে চপল' পরস্ত্রীচিত্তচৌর যাহি যাহীত্যর্থঃ। পুনর্গচ্ছন্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ হে 'রমণ' সদা মাং রময় আগচ্ছ আগচ্ছেতি। পুনরাগতং মত্বা আলিঙ্গনায় বাহুদ্বয়ং সম্প্রসার্য্য তমলব্ধা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবৈক্লব্যমাহ 'হে নয়নাভিরাম' নয়নানন্দদায়িন্ 'নু' ভোঃ 'হাহা' খেদে 'কদা' কস্মিন্ সময়ে 'মে' মম 'দৃশোঃ' নয়নয়োঃ 'পদং' বিষয়ঃ 'ভবিতাসি' ভবিষ্যসি। ২৩।

অন্তর্দ্দশায় বিল্বমঙ্গল রচিত শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিতেছেন—হে দেব ! অন্যগোপীর সহিত সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছ ; তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও ! হে দয়িত ! তুমি আমার প্রাণবল্লভ আমাকে দর্শন দাও ! হে ভুবন জন বন্ধু ! তুমি কেবল আমার বন্ধু নও, সকল গোপীরই বন্ধু ; অতএব সকলের সমাধান জন্য যাও। হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ ; একবার দেখা দাও ! হে চপল ! তুমি অবলাচিত্ত হরণ করিয়াছ, যাও যাও ! হে

রমণ! সদা আমার সঙ্গে রমণ কর! পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া দৈন্য জানাইতেছেন হে নয়নাভিরাম! হায়! কবে তুমি আমার নয়ন গোচর হইবে? ।২৩।

যথা রাগ।

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান;
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মান, গর্ব্ব, ব্যাজ স্তুতি,
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান (১) ॥
'তুমি দেব ক্রীড়ারত! ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন;
তুমি মোর দয়িত! মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥
ভুবনের নারীগণ, সবার কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান (২)।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর! ঐছে কোন্ পামর?
তোমারে বা কেবা করে মান? ॥
তোমার চপল মতি, একত্রে না হয় স্থিতি;
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ;
তুমি তো করুণাসিন্ধু! আমার প্রাণের বন্ধু!
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ।
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ! ব্রজের কর পরিত্রাণ;
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ;

---

১ সোল্লুণ্ঠ—পরিহাসযুক্ত। ব্যাজস্তুতি—(অলঙ্কার) নিন্দা দ্বারা স্তুতি বা স্তুতি দ্বা নিন্দা করণ।

২ তাহা কর সব সমাধান—অভিমানের কথা; জগতের সমস্ত নারীগণকে আক করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া কর; আমি তোমাকে চাহিনা। চৈতন্য প্রভু শ্রীরাধার ভা অনুভাবিত হইয়া এইরূপ অভিমান, নিন্দা, প্রণয় ও পরিহাস প্রভৃতির ভাষা ভগবানের প্র প্রয়োগ করিতেছেন।

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ বিলাস (১) ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি ;
শুন মোর এ স্তুতি বচন (২)।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন।
স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত (৩)।
হাঁসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভুমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয় !
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্টিতম শ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং

'মারঃস্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতংনু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিত বল্লভো নু,
কৃষ্ণোঽয় মভ্যুদয়তে মম লোচনায়'। ২৪।

হে সখে ! 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'স্বয়ং' 'মারঃ' কন্দর্পঃ 'নু' কিংনু ? ইতি বিতর্কে ভবতি ? নহি, নহি। 'নু' ভোঃ 'মধুরদ্যুতিমণ্ডলং' মনোহরব্রহ্মতেজো

---

১ বৈদগ্ধ বিলাস—চাতুর্য্য বিলাস।

২ মোর বাক্য...বচন—আমার এই সকল কথা নিন্দা মনে করিয়া কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ইহা মনে করিয়া চৈতন্য প্রভু বলিতেছেন—তবে 'হে কৃষ্ণ ! স্তুতি বাক্য বলি শুন'।

৩ স্তম্ভ কম্প ইত্যাদি—সাত্বিক পুলকের লক্ষণ।

মণ্ডলং কিং ভবতি? নহি নহি। 'মাধুর্য্যমেব' 'নু' মূর্ত্তিমানমাধুর্য্যং কিং? নহি নহি। 'মনোনয়নামৃতং' 'নু' মনোনয়নয়োরানন্দরূপং কিং ভবতি? নহি নহি। 'বেণীমৃজঃ' 'নু' ব্রজসুন্দরীণাং বেণীপুঞ্জং কিং? নহি নহি। 'নু' ভোঃ 'মম' 'জীবিতবল্লভঃ' মৎপ্রাণনাথঃ 'অয়ং' 'কৃষ্ণঃ' 'মম' 'লোচনায়' মম লোচনোৎসব নিমিত্তায় 'অভ্যুদয়তে' সর্ব্বতোভাবে উদিতো ভবতীত্যর্থঃ। ২৪।

অন্তর্দ্দশায় মহাপ্রভু কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন—হে সখে! একি স্বয়ং কন্দর্প উপস্থিত? না মনোহর ব্রহ্মতেজোমণ্ডল দেখিতেছি? না মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য-রস! অথবা অন্তশ্চক্ষুর অমৃত দর্শন! কিম্বা এ কি ব্রজসুন্দরী দিগের বেণীপুঞ্জ! না, সে সব কিছুই নহে; হাঁ বুঝিয়াছি! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নোৎসব বর্দ্ধন জন্য অভ্যুদিত হইয়াছেন। ২৪।

যথা রাগ।

কিবা সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান?
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত?
কিবা মনো নেত্রোৎসব? কিবা প্রাণবল্লভ?
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥
গুরু নানাভাব গণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়; (১)।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্য,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় (২)।
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীত গোবিন্দ (৩)

---

১ গুরু নানা ভাবগণ...কাল যায়—নানাপ্রকার ভাব গুরুর সদৃশ হইয়া মহাপ্রভুর শরীর ও মনকে যেন শিষ্যত্বে বরণ করিয়া নির্ব্বেদাদি নানা নৃত্য শিখাইয়া নাচাইতে লাগিল

২ মন্য—মনন। নির্ব্বেদ—বিলাপ; অনুতাপ।

৩ চণ্ডীদাস ইত্যাদি—অন্তর্দ্দশায় মহাপ্রভু এই সকল গ্রন্থের শ্লোকাবলি শুনিতে ভাল

স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস ;
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের সানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ (১)।
লীলাসুখ মত্তজন, তার হয় ভাবোদ্গম, (২)।
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময় ?
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাহে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়।
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে, (৩)
যত্নে হ আস্বাদ নহিল ;
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার, (৪)
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে,
প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী ;

বাসিতেনঃ—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর পদাবলী, রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

১ পুরীর বাৎসল্য ইত্যাদি—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী গুরু সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে বাৎসল্যভাবে, রামানন্দ রায় সখ্যভাবে, গোবিন্দ কাশীশ্বরাদি প্রভুভাবে ও জগদানন্দ ও স্বরূপদামোদর সানন্দ বা মধুর ভাবে সেবা করিতেন।

২ লীলাসুখ মত্তজন—সর্ব্ব ভাবোদয়—ভজনশীল সামান্য মানবের যখন নানারূপ ভাবোদ্গম হইয়া থাকে ; তখন পূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যে তদ্রূপ কেন না হইবে ? তাহাতে আবার যখন তিনি মুখ্য রস অর্থাৎ মধুর রসকে আশ্রয় করিয়াছেন, তখন ভাবোদয় না হওয়াই অসম্ভব।

৩ পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে…তিন অভিলাষে—পূর্ব্বে কৃষ্ণাবতারে শ্রীবৃন্দাবনে যে তিন অভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, এবার গৌরাঙ্গাবতারে তাহা আস্বাদন করিলেন। তিন অভিলাষঃ—আদিলীলা ১৬০ পাতে ৩ টীকা দেখ।

৪ শ্রীরাধার ভাবসার ইত্যাদি—শ্রীরাধার প্রেমভাবের সার আপনি গ্রহণ করিয়া।

নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ;
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ;
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝহে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ;
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হও তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ ॥ (১)
চৈতন্য লীলা রত্নসার,(২) স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে ;
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে ;

---

১ কহিবার কথা নহে…দাসানুদাস সঙ্গ—চৈতন্যের কৃপা পাত্র ব্যতীত তাঁহার প্রেম ও বদান্যতার বিষয় কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি চৈতন্যের কৃপাপাত্রের দাসানুদাস হইতে ইচ্ছা করি।

২ চৈতন্যলীলা রত্নসার ইত্যাদি—শেষলীলায় স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন ও তাঁহার মনোভাব অবগত হইতেন ; সে জন্য তিনিই চৈতন্য লীলারূপ রত্ন সমূহের ভাণ্ডারী রূপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত রত্ন রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ রঘুনাথকে ঐ সব লীলা জ্ঞাত করাইয়াছিলেন ; গ্রন্থকার রঘুনাথের নিকট শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থে তাহা বর্ণন করত ভক্তগণকে ভেট দিলেন। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে বহু সংস্কৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সাধারণে ইহা বুঝিতে পারিবে না ; গ্রন্থকার তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন ; তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিতেছেন ; সকলে না বুঝিলে সাধ্য কি ? তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ও তাহার টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ; তথাচ তাহা আপামর সাধারণ বুঝিতেছে ; তবে দুই চারি সংস্কৃত শ্লোক যাহা তিনি উদ্ধার করিকরিয়াছেন ও যাহার অর্থ বঙ্গভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা লোকে বুঝিবেনা কেন ?

প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাহোসো বিরোধ,(১) নাহি কাহোঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন ;
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত !
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন ?
ইহঁা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি ;
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন ?
শেষ লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয় ;
থাকে যদি আয়ু শেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয় ; (২)
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় !

---

১ নাহি কাহোসো বিরোধ—কাহারও সহিত বিবাদ করিয়া কি কাহারও অনুরোধ ক্রমে আমি লিখিতেছি না ; সহজভাবে রচনা করিতেছি। রাগ বা বিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিলে চিত্ত আবিষ্ট হয়, সুতরাং সহজভাবে বর্ণনা করা যায় না। শ্লোকটীর পাঠ কিছু ভিন্ন ভিন্ন আছে,—'নাঞি করেঁা সবিরোধ, নাঞি করেঁা অনুরোধ' ইত্যাদি।

২ আমি বৃদ্ধ জরাতুর ইত্যাদি—এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে এই গ্রন্থ রচনার সময় কৃষ্ণদাস অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; এমন কি পরবর্ত্তী লীলা রচনা তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হইবে কিনা তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল।

এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন ;
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ;
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ ;
স্বরূপ গোঁসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ ;
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ--
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস ;
চৈতন্য বিলাস সিন্ধু কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্র কথনে প্রেমোন্মাদ প্রলাপ বর্ণনং নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

ন্যাসং বিধায়োৎ প্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাত্মঃ ;
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তীপুরী ময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈ রিহ তং নতোঽস্মি ॥ ২৫ ॥

যঃ 'গৌরঃ' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ 'ন্যাসং' সন্ন্যাসং 'বিধায়' কৃত্বা 'অথ' অনন্তরং 'উৎপ্রণয়ঃ' মহানন্দিতঃ সন্ 'বৃন্দাবনং' 'গন্তুমনাঃ' বৃন্দাবনগমনেচ্ছুঃ 'ভ্রমাত্মঃ' ভ্রমঃ ভ্রমযুক্তঃ আত্মা যস্য প্রেম্নঃ ভ্রমবিহ্বলঃ 'রাঢ়ে' রাঢ়দেশে 'ভ্রমন্' সন্ 'শান্তিপুরীং' 'অয়িত্বা' আনয়িত্বা নিত্যানন্দাদিভিঃ অনুচরৈরিত্যর্থঃ 'ভক্তৈঃ' সহ 'ইহ' শান্তিপুর্য্যাং 'ললাস' শোভয়ামাস 'তং' চৈতন্যং 'নতোঽস্মি' প্রণতোঽস্মি। ২৫।

যে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ মহা আনন্দ সহকারে বৃন্দাবনে যাইবেন মনে করিয়া, প্রেমবিহ্বল চিত্তে ভ্রান্তিক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ও পরে শান্তিপুরে আনীত হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত শোভা পাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ২৫ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌর ভক্তবৃন্দ !
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ;
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন ;
রাঢ় দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ।
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ় দেশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভিক্ষুক বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণ বচনং

'এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ ;
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাং ঘ্রি নিষেবয়ৈব' ॥ ২৬ ॥

'পূর্ব্বতমৈঃ' পূর্ব্ববর্ত্তিভিঃ 'মহদ্ভিঃ' মহর্ষিভিঃ 'অধ্যাসিতাং' সেবিতাং আশ্রিতামিতি যাবৎ 'এতাং' পূর্ব্বোক্তাং 'পরাত্মনিষ্ঠাং' ব্রহ্মনিষ্টাং 'সমাস্থায়' অবলম্ব্য 'অহং' অহমপি 'দুরন্ত পারং' দুস্তরং 'তমঃ' মহদন্ধকারং ভবার্ণব মিত্যর্থঃ 'তরিষ্যামি' উত্তীর্ণো ভবিষ্যামি। নন্থ ইয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তত্রাহ 'মুকুন্দাং ঘ্রি নিষেবয়ৈব' মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবয়ৈব করণয়া। ২৬।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে অবন্তীনগরের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকা বলিয়া তাহার স্বগতোক্তি বর্ণনা করিতেছেন ঃ— ভিক্ষুক চিন্তা করিতেছে 'পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত এই পরাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবা দ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকারার্ণব উত্তীর্ণ হইব' ॥ ২৬ ॥

প্রভু কহে 'সাধু এই ভিক্ষুক বচন ;
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।
পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ ধারণ ; (১)
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ।
সেই বেশ কৈল ; এবে বৃন্দাবনে গিয়া
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া'।

---

১ সার বেশ ধারণ—পরাত্মনিষ্টা বা ব্রহ্মনিষ্টা রূপ বেশ ধারণই সকল ধর্ম্মের সার।

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন;
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন।
নিত্যানন্দ, আচার্য্য রত্ন, মুকুন্দ—তিন জন;
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।
যেই যেই প্রভু দেখে; সেই সব লোক
প্রেমাবেশে হরিবলে খণ্ডে দুঃখ শোক।
গোপ বালক সব প্রভুকে দেখিয়া
হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া।
শুনি তা'সবার নিকট গেলা গৌর হরি;
'বোল বোল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি।
তা'সবারে স্তুতি করে 'তোমরা ভাগ্যবান;
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরি নাম';
গুপ্তে তাসবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ;
শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ:—(২)
'বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে;
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইও তাঁরে।'
তবে প্রভু পুছিলেন 'শুন শিশুগণ!
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন?'
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল;
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল।
আচার্য্য রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোঁসাইঃ—
'শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঁই।
প্রভু লঞা যাব আমি তাঁহার মন্দিরে;
সাবধানে রহেন্ যেন নৌকা লঞা তীরে।
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন;
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ'।
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়;

২ শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ—'শিক্ষাইল তাসবাকে করি বহু যত্ন' পাঠও আছে।

মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়।
প্রভু কহে 'শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন'?
শ্রীপাদ কহে 'তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন।'
প্রভু কহে 'কত দূরে আছে বৃন্দাবন?'
তিঁহ কহেন 'কর এই যমুনাদর্শন'।
এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে;
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনাজ্ঞানে।
'অহো ভাগ্য! যমুনার পাইল দরশন;'
এত বলি যমুনার করেন স্তবন ঃ—

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে পঞ্চমাঙ্কে সপ্তমাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রব ব্রহ্ম গাত্রী
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপু র্মিত্র পুত্রী' ॥ ২৭ ॥

'মিত্রপুত্রী' সূর্য্যতনয়া যমুনা 'নঃ' অস্মাকং 'বপুঃ' শরীরং 'সদা' নিত্যং 'পবিত্রীক্রিয়াৎ' নির্ম্মলীকুর্য্যাৎ যমুনা কীদৃশী 'চিদানন্দভানোঃ' চিচ্চ আনন্দশ্চ তয়োঃ ভানুঃ সূর্য্যঃ প্রকাশক ইত্যর্থঃ তস্য, 'নন্দসূনোঃ' নন্দ পুত্রস্য 'পরপ্রেমপাত্রী' সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম ভাজনা পুনঃ 'দ্রবব্রহ্ম গাত্রী' দ্রবং দ্রবময়ং জলময়ং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য গাত্রং শরীরং যস্যাঃ সা পুনঃ 'অঘানাং' পাপসমূহানাং 'লবিত্রী' ছেদনকর্ত্রী পুনঃ 'জগৎ ক্ষেমধাত্রী' জগন্মঙ্গলরূপা। ২৭।

সূর্য্যতনয়া যমুনা আমাদিগের দেহ পবিত্র করুন্; ইনি চিদানন্দভানু নন্দনন্দনের পরমপ্রেমভাজনা, ঈশ্বরাঙ্গের দ্রবভাবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী; এবং জগতের মঙ্গলদায়িনী ॥ ২৭ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ;
এক কৌপিন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান।
হেনকালে আচার্য্য গোঁসাই নৌকাতে চড়িয়া
আইল নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লঞা।
আগে আসি রৈলা আচার্য্য নমস্কার করি ;
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি ঃ—
'তুমি ত আচার্য্য গোঁসাই এথা কেন আইলা' ?
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ?'
আচার্য্য কহে 'তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন ;
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন।'
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ;
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা।'
আচার্য্য কহে 'মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন ;
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন।
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ;
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার। (১)
পশ্চিমে যমুনা বহে তাহাঁ কৈলা স্নান ;
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান।
প্রেমাবেশে চারি দিন আছ উপবাস ; (২)
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস।
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক ;
শুক রুখা ব্যঞ্জন কৈল সুপ আর শাক।'
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর ;
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর।
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী ;
বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি।
তিনি ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।

১ পূর্ব্বে গঙ্গাধার—'পূর্ব্বে গঙ্গার' পাঠও আছে।
২ প্রেমাবেশে চারি দিন—'তিন চারি দিন' পাঠও আছে।

কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু পাত্রোপরি।
বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে (১)
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে।
মধ্যে পীতঘৃত সিক্ত শাল্যন্নেরস্তূপ;
চারিদিগে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ।
বাস্তুক শাক পাক বিবিধ প্রকার;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী; (২)
ফুলবড়ি ভাজা, আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি। (৩)
নারিকেল শস্য, ছানা, শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর।
মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়;
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গ বড়া, মাস বড়া, কলার বড়া মিষ্ট;
ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, যত পীঠা ইষ্ট।
বত্রিশা আটীয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়;
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া;
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া।
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া;
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া।

---

১ বত্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে—যে কলার বৃক্ষে বত্রিশ ছড়াযুক্ত কদলীকাঁদি য়, তাহার আঙ্গট পাতে অর্থাৎ বৃহৎ ও প্রশস্ত কদলীপত্রে।

২ বার্ত্তকী—বার্ত্তাকু বা বেগুণ।

৩ ফুলবড়ী ভাজা ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি।'

দুগ্ধচিতাউ দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডি ভরি ; (১)
চাঁপাকলা, দধি, সন্দেশ কহিতে না পারি।
অন্নব্যঞ্জন উপর তুলসী মঞ্জরী ;
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি।
তিন শুভ্র পীঠ, তার উপরি বসন ;
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাতে কৃষ্ণে করাল ভোজন ॥
আরাত্রিক কালে দুই প্রভু বোলাইল ;
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল। (২)
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন ;
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ; (৩)
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন।
মুকুন্দ হরিদাস দুই, প্রভু বোলাইল ; (৪)
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল :—
মুকুন্দ বলে 'মোর কিছু কৃত্য নাই সরে ; (৫)
পাছে মুই প্রসাদ পাইনু তুমি যাহ ঘরে'।
হরিদাস বলে 'মুই পাপিষ্ঠ অধম ;
বাহিরে এক মুষ্টি মুই করিমু ভোজন।'

---

১ দুগ্ধচিতাউ দুগ্ধ লকলকী—দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত করা পিষ্টক বিশেষ কুণ্ডি—মৃত্তিকা পাত্র বিশেষ।

২ প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল—অন্যপাঠ 'প্রভুসঙ্গে বৈষ্ণব সব আরতি দেখিল।'

৩ আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন...গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন—এই দুই শ্লোকের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুঁথিতে এই পাঠ আছে যথা 'আরতি করিয়া কৃষ্ণ করাইল শয়ন; দুই ভাই বোলাইল করিতে ভোজন।'

৪ দুই, প্রভু বোলাইল—ভোজন করিতে যাইবার সময় চৈতন্য প্রভু, মুকুন্দ ও হরিদাস এই দুইজনকে ভোজন করিবার জন্য ডাকিলেন।

৫ কিছু কৃত্য নাহি সরে—স্নান আহ্নিক নিত্যকৃত্য কিছু সমাপন হয় নাই। সরে—সাঙ্গ বা সমাপ্ত হয় নাই।

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর;
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর।
'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন;
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ'।
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য;
আচার্য্যের মনঃ কথা নহে প্রভুর বেদ্য।
প্রভু বলে 'বৈস তুমি করিতে ভোজন'; (১)
আচার্য্য কহে 'আমি করিব পরিবেশন'।
'কোন্ স্থানে বসিব ? আর আন দুই পাত;
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত'। (২)
আচার্য্য কহে 'বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে';
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দুহাঁরে।
প্রভু কহে 'সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ;
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ' ?
আচার্য্য কহে 'ছাড় তুমি আপনার চুরি;
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারি ভুরি।
ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী';
প্রভু কহে 'এত অন্ন খাইতে না পারি'।
আচার্য্য বলে 'অকপটে করহ আহার;
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর'।
প্রভু বলে 'এত অন্ন নারিব খাইতে;
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে'।
আচার্য্য কহে 'নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার;
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার।
তিন তিন জনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার এক গ্রাস;
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চ গ্রাস।
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন;

১ প্রভু বলে বৈস তুমি করিতে ভোজন—অন্যপাঠ প্রভু বলে 'বৈস তিনে করিয়ে ভোজন'।
২ কোন্ স্থানে...ভাত।—এইটী চৈতন্য প্রভুর উক্তি।

'ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন'।
এত বলি জল দিল দুই গোঁসাইর হাতে;
হাঁসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে।
নিত্যানন্দ কহে 'কৈল পঞ্চ উপবাস;
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ।
আজিও উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে;
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে'।
আচার্য্য কহে 'তুমি হও তৈথিক সন্ন্যাসী;
কভু ফল মূল খাও, কভু উপবাসী।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন;
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভমন'।
নিত্যানন্দ বলে 'যবে কৈল নিমন্ত্রণ;
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন'।
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত;
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পীরিত:—
'ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে।
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মোণের অন্ন;
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ;
পাগলাই না করিহ, না ছড়াও ঝুট'।
এই মত হাস্য রসে করেন ভোজন;
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন।
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য করেন পূরণ;
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন।
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন;
প্রভু বলেন 'আর কত করিব ভোজন'?
আচার্য্য কহে 'যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা;
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা'।

নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুকে করাল ভোজন ;
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ।
নিত্যানন্দ কহে 'আমার পেট না ভরিল ;
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল'।
এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লঞা ; (১)
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা।
ভাত দুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ;
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে।
'অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে ;
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে। (২)
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল ;
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল।
আপনার সম মোরে করিবার তরে
ঝুঠা দিলে ; বিপ্র বলি ভয় না করিলে'।
নিত্যানন্দ বলে 'এই কৃষ্ণের প্রসাদ ;
ইহাকে ঝুঠা কহিলে, কৈলে অপরাধ।
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ;
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন'।
আচার্য্য কহে 'না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ ;
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম'। (৩)
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন ;
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন।
লবঙ্গ এলাচি বীজ উত্তম রস বাস ; (৪)
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস।

---

১ উঝালি—ছড়াইয়া।

২ ঢঙ্গে—ঢেঙ্গা ; নির্ব্বোধ ; ভৎর্সনার ও ভাল বাসার সম্বোধন।

৩ স্মৃতি ধর্ম্ম—স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ব্যবহার।

৪ রসবাস—সুগন্ধ ও রসযুক্ত এলাচি ও লবঙ্গ।

গন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর;
সুগন্ধি মালা আনি দিল হৃদয় উপর।
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ সম্বাহন;
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন :—
'বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন;
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন'।
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে;
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে।
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন;
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ।
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা;
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
গৌর দেহকান্তি, সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল;
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝল মল।
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান;
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান।
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন;
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া;
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

তথাহি পদং

'কি কহিব রে আজক আনন্দ ওর!
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর'॥ ধ্রু॥

এইপদ গাওয়াইয়া করেন নর্ত্তন;
স্বেদ কম্প, পুলকাশ্রু, হুঙ্কার, গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ;
আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন :—
'অনেক দিন তুমি মোরে বেড়া'লে ভাণ্ডিয়া;
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া'।

এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন ;
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন।
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণ সঙ্গ ;
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ।
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা।
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে ;
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে।
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন ;
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ।
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ বচন ;
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন।

তথাহি পদং

'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে ?
কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জ্বরে। ধুয়া ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ ;
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি যাঙ'।

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে ;
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে।
নির্ব্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য ;
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব সৈন্য।
জর জর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে ;
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল যত ভক্তগণ ;
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন।
বোল বোল বোলে প্রভু আনন্দে বিহ্বল ;
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল।

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া ;
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া।
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ;
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে।
পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন ;
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে হৈল বড় পরিশ্রম।
তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
নিত্যানন্দ প্রভুকে রাখিল ধরিয়া।
আচার্য্য গোঁসাই তবে রাখিল কীর্ত্তন ;
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন।
এই মত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন
এক রূপ করি করে প্রভুর সেবন।
প্রভাতে আচার্য্য রত্ন দোলায় চড়াইঞা
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা।
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ;
সব লোক আইল, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ।
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ;
শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈত ভবন।
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ;
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া। (১)
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ;
দেখিতে না পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন।
কান্দিয়া কহেন শচী 'বাছারে নিমাই !
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন ;
তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ'।

---

১ কোলে উঠাইয়া—অন্য পাঠ 'কোলেতে করিঞা'।

কাঁদিয়া বলে প্রভু 'শুন মোর আই! (১)
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে;
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস;
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব;
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব'।
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার;
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার।
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর;
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর।
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে;
সবার মুখ দেখি দেখি করে আলিঙ্গনে।
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ;
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ।
শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর;
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর;
বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়;
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয়।
কত নাম লইব? যত নবদ্বীপ বাসী;
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাঁসি।
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি;
আচার্য্য মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে;
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে;

১ আই—সংস্কৃত 'আর্য্যকী' শব্দের অপভ্রংশ; অর্থ—মাতার মাতা। এখানে সম্মান ও প্রীতিসূচক মাতৃ সম্বোধন।

সবাকারে বাঁসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান ;
বহু দিন আচার্য্য গোঁসাই কৈল সমাধান। (১)
আচার্য্য গোঁসাইর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয় ;
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয়।
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ;
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।
দিনে আচার্য্যের প্রীতি, প্রভুর দর্শন ;
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন।
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয় ;
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ প্রলয় (২)।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া ;
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া :—
'চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই কলেবর! (৩)
হাহা করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর :—
"বালক কাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন ;
তার প্রতিফল মোরে দেহ নারায়ণ। (৪)
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে ;
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে"।
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ;
হর্ষময় দৈন্যভাবে হইল বিকল। (৫)
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ ;
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবার মন। (৬)

---

১ বহুদিন আচার্য্য গোঁসাই কৈল সমাধান—বহুদিন সকলের ভক্ষ্য ভোজ্য অদ্বৈতাচার্য্য সরবরাহ করিলেন।

২ প্রলয়—মূর্চ্ছা।

৩ হেন বাসোঁ—এরূপ বিবেচনা করি।

৪ তার প্রতিফল—অন্য পাঠ 'তার এই ফল'।

৫ হর্ষময় দৈন্যভাবে—অন্য পাঠ 'হর্ষভাবে দৈন্যভাবে'।

৬ ভিক্ষা দিতে—আহার করাইতে।

শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি :—
'নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ?
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্রে মিলন ;
মুঁঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন।
যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাইর অবস্থান ;
মুঞি ভিক্ষা দিব ; সবাকারে মার্গোঁ দান'।
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার :—
'মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার'।
মাতার ব্যগ্র দেখিয়া প্রভুর ব্যগ্র মন ;
ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন :—
'তোমা সবাকার আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন ;
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন।
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব ;
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া
নিজ জন্ম স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া।
কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন ;
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম'।
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ;
শচী পাশ আচার্য্যাদি করিল গমন।
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল ;
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল :—
'তিঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ ;
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয় ;
নীলাচলে রহেন যদি দুই কার্য্য হয়।
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর ;
লোক গতাগতি ; বার্ত্তা পাব নিরন্তর।

'তুমি সব করিতে পার গমনাগমন ;
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন।
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি ;
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি'।
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন ;
'দেব আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন'।
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল ;
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল।
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ ;
সবারে সম্মান করি বলিলা বচন :—
'তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব ;
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব।
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ আরাধন।
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ;
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন'।
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া।
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন ;
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন :—
'নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি ?
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি।
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন ;
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন' ?
প্রভু কহে 'কর তুমি দৈন্য সম্বরণ ;
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন।
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন ;
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম'।
তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া :—
'দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া'।

আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন ;
রহিলা অদ্বৈতগৃহে না কৈল গমন ;
আনন্দিত হৈলাচার্য্য শচী ভক্ত সব ;
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব।
দিনে কৃষ্ণ কথা রস ভক্তগণ সঙ্গে ;
রাত্রে মহা মহোৎসব সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন ;
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ।
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে ;
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে। (১)
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র মুখ ;
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ।
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণে মিলে ;
বঞ্চিলা কতক দিন মহাকুতূহলে।
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ;
'নিজ নিজ ঘরে সবে করহ গমনে।
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ;
পুনরপি আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন ;
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান্'।
নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ ;
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ; (২)
এই চারি জন আচার্য্য দিল প্রভুসনে ;
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে।
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ;
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন।

---

১ আরাধনে—অন্য পাঠ 'প্রভু আগমনে'।

২ এই চারিজন—চৈতন্য ভাগবতে ছয় জন সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথাঃ—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা;
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা।
কত দূর গিয়া প্রভু করি যোড়হাত;
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত :—
'জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান;
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ'।
এতবলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন
নিবর্ত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন।
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাতে;
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে। (১)
চৈতন্য মঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অদ্বৈত গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন;
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস করণাদ্বৈত গৃহ বিলাস নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

---

১ ছত্র ভোগ পথে—চৈতন্য ভাগবতে শান্তিপুর হইতে নীলাচল গমনের পথ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া চৈতন্য প্রভু প্রথমতঃ আঠি সারা গ্রামে অনন্ত আচার্য্যের গৃহে একরাত্রি অবস্থিতি করিলেন; সেখান হইতে গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিয়া ছত্রভোগ নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। এইখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিয়াছেন। এইস্থানে অম্বুলিঙ্গ নামে শিব জলময় হইয়া গঙ্গার জলস্রোতে মগ্ন হইয়া আছেন। এখানে দক্ষিণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে নৌকা যোগে উৎকলদেশে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে গমন করিয়া চৈতন্যদেব উড়িষ্যা দেশস্থ প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখান হইতে নদী পার হইয়া নৌকা বিদায় দিয়া তটপন্থায় জলেশ্বর গ্রাম দিয়া স্বর্ণ রেখা উত্তীর্ণ হওতঃ বালেশ্বরের অদূরবর্ত্তী রেমুণানামক নগরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ২য় অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং,
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ ;
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ২৮ ॥

'যস্মৈ' মাধবেন্দ্রায় 'দাতুং' দানং কর্ত্তুম্ 'গোপীনাথঃ' তন্নামবিগ্রহ-বিশেষঃ 'ক্ষীরভাণ্ডং' 'চোরয়ন্' সন্ 'ক্ষীরচোরাভিধঃ' ক্ষীরচোরা ইতি নামা 'অভূৎ' 'যৎপ্রেম্না' যস্য মাধবেন্দ্রস্য প্রেম্না করণেন 'বশঃ' বশীভূতঃ সন্ 'শ্রীগোপালঃ' তদাখ্যবিগ্রহঃ 'প্রাদুরাসীৎ' প্রকটোঽভূৎ 'তং' 'মাধবেন্দ্রং' 'নতোঽস্মি' প্রণমামি অহমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

যাঁহাকে ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া দিবার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চোরা নাম গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং যাঁহার প্রেমে বশী-ভূত হইয়া শ্রীগোপাল মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন ; সেই মাধ-বেন্দ্র পুরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
নীলাদ্রি গমন, জগন্নাথ দরশন ;
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ;
এসকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ;
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ।
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য বিহার ;
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার ।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি ;
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ।

চৈতন্য মঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন ;
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন।
তাঁর সূত্রে আছে, তিঁহ না কৈল বর্ণন ;
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন।
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার ;
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার।
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে ;
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্ত্তন কুতূহলে।
ভিক্ষা লাগি এক দিন এক গ্রামে গিয়া ;
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া।
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে ; (১)
তা'সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে।
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন ;
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন।
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে ;
তাঁর পুষ্প চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।
চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন ;
বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ।
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ।
নানা রূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন ;
সেই রাত্রি তাহাঁ প্রভু করিলা বঞ্চন।
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা ;
পূর্ব্বে ঈশ্বর পুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা।
ক্ষীর চোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ;
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান।
পূর্ব্বে মাধব পুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি ;
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি।

---

১ দানী—যাহারা মূল্য লইয়া নদীপার করে।

পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন।
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রিদিন জ্ঞান ;
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি।
গোপ বালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লঞা
আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাঁসিয়া :—
'পুরী দুই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ;
মাগি কেন নাহি খাও? কিবা কর ধ্যান'?
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ ;
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ। (১)
পুরী কহে 'কে তুমি কাহাঁ তোমার বাস?
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস?'
বালক কহে 'গোপ আমি এই গ্রামে বসি ;
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী।
কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধাহার ;
অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার।
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল ;
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল।
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ;
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব'।
এত বলি গেলা বালক না দেখিয়ে আর ;
মাধব পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার!
দুগ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল ;
বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল। (২)
বসি নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয় ;
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।

১ ভোক্ শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।
২ বাট—পথ।

স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া।
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে 'আমি এই কুঞ্জে রই ;
শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই। (১)
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে ;
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে।
এক মঠ করি তাহাঁ করহ স্থাপন ;
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন। (২)
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ ;
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ?
তোমার প্রেম রসে করি সেবা অঙ্গীকার ;
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার।
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী ;
বজ্রের স্থাপিত আমি, ইহাঁ অধিকারী। (৩)
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া ;
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া।
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে ;
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে। (৪)
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল ;
জাগিয়া মাধব পুরী বিচার করিল ঃ—
'শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে' ;
এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে।

---

১ বাতাগ্নিতে—অন্য পাঠ 'দাবাগ্নিতে'।

২ বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন—অন্য পাঠ 'শীতল জলে স্নান করহ চন্দন লেপন'

৩ বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র। যদুবংশ ধ্বং সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাসের শিশু বজ্র ও তাঁহার জননীকে দারুক সারথি দ্বারা ব্রজধা পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বজ্র বৃন্দাবনের গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪ কাঢ়—বাহির কর।

ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল স্থির ;
আজ্ঞা পালন লাগি হইল সুধীর।
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা ;
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা :—
'গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি ;
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে ;
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে'।
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ;
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে।
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত ;
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত।
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে ; (১)
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে।
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া।
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল ;
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল।
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা ;
গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা।
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত ;
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত।
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল ;
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।
ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ;
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ?

---

১ করিল চিহ্নিতে—'করিল বিদিতে' পাঠও আছে। 'লাগিল চিহ্নিতে' পাঠ থাকিলে সুসঙ্গত হইত।

তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক ;
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক।
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান ;
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ;
মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া।
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ;
শঙ্খ গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন।
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল ;
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যে কিছু আইল।
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল ;
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল।
আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন ;
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ।
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধুম চূর্ণ ;
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ।
কুম্ভকার ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন ; (১)
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন।
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ ;
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ।
বন্যশাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ;
কেহ বড়াবড়ি গড়ি করে বিপ্রগণ।
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি ;
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি।
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত ;
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত।
তার পাশে রুটী রাশি পর্ব্বত হইল ;
সূপ আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিগে ধরিল।

---

১ মৃদ্ভাজন—মৃত্তিকার হাঁড়ি।

তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী; (১)
পায়স মথনি সব পাশে ধরি আনি। (২)
হেন মতে অন্নকূট করিয়া সাজন;
পুরী গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ।
অনেক ঘট পূরি দিল সুবাসিত জল;
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল;
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল!
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি;
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই।
একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল;
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল।
আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয়; (৩)
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয়।
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া;
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া।
তৃণ টাটি দিয়া চারিদিগ্ আবরিল;
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল।
পুরী গোঁসাই আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে;
আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে।
সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল;
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল।
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল;
গোপাল দেখিয়া সেই প্রসাদ পাইল।
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার!
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।

---

১ শিখরিণী—দধিতে শর্করা যোগে প্রস্তুত লেহ দ্রব্য বিশেষ।

২ মথনি—একপ্রকার চাট্নি।

৩ বিড়ক সঞ্চয়—অন্য পাঠ 'বিড়ার সঞ্চয়'।

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ;
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল।
পুনঃ দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান ;
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান।
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল ;
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল।
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া ;
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা।
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ;
পুরী গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন।
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ;
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ।
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল ;
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল।
পূর্ব্বদিন প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ;
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন।
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে পিরীতি ;
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসি প্রতি।
মহা প্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ;
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ শোক।
আশ পাশ ব্রজ ভূমের যত লোক সব ;
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব।
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে।
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ;
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি।
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার ;
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার।
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির ;
কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল কেহত প্রাচীর।

এক এক ব্রজবাসী এক এক গাবী দিল ;
সহস্র সহস্র গাবী গোপালের হৈল।
গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ;
পুরী গোঁসাই রাখিল তাঁরে করিয়া যতন।
সেই দুইয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল ;
রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাড়িল।
এই মতে বৎসর দুই করিল সেবন ;
একদিন পুরী গোঁসাই দেখিল স্বপন।
গোপাল কহে পুরী 'আমার তাপ নাহি যায় ;
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়।
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে ;
অন্য হৈতে নহে ; তুমি চলহ ত্বরিতে'।
স্বপ্ন দেখি পুরী গোঁসাই হৈলা প্রেমাবেশ ;
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ।
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন ; (১)
আজ্ঞা মাগি গৌড় দেশে করিল গমন।
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া ;
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া।
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন ;
তাঁর রূপ দেখিয়া বিহ্বল হৈল মন।
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা ;
কাহা কাহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা।
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে ;
উত্তম ভোগ লাগে ইহা কৈল অনুমানে।
'যেমত ইহাঁ ভোগ লাগে সকল শুনিব ;
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব'।

১ সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন—সেবার প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত করিয়া। অন্যপাঠ 'সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন'।

এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ;
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে।
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম ;
দ্বাদশ মৃৎ পাত্র ভরি অমৃত সমান।
গোপী নাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার ;
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর।
হেন কালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ;
শুনি পুরীগোঁসাই কিছু মনে বিচারিল :—
'অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই ;
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই'।
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল ;
হেন কালে ভোগ সরি আরতি বাজিল।
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ;
বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর।
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস ;
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস।
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ; নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে ;
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানি অপরাধে।
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন ;
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন।
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন ;
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলিলা বচন :—
'উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন ;
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ।
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ;
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায়।
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ;
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা'।
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার ;
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার।

খড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর;
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির।
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা;
হাটে হাটে বুলে মাধব পুরীকে চাহিঞা:—
'ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী;
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি
ক্ষীর লঞা পুরী তুমি করহ ভক্ষণে;
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে'।
এত শুনি পুরী গোঁসাই পরিচয় দিল;
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল।
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী;
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধব পুরী।
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত;
'কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ হয় যথোচিত'!
এত বলি নমস্করি করিলা গমন;
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ।
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল;
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল। (১)
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ;
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন।
'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি;
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি'
এই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী;
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি।
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল;
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল।
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাঁসে নাচে গায়;
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়।

মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি;
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি।
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত;
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত। (১)
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইঞা;
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা। (২)
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন;
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন।
জগন্নাথ সেবক যত, যতেক মহান্ত;
সবাকে কহিল শ্রীগোপাল বৃত্তান্ত।
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ;
আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন।
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়;
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়।
এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে;
পুরী গোঁসাইর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে।
ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র দ্বারে;
রাজলেখা করি দিল পুরী গোঁসাইর করে।
চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া;
কতদিনে রেমুণাতে মিলিল আসিয়া।
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার;
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার।
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল;
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল।
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন;
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন:—

---

১ প্রতিষ্ঠার স্বভাব—বিধাতা নির্ম্মিত—সাধু ব্যক্তি আপন প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা না করিলেও বিধাতা জগতে তাহা বিস্তার করিয়া দেন।

২ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে ইত্যাদি—এই শ্লোকের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, যথা 'কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গে' ও 'কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া'।

গোপাল আসিয়া কহে 'শুনহ মাধব ;
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব।
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন ;
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন।
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয় ;
ইঁহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়।
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে ;
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে'—
এত বলি গোপাল গেল, গোঁসাই জাগিল ;
গোপীনাথের সেবক গণে ডাকিয়া আনিল।
'প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবে শীতল ;
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল।
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন ;
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন।
পুরী কহে 'এই দুই ঘসিবে চন্দন ;
আর জনা দুই দেহ, দিব যে বেতন'।
এমতে চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘসিয়া ;
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া।
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত ;
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত।
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা ;
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা।' (১)
শ্রীমুখে মাধব পুরীর অমৃত চরিত ;
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত।
প্রভু কহে 'নিত্যানন্দ করহ বিচার ;
পুরী সম ভাগ্যবান্ কেহ নাহি আর।

চাতুর্ম্মাস্য—শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত।

'দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ;
তিন বার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল।
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা ;
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা।
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ;
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল ;
আনন্দে পুরী গোঁসাইর প্রেম উথলিল।
ম্লেচ্ছ দেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল ; (১)
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল
মহা দয়াময় প্রভু ভকত বৎসল
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল।
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ;
অলৌকিক প্রেম! চিত্তে লাগে চমৎকার!
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন ;
গ্রাম্য বার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন। (২)
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিঞা।
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিয়া না খায় ;
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায়।
মোণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর ; (৩)
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর।

---

১ ম্লেচ্ছদেশে—তৎকালে বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মুসলমানাধিকৃত হইয়াছিল ; কিন্তু উৎকল দেশ তদ্রূপ ম্লেচ্ছাধীন হয় নাই।

২ গ্রাম্য বার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন—পাছে ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত অন্য ইতর কথা কহিতে হয়, এই ভয়ে অন্য লোকের সংসর্গ করিতেন না।

৩ মোণেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর—এক মোন চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূরে মিশ্রিত করিয়া গোপালে পরাইবেন চিন্তা করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন।

'উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া; (১)
তাহা এড়াইল রাজ পত্র দেখাইয়া।
ম্লেচ্ছ দেশ, দূর পথ, জগাতি অপার; (২)
কেমতে চন্দন নিব, নাহি এ বিচার।
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটী দান দিতে; (৩)
তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লঞা যাইতে।
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার;
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার।
এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে;
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে।
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল;
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল।
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান;
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্।
এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার;
বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার' (৪)।
এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক;
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক। (৫)
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার
গন্ধ বাড়ে—তৈছে এই শ্লোকের বিচার।
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ মণি;
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।

---

১ উৎকলের দানী রাখে ইত্যাদি—বোধ হয় তখন ঘাটের দানীদিগের বিষয় এই রাজাজ্ঞা ছিল যে যেন কেহ দেশ হইতে চন্দন কাষ্ঠ অন্য দেশে লইতে না পারে।

২ জগাতি—বাধা; বিঘ্ন।

৩ বট—কড়ি।

৪ এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণব্যবহার ইত্যাদি—এই ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি এবং ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণের তাঁহার প্রতি ব্যবহার বিষয়ক বৃত্তান্ত বুঝিতে আমাদের অধিকার নাই।

৫ শ্লোক চন্দ্রে—শ্লোক রূপ চন্দ্রালোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে।

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী ;
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন !
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন। (১)
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে
সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশতাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্র পুরি বাক্যং

'অয়ি দীনদয়াদ্র্ নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং'। ২৯।

'অয়ি' হে 'দীনদয়ার্দ্র' দীনেষু যা দয়া তয়া আর্দ্র দ্রবীভূত স্তৎ সম্বুদ্ধৌ হে 'নাথ' হে 'মথুরানাথ' মথুরা-বিহারিন্ 'কদা' কস্মিন্ সময়ে 'অবলোক্যসে' ময়া দর্শনীয়ো ভবসি ? হে 'দয়িত' প্রিয় 'ত্বদলোককাতরং' ত্বদ্দর্শনায় পীড়িতং 'হৃদয়ং' মম প্রাণং 'ভ্রাম্যতি' ইতস্ততো গচ্ছতি ; অতএব 'অহং' 'কিং' 'করোমি' তদুপায়ং বদেত্যর্থঃ। ২৯।

হে দীন দয়াদ্র্ ! হে নাথ ! এক্ষণে তুমি মথুরায় রহিয়াছ ! কবে আমাকে দেখা দিবে ? হে প্রিয় ! তোমাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে ; আমি এখন কি করি তাহা বল ॥ ২৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ;
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে।
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ ;
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র।
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতি উতি ধায় ;
হুঙ্কার করয়ে, হাঁসে, কান্দে, নাচে, গায়।

১ চৌঠজন—চতুর্থজন। শ্রীরাধিকা, মাধবেন্দ্র ও গৌরচন্দ্র ব্যতীত চতুর্থ ব্যক্তি নাই যিনি এই শ্লোকের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা স্বরূপো,
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং
দেশং যযৌ বিপ্র কৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপাল মহং নতোঽস্মি ॥ ৩০ ॥

'যঃ' 'প্রতিমাস্বরূপঃ' প্রতিমারূপী 'ব্রহ্মণ্যদেবঃ' স্বয়ং পরমেশ্বরঃ 'গোপালঃ' 'পদ্ভ্যাং' পদদ্বয়েন 'শতাহগম্যং' শতদিবস গম্যং 'দেশং' 'বিপ্রকৃতে' ব্রাহ্মণ নিমিত্তায় 'হি' নিশ্চিতং 'যযৌ' গতবান্ 'তং' 'অদ্ভুতেহং' আশ্চর্য্যচেষ্টিতং 'সাক্ষি গোপালং' 'অহং' 'নতোঽস্মি'। ৩০।

যে প্রতিমারূপী ব্রহ্মণ্যদেব, শত দিবসের পথ ব্রাহ্মণের জন্য হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন; সেই আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম;
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম।
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে, বহু ত স্তবন;
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন।
কটক আইলা সাক্ষী গোপাল দেখিতে; (১)
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ;
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন।

---

১. কটক আইলা সাক্ষী গোপাল দেখিতে—এক্ষণে কটক হইতে প্রায় একদিনের পথ ব্যবধানে পুরী যাইবার পথে সাক্ষী গোপালের মন্দির দৃষ্ট হয়।

সেই রাত্রি তাহাঁ রহি ভক্তগণ সঙ্গে
গোপালের পূর্ব্ব কথা শুনে প্রভু রঙ্গে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা;
সাক্ষী গোপাল দেখিবারে কটক আইলা।
সাক্ষী গোপালের কথা শুনি লোক মুখে;
সেই কথা প্রভু আগে কহেন্ মহাসুখে।
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ;
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন।
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া;
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা।
বন যাত্রায় বন দেখি, দেখে গোবর্দ্ধন;
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়;
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়।
কেশী তীর্থে কালিয় হ্রদাদিকে কৈল স্নান;
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম।
গোপাল সৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি;
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি।
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়;
আর বিপ্র যুবা, তাঁর করেন সহায়।
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন;
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন।
বিপ্র বলে 'তুমি মোর বহু সেবা কৈলে;
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলে।
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন;
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম।
কৃতঘ্নতা হয়, তোমায় না কৈলে সম্মান;
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যা দান'।
ছোট বিপ্র কহে 'শুন বিপ্র মহাশয়!
অসম্ভব কহ কেন? যেই নাহি হয়।

মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ ;
আমি অকুলীন আর ধনবিদ্যাহীন।
'কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার ;
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার।
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ;
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়'।
বড় বিপ্র কহে 'তুমি না কর সংশয় ;
তোমাকে কন্যা দিব আমি ইথে কি বিস্ময়' ?
ছোট বিপ্র বলে 'তোমার স্ত্রী পুত্র সব ;
বহুজ্ঞাতি গোষ্ঠি তোমার বহু ত বান্ধব।
তা'সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান ;
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ।
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে ;
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে'।
বড় বিপ্র কহে 'কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ?
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার ;
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার'।
ছোট বিপ্র কহে 'যদি কন্যা দিতে মন ;
গোপালের আগে কহ এসত্য বচন'।
গোপালের নামে বিপ্র কহিতে লাগিল :
'তুমি জান ! নিজ কন্যা ইঁহারে আমি দিল'।
ছোট বিপ্র বলে 'ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী ;
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি'।
এত বলি দুই জন চলিলা দেশেরে ;
গুরু বুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে।
দেশে আসি দুই জন গেলা নিজ ঘর ;
কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর :
'তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয় ?
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিব নিশ্চয়'।

এক দিন নিজ লোক একত্র করিল;
তা' সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি সব গোষ্ঠি তার করে হাহাকার;
'ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিবে আর।
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ;
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস'।
বিপ্র বলে 'তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন?
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান'।
জ্ঞাতি লোক কহে 'মোরা তোমাকে ছাড়িব';
স্ত্রী পুত্র কহে 'বিষ খাইয়া মরিব'।
বিপ্র বলে 'সাক্ষী বোলায়া করিবেক ন্যায়;
জিতে কন্যা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়। (১)
পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূরদেশে;
কে তোমার সাক্ষী দিবে? চিন্তা কর কিসে?
"নাহি কহি" না কহিও এ মিথ্যা বচন;
সবে কবে মোর কিছু নাহিক স্মরণ।
তুমি যদি কহ "আমি কিছুই না জানি";
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি'।
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হল মন;
একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণঃ
'মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ জন;
দুই রক্ষা কর গোপাল! লইনু স্মরণ'।
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল;
আর দিন লঘু বিপ্র তাঁর ঘরে আইল।
আসিয়া পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি;
বিনয় করিয়া কহে কর দুই যুড়ি।
'তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার;
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার বিচার'?
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি;

১ জিতে—জয় করিয়া।

তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি।
'অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে;
'বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে'।
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল;
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল।
সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল;
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল:
'ইহ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার;
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার'।
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন;
'কন্যা কেন না দেহ? যদি দিয়াছ বচন'।
বিপ্র কহে 'শুন লোক মোর নিবেদন;
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ।'
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্য ছল পাঞা;
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া।
তীর্থ যাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন;
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন।
আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল;
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল।
সব ধন লঞা কহে' চোরে লৈল ধন';
"কন্যা দিতে চাহিয়াছে" উঠাইল বচন।
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে;
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে'?
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়;
সম্ভবে—ধন লোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্ম ভয়।
তবে ছোট বিপ্র কহে 'শুন মহাজন!
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন। (১)
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা;
"তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা"।

১ ন্যায় জিনিবারে ইত্যাদি—বিচারে জয়ী হইবার জন্য এ ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে।

তবে মুঞি নিষেধিনু "শুন দ্বিজবর !
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর।
"কাহাঁ তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন" ;
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন।"
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার ;
"তোরে কন্যা দিব তুমি করহ স্বীকার"।
তবে আমি কহিলাম" শুন মহামতি !
তোমার স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ;
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন"।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন :
"কন্যা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিত্তে ;
আত্ম কন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে" ?
তবে আমি কহিলাম "দৃঢ় করি মন
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন"।
তবে ইহ গোপালেরে আসিয়া কহিল ;
"তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল"।
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া
কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিয়া :—
"যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান ;
সাক্ষী বোলাই তোমা হইও সাবধান"।
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ;
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন।'
তবে বড় বিপ্র কহে 'এই সত্য কথা ;
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ;
তবে আমি কন্যা দিব জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে 'এই ভাল বাত হয়'।
বড় বিপ্রের মনে "কৃষ্ণ বড় দয়াবান ; (১)
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহ করিবে প্রমাণ"।

১ বড় বিপ্রের মনে ইত্যাদি—বড় বিপ্র মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে কৃষ্ণ বড় কৃপালু, অবশ্য তিনি এখানে আসিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন।

পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে ;
এই বুদ্ধ্যে দুই জন হইলা সম্মতে।
ছোট বিপ্র বলে 'পত্র করহ লিখন ;
পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন'।
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল ;
দোঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল। (১)
তবে ছোট বিপ্র কহে 'শুন সর্ব্বজন !
এই বিপ্র সত্য-বাক্য ধর্ম্মপরায়ণ।
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন ;
স্বজন মৃত্যু ভয়ে কহে অসত্য বচন।
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইব ;
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব'।
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে ;
কেহ কহে 'ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে'।
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন ;
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ।
'ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময় !
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়।
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ ;
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ।
এতজানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময় ;
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়'।
কৃষ্ণ কহে 'বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন ;
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ।
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব ;
প্রতিমা স্বরূপে তাহাঁ যাইতে নারিব'। (২)
বিপ্র বলে 'যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ;
তবু তোমার বাক্যে কারু নহিবে প্রতীতি।

---

১ মধ্যস্থ রাখিল—উভয়ের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থের নিকট থাকিল।

২ প্রতিমা স্বরূপে ইত্যাদি—অন্যপাঠ 'তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব।

এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে ;
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোক মানে'।
কৃষ্ণ কহে 'প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি' ;
বিপ্র বলে 'প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী ?
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ'।
হাঁসিয়া গোপাল কহে 'শুনহ ব্রাহ্মণ !
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন।
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে ;
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে।
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা ;
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা।
এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ ;
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন'।
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ ;
তাঁর পাছে পাছে গোপাল করিল গমন।
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন ;
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন।
এই মতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা ;
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা :—
'এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন ;
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমন। (১)
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ;
ইহাঁ যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয়'।
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ;
হাঁসিয়া গোপাল দেব তাহাঁহি রহিল।
ব্রাহ্মণেরে কহে 'তুমি যাহ নিজ ঘর ;
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর'।

---

১ সাক্ষীর গমন—সাক্ষী গোপালের আগমন বৃত্তান্ত বলিব।

তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল ;
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল।
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ;
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে।
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত ;
প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনিয়া বিস্মিত।
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা ;
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ;
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যা দান কৈল।
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর :—
'তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর।
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর'।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর।
'যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে ;
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে'।
গোপাল রহিলা ; দুঁহে করেন সেবন ;
দেখিতে আইলা সব দেশের লোকজন।
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া ;
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া।
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ;
সাক্ষীগোপাল বলি তাঁর খ্যাতি হইল।
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল।
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম ;
সেই দেশ জিনি নৈল করিয়া সংগ্রাম।
সেই রাজা জিনি নিল তাঁর সিংহাসন ;
মানিক সিংহাসন নাম অনেক রতন।
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্তরাজ ;
গোপাল চরণে মাগে 'চল মোর রাজ'।

তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ;
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল।
জগন্নাথে আনি দিল মানিক্য সিংহাসন ;
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন।
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে ;
ভক্তি করি বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে।
তাঁহার নাসাতে বহু মূল্য মুক্তা হয় ;
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় :—
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ;
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত'।
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে ;
রাত্রি শেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে :—
'বালক কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি।
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ;
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে'।
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল ;
রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল।
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ;
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা।
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ;
এই লাগি সাক্ষীগোপাল নাম হৈল খ্যাতি।
নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল চরিত ;
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত।
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ;
ভক্তগণে দেখে যেন দোঁহে এক মূর্ত্তি।
দুঁহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর ;
দুঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর।
মহাতেজোময় দুঁহে কমল নয়ন ;
দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহে চন্দ্রবদন।

দুহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে
ঠারাঠারি করি হাঁসে ভক্তগণ সঙ্গে।
এইমতে মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া;
প্রভাতে চলিলা মঙ্গলারতি দেখিয়া।
ভুবনেশ্বর, পথে যৈছে কৈল দরশন;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। (১)
কমলপুরে আসি ভাগীনদী স্নান কৈল; (২)
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল।
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে; (৩)
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে।
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া;
ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া।
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা;
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।

---

১ ভুবনেশ্বর পথে... ... ...দাসবৃন্দাবন—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায় দেখ। নীলাচলের উত্তরে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। এখানকার অন্নপ্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের ন্যায় জাতিনির্ব্বিশেষে পরস্পর স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে। বিন্দু সরোবর নামে এখানে একটী সরোবর আছে; কথিত আছে যে ভগবান্ মহেশ্বর সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবর সৃজন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর একটী মহাতীর্থ, ইহাকে গুপ্ত বারাণসী বলে। স্কন্দপুরাণে ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্রের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে:—কোন সময়ে কাশীরাজ নামে বারাণসীর রাজা শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার আশয়ে শিবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; এবং মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে আপনি নিহত হইলেন ও তাঁহার রাজধানী বারাণসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন মহাবিক্রমে চক্র, শিবের প্রতি ধাবিত হইলে মহাদেব ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন; এবং বারাণসী নগরী ভস্মীভূত হইয়াছে জানিয়া বাস করিবার জন্য আর একটী স্থান ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একম্র নামে বন তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানই কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

২ কমলপুরে আসি ভাগীনদী স্নান কৈল—পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে তুলসী চূড়া নামক স্থানের নিকট এই নদী অবস্থিত।

কপোতেশ্বর—কপোতেশ্বর শিব বিখ্যাত দেবতা।

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায় ;
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজ মার্গে যায়।
হাঁসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ;
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন।
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা ;
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা। (১)
নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'দেহ মোর দণ্ড' ;
নিত্যানন্দ বলে 'দণ্ড হৈল তিন খণ্ড'।
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু ;
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু। (২)
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ;
সেই খণ্ড কাহাঁ পড়িল কিছু না জানিল।
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড ;
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড'।
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ;
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা :
'নীলাচলে আসি মোর সবে হিত কৈলা ;
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা।
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ;
কিবা আমি আগে যাব ! না যাব সহিতে'।
মুকুন্দদত্ত কহে' প্রভু তুমি যাহ আগে ;
আমি সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে'।
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্র গতি ;
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি।
ইহঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে ? তিঁহ কেন ভাঙ্গায় ?
ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ হয়, বুঝা নাহি যায়।

---

১ বাহ্য প্রকাশিলা—বাহ্যজ্ঞান হইল।

২ তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু—'তোমা সহ তেরছে দণ্ড উপরে চাপিনু' পাঠও আছে।

দণ্ড ভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর ;
সেই বুঝে দুঁহার পদে যার ভক্তি ধীর।
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য ;
নিত্যানন্দ বক্তা যার, শ্রোতা শ্রীচৈতন্য।
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ;
অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণনং নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক কর্কশাশয়ং
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ৩১।

'তং' 'গৌরচন্দ্রং' 'নৌমি' নমস্করোমি 'যঃ' 'সর্ব্বভূমা' সর্ব্বব্যাপী গৌরচন্দ্রঃ 'কুতর্ক কর্কশাশয়ং' কুতর্কেন শাস্ত্রবাদ প্রতিবাদেন করণেন কর্কশং কঠিনং আশয়ং মানসং যস্য তং 'সার্ব্বভৌমং' তদুপাধি ধারিণং ভট্টাচার্য্যং 'ভক্তিভূমানং' ভক্তিষু নিপুণং 'আচরৎ' কৃতবান্। ৩১।

যিনি কুতার্কিক সার্ব্বভৌম ভট্টাকার্য্যকে ভক্তিনিপুণ করিয়াছিলেন ; সেই সর্ব্বব্যাপী গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি। ৩১।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ!
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে ;
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে।

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ;
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া।
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ; (১)
পড়িছা মারিতে, তিঁহ কৈল নিবারণ। (২)
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ;
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈলা বিস্ময় অপার ॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল ;
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল।
শিষ্য পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া ;
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া।
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন ;
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল ;
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার :—
'এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ;
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয় ;
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয়।
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার ; (৩)
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার'!
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ;
নিত্যানন্দাদি সিংহ দ্বারে উত্তরিলা গিয়া।
তাঁহা শুনি লোক কহে অন্যান্য বাত :—
'এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ
মূর্চ্ছিত হইলা ; চেতন না হয় শরীরে ;
সার্ব্বভৌম লৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে' ॥

---

১ সার্ব্বভৌম—ইহাঁর বিবরণ আদিলীলা ২৮৬ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ।

২ পড়িছা মারিতে—জগন্নাথের মন্দির রক্ষক ছড়িদারের নাম পড়িছা। পড়িছা মহাপ্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌম নিষেধ করিলেন।

৩ অধিরূঢ়—অত্যধিক।

শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য;
হেন কালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য্য। (১)
নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা;
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহ প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা।
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়;
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়।
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার;
তিঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার।
মুকুন্দ কহে 'প্রভুর ইহা হৈল আগমনে;
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে'।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার;
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার।
মুকুন্দ কহে 'মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা;
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবে লঞা।
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে;
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে।
অন্যান্য লোক মুখে যে কথা শুনিল;
সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল।
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন;
সার্ব্বভৌম লঞা গেল আপন ভবন।
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন;
দৈবে সেইক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন।
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন;
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন'।
এত শুনি গোপী নাথ সবারে লইঞা;
সার্ব্বভৌম ঘরে গেলা হরষিত হঞা।
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল;
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল।

---

১ গোপীনাথ আচার্য্য—ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি।

সার্ব্বভৌমে জানাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে তিঁহ কৈল নমস্কারে।
সবা সহিত যথা যোগ্য করিল মিলন ;
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন।
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে ;
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে।
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ ;
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ।
সবে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল ;
ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল।
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ;
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে।
উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্ত্তন ;
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি ;
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি।
সার্ব্বভৌম কহে 'শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ;
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহা প্রসাদান্ন'।
সমুদ্র স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইল ;
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ; (১)
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।
'সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে ;
প্রভু কহে 'মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে। (২)
পীঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে'। (৩)
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে :—

১ সুবর্ণ থালিতে সুবর্ণথালি স্থিত মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জন সার্ব্বভৌম স্বভক্ত গৌরচন্দ্রকে পরিবেশন করিলেন।

২ লাফরাব্যঞ্জনে—লাউ ও অন্যান্য পাঁচতরকারীর ঘন্ট বিশেষ।

৩ পীঠাপানা—পিষ্টক পরমান্ন প্রভৃতি।

'জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ;
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন'।
এত বলি পীঠা পানা সব খাওয়াইলা ;
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা।
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্যে লইয়া ;
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া।
'নমঃ নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল ;
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি গোঁসাই কহিল।
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল ;
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহো বচনে জানিল।
'গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম' ;
গোঁসাঞিঃর জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ?
গোঁপীনাথাচার্য্য কহে 'নবদ্বীপে ঘর ;
জগন্নাথ মিশ্র, পদবী—মিশ্র পুরন্দর।
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁহার ইহো পুত্র ;
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র'।
সার্ব্বভৌম কহে 'নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ;
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি।
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি ;
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি।
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ;
প্রীত হঞা গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা :—
'সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস ;
অতএব হঙ তোমার আমি নিজদাস।'
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ;
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন :—
'তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক হিত কর্ত্তা ;
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা। (১)

---

১ সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা—'উপায় কর্ত্তা' পাঠও আছে।

'আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি ;
তোমার আশ্রয় নিল, গুরু করি মানি।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহাঁ আগমন ;
সর্ব্ব প্রকারে করিবে আমার পালন।
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি ;
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি'।
ভট্ট কহে 'একলে তুমি না যাইও দর্শনে ;
আমার সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে'।
প্রভু কহে 'মন্দির ভিতরে না যাইব ;
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব'। (১)
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম :—
'তুমি গোঁসাঞিরে করাইও দরশন।
আমার মাতৃস্বসা গৃহ নির্জ্জন স্থান ;
তাহাঁ বাঁসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান'।
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাঁসা দিল ;
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল।
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া ;
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা। (২)
মুকুন্দ দত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম স্থানে ;
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে :—
'প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর ;
আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহার উপর।
কোন্ সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ ?
কিবা নাম ইহার ? 'শুনিতে হয় মন'।
গোপীনাথ কহে 'নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
গুরু ইহার কেশব ভারতী মহাধন্য'।
সার্ব্বভৌম কহে 'ইহার নাম সর্ব্বোত্তম ;
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম'।

১ গরুড়ের পাশে—জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত গরুড় স্তম্ভ।

২ শয্যোত্থান দরশন—জগন্নাথ দেবের শয্যা হইতে উত্থান কালীন দরশন।

গোপীনাথ কহে 'ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা ;
অতএব বড় সংপ্র দায়েতে উপেক্ষা'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'ইহার প্রৌঢ় যৌবন ; (১)
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ?
নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব ;
বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব। (২)
কহেন যদি পুনরপি যোগ পট্ট দিয়া ; (৩)
সংস্কার করিয়ে উত্তম সংপ্রদায় আনিয়া'।
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা ;
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা :—
'ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার না জান মহিমা ;
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা।
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহ পরম ঈশ্বর ;
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর।'
শিষ্যগণ কহে 'ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে' ?
আচার্য্য কহে 'বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণে' ?
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে' ; (৪)
আচার্য্য কহে 'অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে।
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয় ত যাঁহারে ;
সেই ত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মা স্তুতিবাক্যং

'তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ লেশানু গৃহীত এব হি

---

১ প্রৌঢ় যৌবন—পূর্ণ যৌবন সময়।

২ বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ ইত্যাদি—অদ্বৈতবাদমতে লইয়া যাইব।

৩ যোগপট্ট—যোগীদিগের যোগাশ্রম গ্রহণের বস্ত্র বিশেষ।

৪ শিষ্যগণ—অন্য পাঠ 'ভট্টাচার্য্য কহে'।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্' । ৩২ ।

যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং 'তথাপি' 'হি' নিশ্চিতং হে 'দেব' 'তে' তব 'পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহীতঃ' পদাম্বুজ দ্বয়স্য মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশঃ কৃপাকণা তেন অনুগৃহীতঃ জনঃ 'এব' তব 'মহিম্নঃ' 'তত্ত্বং' 'জানাতি'; হে 'ভগবন্' 'অন্যঃ' প্রসাদ হীনো জনঃ 'একোঽপি' নিঃসঙ্গোঽপি সন্ 'চিরং' বহুকালং 'বিচিন্বন্' তব তত্ত্বং কীদৃগিতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারয়ন্ 'ন' জানাতি তব তত্ত্ব মিতি শেষঃ। ৩২।

ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্তব করিতেছেনঃ—হে দেব! যদিও জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়; কিন্তু তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদকণানুগৃহীত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমাতত্ত্ব জানিতে সক্ষম; হে ভগবন্ প্রসাদহীন জন আসক্তিশূন্য হইয়া বহুকাল শাস্ত্রবিচার করিলেও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। ৩২।

'যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্;
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান।
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে;
অতএব ঈশ্বর তত্ত্ব না পার জানিতে।
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে;
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে'?
সার্ব্বভৌম কহে 'আচার্য্য কহ সাবধানে;
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে?'
আচার্য্য কহে 'বস্তু বিষয়ে হয়ে বস্তু জ্ঞান;
বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ।
ইহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ;
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন;

'তবু ত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার ;
ঈশ্বরের মায়ার এই বলি ব্যবহার। (১)
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন'। (২)
শুনি হাঁসি সার্ব্বভৌম বলিল বচন :—
ইষ্ট গোষ্ঠি বিচার করি, না করিহ রোষ ; (৩)
শাস্ত্র দৃষ্টে কহি কিছু না লইও দোষ।
মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাই।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম ;
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান'।
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে :—
'শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে ;
ভাগবত, ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান ;
সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান।
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার ;
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার। (৪)
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্ ; (৫)
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম।
প্রতি যুগে করেন্ কৃষ্ণ যুগ অবতার ;
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার'।

---

১ মায়ার এই বলি ব্যবহার—ঈশ্বরের মায়ার নিয়মই এইরূপ।

২ দেখিলে না দেখে তাঁরে—'দেখিলে না দেখে সেই' এইরূপ পাঠ হইলে অধি সঙ্গত হইত।

৩ ইষ্ট গোষ্ঠি—উভয়ে বন্ধুভাবে বিচার করিতেছি।

৪ প্রচার—প্রকাশ বা অবতার।

৫ লীলাবতার—প্রতি যুগে যুগধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যে অবতার তাহার নাম যুগাবতার আর কেবল লীলাপরায়ণ হইয়া ভগবান্ যে অবতার করেন, তাহার নাম লীলাবতার বিশেষ বৃত্তান্ত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৭২ নাঃ ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে
নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং

'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনু যুগং তনূঃ
শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' ॥ ৩৩ ॥

ইহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭৬ পৃষ্ঠায় ৬২ শ্লোকে দেখ। ৩৩।

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি
শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং
নানা তন্ত্র বিধানেন, কলাবপি তথা শৃণু' ॥ ৩৪ ॥

ইহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৮০ পৃষ্ঠা ৬৫ শ্লোকে দেখ। ৩৪।

তত্রৈব ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ'। ৩৫।

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৮০ পৃষ্ঠা ৬৬ শ্লোকে দেখ। ৩৫।

মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতি শ্লোকঃ
'সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ' ॥ ৩৬ ॥

ইহার টীকা, অনুবাদ ও টীপ্পনি আদিঃ ৭৯ পৃষ্ঠা ৬৪ শ্লোকে দেখ। ৩৬।

'তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন;
উষর ভুমিতে যেন বীজের রোপণ।
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হৈবে;
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে।
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ;
ইহার কি দোষ? এই মায়ার প্রসাদ'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতি শ্লোকে শ্রীভবন্তমুদ্দিশ্য দক্ষবচনং

'যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈনমো ঽনন্ত গুণায় ভূম্নে' ॥ ৩৭ ॥

'যদ্' যস্য ভগবতঃ 'শক্তয়ঃ' মায়াবিদ্যাদ্যাঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'বদতাং-বাদিনাং' পরস্পরং বিবদমানানাং তর্কনিষ্ঠানাং স্ব স্ব ভাবেন প্রজল্পতাং পণ্ডিতানামিত্যর্থঃ সম্বন্ধে 'বিবাদ সম্বাদ ভুবঃ' বিবাদস্য তর্ক বিষয়স্য ক্বচিৎ সংবাদস্য মীমাংসাবিষয়স্য চ ভুবঃ স্থানানি 'ভবন্তি' 'চ' 'পুনঃ' 'মুহুঃ' বারম্বারং 'এষাং' বাদিনাং 'আত্মমোহং' 'কুর্ব্বন্তি' জিজ্ঞাস মানামপি আত্মানং মুহ্যন্তি; 'তস্মৈ' 'অনন্ত গুণায়' 'ভূম্নে' সর্ব্ব প্রধানায় ভগবতে 'নমঃ'। ৩৭।

তর্কনিষ্ঠ বাদী প্রতিবাদীগণের নিকট যাঁহার মায়াশক্তি অশেষ প্রকার বাদ বিসম্বাদের স্থান হইয়া, তাঁহাদের আত্মায় মুহুর্মুহু মোহ জন্মাইয়া দিতেছে; আমি সেই অনন্ত গুণান্বিত ভূমা ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৩৭।

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়া মুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটং ॥ ৩৮ ॥

হে উদ্ধব! 'যথা' যানি তত্ত্বানি 'ব্রাহ্মণাঃ' বেদজ্ঞাঃ 'ভাষন্তে' বদন্তি তানি 'সর্ব্বত্র' 'যুক্তঞ্চ' বস্তুতঃ 'সন্তি' অন্তর্ভূতানি বিদ্যন্তে; যস্মাৎ 'মদীয়াং' মম সম্বন্ধীয়াং 'মায়াং' 'উদ্‌গৃহ্য' স্বীকৃত্য 'বদতাং' জনানাং সম্বন্ধে 'কিং' বস্তু 'দুর্ঘটং' 'ন' ভবতীতি শেষঃ। ৩৮।

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয়

করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে ; কারণ সকল তত্ত্বই সর্ব্বত্র অন্তর্ভূত রহিয়াছে ; আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে। ৩৮।

তবে ভট্টাচার্য্য কহে 'যাহ গোঁসাঞির স্থানে ;
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে।
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ;
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা'।
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য ;
নিন্দা স্তুতি হাস্য শিক্ষা করান্ আচার্য্য।
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ;
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ।
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ;
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ;
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যাথা।
শুনি মহাপ্রভু কহে 'ঐছে মত কহ ;
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ।
আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে ;
বাৎসল্যে করুণা করেন ; কি দোষ ইহাতে ?'
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে ;
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ;
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা।
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ;
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা :—
'বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ;
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।'
প্রভু কহে 'মোরে তুমি কর অনুগ্রহ ;
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ।'

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ;
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে।
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম :—
'সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।
ভাল মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি ;
বুঝ কি না বুঝ? ইহা জানিতে না পারি।
প্রভু কহে 'মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন!
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ;
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি।'
ভট্টাচার্য্য কহে "না বুঝি" হেন জ্ঞান যার ;
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার।
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি ;
হৃদয়ে কি আছে তোমার? বুঝিতে না পারি'।
প্রভু কহে 'সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ;
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ;
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া। (১)
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান ;
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।
"উপনিষদ্" শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ;
সেই অর্থ মুখ্য, ব্যাস সূত্রে সব কয়।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ;
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা। (২)
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান ;
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ।

---

১ সূত্রের অর্থভাষ্য…আচ্ছাদিয়া—কোথায় ভাষ্য দ্বারা সূত্রের অর্থ প্রকাশিত হইবে ; তাহা না হইয়া তোমার ভাষ্য দ্বারা সূত্রের (মূলের) অর্থ আচ্ছাদিত হইতেছে।

২ অভিধা বৃত্তি—অভিধান সম্মত শব্দের প্রসিদ্ধার্থ। লক্ষণা—কল্পনা দ্বারা কোন শব্দের উপর যে বিশেষ অর্থ আরোপ করা যায়।

জীবের অস্থি, বিষ্ঠা—দুই শঙ্খ, গোময় ; (১)
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়।
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে ;
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে।
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ ;
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ;
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, স্বয়ং ভগবান্ ;
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ? (২)
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ;
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন। (৩)

---

১ জীবের অস্থি, বিষ্ঠা—দুই শঙ্খ গোময়। সকল গ্রন্থেরই এই পাঠ ; অর্থ অস্পষ্ট।

২ তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ?—এখানে 'নির্ব্বিশেষ' ও 'নিরাকার' শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদায় শক্তিই যে বিশ্বের সৃজন পালনাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে ; তাঁর অনন্ত শক্তির সামান্য একাংশ মাত্র কেবল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত আছে ; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে অংশ সৃষ্ট্যাদিতে নিযুক্ত আছে তাহার নাম সগুণ ব্রহ্ম বা সবিশেষ ব্রহ্ম; আর সৃষ্টির অতীত অবশিষ্টাংশকে তুরীয় চৈতন্য, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম কহে। অজ্ঞেয়তা নিবন্ধন ইনি যে উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। এখানে পরমহংসদিগের মধ্যে প্রচলিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ নিন্দনীয় হইয়াছে। পরমহংসদিগের মতে ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ নিরাকার ; সৃষ্ট্যাদির কিছুতেই লিপ্ত নহেন ; তাঁহাকে উপাসনা ও ভক্তি করা যাইতে পারে না ; তিনি ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা ; মানুষ মায়া ত্যাগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেই মুক্ত হয় ইত্যাদি।

৩ প্রাকৃত নিষেধি⋯স্থাপন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই ; সুতরাং তিনি উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কধৃত
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রং

'যা যা শ্রুতি র্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব' ॥৩৯॥

'যা' 'যা' 'শ্রুতিঃ' 'নির্ব্বিশেষং' সৃষ্ট্যাদ্যতীতং তুরীয়ং ব্রহ্ম 'জল্পতি' কথয়তি 'সা' 'সা' 'শ্রুতিঃ' 'সবিশেষমেব' সৃষ্টিষু প্রকাশমানং ঐশ্বর্য্যশালিনঞ্চ ব্রহ্ম 'অভিধত্তে' বর্ণয়তি ; 'হন্ত' আশ্চর্য্যে 'তাসাং' শ্রুতীনাং 'বিচারযোগে' 'সতি' 'সবিশেষমেব' 'প্রায়ঃ' বাহুল্যেন 'বলীয়ঃ' বলবৎ ভবতি । ৩৯ ।

যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মের ও বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপক্ষেই প্রমাণ বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ;
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।
অপাদান, করণ, অধিকরণ কারক তিন ;
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন। (১)
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন ;
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।

---

১ অপাদান...চিহ্ন—তিনটী কারকের চিহ্ন দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব জানিতে পারি। অপাদান অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপত্তি হইয়াছে ; করণ, যাঁহা দ্বারা স্থিত রহিয়াছে ; এবং অধিকরণ অর্থাৎ যাঁহাতে লয় হইবে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।'

'সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন ;
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন। (১)
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না যায় ;
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং' ॥ ৪০ ॥

'নন্দগোপ ব্রজৌকসাং' শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিনাং সম্বন্ধে 'যৎ' 'পরমানন্দং' 'সনাতনং' 'পূর্ণংব্রহ্ম' 'মিত্রং' ভবতি 'তৎ' এবাং 'অহো' আশ্চর্য্যং 'ভাগ্যং' সৌভাগ্যমেবস্যাৎ। ৪০।

পরমানন্দ ও সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম, যখন নন্দাদি ব্রজবাসীগণের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ; তখন ইঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই ॥ ৪০ ॥

'আপনি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ ;
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ।
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ ;
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার ;
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ? (২)

---

১ অতএব অপ্রাকৃত ইত্যাদি—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম চৈতন্য শক্তিকে দেখিলেন অর্থাৎ শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। এই দেখা ও ইচ্ছা করা যে নেত্র ও মনের ধর্ম্ম তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নহে।

২ হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?—পূর্ব্বে ১১৩ পৃষ্ঠায় ২ টিকা দেখ।

'স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ;
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ? (১)

তথাহি শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তমইতি ত্রিদেব মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠিতম শ্লোকঃ

'বিষ্ণু শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তি রীষ্যতে' ॥৪১॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৬১ সংখ্যক শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ২৪১ পৃষ্ঠা দেখ। ৪১।

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কধৃত বহুরূপ ইত্যস্য চক্রবর্ত্তীকৃত বাখ্যায়াং ধৃতৌ বিষ্ণু পুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়স্যৈক ষষ্টিতম শ্লোকৌ

'যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ;
সাংসারতাপানখিলা ন বাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা ;
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে' ॥৪২॥

হে 'নৃপ' রাজন্ 'যা যা' 'ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ' ভগবতঃ জীবশক্তিঃ বিদ্যতে ; 'অত্র' সংসারে 'সা' 'সর্ব্বগা' সর্ব্বগামিনী 'বেষ্টিতা' সতী 'সন্ততান্' সততং যথা স্যাৎ তথা 'অখিলান্' সমুদয়ান্ 'সংসারতাপান্' ত্রিতাপানিত্যর্থঃ 'অবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি। 'চ' পুনঃ 'তয়া' পূর্ব্বোক্তয়া মায়য়া 'তিরোহিতত্বাৎ' পরিত্যক্তত্বাৎ হেতোঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা' সা 'শক্তিঃ' হে 'ভূপাল' 'সর্ব্বভূতেষু' স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থেষু 'তারতম্যেন' উৎকর্ষ ন্যূনত্বেন 'বর্ত্ততে' নতু সর্ব্বত্র তুল্যরূপেণেত্যর্থঃ। ৪২।

যে যে জীবশক্তি সংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ;

---

১ স্বাভাবিক...নিশ্চয়—সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিয়া সৃষ্ট্যাদিতে তাঁহার যে শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন।

তাহাই সর্ব্বত্র তুল্যরূপে সংসারতাপ ভোগ করিতেছে। কিন্তু মায়া পরিত্যক্ত হইলে, সেই শক্তি স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্ব পদার্থে ন্যূনাতিরেক ক্রমে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।৪২।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি লহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্থ দ্বাদশাধ্যায়ৈকচত্বারিংশ শ্লোকঃ

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে' ॥৪৩॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৮৫ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। আদিলীলা ১১০ পৃষ্ঠা দেখ। ৪৩।

'সৎ, চিৎ, আনন্দ,ময় ঈশ্বর স্বরূপ ;
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;
চিদংশে সম্বিত, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ;
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেম ভক্তি। (১)
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস ; (২)
হেন শক্তি নাহি মান ; পরম সাহস !

---

১ অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি—তিনে করে প্রেমভক্তি—'করে প্রভুর ভক্তি' পাঠও আছে। চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা—সমস্ত ঐশী শক্তি বা চিচ্ছক্তিই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ এই শক্তি ঈশ্বরে চিরবিরাজিত আছে ; ইহা না থাকিলে ঈশ্বর সত্ত্বা অসম্ভব। এখানে সচ্চিদানন্দ ত্রিবিধ শক্তি সমষ্টিকেই চিচ্ছক্তি বলা হইয়াছে। সম্বিত শক্তির প্রকার ভেদ জীবশক্তি অথবা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি তটস্থা অর্থাৎ কখন ঈশ্বর সত্ত্বায় বর্ত্তমান থাকে, কখন বা থাকে না। এবং চিদংশোদ্ভবা সম্বিত শক্তির নিকৃষ্ট প্রকার ভেদ মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ; অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ ভগবৎসত্ত্বায় অবস্থিতি না করিয়া সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুকে অভিভূত করতঃ স্থিতি করিতেছে। আদিলীলা ১০৯ পাতে ৪০টীকা ও ২৪১ পৃষ্ঠায় ১৬১ শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা দেখ।

২। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য—আদিলীলা ৬৪ পৃষ্ঠায় * চিহ্নিত টীকায় ইহার সবিস্তর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

'মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে, জীবে ভেদ ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ ?
গীতা শাস্ত্রে জীব রূপ শক্তি করি মানে ;
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ ;
অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা' ॥৪৪॥

'ইয়ং' বক্ষ্যমাণা 'অষ্টধা' অষ্টপ্রকারা 'প্রকৃতিঃ শক্তিঃ 'মে' মম সকাশাৎ 'এব' নিশ্চিতং 'ভিন্না' পৃথক্‌ভূতা ভবতি ; অষ্টধা প্রকৃতির্যথা 'ভূমিঃ' 'আপঃ' জলং, 'অনলঃ' ; 'বায়ু' ; 'খং' আকাশঃ ; 'বুদ্ধিঃ' ; 'অহ-ঙ্কারঃ' 'ইতি' । ৪৪ ।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন, ও অহঙ্কার এই আটটী আমা হইতে ভিন্ন হইয়া আমার প্রকৃতি (মায়া-শক্তি) রূপে অবস্থিত আছে। ৪৪ ।

তত্রৈব পঞ্চম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ;
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৪৫॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৬০ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ; আদিলীলা ২৪০ পৃষ্ঠা দেখ। ৪৫ ।

'ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্ব গুণের বিকার ?
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী ;
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী। (১)

---

১ অদৃশ্য—তাহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়েত নাস্তিক ;
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক।
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস ;
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।
পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত ;
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত। (১)
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেম ভার ;
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া ;
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।
জীবের যে আত্ম বুদ্ধি সেই মিথ্যা হয় ; (২)
জগত যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি ;
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য ;
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য'। (৩)
এই মত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল ;
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব পক্ষ অপার করিল ;
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ;
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল।
ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি, অভিধেয় হয়ে ;
প্রেম প্রয়োজন, বেদে তিন বস্তু কয়ে। (৪)
আর যে যে কিছু কহে সকল কল্পনা ;
স্বতঃপ্রমাণ বেদ বাক্য না করে লক্ষণা।

---

১ পরিণাম বাদ—আদিলীলা ২৪২ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ।

২ জীবের যে আত্মবুদ্ধি—শুদ্ধপাঠ 'জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি' অর্থাৎ 'আমিই দেহ' ইত্যাকার বুদ্ধি মিথ্যা।

৩ জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য—আদিলীলা ২৪৩ পৃষ্ঠায় ২ টীকা দেখ।

৪ ভগবান্ সম্বন্ধ—বস্তু কয়ে—আদিলীলা ২৪৪ পৃষ্ঠা ৩ টীকা দেখ।

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল ;
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল।

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্র নাম কথনে দ্বিষষ্ঠিতমধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ, সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা' ॥৪৬॥

হে শঙ্কর 'কল্পিতৈঃ' রচিতৈঃ 'স্বাগমৈঃ' স্বস্যাগমৈঃ শাস্ত্রৈঃ করণৈঃ 'জনান্' লোকান্ 'মদ্বিমুখান্' ময়ি ভক্তিহীনান্ 'চ' নিশ্চিতং 'কুরু' ; 'মাঞ্চ' 'গোপয়' গোপনং কুরু ; 'যেন' করণেন হেতুনা 'এষা' 'সৃষ্টিঃ' 'উত্তরোত্তরা' ক্রমেণ বর্দ্ধিতা 'স্যাৎ' ভবেৎ। ৪৬।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে শঙ্কর! তুমি স্বরচিত আগম শাস্ত্র দ্বারা লোকদিগকে মদ্ভক্তি বিমুখ কর ; এবং আমাকেও গোপন কর ; তাহা হইলে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। ভগবদ্বিমুখ হইয়া লোক সকল সংসারাসক্ত হইলে অধিক পরিমাণে জীব সৃষ্টি হইবে ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৬।

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিংশধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকঃ

'মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা' ॥৪৭॥

হে 'দেবি' 'কলৌ' কলিযুগে 'ময়ৈব' নতু অন্যেন 'ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা' ব্রাহ্মণরূপেণ 'অসচ্ছাস্ত্রং' মিথ্যাশাস্ত্রং 'মায়াবাদং' 'বিহিতং' রচিতং ; যৎশাস্ত্রং 'প্রচ্ছন্নং' 'বৌদ্ধং' প্রচ্ছন্ন নাস্তিকশাস্ত্রং 'উচ্যতে' কথ্যতে। ৪৭।

হে দেবি ! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া মায়াবাদ রূপ অসৎ শাস্ত্র রচনা করিয়াছি ; এই শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র বা নাস্তিক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে।৪৭।

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ;
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত।
প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময় ;
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন ;
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থং ভূত গুণো হরিঃ ॥৪৮॥

'মুনয়ঃ' মৌনব্রতাবলম্বিনঃ 'আত্মারামাঃ' আত্মনি ভগবতি আরমন্তে ক্রীড়ন্তি যে তে 'চ' পুনঃ 'নির্গ্রন্থাঃ' গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ বিধিনিষেধরূপগ্রন্থাতীতা ইত্যর্থঃ যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিঃ নিবৃত্তঃ ক্রোধাহঙ্কাররূপো গ্রন্থির্যেষাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ যদুক্তং ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি রিত্যাদি তথা ভূতা 'অপি' 'উরুক্রমে' উরুঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্রমঃ ভক্ত্যা জ্ঞানং জ্ঞানান্মুক্তিস্ততোঽপি ভক্তিরিতিক্রমঃ যস্মাৎ তস্মিন্ গোবিন্দে 'অহৈতুকীং' হেতুরহিতাং সর্ব্বপ্রকারফলাভিসন্ধিরহিতামিতি যাবৎ 'ভক্তিং' 'কুর্ব্বন্তি'। নহু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থ মাহ 'ইত্থম্ভূতগুণঃ' আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণশীলো গুণো যস্য সঃ এবম্ভূতগুণবিশিষ্টঃ 'হরিঃ' স্যাদিতি শেষঃ। ৪৮।

হরির এতাদৃশ গুণ যে আত্মারাম এবং নিবৃত্ত-হৃদয়গ্রন্থি মুনি সকলও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।৪৮।

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে 'শুন মহাশয়!
এই শ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাঞ্ছা হয়'।
প্রভু কহে 'তুমি অর্থ কর তাহা শুনি ;
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি'।
ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ;
তর্ক শাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান।

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্র মত লঞা ;
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাঁসিয়া :—
'ভট্টাচার্য্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ;
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কার নাহি শক্তি।
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য অভিপ্রায় ;
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়'।
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ;
তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল।
আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদ হয় ; (১)
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়।
তত্তৎ পদ প্রাধান্যে আত্মরাম মিলাইয়া ;
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা।
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ;
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন।
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন ;
এই তিন হরে সিদ্ধ সাধকের মন।
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ ;
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান।
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার !
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার।
'ইঁহোতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া ;
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া'।
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ ;
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।
নিজ রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন ;
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন। (২)

---

১ একাদশ পদ হয়—'আত্মারামাঃ' (১) 'চ' (২) 'নিগ্রন্থাঃ' (৩) 'মুনয়ঃ' (৪) 'অপি' (৫) 'উরুক্রমে' (৬) 'কুর্ব্বন্তি' (৭) 'অহৈতুকীং' (৮) 'ভক্তিং' (৯) 'ইত্থম্ভূতগুণঃ' (১০) 'হরিঃ' (১১) এই একাদশ পদ।

২ নিজ রূপ...তখন—কোন কোন পুস্তকে এই পয়ারটী নাই।

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ ;
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি ;
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি।
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব ;
নাম, প্রেম, দান আদি, বর্ণের মহত্ত্ব। (১)
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে ;
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে।
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থর হরি ;
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে, প্রভু পদ ধরি।
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন ;
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাঁসে প্রভুর গণ।
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ;
'সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি'।
প্রভু কহে 'তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে ;
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভাল মতে'।
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল ;
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল :—
'জগত নিস্তারিলে তুমি, সেহ অল্প কার্য্য ;
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য !
তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড ;
আমা দ্রবাইলে তুমি ; প্রতাপ প্রচণ্ড' !
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাঁসা আইলা ;
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য দ্বারে ভিক্ষা করাইলা।
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে ;
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে।

---

১ বর্ণের মহত্ত্ব—ককারাদি বর্ণমালার যথার্থ তত্ত্ব।

পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা;
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈল।
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া;
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরা যুক্ত হঞা।
অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন;
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা;
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা।
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দরশন;
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন।
বসিতে আসন দিয়া দুহেঁত বসিলা;
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা।
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল; (১)
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল;
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল;
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল। (২)

তথাহি পদ্মপুরাণং

'শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ
প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং, নাত্র কালবিচারণা' ॥ ৪৯ ॥

প্রসাদান্নং 'শুষ্কং' বা 'পর্য্যুসিতং' পূর্ব্ব দিবসে প্রস্তুতং গলিতমিত্যর্থঃ 'অপি' নিশ্চিতং 'দূর দেশতঃ' বহু দূর দেশাৎ 'নীতং বা' আনীতং বা 'প্রাপ্ত-মাত্রেণ' প্রাপণমাত্রেণৈব তৎক্ষণাদিত্যর্থঃ 'ভোক্তব্যং' অবশ্যং ভোজনীয়ং 'অত্র' ভোজনে 'কালবিচারণা' প্রাতঃ সন্ধ্যাদি কাল বিবেচনা 'ন' কর্ত্ত-ব্যেতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

---

১ প্রসাদ পাঞা—কোন কোন গ্রন্থে বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়; যথা 'প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন; কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ'।

২ এই শ্লোক পড়ি ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'ভক্তি করি মহাপ্রসাদ হস্ত পাতি নিল; এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল।'

শুষ্কই হউক বা পর্য্যুসিতই হউক, অথবা বহু দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, মহাপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে ; ইহাতে কালাকাল বিবেচনা করিবেনা। ৪৯।

তত্রৈব

'ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ' ॥৫০॥

'তত্র' মহাপ্রসাদ ভোজন ব্যাপারে 'দেশনিয়মঃ' স্থানাস্থানবিচারঃ 'ন' 'তথা' পুনঃ 'কাল নিয়মঃ' 'ন' কর্ত্তব্য ইতিশেষঃ 'শিষ্টৈঃ' সাধুজনৈঃ 'প্রাপ্তং' হস্তগতং 'অন্নং' 'দ্রুতং' তৎক্ষণাৎ 'ভোক্তব্যং' ; এতৎ 'হরিঃ' 'অব্রবীৎ' কথয়ামাস ॥ ৫০ ॥

হরি বলিয়াছেন যে মহাপ্রসাদ ভোজনে দেশ কি কালের কোন নিয়ম নাই ; শিষ্ট জন তাহা প্রাপ্ত মাত্রেই ভোজন করিবে। ৫০।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে ধরি দুঁহে করেন নর্ত্তন ;
প্রভু ভৃত্য দুহঁা স্পর্শে দুঁহার ফুলে মন।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু ; দুঁহে আনন্দে ভাসিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা :—
'আজি মুঞি অনায়াসে জিনিমু ত্রিভুবন ;
আজি মুঞি করিমু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ ;
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ;
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয়।
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন ;
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।

'আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন ;
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে এক-চত্বারিংশৎ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত পদো যদি নির্ব্যলীকং
তে দুস্তরা মতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহ মিতিধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে' ॥ ৫১ ॥

'যেষাং' জনানাং সম্বন্ধে 'সঃ' 'ভগবান্' 'অনন্তঃ' 'দয়য়েৎ' দয়াং কুর্য্যাৎ ; নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বামিতিশ্রুতঃ। কথম্ভূত ভগবান্ তত্রাহ 'সর্ব্বাত্মনা' জ্ঞানকর্ম্মাদি নিরপেক্ষতয়া 'নির্ব্যলীকং' নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা শ্রিতপদঃ' শ্রিতং আশ্রিতং পদং যস্য সঃ আশ্রিতভগবচ্চরণা যদি তে ভবন্তীত্যর্থঃ। তদা 'তে' জনাঃ 'দুস্তরাং' 'দেবমায়াং' ঈশ্বরমায়াং 'অতিতরন্তি' উত্তীর্ণা ভবন্তি 'চ' চকারাৎ মায়বৈভবং বিদন্তিচ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণ মিত্যাহ 'শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে' কুকুর শৃগাল ভক্ষণীয়ে স্বদেহে 'এষাং' জনানাং 'মমাহমিতি' 'ধীঃ' বুদ্ধিঃ 'ন' স্যাদিতি ॥ ৫১ ॥

যাঁহাদের প্রতি ভগবান্ কৃপা করেন্, তাঁহারা যদি নিষ্কপটে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণাশ্রিত থাকেন ; তবেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়েন। তখন আর কুকুর শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহে তাঁহাদের 'আমার' 'আমি' এরূপ বুদ্ধি থাকেনা। ৫১।

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে ;
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে।
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন ;
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অর্থ না করে ব্যাখ্যান।

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ;
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া।
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দরশনে ;
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু স্থানে।
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি ;
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি।
ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন ;
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি হরি ভক্তি বিলাসস্যৈকাদশ বিলাসে দ্বিচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বৃহন্নারদীয়ং

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, গতিরন্যথা' ॥৫২॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫৭ ও ১৯৭ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ লীলা ২৩৪ ও ৩৬৭ পৃষ্ঠা দেখ ॥ ৫২ ॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার ;
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার !
গোপীনাথাচার্য্য বলে 'আমি পূর্ব্বে যে কহিল ;
শুন ভট্টাচার্য্য ! তোমার সেই ত হইল'।
ভট্টাচার্য্য কহে তারে করি নমস্কারে ;
'তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে।
তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক অন্ধে ;
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে'।
বিনয় শুনি তুষ্ট, প্রভু কৈল আলিঙ্গন
কহিল 'করহ যাঞা ঈশ্বর দর্শন'।
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা ;
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া।
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহু ত আনিলা ;
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা।

নিজ দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে ;
'প্রভুকে দিও' বলি দিল জগদানন্দ হাতে।
প্রভু স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ পত্রী লঞা ;
মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা।
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল ;
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল।
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল ;
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল। (১)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্ক ধৃতৌ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোকৌ

'বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ;
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে'।
'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ' ॥ ৫৩ ॥

'যঃ' 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'পুরাণঃ' 'পুরুষঃ' 'বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং' বৈরাগ্যমেব বিদ্যা বিধানং নিজভক্তিযোগশ্চ তয়োঃ শিক্ষার্থং উপদেশনিমিত্তায় 'কৃপাম্বুধিঃ' করুণাসাগরঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপেণ শরীরধারী ভবতি 'তং' প্রভুং অহং

---

১ মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল…কণ্ঠে কৈল—মহাপ্রভুকে পত্রী দিবার পূর্ব্বে মুকুন্দ দত্ত বাহিরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তাহা লইয়া পাঠ করতঃ তল্লিখিত শ্লোক দুইটী ঘরের বহির্ভিতে লিখিয়া রাখিলেন ; এবং পরে মহাপ্রভু পত্র পাঠান্তে যখন তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তখন ভক্তগণ ভিতের গায়ে লিখিত শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন।

'প্রপদ্যে' শরণং ব্রজামি।
'যঃ' 'কৃষ্ণচৈতন্যনামা' প্রভুঃ 'কালাৎ' কাল দোষাৎ 'নষ্টং' নাশং প্রাপ্তং 'নিজং' স্বকীয়ং 'ভক্তিযোগং' 'প্রাদুষ্কর্ত্তুং' প্রকটীকর্ত্তুং নিমিত্তায় 'আবির্ভূতঃ' আবির্বভূবঃ 'তস্য' কৃষ্ণচৈতন্যস্য 'পদারবিন্দে' পাদপদ্মে 'চিত্তভৃঙ্গঃ' মনোরূপভ্রমরঃ 'গাঢ়ং গাঢ়ং' অতিশয়ং যথাস্যাত্তথা 'লীয়তাং' স্থীয়তাং ॥৫৩॥

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্যবিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন; সেই প্রভুর আমি শরণাপন্ন হই।

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা প্রভু কালদোষে প্রনষ্ট নিজ ভক্তিযোগ পুনঃ প্রচার করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার পদারবিন্দে আমার মনভৃঙ্গ অতিশয় গাঢ়রূপে অবস্থান করুক। ৫৩।

এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠ মণি হার;
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার।
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত এক জন;
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম';
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম।
এক দিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা;
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা।
ভাগবতে ব্রহ্ম স্তবের শ্লোক পড়িলা;
শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং;

'হৃদ্বাগ্বপুভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্' ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা আহ হে প্রভো ! 'তৎ' তস্মাৎ 'তে' তব 'অনুকম্পাং' কৃপাং 'সুসমীক্ষামাণঃ' কদা ভবিষ্যতীতি বহুমন্যমানঃ 'আত্মকৃতং' স্বার্জ্জিতং 'বিপাকং' কর্ম্মফলং অনাসক্তঃ সন্ 'ভুঞ্জানঃ' 'এব' 'হৃদ্বাগ্বপুভিঃ' মনো বাক্ শরীরৈঃ করণৈঃ 'তে' তুভ্যং 'নমঃ' নমস্কারং 'বিদধৎ' তত্রত্যাসক্তিং কুর্ব্বন্ সন্ নাতীবতপ আদিনা ক্লিশ্যন্ ইতিভাবঃ 'যঃ' 'জীবেত' 'সঃ' জনঃ 'মুক্তিপদে' মুক্তিরেব পদং আশ্রয়ঃ তস্মিন্ মুক্তৌ ইত্যর্থঃ যদ্বা মুক্তিনামকং পদং চরণারবিন্দং যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি 'দায়ভাক্' দায়ভাগী ভবতি ; ভ্রাতৃ বন্টন মিব ত্বমেব তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তসে ইত্যর্থঃ ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায় প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ নান্যদুপযুজ্যত ইতিভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতেছেন হে প্রভো ! 'তোমার কৃপা কবে হইবে' ? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করতঃ কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করেন্ ; তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার মুক্তি বিষয়ে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৪।

প্রভু কহে 'মুক্তিপদ' ইহা পাঠ হয় ;
'ভক্তিপদ' কেন পড় কি তোমার আশয়" ?।
ভট্টাচার্য্য কহে 'ভক্তি নহে মুক্তিফল ;
ভগবদ্ভক্তি বিমুখের হয় দণ্ড কেবল। (১)

---

১ ভক্তি নহে...দণ্ড কেবল—যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের ফল অর্থাৎ পুরস্কার মুক্তি নহে ; ভক্তেরা মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি বিহীন, তাঁহারাই মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্যাদি বাঞ্ছা করেন। এইরূপ মুক্তি তাঁহাদের ফল বা পুরস্কার না হইয়া দণ্ড স্বরূপ হয়। কারণ ঐরূপ মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত বা লীন হন্ ; তাহাতে সেবা সুখাদি অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারেন না

'কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ;
যেই নিন্দাযুদ্ধাদিক করে তার সনে ;
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি।
তাঁর মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি। (১)
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার :—
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর।
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার ;
তবু কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার ;
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয় ;
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার ;
ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার' ! (২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে একা-
দশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ' ॥৫৫॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১১১ শ্লোকে দেখ।
আদিলীলা ১৪৬ পৃষ্ঠা ॥ ৫৫ ॥

---

১ কৃষ্ণের বিগ্রহ...করে ভক্তি—যে ব্যক্তি ঈশ্বরবিগ্রহ সত্য বলিয়া স্বীকার করে না আর তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহারা নিন্দা কলহাদি করিয়া থাকে ; অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ও অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঈশ্বর বিগ্রহের সত্তা স্বীকার করেন না ; তাঁহাদের জন্য ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি দণ্ডস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত তদ্রূপ মুক্তির অভিলাষী নহেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী সম্বন্ধে পূর্ব্বে টীকা দেখ।

২ ব্রহ্মে ঈশ্বরে...সাযুজ্যধিক্কার—'ব্রহ্ম' শব্দে এখানে নির্ব্বিশেষ বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ যাঁহার বিষয় আমরা কিছুই জানিনা এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর শব্দে ঐশ্বর্য্যশালী সগুণ ভগবান্। নিগুর্ণ ব্রহ্মে লীন হওয়া কথক সঙ্গত হইলেও সগুণ ভগবানে যাঁহারা লয় হওনের জন্য মুক্তি যাচ্ঞা করেন তাঁহাদের মত আরও হেয়। কারণ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের সেবা করা ভিন্ন তাঁহার ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব ও দুরাশা মাত্র।

প্রভু কহে 'মুক্তি পদের আর অর্থ হয় ;
'মুক্তিপদ' শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়।
মুক্তি, পদ যার সেই 'মুক্তি পদ' হয় ;
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা আশ্রয়। (১)
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি ; কাহে পাঠ ফিরি' ? (২)
সার্ব্বভৌম কহে 'ও পাঠ কহিতে না পারি।
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কহে ; (৩)
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহন না যায়ে। (৪)
যদ্যপিহ "মুক্তি" শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ;
রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি। (৫)
"মুক্তি" শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা ত্রাস ;
"ভক্তি" শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস'।
শুনিয়া হাঁসেন প্রভু আনন্দিত মনে ;
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে।
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে, পড়ায় মায়াবাদ ;
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে ; চৈতন্য প্রসাদ !
লোহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে ;
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।

---

১ মুক্তি পদ যার…আশ্রয়—মহাপ্রভু 'মুক্তিপদ'শব্দে 'ঈশ্বর'এই অর্থ নিষ্পন্ন করিতেছেন। দুই প্রকার সমাস করিয়া ঐ অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন ; প্রথমতঃ মুক্তিই পদ অর্থাৎ চরণ-স্বরূপ যাঁহার ; দ্বিতীয়তঃ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত দশটী পদার্থের মধ্যে নবম পদার্থ যে 'মুক্তি' তাহার পদ অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ যিনি ; এই দুই অর্থ করিলেন। ঐ দশটী পদার্থের বিবরণ আদিলীলা ৬১ পৃষ্ঠায় ৫২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

২ দুই…কাহে পাঠ ফিরি ?—যদি 'মুক্তিপদ' অর্থে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অর্থ করা যায় তবে পাঠ ফিরাইয়া 'ভক্তিপদ'এরূপ পাঠ বলিবার আবশ্যকতা কি ? কাহে—কেন।

৩ যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কহে—'এইশব্দ' অর্থাৎ 'মুক্তিপদ' শব্দ যদিও তোমার কৃত অর্থ কহিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে।

৪ আশ্লিষ্য দোষে—দ্ব্যর্থ যুক্ত অর্থ দোষে।

৫ রূঢ়িবৃত্ত্যে ইত্যাদি—মুক্তি শব্দের পাঁচটী বৃত্তি অর্থাৎ অর্থ থাকিলেও মূল অর্থে সাযুজ্য মুক্তিই প্রতীতি হয়। পাঁচটী বৃত্তি যথাঃ—সাষ্টি, সালোক্য,সামীপ্য, সারূপ্য, ও সাযুজ্য।

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী;
শরণ লইল সবে প্রভু পদে আসি।
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন;
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন;
যৈছে পরিপাটি করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম মিলন;
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ;
জ্ঞান কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারণো
নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ। ৬।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়াদ্র´ধীঃ
নষ্ট´কুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥৫৬॥

'যঃ' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ 'দয়াদ্র´ধীঃ' মহাকৃপালুঃ সন্ 'নষ্টকুষ্ঠং' নষ্টং নাশপ্রাপ্তং কুষ্ঠং যস্য তং মহারোগগ্রস্তং 'বাসুদেবং' তদাখ্যং ব্রাহ্মণং 'রূপপুষ্টং' রূপেণ সৌন্দর্য্যেন পুষ্টং মহাসুন্দরং তথা 'ভক্তিতুষ্টং' ভক্ত্যা ভক্তি প্রদানেন করণয়া তুষ্টং আনন্দিতং 'চকার'; 'তং' 'ধন্যং' 'চৈতন্যং' অহং 'নৌমি' নমস্করোমি॥ ৫৬॥

যিনি দয়াদ্র´চিত্ত হইয়া কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাসুদেব নামক

ব্রাহ্মণকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত ও ভক্তি প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছেন ; আমি সেই চৈতন্য প্রভুকে নমস্কার করি ॥ ৫৬ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ !
এই মতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল ;
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ;
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ;
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল।
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন ;
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন।
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া ;
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া :—
'তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি ;
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা ছাড়িতে না পারি।
তুমি সব বন্ধু মোর, বন্ধুকৃত্য কৈলে ;
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে।
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে ;
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে।
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব ;
একাকী যাইব ; কাহো সঙ্গে না লইব।
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ ;
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ'।
বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল ;
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল।
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহা দুঃখ ;
নিঃশব্দ হইল সবে, শুকাইল মুখ। (১)

---

১ নিঃশব্দ হইলা সবে—অন্য পাঠ 'বজ্র যেন মাথায় পড়ে'।

নিত্যানন্দ প্রভু কহে 'ঐছে কৈছে হয় ?
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ?
এক দুয়ে সঙ্গে চলুক না পড় হঠ রঙ্গে ; (১)
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে।
দক্ষিণের তীর্থ পথ আমি সব জানি ;
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি'।
প্রভু কহে 'আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার ;
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার।
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন ;
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত ভবন।
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড ;
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড।
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাতে :
যেই কহে, ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে।
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা ;
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা।
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধর্ম্ম ;
তিন বার শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন।
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে ;
ইঁহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে।
আমি ত সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী ;
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি। (২)
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার ;
ইঁহারে নাভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার। (৩)
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণ কৃপা হৈতে ;
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে।

---

১ না পড় হঠ রঙ্গে—কোন বিপদে না পড়িতে হয়।

২ সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি—দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বাক্য দণ্ড করিয়াছিলেন। অন্ত্যলীলা ৩ পরিচ্ছেদ দেখ।

৩ ইঁহারে নাভায়—সকল পুস্তকেরই এই পাঠ। অর্থ অস্পষ্ট

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ;
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন।
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম ষাঠীর মাতা;
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিহোঁ, আশ্চর্য্য তাঁর কথা।
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার;
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার।
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যের স্থানে;
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে।
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা;
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ মন্দিরে গেলা।
দর্শন করি ঠাকুর আগে আজ্ঞা মাগিল;
পূজারী মালাপ্রসাদ প্রভুরে আনি দিল।
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি;
আনন্দে দক্ষিণ দেশে চলে গৌরহরি।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ জন;
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন;
সমুদ্র তীরে তীরে আলাল নাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে;
'চারি কৌপিন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে;
তাহা, প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে'।
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে :—
'অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে।
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে;
অধিকারী হয়েন তিহোঁ বিদ্যানগরে।
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে;
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন;
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম।
পাণ্ডিত্য আর ভক্তি রস দুহেঁর তিঁহো সীমা;
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।

'অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব ;
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব'।
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন ;
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
'ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে ;
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে'।
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন ;
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম।
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ;
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্তমন ?
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ;
পুষ্প সম কোমল, কঠিন বজ্রময়।

তথাহি ভবভূতিকৃত বীরচরিত্রস্যোত্তরচরিত্রে তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশ শ্লোকঃ

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি, কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ' ॥৫৭॥

'লোকোত্তরাণাং' অলৌকিকানাং মহাজনানাং 'চেতাংসি' মনাংসি 'বিজ্ঞাতুং' 'হি' নিশ্চিতং 'কঃ' জনঃ 'ঈশ্বরঃ' অন্তর্যামী সমর্থ ইত্যর্থঃ ভবতি ? ন কোঽপি তেষাং চিত্তবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং সমর্থো ভবতীতিভাবঃ। চেতাংসি কীদৃশানি 'বজ্রাদপি' 'কঠোরাণি' কঠিনানি পুনঃ 'কুসুমাদপি' 'মৃদূনি' কোমলানি। ৫৭।

অলৌকিক স্বভাব মহাজনদিগের চিত্তবৃত্তি বজ্র হইতেও কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল ; তাহা জানিতে কে সমর্থ হইবে ? । ৫৭।

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা ;
তাঁর লোক সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা।
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ ;
বস্ত্র প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ।
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ;
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ ;
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন।
চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি ;
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌর হরি।
কাঞ্চন সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ;
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, তাহাতে ভূষণ।
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার !
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর।
কেহ নাচে, কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ;
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ আবাল।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে :—
'এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে'।
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায় ;
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়।
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া ;
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া।
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে ;
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে।
নিত্যানন্দ গোঁসাই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল।
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে
হরি হরি বলি লোক কলরব করে।
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন ;
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন।

এই মত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায় ;
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়।
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে ;
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন ;
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা ;
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ;
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা।
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা ;
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন ;
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্যং

'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ হে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাং ;
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাং।
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষ মাং ;
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহি মাং'।৫৮।

এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি ;
লোক দেখি পথে কহে 'বল হরি হরি'।
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ ;
প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ।
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া,
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া।

সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন ;
কৃষ্ণ বলে, হাঁসে, কান্দে, নাচে, অনুক্ষণ।
যারে দেখে তারে কহে 'কহ কৃষ্ণ নাম' ;
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম।
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইল যত জন ;
তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম।
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয় ;
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়।
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ ;
এই মতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ।
এই মত পথে যাইতে শত শত জন ;
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন।
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে ;
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে।
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ;
সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগত।
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে ;
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে।
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে ;
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে।
প্রভুরে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয় ;
সেই সে এসব লীলা সত্য করি লয়।
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ;
ইহ লোক পরলোক তার হয় নাশ।
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন ;
এই মত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ।
এই মত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ;
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে।
প্রেমাবেশে হাঁসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল ;
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল।

আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ;
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে !
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণহরি ;
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি।
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম ;
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম।
এইমত্ত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল ;
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল।
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিল ;
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিল।
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার ;
এক ঠাঁঞি কহিল ; না কহিব আরবার।
কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ; (১)
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন ;
সেই জল সবংশ সহিত করিল ভক্ষণ।
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল ;
গোঁসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল।
'যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ;
সেই পাদ পদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে।
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ;
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম।
কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে ;
সহিতে না পারোঁ দুঃখ বিষয় তরঙ্গে'।
প্রভু কহে 'ঐছে বাত কভু না কহিবা ;
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা।
যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ ;
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।

১ কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে—গ্রামটির নাম কূর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কূর্ম্মাবতারের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্রাহ্মণের গৃহে চৈতন্য প্রভু অতিথি হইয়াছিলেন, তাহার নামও কূর্ম্ম।

'কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ ;
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ'।
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ;
সেই ঐছে কহে ; তারে করায় এই শিক্ষা।
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ;
যার ঘরে ভিক্ষা করে ; সেই মহাজনে।
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঁঞি ;
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি।
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার ;
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার।
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা ;
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা।
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর আইলা ;
প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা।
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয় ;
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময়।
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ;
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়। (১)
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোঁসাঞির আগমন ;
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন।
প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া ;
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া।
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ;
সেই ক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা।
প্রভু স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ;
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল।
প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন ;
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন।

১ অঙ্গ হৈতে—ঠাঁয়—আপনার শরীরের রক্ত দিয়া কীট পোষণের জন্য এইরূপ আচরণ করিতেন। কীড়া—কীট।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীত্যধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে কৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণ বাক্যং

'ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ' ॥ ৫৯ ॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২০০ শ্লোকে ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দেখ।৫৯।

বহু স্তুতি করি কহে 'শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়।
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর;
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর!
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া;
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া'।
প্রভু কহে 'কভু তোমার না হবে অভিমান;
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার'।
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধানে;
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে।
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান;
বাসুদেবামৃতপদ হৈল প্রভুর নাম।
এই.ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন;
কূর্ম্ম দরশন বাসুদেব বিমোচন।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ;
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্য চরণ।
চৈতন্য লীলার আদি অন্ত নাহি জানি;
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি।
ইথে অপরাধ মোর না লইও ভক্তগণ;
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বাসুদেবোদ্ধার নাম সপ্তম-
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে
স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈ রমুনাবিতীর্ণৈ
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥ ৬০ ॥

'গৌরাব্ধিঃ' গৌরএব অব্ধিঃ প্রেমাব্ধিঃ 'রামাভিধভক্তমেঘে' রামানন্দ-রায়ঃ অভিধা নাম যস্য স চাসৌ ভক্তশ্চেতি সএব মেঘ স্তস্মিন্ মেঘ-তুল্যে রামানন্দরায়ে 'স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি' নিজভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ এব অমৃতানি অমৃতময় জলতুল্যানি 'সঞ্চার্য্য' সঞ্চারণং কৃত্বা 'অমুনা' রামানন্দ মেঘেন 'এতৈঃ' ভক্তিসিদ্ধান্তময়ামৃতজলৈঃ 'বিতীর্ণৈঃ বিস্তীর্ণীকৃতৈঃ 'তজ্জ্ঞত্ব রত্নালয়তাং' তানি অমৃতানি জানাতি যঃ সঃ তজ্জ্ঞস্তস্য ভাবস্তজ্জ্ঞত্বং তদেব রত্নং তস্যালয়তাং যদ্বা তানি অমৃতানি জ্ঞত্বেন বোধত্বেন তানি ভক্তিসিদ্ধান্তানি পুনর্জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ রত্নানাং আলয়ত্বাং রত্নাকরত্বং ইতিযাবৎ 'প্রযাতি' প্রাপ্নোতি। যথা সমুদ্রঃ মেঘে জলং সঞ্চার্য্য পুনস্তদাকৃষ্য শঙ্খমুক্তারত্নাদীনি উৎপাদয়তি, তথা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ রামানন্দে স্বভক্তিসিদ্ধান্তং পূর্ব্বমেব সঞ্চার্য্য পুনস্তস্মাৎ গৃহীত্বা প্রেমরত্নাকরত্বং প্রাপ্নোতীতিভাবঃ। ৬০।

সমুদ্রসদৃশ গৌরচন্দ্র রামানন্দ রায় নামক ভক্ত মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্ত রূপ অমৃত জল সঞ্চার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহা হইতে গ্রহণ করতঃ প্রেম রত্নাকর এই উপাধি লাভ করিলেন ॥ ৬০ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা ;
জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা।
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি ;
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি।
'শ্রীনৃসিংহ ! জয় নৃসিংহ ! জয় জয় নৃসিংহ !
প্রহ্লাদেশ ! জয় পদ্মমুখ ! পদ্মভৃঙ্গ'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথম-শ্লোকস্য শ্রীধর গোস্বামি কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

'উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী
কেশরীব স্বপোতানা মন্যেষা মুগ্রবিক্রমঃ' ॥ ৬১ ॥

'ইব' যথা 'কেশরী' সিংহঃ 'অন্যেষাং' পশূনাং সম্বন্ধে 'উগ্রবিক্রমঃ' মহা-প্রচণ্ডঃ সন্ অপি 'স্বপোতানাং' নিজ পুত্রানাং সম্বন্ধে দয়ালুঃ ভবতি তদ্বৎ 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'নৃকেশরী' নৃসিংহদেবঃ 'উগ্রোঽপি' প্রচণ্ডস্বভাবোঽপি 'স্বভক্তানাং' সম্বন্ধে 'অনুগ্রএব' শান্তঃ দয়ালুএব স্যাৎ। ৬০।

সিংহ যেমন অন্য পশু সম্বন্ধে প্রচণ্ড হইয়াও নিজ শিশুর প্রতি মহা দয়ালু ; তদ্রূপ এই নৃকেশরী উগ্রস্বভাব হইলেও স্বভক্তের প্রতি নিশ্চয়ই অনুগ্রহশীল ॥ ৬১ ॥

এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল ;
নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল।
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ;
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি করিলা গমন।
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে ;
দিগ্ বিদিগ্ নাহি জ্ঞান রাত্রি দিবসে।

পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব লোক গণে ;
গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কত দিনে।
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ ;
তীর বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্যগান ;
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান।
ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল সন্নিধানে ;
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে।
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়
স্নান করিবারে আইলা ; বাজনা বাজায়।
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
বিধিমত কৈল তিঁহো স্নানাদি তর্পণ ;
প্রভু তাঁরে দেখি জানিলা এই রাম রায় ;
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়।
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া ;
রামানন্দ রায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিয়া।
সূর্য্যশত সম কান্তি অরুণবসন ;
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন।
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার !
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার।
উঠি প্রভু কহে 'উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ;
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ।
তথাপি পুছিল 'তুমি রায় রামানন্দ' ?
তিঁহ কহে 'সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ'।
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন ;
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা ;
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা।
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ ;
দুঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ।

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার !
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার :—
'এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মাসম ;
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ?
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর ;
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির।
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ।
সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা ;
তবে হাঁসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা :—
'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে ;
তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে।
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন ;
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন'।
রায় কহে 'সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান ;
পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন ;
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য জনম।
সার্ব্বভৌম তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন ;
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কৃপার অধীন।
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ?
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী অধম ?
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয় ;
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম ;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ?
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন ;
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন।
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং

'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাং
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ'। ৬২।

হে 'ভগবন্' গর্গ! 'মহদ্বিচলনং' মহতাং সাধূনাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু 'দীনচেতসাং' কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহংত্যক্তুং অশক্নুবতামিত্যর্থঃ 'গৃহিণাং' 'নৃনাং' জনানাং 'নিঃশ্রেয়সায়' মঙ্গলায় 'কল্পতে' ঘটতে 'অন্যথা' দীন জন নিঃশ্রেয়সার্থব্যতিরেকেন 'ক্বচিৎ' কদাচিদপি 'ন' ঘটতে মহদ্বিচলনমিতি শেষঃ। ৬২।

নন্দ গর্গাচার্য্যকে বলিতেছেন হে ভগবন্! সাধুগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন,সে কেবল গৃহত্যাগাসমর্থ গৃহীদিগের মঙ্গলের জন্য; তদ্ভিন্ন তাঁহাদের আগমনের আর অন্য কোন কারণ দেখা যায় না॥ ৬২॥

'আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন;
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন।
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি সবার বদনে;
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে।
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ;
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ'।
প্রভু কহে 'তুমি মহা ভাগবতোত্তম;
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন।
অন্যের কি কথা? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী;
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি।
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে;
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে'।
এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ;
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মন।

হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ;
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া;
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া।
'তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন;
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন।
রায় কহে 'আইলা যদি পামর শোধিতে;
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে।
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন;
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন'।
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়;
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়।
প্রভু যাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল;
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল।
প্রভু স্নান কৃত্য করি আছেন বসিয়া;
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া।
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে;
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃ স্থানে।
প্রভু কহে 'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়;
রায় কহে 'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়'।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ

'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ কারণং'। ৬৩।

'বর্ণাশ্রমাচারবতা' ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণানাং নির্দ্দিষ্টধর্ম্মাচারণং কুর্ব্বতা 'পুরুষেণ' কর্ত্তৃভুতেন 'পরঃ পুমান্' প্রধানঃ পুরুষঃ 'বিষ্ণুঃ' 'আরাধ্যতে' আরাধনীয়ো ভবেৎ 'তত্তোষকারণং' বিষ্ণু সন্তোষহেতুঃ 'অন্যঃ' 'পন্থাঃ' 'ন' অস্তীতিশেষঃ। ৬৩।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রধান পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে ; এতদ্ভিন্ন তাঁহার তুষ্টির অন্য উপায় নাই ॥ ৬৩ ॥

প্রভু কহে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' ; (১)
রায় কহে 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং'। ৬৪।

হে 'কৌন্তেয়' স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা 'যৎ' কিঞ্চিৎ কর্ম্ম 'করোষি' তথা 'যদশ্নাসি' যৎ দ্রব্যং ভক্ষয়সি, 'যজ্জুহোসি' 'যদ্দদাসি' 'যৎ' চ 'তপস্যসি' তপঃ করোষি 'তৎ' সর্ব্বং 'মদর্পণং' ময়ি অর্পিতং যথা ভবতি এবং 'কুরুষ্ব'। ৬৪।

হে কৌন্তেয়! তুমি ভোজন, হবন, দান, বা তপস্যা যে কোন কর্ম্ম কর ; তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর ॥ ৬৪ ॥

প্রভু কহে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' ;
রায় কহে 'স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ'।৬৫।

হে উদ্ধব! 'ময়া' বেদরূপেণ 'আদিষ্টান্' মদ্বিহিতান্ 'অপি' 'স্বকান্' 'স্বকীয়ান্' 'সর্ব্বান্' 'ধর্ম্মান্' স্বীয় বর্ণানুগতাশ্রম ধর্ম্মান্ ইত্যর্থঃ 'সংত্যজ্য' পরিত্যজ্য 'গুণান্' স্বধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে 'দোষান্' 'চ' 'আজ্ঞায়' জ্ঞাত্বা 'যঃ' যো জনঃ 'মাং' পরমেশ্বরং 'ভজেৎ' শরণং ব্রজেৎ 'সঃ' তু জনঃ 'এবং' পূর্ব্ববৎ 'সত্তমঃ' সাধূনাং মধ্যে উত্তমঃ স্যাৎ। ৬৫।

---

১ বাহ্য—অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা ; নিগূঢ় কথা বল।

হে উদ্ধব! আমার আদিষ্ট বেদ বিহিত স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করত ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যে আমাকে ভজনা করে; পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও সাধুদিগের মধ্যে উত্তম ॥৬৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্ষষ্ঠি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।৬৬।

'সর্ব্বধর্ম্মান্' মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং 'পরিত্যজ্য' ত্যক্ত্বা 'মামেকং শরণং ব্রজ' মদেকশরণো ভব এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি 'মাশুচঃ' শোকং মাকার্ষীঃ যতঃ 'ত্বাং' মদেকশরণং 'সর্ব্ব পাপেভ্যঃ' 'অহং' 'মোক্ষয়িষ্যামি'। ৬৬।

বেদবিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে এক মাত্র আমার শরণাগত হও; ধর্ম্মত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইবে বলিয়া পরিতাপ করিও না; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬ ॥

প্রভু কহে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর';
রায় কহে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচনং

'ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং' ॥ ৬৭ ॥

'ব্রহ্মভূতঃ' ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ 'প্রসন্নাত্মা' প্রসন্নচিত্তো জনঃ নষ্টং দ্রব্যং প্রতি 'ন শোচতি' শোকং ন করোতি নচাপ্রাপ্তং 'কাঙ্ক্ষতি' ইচ্ছতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ অতএব 'সর্ব্বেষু' 'ভূতেষু' 'সমঃ' সন্ রাগদ্বেষাধিকৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং 'পরাং' শ্রেষ্ঠাং 'মদ্ভক্তিং' লভতে। ৬৭।

ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক ও (অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত) আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হন না; তিনি সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্বভূতে (আমার ভাবনারূপ) পরমভক্তি লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥

প্রভু কহে 'এহো বাহ্য আগে কহ আর';
রায় কহে 'জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্ম বচনং

'জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাং'।৬৮

'জ্ঞানে' ব্রহ্মজ্ঞানানুসন্ধানে 'প্রয়াসং' যত্নং 'উদপাস্য' ঈষদপ্যকৃত্বা ত্যক্তে্বত্যর্থঃ 'সন্মুখরিতাং' সাধু মুখাৎ স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাং 'ভবদীয়-বার্ত্তাং' তব গুণলীলাকথাং 'স্থানস্থিতাঃ' স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব 'শ্রুতিগতাং' শ্রবণপ্রাপ্তাং 'তনুবাঙ্মনোভিঃ' কায়মনোবাক্যৈঃ 'নমন্ত এব' সৎকুর্ব্বন্তএব সন্তঃ 'যে' জনাঃ 'জীবন্তি' কেবলং নান্যৎ কুর্ব্বন্তি 'ত্রিলোক্যাং' স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে হে 'অজিত' তত্বাদিভি স্তত্তৎ চেষ্টয়া অপ্রাপ্তোঽপি ত্বং তৈঃ জনৈঃ 'প্রায়শঃ' বাহুল্যেন 'জিতোঽসি' প্রাপ্তোঽসি। ৬৮।

হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধানে একটুও প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানে অবস্থিতি করতঃ সাধুমুখ নির্গত তব কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে; ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও প্রায় এরূপ ব্যক্তি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

প্রভু কহে 'এহো হয় আগে কহ আর';
রায় কহে 'প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার'।

তথাহি পদ্যাবল্ল্যামেকাদশাঙ্কধৃত রামানন্দরায়কৃত শ্লোকঃ

'নানোপচার কৃত পূজন মাত্মবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিদ্রুতং স্যাৎ
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে'। ৬৯।

'আত্মবন্ধোঃ' প্রাণবন্ধোঃ ভগবতঃ 'নানোপচারকৃত পূজনং' বহুবিধোপচারেণ কৃতোপাসনা ভক্তানাং সুখায় ন ভবতীতিশেষঃ কিন্তু 'প্রেম্না এব' করণেন 'ভক্ত হৃদয়ং' 'সুখবিদ্রুতং' সুখেনার্দ্রীভূতং 'স্যাৎ'। দৃষ্টান্তমাহ 'নু' ভোঃ 'জঠরে' উদরে 'যাবৎ' পর্য্যন্তং 'জঠরা' সুতীক্ষ্ণা 'ক্ষুৎ' 'অস্তি' 'পিপাসা' চ অস্তীতি শেষঃ 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'ভক্ষ্যপেয়ে' পান ভোজনে 'সুখায়' নিমিত্তায় 'ভবতঃ' স্তুতঃ। ৬৯।

যে পর্য্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, সেই পর্য্যন্তই পান ভোজন সুখকর বলিয়া বোধ হয়; ঈশ্বরোপাসনাও ঠিক্ সেইরূপ; ভক্তের নিকট বিবিধ উপচারে প্রাণবন্ধুর পূজা সুখকর হয় না; প্রেমেতেই তাঁহার হৃদয় আর্দ্রীভূত হয়॥ ৬৯॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃত তস্যৈব শ্লোকঃ

'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে'। ৭০।

'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা' কৃষ্ণ ভক্তিরসেন অনুপ্রাণিতা 'মতিঃ' মানসং 'ক্রীয়তাং' উপার্জ্জ্যতাং অস্মাভিরিতিশেষঃ 'যদি' অকস্মাৎ 'কুতোঽপি' কুত্রচিদপি সা মতিঃ 'লভ্যতে' প্রাপ্যতে 'তত্র' প্রাপণে 'লৌল্যং' লোভঃ

'একলং' শ্রেষ্ঠঃ 'মূল্যং' স্যাদিতি শেষঃ তল্লৌল্যং 'জন্মকোটি সুকৃতৈঃ' বহুজন্মার্জ্জিতপুণ্যৈঃ 'ন' 'লভ্যতে'। ৭০।

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিত মতি উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য; যদি কখন তাহা পাওয়া যায়; তবে তাহার একমাত্র মূল্য লোভ। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলেও ঐরূপ লোভ লাভ করা যায় না ॥ ৭০ ॥

প্রভু কহে 'এহো হয় আগে কহ আর';
রায় কহে 'দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনং

'যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে'। ৭১।

হে অম্বরীষ! 'যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ' যস্য নাম শ্রবণ মাত্রেণ 'পুমান্' 'নির্ম্মলঃ' পবিত্রঃ 'ভবতি' 'তস্য' 'তীর্থপদঃ' সর্ব্বতীর্থাকরস্য ভগবতঃ 'দাসানাং' সেবকানাং 'কিংবা' বস্তু 'অবশিষ্যতে' অবশেষ তিষ্ঠতি দুষ্প্রাপ্যং ভবতি ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ। ৭১।

হে অম্বরীষ! যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে জীব সকল নির্ম্মল হয়; সেই ভগবানের সেবকদিগের পক্ষে কি আর দুষ্প্রাপ্য আছে? ॥ ৭১ ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তঃ

'ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ
কদাহ মৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতং' ॥৭২॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্য লীলা ১২ শ্লোকে ২৩ পৃষ্ঠায় দেখ।৭২।

প্রভু কহে, 'এহো হয় আগে কহ আর';
রায় কহে 'সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেব বাক্যং

'ইত্থংসতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ'। ৭৩।

'সতাং' বিদুষাং 'ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' ব্রহ্ম চ তৎ সুখংচ অনুভূতিশ্চ তয়া করণয়া স্বপ্রকাশপরমসুখেনেত্যর্থঃ 'দাস্যং' সেবাং 'গতানাং' প্রাপ্তানাং ভক্তানামিত্যর্থঃ 'পরদৈবতেন' সর্ব্বারাধ্যেন স্বরূপেণ করণেন নাথেনেতি যাবৎ 'মায়াশ্রিতানাং' তু 'নরদারকেণ' নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন 'সার্দ্ধং' সং 'কৃতপুণ্য পুঞ্জাঃ' কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জাঃ যেষাং তে গোপবালকাঃ ইত্থং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ 'বিজহ্রুঃ' বিহারং চক্রুঃ অহোভাগ্যমিতিভাবঃ। ৭৩।

বিদ্বজ্জন যাঁহাকে ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে এবং ভক্তগণ যাঁহাকে সর্ব্বারাধ্য রূপে প্রতীতি করেন; মায়াভিভূত গোপ বালকগণ যে সামান্য নরবালক জ্ঞানে তাঁহার সহিত এই প্রকারে বিহার করিয়াছিল; সে তাহাদের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যের বলে বলিতে হইবে॥ ৭৩॥

প্রভু কহে 'এহোত্তম আগে কহ আর';
রায় কহে 'বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিৎ বাক্যং

'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ'। ৭৪।

হে 'ব্রহ্মন্' মহর্ষে শুকদেব 'নন্দঃ' 'এবং' 'মহোদয়ং' মহান্ উদয় উদ্ভবো যস্য তৎ 'শ্রেয়ঃ' মঙ্গলং তপস্যাদিকমিত্যর্থঃ 'কিং' প্রশ্নে 'অকরোৎ' কৃতবান্ 'মহাভাগা' মহাভাগ্যবতী 'যশোদা বা' কিং শ্রেয় অকরোদিত্যর্থঃ 'যস্যাঃ' যশোদায়াঃ 'স্তনং' 'হরিঃ' 'পপৌ' পানং কৃতবান্। ৭৪।

রাজা পরীক্ষিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মন্! নন্দ এরূপ কি মহাশ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? আর ভাগ্যবতী যশোদারই বা এরূপ কি সুকৃতি ছিল যে ভগবান্ হরি তাঁহার স্তনপান করিলেন? ॥ ৭৪ ॥

তত্রৈব নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক-বাক্যং

'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ'। ৭৫।

'গোপী' যশোদা 'বিমুক্তিদাৎ' মুক্তিপ্রদাৎ গোবিন্দাৎ সকাশাৎ 'যত্তৎ' অনির্ব্বচনীয়ং কিমপি 'প্রাপ' তদ্রূপং 'ইমং' 'প্রসাদং' 'বিরিঞ্চঃ;' ব্রহ্মা পুত্রোঽপি 'ন'; 'ভবঃ' আত্মাপি 'ন'; 'অঙ্গসংশ্রয়া' অঙ্গভাগিনী 'শ্রীরপি' জায়াপি 'ন' 'লেভিরে'। ৭৫।

মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ করিলেন; তাহা কি ব্রহ্মা, কি ভব, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী কখন প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭৫ ॥

প্রভু কহে 'এহোত্তম আগে কহ আর';
রায় কহে 'কান্তভাব সর্ব্ব সাধ্য সার'। ৭৬

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ

রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং'। ৭৬।

'রাসোৎসবে' 'ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং' শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভি স্তাসাং 'ব্রজসুন্দরীণাং' গোপীনাং সম্বন্ধে 'অস্য' শ্রীকৃষ্ণস্য 'যঃ' প্রসাদঃ 'উদগাৎ' আবির্ব্বভূব 'উ' অহো নিশ্চিতং বা 'অঙ্গে' বক্ষসি 'নিতান্তরতেঃ' নিতান্তা একান্তা রতির্যস্যাং তস্যাঃ 'শ্রিয়ঃ' লক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধে 'অয়ং' 'প্রসাদঃ' অনুগ্রহঃ 'ন' অস্তি। 'নলিনগন্ধরুচাং' নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং 'স্বর্যোষিতাং' স্বর্গাঙ্গনানাং অপ্সরসামপি নাস্তি 'অন্যাঃ' স্ত্রিয়ঃ 'কুতঃ' পুনর্দূরতো নিরস্তাঃ। ৭৬।

রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্ স্বীয় ভুজদণ্ডের দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ তাঁহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন; লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষে বাস করিয়াও এবং স্বর্গাঙ্গনাগণ পদ্মগন্ধ ও পদ্মকান্তি ধারণ করিয়াও সেরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই; অন্য স্ত্রীদিগের তো কথাই নাই ॥৭৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মথ মন্মথঃ'। ৭৭।

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০৫ পৃঃ ১৪৩ শ্লোকে দেখ।৭৭।

'কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়;
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়।
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম;
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তর, তম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-লহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিনোক্তং

'যথোত্তর মসৌ স্বাদবিশেষোল্লাস ময্যপি।
রতি র্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ'। ৭৮।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১০৫ পৃঃ ৮২ শ্লোকে দেখ। ৭৮।

'পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়;
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে;
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে;
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে;
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে এক-ত্রিংশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'ময়ি ভক্তি হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ। ৭৯।

আদিলীলা ১০১ পৃঃ ৮০শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে;
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে;
অতএব ঋণী হন্ কহে ভাগবতে।

---

১ পূর্ব্ব পূর্ব্ব—ভাগবতে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের পৃথক পৃথক স্থায়ীভাব আছে। শান্তের স্থায়ীভাব দাস্যে; দাস্যের ভাব সখ্যে; সখ্যের ভাব বাৎসল্যে; ও ঐ চারিটী ভাবই মধুর রসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেমন আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ সমস্তই পৃথিবীতে আছে, তদ্রূপ। আকাশে কেবল শব্দ গুণ; বায়ুতে শব্দ স্পর্শ দুই; অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস এবং পৃথিবীতে ঐ ৪টি ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই আছে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে এক-বিংশ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষা পিবঃ
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা'। ৮০।

আদিলীলা ১৩৯ পৃষ্ঠা ১০৫ শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ ॥ ৮০ ॥

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য; (১)
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য।

তথাহি তত্রৈব রাসে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে পরী-ক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা'। ৮১।

'হৈমানাং' স্বর্ণময়ানাং 'মণীনাং' 'মধ্যে' 'মহামারকতঃ' নীলমণিঃ 'যথা' নীলমণিরিব 'তত্র' রাসমণ্ডলে 'ভগবান্' 'দেবকীসুতঃ' 'তাভিঃ' স্বর্ণবর্ণা-ভিরাশ্লিষ্টাভিঃ 'অতি' অত্যন্তং 'শুশুভে' শোভয়ামাস। ৮১।

স্বর্ণময়মণি সকলের মধ্যে যেমন নীলকান্তমণি শোভা পায়; সেইরূপ রাসমণ্ডলে স্বর্ণবর্ণা গোপীগণের মধ্যে ভগ-বান্ দেবকীনন্দন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

প্রভু কহে 'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়;
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়'।
রায় কহে 'ইহার আগে পুছে হেন জনে;
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।

---

১ ধুর্য্য—শ্রেষ্ঠ।

'ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি;
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।'

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে এক-চত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা'। ৮২।

আদিলীলা ১৫০ পৃষ্ঠা ১১৬ শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ। ৮২।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্বিংশতি-শ্লোকে শ্রীরাধিকা মুদ্দিশ্য কস্যাশ্চিৎ গোপীকায়া বচনং

'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ;
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ'। ৮৩।

আদিলীলা ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা ৯০ শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ। ৮৩।

প্রভু কহে 'আগে কহ শুনিতে পাই সুখে;
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে।
চুরি করি রাধায় লৈলেন্ গোপীগণের ডরে;
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে।
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ:
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ'।
রায় কহে 'তাহা শুন! প্রেমের মহিমা;
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা।
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া
রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া:—

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীজয়দেব বাক্যং

'ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা
মনঙ্গবাণ ব্রণখিন্ন মানসঃ

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী,
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ’। ৮৪ ॥

‘মাধবঃ’ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে’ যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে ‘ইতস্ততঃ’ চতুর্দ্দিক্ষু ‘রাধিকাং’ ‘অনুসৃত্য’ অন্বিষ্য ‘তাং’ অপ্রাপ্য ‘অনঙ্গ-বাণ ব্রণ খিন্ন মানসঃ’ কন্দর্পবাণেনোৎপন্নং ব্রণং তেন খিন্নং পীড়িতং মানসং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ ‘কৃতানুতাপঃ’ তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃপশ্চাত্তাপোযেন সঃ ‘বিষসাদ’ বিষাদঞ্চকার। ৮৪।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটস্থিত কুঞ্জবনে ইতস্ততঃ শ্রীরাধিকার অন্বেষণ করতঃ তাঁহাকে না পাইয়া কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া অনুতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তত্রৈব তৃতীয়সর্গে প্রথমশ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং

‘কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ’। ৮৫।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫১ পৃষ্ঠা ১১৮ শ্লোকে দেখ। ৮৫।

‘এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ;
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি।
শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস ;
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা ;
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশ-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনো র্মানং উদঞ্চতি’। ৮৬।

‘প্রেম্নঃ’ ‘গতিঃ’ ‘অহেঃ’ সর্পস্য গতিরিব ‘স্বভাবকুটিলা’ স্বভাবেনৈব বক্রা

'ভবেৎ' 'অতঃ' অস্মাৎ কারণাৎ 'হেতোরহেতোশ্চ' কারণাকরণাভ্যা 'যূনোঃ' নায়িকা নায়কয়োঃ 'মানঃ' 'উদঞ্চতি' উদ্গমো ভবতি। ৮৬।

সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই বক্র; এই জন্য হেতুঅহেতুতে নায়কনায়িকার মান উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

'ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি;
তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি।
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা;
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে; (১)
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে।
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া
বিষাদ করেন্ কামবাণে খিন্ন হঞা।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ;
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ'।
প্রভু কহে 'যাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে;
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে।
এবে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয়; (২)
আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ;
রস কোন্ তত্ত্ব? প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ?
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে;
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে।'
রায় কহে 'ইহা আমি কিছুই না জানি;
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।

---

১ তাঁর চিত্তে—'তার চিত্তে' পাঠও আছে।

২ সেব্য সাধন—'সেব্য সাধ্যের' পাঠও আছে।

'তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ ;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ?
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ;
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি'।
প্রভু কহে 'মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী ;
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল ;
"কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কহ" তাঁহারে পুছিল।
তিহোঁ কহে "আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা ;
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা"।
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া ;
তুমি মোরে স্তুতিকর সন্ন্যাসী জানিয়া।
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয় ;
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন ;
কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন'।
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে ;
তাঁর মন কৃষ্ণ মায়া নারে আচ্ছাদিতে।
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ;
জানিতেহ রায়ের মন হৈল টলমল।
রায় কহে 'আমি নট, তুমি সূত্রধার ;
যেই মত নাচাও, সেমত চাহি নাচিবার।
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী ;
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব রস পূর্ণ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণং' । ৮৭ ।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ৬৬ পৃষ্ঠা ৫৫ শ্লোকে দেখ। ৮৭।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ;
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।
পুরুষ যোষিত্ কিবা স্থাবর জঙ্গম ;
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বচনং

'তাসামাবিরভূ চ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ' । ৮৮ ।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ২০৫ পৃষ্ঠা ১৪৩ শ্লোকে দেখ। ৮৮।

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় ;
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধু র্জয়তি' ॥ ৮৯ ॥

'বিধুঃ' বিধুনোতি সর্ব্বদুঃখং যদ্বা বিদধাতি সর্ব্বসুখং যঃ সঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ 'জয়তি' সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে কথম্ভূতঃ সঃ 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ' অখিলরসানাং বক্ষ্যমাণানাং শান্তাদিসকলরসানাং অমৃতমেব পরানন্দ এব মূর্ত্তি র্যস্য সঃ পুনঃ 'প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ' প্রসৃমরাভিঃ প্রসারণ-শীলাভিঃ সুবিস্তীর্ণাভিরিতিযাবৎ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধাঃ আবৃতাঃ পরা-জিতা ইত্যর্থঃ তারকাণাং অখিলনক্ষত্রাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন সঃ পুনঃ

'কলিতশ্যামললিতঃ' কলিতাঃ আত্মসাৎকৃতাঃ শ্যামাঃ শ্যামলাঃ ললিতাঃ মার্য্যঃ যেন সঃ পুনঃ 'রাধা প্রেয়ান্' রাধায়াঃ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। এতৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বমাধুর্য্যানি সূচিতানীতিভাবঃ। ৮৯।

যিনি শান্ত দাস্যাদি সকল রসের অমৃতময় মূর্ত্তি; যাঁহার প্রসারিত কান্তিতে তারকাপুঞ্জের কান্তি পরাজিত হইয়াছে; যিনি শ্যামাঙ্গী নারীদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন; এবং শ্রীরাধিকা যাঁহার অত্যন্ত প্রীতি পাত্রী; সকল দুঃখ-বিনাশক ও সর্ব্ব সুখদাতা সেই বিধু জয়যুক্ত হউন্॥ ৮৯॥

শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্ত্তি ধর;
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর।

তথাহি গীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে একাদশশ্লোকে শ্রীজয়দেব বাক্যং

'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ মীন্দিবর
শ্রেণী শ্যামলকোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি' ॥৯০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫২ পৃষ্ঠা ১১৯ শ্লোকে দেখ। ৯০।

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবত্যধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমাপুরুষ বাক্যং

'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়ো দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে;
কলাবতীর্ণাববনে র্ভরাসুরান্
হত্বেহভূয় স্ত্বরয়েত মন্তি মে' ॥ ৯১ ॥

'ধর্ম্মগুপ্তয়ে' ধর্ম্মস্য গুপ্তয়ে রক্ষণায় 'মে' মম হে 'কলাবতীর্ণৌ' কলাভিঃ

অংশশক্তিভিঃ যুক্তৌ অবতীর্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ইতি সম্বোধনং ;'যুবয়োঃ' 'দিদৃক্ষুণা' যুবাং দ্রষ্টুমিচ্ছুনা 'ময়া' 'মে' মম 'ভুবি' ধাম্নি 'দ্বিজাত্মজাঃ' দ্বিজপুত্রাঃ 'উপনীতাঃ' আনীতাঃ 'অবনেঃ' পৃথিব্যাঃ 'ভরাসুরান্' ভারান্ অসুরান্ 'হত্বা' ইহ' অত্র 'মে' মম 'অন্তি' সকাশং 'ভূয়ঃ' পুনরপি 'ত্বরয়া' শীঘ্রং 'ইতং' আগচ্ছতং। ৯১।

ভূমাপুরুষ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিতেছেন হে কৃষ্ণার্জ্জুন! আমি তোমাদের দর্শনেচ্ছু হইয়া এখানে দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিয়াছি ; প্রত্যর্পণ করিতেছি। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরা আমার অংশশক্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছ ; অবনীর ভার অসুরদিগকে বধ করিয়া পুনরায় শীঘ্র আমার ধামে আগমন কর ॥ ৯১ ॥

লক্ষ্মী আদি নারীগণেরকরে আকর্ষণ।

তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নী বাক্যং

'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাংঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা' ॥ ৯২ ॥

হে 'দেব' গোবিন্দ! 'তব' 'অংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ' তব চরণরেণুনাং স্পর্শবিষয়ে অধিকারঃ 'অস্য' অপরাধিনঃ কালিয়স্য সম্বন্ধে 'কস্য' কারণস্য 'অনুভাবঃ' ফলং তদ্বয়ং 'ন' 'বিদ্মহে' জানীমহে। তত্রহেতু 'যদ্বাঞ্ছয়া' যদধিকার কামেন করণয়া 'শ্রীঃ' লক্ষ্মীঃ 'ললনা' পরমসুকমলা স্ত্রীরপি 'সুচিরং' দীর্ঘকালং যাবৎ 'ধৃতব্রতা' বহুনিয়মা সতী 'কামান্' তত্তদ্ভোগান্ 'বিহায়' ত্যক্ত্বা 'তপ' আদি 'আচরৎ'। ৯২।

হে দেব! আপনার যে চরণ রেণু স্পর্শাধিকার বাসনায়

লক্ষ্মী ললনা হইয়াও সকল ভোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ব্রত ধারণ করতঃ তপস্যা করিয়াছিলেন; এই কালিয় সর্প কোন্ সুকৃতির ফলে তাহা পাইল? তাহা আমরা বলিতে পারিনা ॥ ৯২ ॥

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন;
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন;

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশ শ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভস মুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব' ॥ ৯৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১২৯ পৃষ্ঠা ৯৬ শ্লোকে দেখ। ৯৩।

'এই ত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ;
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা তত্ত্বরূপ।
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি; তাতে তিন প্রধান:—
চিচ্ছক্তি, মায়া শক্তি, জীব শক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা, কহি যারে;
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে। (১)

তথাহি ভগবদ্সন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেবমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠিতম শ্লোকঃ

'বিষ্ণু শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তি রীষ্যতে' ॥ ৯৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২৪১ পৃষ্ঠা ১৬১ শ্লোকে দেখ। ৯৪।

---

১ অন্তরঙ্গা...সবার উপরে—মধ্যলীলা ১১৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

'সচ্চিত্ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ;
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী;
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি লহর্য্যাং প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশীয়দ্বাদশাধ্যায়স্যাষ্টাচত্বারিংশ শ্লোকঃ

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে' ॥ ৯৫ ॥

ব্যাখ্যা আদিলীলা ১১০ পৃষ্ঠা ৮৫ শ্লোকে দেখ। ৯৫।

'কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী;
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন;
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম;
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি;
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতাকথনে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী' ॥ ৯৬ ॥

আদিলীলা ১১২ পৃষ্ঠা ৮৭ শ্লোক দেখ। ৯৬।

'প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত;
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত।

তথাহি॰ ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকঃ

'আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৯৭ ॥

আদিলীলা ১১৩ পৃষ্ঠা ৮৮ শ্লোক দেখ। ৯৭।

'সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার;
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে, এই কার্য্য তাঁর।
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ;
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ।
রাধাপ্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন;
তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ।
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম;
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম।
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান;
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টসাটী পরিধান।
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন;
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন,
স্মিত কান্তি কর্পূর, তিন অঙ্গে বিলেপন। (১)

---

১ সেই মহাভাব...বিলেপন—উপমা দ্বারা শ্রীরাধিকার আধ্যাত্মিক রূপ কি তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির বিকাশে প্রেম বা আনন্দ চিন্ময় রস অভ্যুদিত হয়। প্রেমের স্থায়ীভাবের নাম মহাভাব। এই মহাভাবকে সমস্ত চিন্তার সারচিন্তা অথবা চিন্তামণি কহা যায়; ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ বিগ্রহ। কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তিগণ অর্থাৎ হৃদয়ের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ললিতাদি সখীরূপিণী। শ্রীরাধার কোন প্রাকৃতিক শরীর নাই; মনোবৃত্তিরূপ সখীকায়ব্যূহে তিনি অবস্থিতি করেন। (উদ্বর্ত্তিত) ঘনীভূত কৃষ্ণ স্নেহই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ; কারুণ্য বা দয়া, তারুণ্য বা চিরনবীনত্ব ও লাবণ্য বা সর্ব্ব সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত বা বিধৌত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যামবর্ণের সাটী এবং

'কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর;
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর।
প্রচ্ছন্ন মান, বাম্য ধর্ম্মিল্য বিন্যাস; (১)
ধীরাধীরাত্মক গুণ, অঙ্গে পট্টবাস। (২)
রাগ, তাম্বুল রাগে অধর উজ্জল;
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল।
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি;
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত; (৩)
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল;
প্রেম বৈচিত্র রত্নহৃদয়ে তরল।
মধ্য বয়স, সখী স্কন্ধে করন্যাস;
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ।
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গন্ধ পর্য্যঙ্ক;
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কাণে;
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে।
কৃষ্ণকে করায় সোম রস মধু পান;
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর;
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর।

কৃষ্ণানুরাগরূপ রক্তবর্ণের সাটী তাঁহার পরিধান। প্রণয় ও মান রূপ কাঁচুলিতে তাঁহার বক্ষা. চ্ছাদিত ইত্যাদি।

১ প্রচ্ছন্ন মান...পট্টবাস—কৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মান ও বাম্য (বক্রতা) তাঁহার বেণীবিন্যাস

২ ধীরাধীরাত্মকগুণ—যে নায়িকার কোপ প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত এবং কিয় পরিমাণে অব্যক্ত থাকে।

৩ কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি—নায়ক সমীপে নায়িকার যুগপৎ হর্ষাদি নানা ভাবে উদয়।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে দ্বাদশাধিক-শত শ্লোকে শ্রীরাধাকুন্দবল্ল্যো রুক্তিপ্রত্যুক্তী

'কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতিরাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা' ॥ ৯৮ ॥

'কৃষ্ণস্য' 'প্রণয়জনিভূঃ' প্রেমজন্মভূমিঃ 'কা' ইতিপ্রশ্নে অস্যোত্তরং 'একা' 'শ্রীমতি রাধিকা'। 'অস্য' কৃষ্ণস্য 'প্রেয়সী' 'কা' ইতি প্রশ্নে 'অনুপমগুণা' 'একা' 'রাধিকা 'ন' 'চ' 'অন্যা' ইত্যুত্তরং। 'অস্যাঃ' রাধায়াঃ 'কেশে' চিকুরসমূহে 'জৈহ্ম্যং' কৌটিল্যং বক্রতা ইতিযাবৎ 'দৃশি' নয়নে 'তরলতা' চঞ্চলতা 'কুচে' স্তনযুগলে 'নিষ্ঠুরত্বং' পীনত্বং কঠিনত্বমিতিযাবৎ বিদ্যতে ইতিশেষঃ। 'হরেঃ' কৃষ্ণস্য 'বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ' বাঞ্ছাপূরণায় নিমিত্তায় 'একা' 'রাধিকা' 'নচ' 'অন্যা' 'প্রভবতি' সমার্থা ভবতি। ৯৮।

কৃষ্ণের প্রণয় পাত্রী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা; তাঁহার প্রেয়সী কে? আর কেহ নহে, একা রাধিকা। ইঁহার কেশ-বক্র; নয়ন, চঞ্চল ও কুচযুগল, পীন; ইনিই একা কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম ॥ ৯৮ ॥

'যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা;
যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী;
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।
যাঁর সদ্গুণ গণনের কৃষ্ণ না পান পার;
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার?'
প্রভু কহে 'জানিল কৃষ্ণ রাধা প্রেমতত্ত্ব;
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস মহত্ত্ব'।
রায় কহে 'কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত;
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত'।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ
নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ'* ॥৯৯॥

ধীর ললিত নায়কস্য লক্ষণমাহ। 'বিদগ্ধঃ' নানা রসযুক্তঃ 'নবতারুণ্যঃ' নিত্য নূতনঃ 'পরিহাসবিশারদঃ' পরিহাসবিষয়ে সুদক্ষঃ 'নিশ্চিন্তঃ' চিন্তা-শূন্যঃ সদানন্দ ইতিযাবৎ 'প্রায়ঃ' 'প্রেয়সীবশঃ' ইত্যাদি লক্ষণযুক্তঃ 'ধীর-ললিতঃ' নায়কঃ 'স্যাৎ' ভবেৎ। ৯৯।

ধীরললিত নায়ক বিদগ্ধ, নিত্য নবভাব যুক্ত, পরিহাস-বিষয়ে সুদক্ষ; সদানন্দ, এবং প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন॥ ৯৯॥

রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে;
কৈশোর বয়স সফল কৈলা ক্রীড়া রঙ্গে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্বিংশাধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতিকলা প্রাগলভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত লোচনাংবিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ'॥১০০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১২১ পৃঃ ৯২ শ্লোকে দেখ। ১০০।

---

* ইহার পর নৃত্যলাল শীলের পুস্তকে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে তাহা নাই:—

'অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধর শ্যামল তনুঃ
স দৃগভঙ্গ্যা কিম্বা কুরুত নহি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহবর্ত্ম্যে ন রমতি।'

প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহ আর';
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধি নাহি আর।
যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়;
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়'।
এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল;
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।

তথাহি গীতং

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী;
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।
এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী;
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন;
দুঁহুকো মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ।
অবশই বিরাগ তুহ ভেলি দূতী;
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি'।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবকথনে দশাধিকশত শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমা
দযুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদ ভ্রমং
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভি র্নবরাগ হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী' ॥ ১০১ ॥

হে 'অদ্রিনিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে' অদ্রৌ গোবর্দ্ধনে নিকুঞ্জানাং মধ্যে কুঞ্জরং কুঞ্জরাখ্যং কুঞ্জং তস্য পতিঃ তৎ সম্বোধনে হে কৃষ্ণ! 'শৃঙ্গারকারুকৃতী' কন্দর্প-

শিল্পী 'ইহ' অস্মিন্ 'ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে' ব্রহ্মাণ্ডরূপ রাজপ্রাসাদে 'রাধায়াঃ' 'চ' পুনঃ 'ভবতঃ' তব 'চিত্তজতুনী' দ্বে চিত্তরূপ জতুনী লাক্ষে 'ভূয়োভিঃ' বারম্বারং 'নবরাগ হিঙ্গুলভরৈঃ' 'উভয়ো নবীনানুরাগ এব হিঙ্গুলভরাণি বর্ণদ্রব্য-সমূহা স্তৈঃ করণৈঃ 'বিলাপ্য' লেপনং কৃত্বা 'স্বেদৈঃ' প্রেমাগ্নিকৈঃ করণৈশ্চ 'ক্রমাৎ' ক্রমেণ 'নির্ধূতভেদভ্রমং' নির্ধূতং নিঃশেষিতং ভেদভ্রমং ভেদরূপ-মিথ্যাজ্ঞানং যস্মিন্ তৎ যথা স্যাৎ তথা 'যুঞ্জন্' মিশ্রীকুর্ব্বন্ সন্ 'চিত্রায়' চিত্রকর্ম্মকরণায় নিমিত্তায় 'স্বয়ং' 'অম্বরঞ্জয়ৎ' অনুরঞ্জনং কৃতবান্। ১০১।

হে গোবর্দ্ধন বিহারিন্! এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্যমধ্যে কন্দর্প-শিল্পকার তোমার ও শ্রীরাধিকার চিত্তজতু দুইটী, উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুলবর্ণে বিলেপন করতঃ প্রেমাগ্নি দ্বারা ক্রমে অভিন্নরূপে সংমিশ্রণ করিয়া কেমন সুন্দররূপে অনু-রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ॥ ১০১ ॥

প্রভু কহে 'সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়;
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়।
সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়;
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়'।
রায় কহে 'যেই কহাও সেই কহি বাণী;
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর?
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির।
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা;
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা।
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর;
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার;
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়;
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।

'সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ;
সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি ;
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ;
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে দশমসর্গে সপ্তদশশ্লোকে বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখী বচনং

'বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপিভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতী বিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ' ॥ ১০২ ॥

'যাঃ' 'স্বাঃ' স্বকীয়াঃ 'চিদ্বিভূতীঃ' চিদৈশ্বর্য্যরূপিণীঃ সখীঃ 'ঋতে' বিনা 'রাধাকৃষ্ণয়োঃ' 'সুখরূপঃ' 'বিভুঃ' প্রভুত্বাদ্যৈশ্বর্য্যং তথা তয়ো 'র্ভাবঃ' 'স্বপ্রকাশোঽপি'' ক্ষণমপি' 'রসপুষ্টিং' ন 'প্রবহতি' প্রাপ্নোতি 'কঃ' 'বিবেশঃ' প্রবিষ্টঃ নিপুণ ইত্যর্থঃ 'রসজ্ঞঃ' জনঃ 'আসাং' 'সখীনাং' 'পদং' চরণং 'ন' 'শ্রয়তি' আশ্রয়তি ? অবশ্যমেব তাসাং চরণং আশ্রয়ণীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। ১০২।

রাধা কৃষ্ণের সুখবিভু ও ভাব স্বপ্রকাশ হইলেও যাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত ক্ষণকালের জন্য রসপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয় না ; কোন্ নিপুণ রসজ্ঞ ব্যক্তি চিদৈশ্বর্য্যরূপিণী সেই স্বকীয়া সখীদিগের চরণাশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারেন ? ॥ ১০২ ॥

'সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন ;
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায় ;
নিজ সুখ হইতে অধিক সুখ পায়।
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা ;
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা।

'কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ;
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়। (১)

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে দশমসর্গে ষোড়শশ্লোকে বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখীবচনং

"সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধো র্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ
সিক্তায়াং কৃষ্ণ লীলামৃত রসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছত গুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং"॥১০৩॥

'ব্রজকুমুদিবধোঃ' বৃন্দাবনস্য কুমুদানি কুমুদরূপাণি গোপ্য স্তাসাং সম্বন্ধে বিধুশ্চন্দ্রতুল্য স্তস্য নন্দনন্দনস্য 'হ্লাদিনীনামশক্তেঃ' আনন্দ দায়িনীনাম-শক্তেঃ 'সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ' সারাংশঃ মজ্জাভাগ এব প্রেমরূপা বল্লী লতা তস্যাঃ 'শ্রীরাধিকায়াঃ' 'সখ্যঃ' সখীসমূহাঃ 'স্বতুল্যাঃ' রাধিকাসদৃশাঃ অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনাঃ 'কিশলয় দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ' নবীনপল্লবপত্রপুষ্পসদৃশাঃ ভব-ন্তীতি শেষঃ। 'কৃষ্ণলীলামৃত রস নিচয়ৈঃ' করণৈঃ 'সিক্তায়াং' সিঞ্চিতায়াং 'উল্লসন্ত্যাং 'অমুষ্যাং' শ্রীরাধিকায়াং 'স্বসেকাৎ' সখীনাং আত্মসিঞ্চনাৎ 'শত-গুণ মধিকং' যথা স্যাৎ তথা 'যৎ' 'জাতোল্লাসাঃ' সন্তি 'তৎ' 'চিত্রং' আশ্চর্য্যং 'ন' স্যাদিতিশেষঃ। ১০৩।

শ্রীরাধিকাই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সারাংশরূপ প্রেমবল্লী ; সখীগণ তদপেক্ষা ন্যূন কিশলয় ; পুষ্পাদিতুল্য ; উল্লাসময়ী শ্রীরাধিকাতে কৃষ্ণলীলামৃতরস অভিসিঞ্চিত হইলে, আপনাদের সেকাপেক্ষা সখীগণ যে শতগুণ অধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ১০৩ ॥

'যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন ;
তথাপি রাধিকায় যত্নে করায় সঙ্গম।

---

১ নিজ সুখ—'নিজ সেক' পাঠও দেখা যায়।

'নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ;
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ;
তা'সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট।
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম ;
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং পঞ্চদশাধিক শতাঙ্কধৃত গৌতমীতন্ত্রং

'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ' ॥ ১০৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৪ পৃঃ ১০১ শ্লোকে দেখ। ১০৪।

'নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য ;
কৃষ্ণ সুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য।
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার ;
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'যত্তেসুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ;
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্প্যাদিভি র্ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ুষাং নঃ' ॥ ১০৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৬ পৃঃ ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ১০৫ ॥

'সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয় ;
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ;
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

'ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে ;
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ;
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে ভগবন্ত মুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরুগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ' ॥ ১০৬॥

'নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ় যোগযুজঃ' মরুৎ প্রাণশ্চ মনশ্চ অক্ষানিচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি ইত্যর্থঃ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে চ তে দৃঢ়ং যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ় যোগ যুজশ্চতে তথা ভূতাঃ 'মুনয়ঃ' 'হৃদি' 'যৎ' ত্বাম্ 'উপাসতে' 'তৎ' ত্বাং 'অরয়োঽপি' অসুরাদয়োঽপি 'স্মরণাৎ' শত্রুভাবেন সর্ব্বদা চিন্তনাৎ 'যযুঃ' প্রাপুঃ 'স্ত্রিয়োঽপি' গোপিকা অপি কামতঃ 'তে' তব 'অংঘ্রিসরোজ-সুধাঃ' তব সঙ্গানন্দাদীন্ 'যযুঃ' প্রাপুঃ কথম্ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ 'উরুগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড-বিষক্ত ধিয়ঃ' তব অহীন্দ্রভোগঃ সর্পদেহস্তৎ সদৃশয়োঃ ভুজদণ্ডয়ো র্বিষক্তা অতিনিবিষ্টা ধী র্যাসাং তাঃ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়ঃ ; 'বয়মপি' শ্রুত্যভিমানিন্যো দে-বতা অপি 'সমাঃ' গোপীদেহতুল্যাঃ 'সমদৃশঃ' গোপীভাবানুগতাঃ সত্যঃ 'তবাং-ঘ্রি সরোজসুধাঃ' প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন ; অসুরগণ শত্রু ভাবে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়। আর সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া গোপী সকল আপনার অংঘ্রিসরোজসুধা

লাভ করিয়াছেন; আমরা শ্রুত্যভিমানী দেবতা সকলও তাঁহাদের সম দেহ পাইয়া ও তাঁহাদের ভাবানুগত হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হইব ॥ ১০৬ ॥

'সমদৃশ' শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি;
'সমা' শব্দে কহে শ্রুতির গোপী দেহ প্রাপ্তি।
'অংঘ্রি পদ্ম সুধা' কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ;
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্ম ভূতানাং যথা ভক্তি মতামিহ' ॥ ১০৭ ॥

'অয়ং' 'ভগবান্' 'গোপিকাসুতঃ' যশোদাতনয়ঃ 'ইহ' জগতি 'ভক্তিমতাং' জনানাং সম্বন্ধে 'যথা' 'সুখাপঃ' সুখলভ্যঃ স্যাৎ তথা 'দেহিনাং' দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনামিত্যর্থঃ 'চ' পুনঃ 'আত্মভূতানাং' 'জ্ঞানিনাং' নিবৃত্তাভিমানিনামপি সম্বন্ধে 'ন' ভবতীতি শেষঃ ॥ ১০৭ ॥

এই গোপীসুত ভগবান্ ভক্তিমানদিগের যেরূপ সুখলভ্য; দেহাভিমানী তাপসগণের এবং নিরভিমান জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ নহেন ॥ ১০৭ ॥

'অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার;
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।
সিদ্ধিদেহে চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন;
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন;
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধব বাক্যং

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং' ॥ ১০৮ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ৭৬ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে; মধ্যলীলা ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ ॥ ১০৮ ॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন।
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা;
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে চলি গেলা।
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া :—
'মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন;
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন।
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে;
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণ প্রেম দিতে'।
প্রভু কহে 'আইলাম শুনি তোমার গুণ;
কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন।
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা;
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা।
দশদিনের কা কথা? যাবৎ আমি জীব;
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে;
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে'।
এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা;
সন্ধ্যাকালে পুনঃ রায় আসিয়া মিলিলা।

অন্যোন্যে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া ;
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠি করে আনন্দিত হঞা।
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর ;
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর।
প্রভু কহে 'কোন্ বিদ্যা ? বিদ্যা মধ্যে সার' ;
রায় কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'।
'কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি' ?
'কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি'।
'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি' ?
'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী'।
'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর' ?
'কৃষ্ণভক্তি বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর'।
'মুক্ত মধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি' ?
'কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি'।
'গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম' ?
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম'।
'শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার' ?
'কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর'।
'কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ' ?
'কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ'।
'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান' ?
'রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান'।
'সর্ব্ব ত্যেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস' ?
'বৃন্দাবন ব্রজ ভূমি যাঁহা লীলা রাস'।
'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ' ?
'রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ রসায়ন'।
'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান' ?
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম'।
'মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি' ?
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে হয় স্থিতি'।

'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে ;
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান ;
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান'।
এইমত দুই জনের কৃষ্ণ কথা রসে
নৃত্যগীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে।
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে ;
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে।
ইষ্ট গোষ্ঠি কৃষ্ণ কথা কহি কতক্ষণ ;
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন :—
'কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার ;
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ;
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ;
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ।
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ;
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-শ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং

'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়া দিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি' ॥ ১০৭ ॥

'পরং' পরমেশ্বরং 'ধীমহি' ধ্যায়েমঃ তমেব স্বরূপতটস্থ লক্ষণাভ্যামুপ-লক্ষয়তি। তত্র স্বরূপ লক্ষণং 'সত্যং' সত্যত্বে হেতুঃ 'যত্র' যস্মিন্ পরমেশ্বরে 'ত্রিসর্গঃ' ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃ সত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতা-রূপোঽমৃষা সত্যঃ যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'তেজোবারিমৃদাং' জলাগ্নিমৃত্তিকানাং 'যথা' 'বিনি-ময়ঃ' ব্যত্যাসঃ অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ স যথাধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে

তদ্বদিত্যর্থঃ তত্র তেজসি বারিবুদ্ধিঃ মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি যথাযথমূহ্যং। যদ্বা তস্যৈব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং। যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি যত্রেত্যনেন প্রাপ্ত মুপাধি সম্বন্ধং বারয়তি 'স্বেন' 'ধাম্না' তেজসা 'নিরস্তকুহকং' নিরস্তং অপগতং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং। তটস্থ লক্ষণমাহ 'অস্য' বিশ্বস্য 'জন্মাদি' জন্মস্থিতিভঙ্গং 'যতঃ' ভবতি তং ধীমহি। তত্রহেতুঃ 'অন্বয়াদিতরতশ্চ' 'অর্থেষু' কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্ত-দ্ব্যতিরেকাচ্চ যঃ 'অভিজ্ঞঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ 'স্বরাট্' স্বেনৈব রাজতে যঃ সঃ স্বতসিদ্ধজ্ঞান মিত্যর্থঃ 'যঃ' 'আদিকবয়ে' ব্রহ্মণে 'হৃদা' করণেন 'ব্রহ্ম' 'বেদং' 'তেনে' প্রকাশিতবান্ 'যৎ' যস্মিন্ ব্রহ্মণি 'সূরয়ঃ' জ্ঞানিনঃ 'মুহ্যন্তি' তং ধীমহীত্যর্থঃ। ১০৯।

যিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক কারণযোগে * কার্য্য সকলে বর্ত্তমান থাকায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বরাট্ (স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান); আর জ্ঞানীগণেরও মোহকারী বেদ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন; অপর যেমন অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার বিনিময়ে† এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রমাদি জন্মিয়া থাকে সেইরূপ সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের ভূতাদি সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও যাঁহার সত্ত্বায় সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে; যিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদাই মায়িকউপাধিসম্বন্ধ বিরহিত; আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ১০৯ ॥

'এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে;
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।

---

* যে কারণের সহিত অন্বিত বা যুক্ত থাকাতে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে; তাহার নাম অন্বয় কারণ। আর যে কারণ হইতে ব্যতিরেক অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হইলে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না; তাহার নাম ব্যতিরেক কারণ। পরমেশ্বর এই জগতের সহিত উক্ত উভয় বিধ কারণ যোগেই সংযুক্ত আছেন। সৃষ্টবস্তুতে তিনি সদ্রূপে বিদ্যমান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব আছে; আর আকাশ পুষ্পাদি অবস্তুতে তাঁহার অস্তিত্ব নাই; এজন্য তাহাদের অস্তিত্বও নাই।

† যেমন কাচে জলবুদ্ধি; জলে পাষাণ জ্ঞান ইত্যাদি।

'পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ;
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা; (১)
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন;
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন।
এইমত দেখি তোমা হয় চমৎকার!
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার'।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়;
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম;
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি;
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ'॥ ১১০॥

'সর্ব্বভূতেষু' 'আত্মনঃ' স্বস্য 'ভগবদ্ভাবং' ব্রহ্মভাবেন সমন্বয়ং 'যঃ' 'পশ্যেৎ' তথা 'ভগবতি' ব্রহ্মরূপে 'আত্মনি' অধিষ্ঠানে 'ভূতানি' চ যঃ পশ্যেৎ 'এষঃ' জনঃ 'ভাগোবতোত্তমঃ' ইত্যর্থঃ। ১১০।

যিনি আপনার ভগদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন; এবং ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখেন; তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম॥ ১১০॥

১ পঞ্চালিকা—পুত্তলী; পুঁতুল।

তথাহি"তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপী বাক্যং।

'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম'॥ ১১১।

'পুষ্পফলাঢ্যাঃ' পুষ্পফলযুক্তাঃ 'প্রণতভারবিটপাঃ' প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ শাখা' যাসাং তাঃ 'বনলতাঃ' 'আত্মনি' স্বস্মিন্ 'বিষ্ণুং' পরমেশ্বরং 'ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ' প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্যঃ 'ইব' 'প্রেমহৃষ্টতনবঃ' 'মধুধারাঃ' 'ববৃষুঃ' বর্ষয়ামাসুঃ 'স্ম' বিস্ময়ে 'তরবশ্চ' পুরুষ জাতীয় বৃক্ষ সমূহাশ্চ তথৈব মধুধারাঃ ব বৃষুঃ ইতি ভাবঃ॥ ১১১॥

তখন ফলপুষ্পে অবনত শাখ তরুলতা সকল আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে যেন উপলব্ধি করিয়া প্রেম পুলকিত শরীরে মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১১১॥

'রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়;
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়'।
রায় কহে 'প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি;
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার;
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন;
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার;
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার?'
তবে হাঁসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ;
রসরাজ, মহাভাব দুই এক রূপ।
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে;
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে।

প্রভু তাঁর হস্ত স্পর্শি করাইলে চেতন
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন।
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন ঃ
'তোমা বিনা এইরূপ দেখে কোন্ জন?
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে;
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে।
গৌর দেহ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন;
গোপেন্দ্র সুত বিনা তিঁহ না স্পর্শে অন্য জন।
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম মন
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন।
তোমার ঠাঁঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম;
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম।
গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ;
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস।
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল;
অতএব তোমায় আমায় সমতুল'।
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে;
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
নিগূঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার;
অনেক কহিল, তার না পাইল পার।
তামা কাঁশা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি;
কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় এক খনি।
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়;
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রাম রায়।
আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা;
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলাঃ—
'বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে;
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে।
দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে;
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে'।

এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন ;
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন।
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান ;
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিল প্রয়াণ।
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত ;
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল, ছাড়ি নিজ মত।
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ;
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল।
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ;
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন।
সহজে চৈতন্য চরিত্র ঘন দুগ্ধপুর ;
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর। (১)
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন ;
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন।
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ দ্বারে ;
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে।
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ;
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে।
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ;
বিশ্বাস করি শুন ! তর্ক না করিহ চিত্তে।
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ;
বিশ্বাসে পাইয়ে ; তর্কে হয় বহুদূর।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ
যাহার সর্ব্বস্ব ; তারে মিলে এই ধন।
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার ;
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার।
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে ;
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে।

---

১ খণ্ড—খাঁড় অর্থাৎ চিনি।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ রায়-
সঙ্গোৎসব নামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

নানামত গ্রহ গ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্য জনদ্বিজান্
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১১২ ॥

'সঃ' 'গৌরঃ' 'নানামতগ্রহগ্রস্তান্' নানা মতানি নানাধর্ম্মমতানি এব গ্রহাঃ কুম্ভীরা তৈস্ত গ্রস্তান্ গ্রাসিতান্ 'দাক্ষিণাত্য জনদ্বিজান্' তদ্দেশীয় জন-সাধারণান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ 'কৃপারিণা' স্বকৃপৈব অরিস্তেন 'বিমুচ্য' 'এতান্' সর্ব্বান্ 'বৈষ্ণবান্' 'চক্রে' কৃতবান্ ॥ ১১২ ॥

দাক্ষিণাত্যের জন সাধারণ ও ব্রাহ্মণগণ নানা মতরূপ কুম্ভীর গ্রস্ত হইয়াছিলেন; গৌরচন্দ্র স্বীয় কৃপাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে মুক্ত করত বৈষ্ণব করিলেন ॥ ১১২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ;
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন।
সে সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল ;
সেই ছলে সে দেশের লোক নিস্তারিল।
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ;
দক্ষিণে বামে তীর্থ গমন, হয় ফেরাফিরি।
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন ;
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম।
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে-পায় দরশন ; (১)
যে গ্রামে যায়ে সেই গ্রামের যত জন ;

---

১ যে পায় দরশন ইত্যাদি—পথে যে সকল লোকের দর্শন পান্ ও যে যে গ্রামে যান্।

সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি ;
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি।
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ;
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার।
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে ;
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব ;
কেহ তত্ত্ববাদী,(১) কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব। (২)
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ;
কৃষ্ণ উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণ নামে।

তথাহি

'রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! পাহি মাং।
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! রক্ষ মাং' ॥১১৩॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিল প্রয়াণ ;
গৌতমী গঙ্গায় (৩) যাই কৈল গঙ্গাস্নান।
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল ;
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল।
রামদাস মহাদেবে করিল দর্শন ;
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন। (৪)
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি ;
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি।
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন ;
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয় ;

১ তত্ত্ববাদী—মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব।

২ শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায় অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব।

৩ গৌতমীগঙ্গা—গোদাবরীর নামান্তর গোতমী। বোধ হয় গোদাবরীর শাখা বর্ত্তমান্ 'বৈনুগঙ্গা'ই গৌতমীগঙ্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

৪ অহোবল নৃসিংহ—আহোবালেম্ নামক স্থানে রামানুজাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত একটী মঠ আছে।

রাম নাম বিনা অন্য বচন না কয়।
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি ভিক্ষা করি;
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি।
স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন;
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখে ত্রিবিক্রম।
পুনঃসিদ্ধ বট আইলা সেই বিপ্র ঘরে;
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল;
'কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল?
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম;
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম'?
বিপ্র বলে 'এই তোমার দর্শন প্রভাবে;
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে।
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার;
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার।
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল;
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রাম নাম দূরে গেল।
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এই হয়;
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনাম স্তোস্ত্রে অষ্টম-শ্লোক স্তথা তস্যৈবচ উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র নাম স্তোত্রে শেষ শ্লোকঃ

'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি
ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে' ॥১১৪॥

যস্মাৎ 'যোগিনঃ' 'সত্যানন্দচিদাত্মনি' সচ্চিদানন্দে 'অনন্তে' পরমেশ্বরে 'রমন্তে' ক্রীড়ন্তে 'ইতি' তস্মাৎ কারণাৎ 'রামপদেন' 'অসৌ' 'পরং' 'ব্রহ্ম' 'অভিধীয়তে' কথ্যতে। ১১৮।

যোগিগণ অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরে রমণ করেন বলিয়া 'রাম' শব্দে পরব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকেন ॥১১৪॥

তথাহি ষষ্ঠস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোক ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরগোস্বামি ধৃতো মহাভারতস্য উদ্যোগ পর্ব্বীয়ৈকসপ্ত-ত্যধ্যায়স্য চতুর্থ শ্লোকঃ

'কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়ো রৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে' ॥১১৫॥

'কৃষিঃ' কৃষধাতুঃ 'ভূবাচকঃ' সত্বাবাচকঃ 'ণশ্চ' ণ প্রত্যয়শ্চ 'নির্বৃতি-বাচকঃ' নির্ব্বাণ বাচকঃ 'তয়োঃ' উভয়য়োঃ 'ঐক্যং' কৃষণয়োরৈক্যং সংযোগঃ 'পরংব্রহ্ম' 'কৃষ্ণঃ' 'ইতি' 'অভিধীয়তে' কথ্যতে। ১১৫।

সত্বা বাচক 'কৃষ' ধাতু এবং নির্ব্বাণ বাচক 'ণ' প্রত্যয় সংযোগে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য 'কৃষ্ণ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।১১৫।

'পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল ;
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবম-শ্লোক স্তথা তস্যৈবচ উত্তর খণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্র নামস্তোত্রে শেষশ্লোকঃ

'রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে' ॥১১৬॥

হে 'বরাননে' সুমুখি হে 'রমে' রমণীয়ে হে 'রামে' মনোজ্ঞে হে 'মনো-রমে' পার্ব্বতি 'রাম রামেতি' 'রামেতি' বারত্রয়মুচ্চারিতং 'রাম নাম' 'সহস্রনামভিঃ' 'তুল্যং' ফলদায়ি ভবতীতি শেষঃ।১১৬।

হে বরাননে পার্ব্বতি! বারত্রয় রামনাম উচ্চারণ করিলে সহস্র নাম উচ্চারণ তুল্য ফল হয় ॥১১৬॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্যৈকাদশ বিলাসে অষ্টপঞ্চাদশাধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং

'সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং।
একা বৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি' ॥১১৭॥

'পুণ্যানাং' পাপনাশকানাং 'সহস্রনাম্নাং' 'ত্রিরাবৃত্ত্যা' বারত্রয়ং পাঠেন 'তু' 'যৎ' 'ফলং' ভবতি 'কৃষ্ণস্য' 'নামৈকং' একং নাম 'একাবৃত্ত্যা' কৃষ্ণেতি উচ্চারণ মাত্রেণ 'তু' 'তৎ' ফলং 'প্রযচ্ছতি' ।১১৭।

পাপনাশক সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়; একবার মাত্র কৃষ্ণনামোচ্চারণে সেই ফল হইয়া থাকে। ১১৭।

'এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের মহিমা অপার;
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার।
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই;
সুখ পাঞা সেই নাম নিরন্তর গাই।
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল;
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল।
সেই কৃষ্ণ তুমি, ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল'।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল।
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে;
বৃদ্ধ কাশী আসি কৈল শিব দরশনে।
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রামে;
ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহা করিল বিশ্রামে।
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে;
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে।
গোঁসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশে;
সবে কৃষ্ণ কহে; বৈষ্ণব হৈল সর্ব্ব দেশে।
তার্কিক মীমাংসক যত, মায়াবাদীগণ;
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম।

নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে (১) সবাই প্রচণ্ড ;
সর্ব্বমত দুষি প্রভু কৈল খণ্ড খণ্ড।
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ;
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে।
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ ;
এই মতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ।
পাষণ্ডীগণ আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ;
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা।
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে ; (২)
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিলা বলিতে।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ;
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে।
তর্ক প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে ;
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে।
বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রশ্ন সব উঠাইল ;
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল।
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় ;
লোকে হাস্য করে ; বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয়।
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল ;
সব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল।
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া ;
প্রভু আগে নিল বিষ্ণু প্রসাদ বলিয়া।
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল ;
ঠোঁটে করি থালি সহ অন্ন লঞা গেল।

---

১ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে—শাস্ত্র বিচারে।

২ নবমত বা নব প্রশ্ন—১ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি কেবল অনন্ত জ্ঞানব ২ জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যাসমুৎপন্ন ; ৩ অহং তত্ত্ব ; ৪ পরলোক ও আত্ম ক্রমোন্নতি ; ৫ বুদ্ধ দৃষ্টিলাভের উপায় ; ৬ নির্ব্বাণতত্ত্ব ; ৭ বৌদ্ধ দর্শন ; ৮ বেদা অপৌরুষেয় নহে ; ৯ সগুণ ও নির্গুণ বাদ।

বৌদ্ধগণ উপরে পড়ে অন্ন অমেধ্য হইয়া ; (১)
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া।
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটি গেল ;
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ ;
সবে আসি প্রভু পদে লইল শরণ।
'তুমি ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ ;
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ'।
প্রভু কহে 'সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ;
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি।
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন'।
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
গুরু কর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ রাম হরি ;
চেতন পাইল আচার্য্য, উঠে বলে হরি।
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয় ;
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়।
এইমত কৌতুক করি শচীরনন্দন
অন্তর্দ্ধান কৈল ; কেহ না পায় দর্শন।
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে ; (২)
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কটাদ্রে চলে। (৩)
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন। (৪)
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন।

---

১ অমেধ্য—অশুদ্ধ।

২ ত্রিপদী ত্রিমল্লে—মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত।

৩ বেঙ্কটাদ্রে—অর্থাৎ ব্যঙ্কটগিরি ; মান্দ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ; ইহাকেও ত্রিপতির পর্ব্বত বলে। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এখানকার শিব মন্দির অধিকার করিয়া তথায় বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত বিষ্ণুপাসনার স্থান করিয়াছেন।

৪ ত্রিপদী—ত্রিপতির পাহাড়ে ত্রিপতি নগরে রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি আছে। ইহা আর্কট জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত।

স্বপ্রভাবে লোক সবার করাইয়া বিস্ময়;
পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়।
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল;
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল।
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন; (১)
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ।
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী নারায়ণ;
প্রণাম করিয়া কৈল বহু ত স্তবন।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহু ত করিল;
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণ ভক্ত কৈল।
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল হস্তী স্থানে;
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে।
পক্ষ তীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন;
বৃদ্ধকাল তীর্থে তবে করিলা গমন।
শ্বেত বরাহ দেখি তাঁরে নমস্করি;
পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি। (২)
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন (৩)
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।
গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন; (৪)
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল বন্দন।
অমৃত লিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল;
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল।
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন;
শ্রীবৈষ্ণবগণ সঙ্গে গোষ্ঠি অনুক্ষণ।

---

১ শিবকাঞ্চী—মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম চেঙ্গল পট্’ জেলায় পলার নদীতীরে কঞ্জীবরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর বর্ত্তমান আছে। এখানে নানাবিধ দেবমন্দির রহিয়াছে।

২ পীতাম্বর শিব—ত্রিমল্ল, ত্রিকাল হস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকাল, পীতাম্বর; এই সকল তীর্থ স্থান মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও পশ্চিম চিঙ্গল পট্ ও আর্কট প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত।

৩ শিয়ালী ভৈরবী—তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়।

৪ বেদাবন—মহাবন পাঠও আছে।

কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর ; (১)
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
পাপ নাশনে বিষ্ণু করি দরশন ;
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন। (২)
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ ;
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ।
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন ;
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন।
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম ;
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।
নিজ ঘরে লয়ে কৈল পাদ প্রক্ষালন ;
সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ।
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন :—
'চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন।
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে ;
কৃষ্ণ কথা কহি কৃপায় উদ্ধার আমারে'।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রসে ;
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে।
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন ;
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন।
সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক
দেখিবারে আইসে ; দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে ;
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুকে দেখিতে।

---

১ কুম্ভকর্ণ কপালের ইত্যাদি—কথিত আছে যে কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে এক সরোব হইয়াছিল।

২ শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র—মাদুরার পূর্ব্ব শ্রীরঙ্গদ্বীপ কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এখানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এস্থান রামানুজ বৈষ্ণবদিগে প্রধান তীর্থ।

কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ;
সবে কৃষ্ণ ভক্ত হৈল ; লোকে চমৎকার।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ ;
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ।
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ;
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে দিন না পাইল।
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ;
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন।
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে ;
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে।
কেহ হাঁসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ;
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ যাবৎ পঠন ;
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
মহাপ্রভু পুছিল 'তাঁরে শুন মহাশয় !
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়' ?
বিপ্র কহে 'মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি ;
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর
বসি আছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর।
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ ;
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ।
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন ;
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন'।
প্রভু কহে 'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার ;
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার'।
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন ;
প্রভু পদে ধরি বিপ্র করেন রোদন।
'তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয় ;
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়'।

কৃষ্ণ স্ফূর্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল;
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করিল শিক্ষণ;
'এই কথা কাহাঁ না করিহ প্রকাশন'।
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল;
চারিমাস প্রভু সঙ্গ কভু না ছাড়িল।
এইমত ভট্ট গৃহে রহে গৌরচন্দ্র;
নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণ কথানন্দ।
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী নারায়ণ;
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব;
হাস্য পরিহাস দুঁহে; সখ্যের স্বভাব।
প্রভু কহে 'ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী;
কান্ত বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি।
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ, গোচারণ;
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাঁহার সঙ্গম?
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল;
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নী বাক্যং

'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা'। ১১৮।

হে 'দেব' 'যদ্বাঞ্ছয়া' যৎ যস্য তবাঙ্ঘ্রি রেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া 'শ্রীঃ' লক্ষ্মীঃ 'ললনা' ভার্য্যাপি 'কামান্' ভোগান্ 'বিহায়' ত্যক্ত্বা 'সুচিরং' দীর্ঘকালং যাবৎ 'ধৃতব্রতা' সতী 'তপঃ' 'অচরৎ' কৃতবতী' 'অস্য' সর্পস্য

'তব' 'অংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ' তব পদ রজঃ স্পর্শে অধিকারঃ 'কস্য' পুণ্যস্য 'অনুভাবঃ' প্রভাবঃ স্যাৎ তৎ বয়ং 'ন' 'বিদ্মহে' জানীমহে। ১১৮।

হে দেব! আপনার পদরেণু স্পর্শাধিকার প্রাপ্তি বাসনায় লক্ষ্মী ললনা হইয়াও ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এই সর্প কোন্ পুণ্য প্রভাবে তাহা প্রাপ্ত হইল? তাহা আমরা জানি না॥ ১১৮॥

ভট্ট কহে 'কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ;
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদিরূপ। (১)
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম;
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'সিদ্ধান্তত স্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপ মেষা রসস্থিতিঃ'।১১৯।

'শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ' নারায়ণনন্দনন্দনরূপয়োঃ 'সিদ্ধান্ততঃ' সিদ্ধান্তাৎ 'অভেদেঽপি' সতি 'কৃষ্ণরূপং' 'রসেন' শান্তাদিরসেন রসবাহুল্যেন হেতুনা 'উৎকৃষ্যতে' উৎকৃষ্টং ভবতি 'এষা' কৃষ্ণাকৃতিরিত্যর্থঃ 'রসস্থিতিঃ' রসপর্য্যাপ্তিঃ ভবতীতিশেষঃ। ১১৯।

স্বরূপতঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণরূপে অভেদ হইলেও কৃষ্ণরূপ রসাধিক্যহেতু উৎকৃষ্ট; ইঁহাতেই সমস্তরসের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে॥ ১১৯॥

---

১ কৃষ্ণ নারায়ণ...বৈদগ্ধ্যাদিরূপ—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্ব; কেবল কৃষ্ণেতে লীলা-বৈদগ্ধি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় মাত্র। সুতরাং লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়া কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমেচ্ছু হওয়ায় তাঁহার পতিব্রতা ধর্ম্মের হানি হয় না।

'কৃষ্ণ সঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ ;
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস।
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাস ;
ইহাতে কি দোষ? কেন কর পরিহাস'?
প্রভু কহে 'দোষ নাহি ইহা আমি জানি ;
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধব বাক্যং

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং' ॥ ১২০ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৫৯ পৃষ্ঠায় ৭৬ শ্লোকে দেখ। ১২০।

'লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ?
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে ঊনবিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবন্ত মুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগ যুজো হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ
স্ত্রিয় উরুগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্ত ধিয়োঃ
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ' ॥১২১॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৬ শ্লোকে ১৮০ পৃষ্ঠায় দেখ। ১২১।

'শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ?'
ভট্ট কহে 'ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন।
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির ;
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর।

'তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম ;
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা মর্ম্ম'।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ ;
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ;
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজ জন।
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে ;
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন।
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ;
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি মতা মিহ' ॥ ১২২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ১০৭ শ্লোকে ১৮১ পৃষ্ঠায় দেখ। ১২২।

'শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ;
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপীভাব লঞা।
বাহ্যান্তরে গোপী দেহ ব্রজে যবে পাইল ;
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার ;
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ;
গোপীরাগানুগা হঞা না কৈল ভজন।
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ;
অতএব 'নায়ং' শ্লোকে কহে বেদ ব্যাস'। (১)

---

১ অন্য দেহে...বেদব্যাস—গোপীদেহ ভিন্ন অন্য দেহে কৃষ্ণ সঙ্গম লাভ হয় না ; শ্রুতি-গণও গোপী রাগানুগা হইয়া তাঁহাদের সমান দেহ লাভ করতঃ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিতে

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান ;
শ্রীনারায়ণ হয় স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয় ; (১)
শ্রীবৈষ্ণবের ভজন এই সর্ব্বোপরি হয়।
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ;
পরিহাস দ্বারে উঠায় এতেক বচন।
প্রভু কহে 'ভট্ট তুমি না করিহ সংশয় ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ ; (২)
অতএব লক্ষ্মী আদ্যের হরে তিঁহ মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বচনং

'এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে' ॥ ১২৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৫০ শ্লোকে ৫৭ পৃঃ দেখ। ১২৩।

'নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ;
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ।
তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ ;
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'সিদ্ধান্তত স্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপ মেষা রসস্থিতিঃ' ॥১২৪॥

পারিয়াছিলেন। লক্ষ্মী স্বকীয় দেবীদেহে সেই লীলা পাইতে ইচ্ছা করায় তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই'; এই কথা ভাগবতে বেদব্যাস 'নায়ং' অর্থাৎ উপরি উক্ত ১২০শ্লোকে বলিয়াছেন।

১ সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়—নারায়ণের উপাসনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কক্ষা অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ।

২ কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি ইত্যাদি—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার বিলাস ঐশ্বর্য্যস্বরূপ নারায়ণতত্ত্ব। বিলাস লক্ষণ আদিঃ ৩৪—৩৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১৯ শ্লোকে ২০১পৃঃ দেখ। ১২৪।

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন ;
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥
নারায়ণের কা কথা ? শ্রীকৃষ্ণ আপনে ;
গোপীকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ।
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে ;
সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অনুরাগে' ।

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখা বাক্যং

'গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ পদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং ।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবী মপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈ র্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভি রদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি' ॥১২৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০২ শ্লোকে ৩৯৬ পৃঃ দেখ। ১২৫।

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ;
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ।
'দুঃখ না ভাবিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস ;
শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস ॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ ;
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ ।
গোপী দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ ;
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ।
একই ঈশ্বরে ভক্তের ধ্যান অনুরূপ ;
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ' ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং ঊনচত্বারিংশাঙ্কধৃত নারদ পঞ্চরাত্রে বচনং

'মণি র্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদ মবাপ্নোতি ধ্যানভেদা ত্তথাচ্যুতঃ' ॥ ১২৬ ॥

'যথা' যেন প্রকারেণ 'মণিঃ' চন্দ্রমণিঃ সূর্য্যমণি রিন্দ্রমণিরিতি 'বিভাগেন' পৃথক্ পৃথক্ রূপেণ 'নীল পীতাদিভিঃ' আধারাদি ভেদেন নানাবর্ণৈঃ 'যুতঃ' ভবেৎ 'অচ্যুতঃ' ভগবান্ 'তথা' তেন প্রকারেণ 'ধ্যান ভেদাৎ' উপাসনাভেদাৎ 'রূপভেদং' নানারূপত্বং 'অবাপ্নোতি' প্রাপ্নোতি। ১২৬।

যেমন একই মণি আধারাদি ভেদ নিবন্ধন নীল পীতাদি নানাবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ উপাসনাভেদে ভগবান্‌ও নানা চিত্তে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন ॥ ১২৬ ॥

ভট্ট কহে 'কাঁহা আমি জীব পামর?
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর?
অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি;
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি।
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ;
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দরশন।
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা;
যাঁর রূপ গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি;
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়ে কৃপাকরি'।
এতবলি ভট্ট পড়িল প্রভুর চরণে;
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা;
দক্ষিণ চলিল প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া।

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে ;
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে।
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈলা অচেতন ;
এই রঙ্গ লীলা করে শচীর নন্দন।
ঋষভ (১) পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি ;
নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি স্তুতি করি।
পরমানন্দ পুরী (২) তাঁহা রহে চাতুর্ম্মাস—
শুনি মহাপ্রভু গেলা গোঁসাঞির পাশ।
পুরী গোঁসাঞির কৈল প্রভু চরণ বন্দন ;
প্রেমে পুরী গোঁসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে ;
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে।
পুরীগোঁসাঞি বলে 'আমি যাব পুরুষোত্তমে ;
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে'।
প্রভু কহে পুনঃ 'তুমি আইস নীলাচলে ;
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয় ;
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়'।
এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লইয়া ;
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা।
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে ;
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে। (৩)
শিব দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ;
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইলা উল্লাসে।
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ ;
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুই জন।

---

১ ঋষভ পর্ব্বত—নীল গিরির চূড়া বিশেষ।

২ পরমানন্দপুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর জনৈক প্রধান শিষ্য ও চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা।

৩ শ্রীশৈলে—নীল গিরির চূড়া বিশেষ।

তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠি ;
আজ্ঞা লঞা আইলা ভবে পুরী কামকোষ্ঠি। (১)
দক্ষিণ মথুরা (২) আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে ;
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে।
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ;
রাম ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে ;
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাক নাহি করে।
মহাপ্রভু কহে তাঁরে 'শুন মহাশয় !
মধ্যাহ্ণ হইল কেন পাক নাহি হয় ?'
বিপ্র কহে 'প্রভু মোর অরণ্যে বসতি ;
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সংপ্রতি।
বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ ;
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন'।
তাঁর উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হৈলা ;
আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা।
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে ;
অনির্ব্বিন্ন সেই বিপ্র উপবাস করে।
প্রভু কহে 'বিপ্র কাহে কর উপবাস ?
কেন এত দুঃখ ? কেন করহ হুতাশ ?'
বিপ্র কহে 'মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ;
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন।
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী ;
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি

---

১ কাম কোষ্ঠি—তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব কম্বুকোনম্ নগর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। বোধ হয় তাহাই কাম কোষ্ঠি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা কোন রাজ্যের রাজধানী ছিল।

২ দক্ষিণ মথুরা—অথবা মাদুরা; ইহা ভীগে নদীর ধারে অবস্থিতও এক্ষণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলার প্রধান নগর। পূর্ব্বকালে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে। প্রাচীনকালে ইহা পাণ্ড্যরাজগণের রাজধানী ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল।

'এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ;
এই দুখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়'।
প্রভু বলে 'এ ভাবনা না করিহ আর ;
পণ্ডিত হঞা কেন মনে না কর বিচার ?
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি ;
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি।
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন ;
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ।
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ;
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল।
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর ;
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে ;
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে'।
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ;
ভোজন করিল ; হৈল জীবনের আশ।
তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ;
কৃতমালায় (১) স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন।
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথে কৈল দরশন ;
মহেন্দ্র শৈলে পরশু রামের করিল বন্দন।
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান ; (২)
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম।
বিপ্র সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম পুরাণ ;
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান।

---

১ কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন—বোধ হয় ভিগে নদীর প্রাচীন নাম কৃতমালা। ভিগের তীরে তীরে দুর্ব্বেসন নগরী হইয়া সেতুবন্ধে আসিলেন।

২ সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ, রামেশ্বর—ভীগে নদীর সাগর সঙ্গমের স্থানে সেতুবন্ধ অবস্থিত। বর্ত্তমান্ পম্বেন্ প্রণালীকেই বোধ হয় ধনুতীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রণালী ভারতভূমি ও রামেশ্বর দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। কথিত আছে যে লক্ষণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধনুতীর্থের উৎপত্তি হয়। নৌকা যোগে ধনু প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়।

মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে ;
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে।
পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী ;
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী।
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ;
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ।
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে ;
মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে।
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল ;
অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ;
তবে মায়া সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান ;
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান।
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল।
নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেয়াইল ;
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল।
পত্র লইয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা ;
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা।

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে

'সীতয়া রাধিতো বহ্নি শ্ছায়াসীতা মজীজনৎ
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা।
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিং ছায়া সীতা বিবেশ সা
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎ পুরস্তাদনীনয়ৎ'। ১২৭।

'সীতয়া' কর্ত্তৃভূতয়া 'বহ্নিঃ' অগ্নিদেবঃ 'আরাধিতঃ' সন্ 'ছায়াসীতাং' মায়াসীতাং 'অজীজনৎ' উৎপাদয়ামাস। 'দশগ্রীবঃ' দশবদনঃ রাবণ ইত্যর্থঃ 'তাং' মায়া সীতাং নতু প্রকৃত সীতাং 'জহার' হৃতবান্ 'সীতা' সত্যসীতা তু 'বহ্নিপুরং' অগ্নের্ধাম 'গতা' প্রাপ্তা। 'পরীক্ষা সময়ে' রাবণ বধান্তে সীতায়াঃ পরীক্ষা-গ্রহণ কালে 'সা' পূর্ব্বোক্তা ছায়াসীতা 'বহ্নিং' 'বিবেশ' প্রবেশয়ামাস। 'বহ্নিঃ'

অগ্নিস্তু 'তৎপুরস্তাৎ' স্বকীয়পুরাৎ 'সীতাং' সত্যসীতাং 'সমানীয়' আনয়নং কৃত্বা 'অনীনয়ৎ' রামচন্দ্রায় অর্পয়ামাস। ॥ ১২৭ ॥

সীতা দেবী অগ্নির আরাধনা করিলে অগ্নিদেব এক ছায়া সীতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দশগ্রীব তাহাই হরণ করিল। প্রকৃত সীতা বহ্নিপুরে গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষাগ্রহণ সময়ে ছায়া সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে, অগ্নি স্বীয় ধাম হইতে সত্য সীতা আনয়ন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন ॥১২৭॥

পত্র পাঞা বিপ্রের আনন্দিত হৈল মন;
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন।
বিপ্র কহে 'তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন;
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন।
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার;
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার।
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে'।
এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল;
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি;
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী (১) গেলা গৌরহরি।
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে;
নয় ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে।

---

১ পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী—খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে পাণ্ড্যনামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত হয়। পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী দক্ষিণ মথুরা বা মাদুরা নগরে ছিল। ১৩০৪ খৃঃ অব্দে মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর যদিও ইহার ১১৬ সংখ্যক নৃপতিকে পরাজিত করেন; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে হিন্দু রাজত্ব অব্যাহত ছিল। বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; টীনিভেলী নগর তাম্রপর্ণী নদীর ধারে অবস্থিত; বোধহয় চৈতন্যদেব ঐ নগরে গিয়াছিলেন।

চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ;
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি ;
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি।
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ;
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন।
মলয় (১) পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন ;
কন্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন।
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি ;
মল্লার দেশেতে (২) আইলা যথা ভট্টমারি। (৩)
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপাণি ;
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী।
গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ;
ভট্টমারি সহিত তাঁর হৈল দরশন।
স্ত্রী ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল ;
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল।
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে ;
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে।
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে ;
'আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ?
আমি হ সন্ন্যাসী দেখ তুমি হ সন্ন্যাসী ;
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসি'। (৪)

মলয় পর্ব্বত—নীলগিরির সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত।

মল্লার দেশ—মালাবার দেশ। এক্ষণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা ; প্রধান নগর কালীকট ; মালাবার উপকূলে অবস্থিত।

ভট্টমারি—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে ভর্তৃহরি নামে এক যোগী-সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয় ; বোধ হয় এখানে তাহাদের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকে ও স্ত্রীপুত্র, অশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

ন্যায় নাহি বাসি—তোমাদের বিচার ভাল বোধ হয় না।

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা ;
মারিবারে আইল সবে চারি দিগে ধাঞা।
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ;
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে।
ভট্টমারি ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ;
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন।
সেই দিন চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে ; (১)
স্নান করি গেলা আদি কেশব মন্দিরে।
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা ;
নতি স্তুতি নৃত্যগীত বহুত করিলা।
প্রেম দেখি লোক হইল মহা চমৎকার !
সর্ব্ব লোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার।
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠি কৈল ;
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাঁহাই পাইল।
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ;
কম্প অশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বিকার।
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম ;
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানে পরম কারণ।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ;
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতিসার।
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লিখাইয়া ;
অনন্ত পদ্মনাভ (২) আইলা হরষিত হঞা ;
দিন দুই পদ্মনাভে কৈল দরশন ;
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন।
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
পয়োষ্ণি (৩) আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ।

---

১ পয়স্বিনী তীরে—বোধ হয় পাপ নাশিনীর নামান্তর।

২ অনন্ত পদ্মনাভ—এখানে অনন্তেশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে মধ্বাচার্য্য প্রথম দীক্ষিত হন্।

৩ পয়োষ্ণি—বোধ হয় 'পুত্তি'। ইহা মধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ৮টী দেবস্থানের একটী স্থান্।

শিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে। (১)
মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গ ভদ্রায় স্নানে। (২)
মধ্বাচার্য্য (৩) স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী;
উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈলা প্রেমাস্বাদী।
নর্ত্তক গোপাল কৃষ্ণ পরম মোহনে;
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে।
গোপীচন্দন ভিতর (৪) আছিল ডিঙ্গাতে;
মধ্বাচার্য্য ঠাঁঞি কৃষ্ণ আইলা কোন মতে।
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন;
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল;
প্রেমাবেশে বহুদিন নৃত্য গীত কৈল।

---

১ শিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্যের স্থানে—শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরের নামান্তর শিংহারি। ইহা কাঞ্চী (কোচিন) দেশে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এখানে এক চক্র প্রস্তুত করতঃ তাহার সম্মুখে সরস্বতীদেবীকে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে উক্ত দেবীর পাদ পীঠ প্রস্তুত করিয়া ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। শঙ্কর দিগ্বিজয়।

২ তুঙ্গভদ্রা—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুইটী শাখা মিলিত হইয়া সংগঠিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদীর একটী বৃহৎ শাখা।

৩ মধ্বাচার্য্য স্থান—অর্থাৎ উদিপি দেব মন্দির; ইহা সমুদ্র হইতে ১॥ ক্রোশ অন্তর পাপনাশিনী (পয়স্বিনী?) নদীর নিকট অবস্থিত। চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মধ্যে চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকে তুলব দেশে মধিজী ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ও অনন্তেশ্বর মঠে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ৯ বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও উদিপি নগরে উড়ুপ কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তদবধি এই নগর তাঁহার সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। উদিপি ব্যতীত সুব্রহ্মণ্য, মধ্যতলে দুই শালগ্রামশিলা ও কান্নুর, পেঞ্জাওর, আদমার, ফলমার, কৃষ্ণপুর, সিরুর, সোদ ও পুত্তি নামক স্থানে নানা বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। ভাঃ উঃ ১ম ভাগ ১০১পৃঃ।

৪ গোপীচন্দন ভিতর ইত্যাদি—কোন বণিকের একখানি অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে যাইতে যাইতে তুলব দেশের নিকট জলমগ্ন হয়। ঐ পোতে গোপী চন্দন মৃত্তিকার মধ্যে এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি আবৃত ছিল; মধ্বাচার্য্য দৈববলে জানিতে পারিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তি উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভাঃ উঃ ১ভাগ ১০২পৃঃ।

তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে ;
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে।
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার !
বৈষ্ণব জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার।
বৈষ্ণবতা গর্ব্ব তা'সবার জানি গৌরচন্দ্র ;
তাঁহা সবা সঙ্গে গোষ্ঠি করিলা আরম্ভ।
তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ;
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন।
'সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে ;
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে'।
আচার্য্য কহে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ;
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন।
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ;
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ'।
প্রভু কহে 'শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন ;
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ-শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং

'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনং
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তমং' ॥ ১২৮ ।

'বিষ্ণোঃ' ভগবতঃ 'শ্রবণং' গুণলীলানামাদি শ্রবণং 'কীর্ত্তনং' তৎকথনং 'স্মরণং' মনসি চিন্তনং 'পাদ সেবনং' পরিচর্য্যা 'অর্চ্চনং' পূজা 'বন্দনং' কায়-মনোবাক্যৈর্নমনং 'দাস্যং' কর্ম্মার্পণং 'সখ্যং' তদ্বিশ্বাসাদি 'আত্মনিবেদনং' দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদে র্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহংতস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জনমিত্যর্থঃ 'ইতি' 'নবলক্ষণা' নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা 'ভক্তিঃ' অধীতেন 'পুংসা' জনেন 'চেৎ' যদি 'ভগবতি' 'বিষ্ণৌ'

পরমেশ্বরে 'অদ্ধা' বিশ্বাসেন 'অর্পিতা' সতী 'ক্রিয়েত' অনুষ্ঠীয়েত সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত 'তৎ' 'উত্তমং' 'অধীতং' পঠনং 'মন্যে' ॥ ১২৮ ॥

ভগবানের নাম গুণ লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা; তাঁহার পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন; তাঁহাতে কর্ম্মার্পণ, বিশ্বাস, এবং দেহ সমর্পণ; এই নব লক্ষণ বিশিষ্ট ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা যায়; আমার বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন ॥ ১২৮ ॥

'শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা;
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ'। ১২৯।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৩৬ পৃঃ ১৫৮ শ্লোক দেখ ॥ ১২৯ ॥

কর্ম্ম নিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে;
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ'।১৩০।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৫২ পৃঃ ৬৫ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩০ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্ঠি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ'। ১৩১।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৫৩ পৃঃ ৬৮ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতিতমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে' ॥১৩২॥

'যাবতা' যাবৎপর্য্যন্তং 'ন' 'নির্ব্বিদ্যেত' দুঃখ বুদ্ধ্যা কর্ম্মফলেষু বিরক্তো ন ভবেৎ 'বা' অথবা 'যাবৎ' 'মৎকথাশ্রবণাদৌ' মৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিষয়ে 'শ্রদ্ধা' রতিঃ 'ন' 'জায়তে' 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'কর্ম্মাণি' নিত্য নৈমিত্তিকানি 'কুর্ব্বীত' ॥ ১৩২ ॥

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলে বিরক্তি বা আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা না জন্মে; সে কাল পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি করিবে ॥ ১৩২ ॥

'পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ;
ফল্গু (১) করি মুক্তি দেখে নরকের সম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ' ॥১৩৩॥

টীকা আদিঃ ১৪৬ পৃঃ ১১১ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩৩ ॥

---

১ ফল্গু—অসার; অকিঞ্চিৎকর।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং
নৈচ্ছন্নৃপ স্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্ত মনসা মভবোঽপি ফল্গুঃ'। ১৩৪।

'যঃ' এবম্ভূতোঽসৌ 'নৃপঃ' ভরতঃ 'দুস্ত্যজান্' দুঃখেন ত্যক্তুমশক্যান্ 'ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান্' স্ত্রীপুত্র বান্ধব রাজ্যাদীন্ সর্ব্বান্ 'সুরবরৈঃ' ইন্দ্রাদিভিঃ প্রার্থ্যাং' 'প্রার্থনীয়াং শ্রিয়ং' লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ কথম্ভূতাং 'সদয়াবলোকাং' ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যাঃ তাং 'ন' 'ঐচ্ছৎ' ইতি যৎ 'তৎ' উচিতং স্যাৎ ; যতঃ 'মধুদ্বিট্ সেবানুরক্ত মনসাং' মধুদ্বিষঃ ভগবতঃ সেবায়া মনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং 'মহতাং' 'অভবঃ' 'অপি' মোক্ষোঽপি 'ফল্গুঃ' তুচ্ছ এব স্যাৎ ॥ ১৩৪ ॥

সেই নৃপতি ভরত যে দুস্ত্যজ পুত্র কলত্র ধন জন রাজ্য ও দেববাঞ্ছনীয়া ও তাঁহার কৃপা প্রার্থিনী লক্ষ্মীকেও ইচ্ছা করেন নাই, সে তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছিল ; কারণ ভগবৎসেবানুরক্ত মহৎ পুরুষদিগের পক্ষে মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর ॥ ১৩৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি-শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিব বাক্যং

'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ'। ১৩৫।

'নারায়ণপরাঃ' ভগবৎপরায়ণাঃ 'সর্ব্বে' জনাঃ 'কুতশ্চন' কস্যচিদপি সকাশাৎ 'ন' 'বিভ্যতি' ভয়ং ন প্রাপ্নুবন্তি। তে সর্ব্বে 'স্বর্গাপবর্গ নরকেষু' 'অপি' 'তুল্যার্থ দর্শিনঃ' তুল্যার্থঃ প্রয়োজন মিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা ভবন্তি ॥ ১৩৫ ॥

ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তিরা কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন্ না; তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি), ও নরক এই তিনেই তুল্য প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

'মুক্তি' 'কর্ম্ম' দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ;
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন; (১)
না কহিলা তেঞি সাধ্যসাধন লক্ষণ'।
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত;
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত।
আচার্য্য কহে 'তুমি যে কহ সেই সত্য হয়;
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।
তথাপি মধ্বাচার্য্য যৈছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ;
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ'।
প্রভু কহে 'কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন;
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিন।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে;
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে'।
এই মত তাঁর ঘরের (২) গর্ব্ব চূর্ণ করি;
ফল্‌গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি।
ত্রিতকূপ বিশালার করিল দরশন;
পঞ্চাপ্সরা (৩) তীর্থে আইলা শচীরনন্দন।
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নি;
সুপারকতীর্থে আইলা ন্যাসী শিরোমণি।

---

১ সন্ন্যাসী দেখিয়া ইত্যাদি—কোন কোন পুস্তকে কিছু পাঠ বিভিন্ন দেখা যায় যথাঃ—'এই বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন; সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন'।

২ তাঁর ঘরের—তাঁহাদিগের।

৩ পঞ্চাম্বরা—'পঞ্চাপ্সরা' পাঠাও আছে।

কোলাপুরে (১) লক্ষ্মী দেখি দেখে ক্ষীর ভগবতী ;
নাঙ্গাগণেশ দেখি দেখে চোর পার্ব্বতী।
তথা হৈতে পাণ্ডুপুরে (২) আইলা গৌরচন্দ্র ;
বিঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ।
প্রেমাবেশে কৈল বহু কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
ভিক্ষা করি তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল।
মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম ;
সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করিলা বিশ্রাম।
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ;
বিপ্র গৃহে বসিয়াছে দেখিল তাঁহারে।
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম ;
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম।
দেখিয়া বিস্মিত হইলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন ;
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি বলিল বচন।
'শ্রীপাদ! ধর মোর গোঁসাঞির সম্বন্ধ ;
তাঁহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ। (৩)
এত বলি উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ;
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন।

---

১ কোলাপুরে—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করদ রাজ্য। ইহা রত্নগিরি বা দক্ষিণ কন্‌কানের দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

২ পাণ্ডুপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সোলাপুরের নিকট ও ভীমা নদীর ধারে অবস্থিত ; বর্ত্তমান নাম পান্‌ডার পুর। ইহা বিথল ভক্তদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে বিথল বা বিঠল দেবের মন্দির আছে। এই সম্প্রদায়ীরা ঐ দেবতাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহারা একরূপ বৌদ্ধ বৈষ্ণব। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

৩ শ্রীপাদ ধর…প্রেমারগন্ধ—বোধ হয় আমার ইষ্টদেব মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিবে ; কারণ তাহা না হইলে এইরূপ প্রেম লক্ষণ আপনাতে দেখা যাইত না। তাঁহার সম্বন্ধ ব্যতীত এই প্রেম অন্যত্রে শিক্ষা হইতে পারে না।

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা;
ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল।
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল;
দুঁহে মান্য করি দুঁহে আনন্দে বসিল।
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রি দিনে;
এইমত গোঁঙাইল পাঁচ সাত দিনে।
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্ম স্থান;
গোঁসাঞি কৌতুকে কন নবদ্বীপনাম।
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী;
পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তিঁহ নদীয়া নগরী।
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল;
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল।
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহা পতিব্রতা;
বাৎসল্যে হয়েন তিঁহ যেন জগন্মাতা।
রন্ধনে নিপুণা তাঁ' সম নাহি ত্রিভুবনে;
পুত্র সম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে।
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস;
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স।
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল;
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল।
প্রভু কহে 'পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহ মোর ভ্রাতা;
জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা'।
এইমত দুই জনে ইষ্ট গোষ্ঠি করি;
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী।
দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ;
ভীমরথী (১) স্নান করি করেন বিঠল দর্শন।

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবিন্না তীরে ; (১)
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত ;
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ কর্ণামৃত। (২)
'কর্ণামৃত' শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল।
'কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ;
যাতে হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধ প্রেমজ্ঞানে।
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে কৃষ্ণ লীলার অবধি ;
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি।
ব্রহ্ম সংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা ;
মহারত্ন প্রায় দুই আইলা সঙ্গে লঞা।
তাপী স্নান (৩) করি আইলা মাহেশ্বতী পুরে ;
নানা তীর্থ দেখি আইলা নর্ম্মদার তীরে। (৪)
ধনু তীর্থ দেখি কৈল নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নান ; (৫)
ঋষ্যমুখ গিরি আইলা দণ্ডকারণ্য।
সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর ;
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর।

---

১ কৃষ্ণবিন্না তীরে—অর্থাৎ কৃষ্ণানদীর তীরে। চৈতন্য প্রভু বর্ত্তমান্ হাইদ্রাবাদ রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

২ কৃষ্ণ কর্ণামৃত—ভক্তবর বিল্ল মঙ্গল ঠাকুর প্রণীত কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ।

৩ তাপী স্নান—বর্ত্তমান তাপ্তীনদী। কৃষ্ণার তীর হইতে তাপ্তীর তীর বহুদূর ব্যবধান। বোধ হয় চৈতন্য প্রভু বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করতঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে বেরার ও নাগপুরের মধ্য দিয়া তাপ্তীর তীরে উপনীত হইয়াছিলেন।

৪ নর্ম্মদার তীরে—তাপ্তীর তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করত নানা তীর্থ স্থান পরিদর্শন করিতে করিতে চৈতন্য দেব নর্ম্মদানদীর কূলে উপনীত হইয়াছিলেন।

৫ নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নান—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে প্রসূতা নদী বিশেষ ; কেহ কেহ কহেন যে বর্ত্তমান কালীসিন্ধু নদীরই পৌরাণিক নাম নির্ব্বিন্ধ্যা। মহাকবি কালীদাস প্রণীত মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্ব মেঘে ২৯ শ্লোকে এই নদীর উল্লেখ আছে ; ইহা গোয়ালিয়রের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগরী হইতে কিছু দূরে প্রবাহিতা।

সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল ;
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল।
শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার !
লোকে কহে 'এ সন্ন্যাসী রাম অবতার।
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ;
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম' ?
প্রভু আসি কৈল পম্পাসরোবরে স্নান ;
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম। (১)
নাসিকত্র্যম্বক (২) দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি ;
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী।
সপ্তগোদাবরী (৩) দেখি তীর্থ বহুতর ;
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর (৪)।
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন ;
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ;
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া।

---

১ পম্পাসরোবরে...পঞ্চবটী—বিন্ধ্যাচল প্রদেশ, নাগপুররাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পম্পাসরোবর, দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীবন রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ স্থান।

২ নাসিকত্র্যম্বক—বর্ত্তমান্ আহম্মদনগরের উত্তর পশ্চিম গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে নাসিকনগর অবস্থিত।

৩ সপ্তগোদাবরী—গোদাবরীর সাতটী শাখানদী ; যথা—বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী।

৪ পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর—রাজমহেন্দ্রীর অপর নাম বিদ্যানগর। প্রথমতঃ বিদ্যানগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে করমণ্ডল উপকূল দিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, হাইদ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ ভারতের শেষ সীমা কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেখান হইতে উত্তর মুখে মলয়বর উপকূলের ধারে ধারে আসিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক স্থান, হাইদ্রাবাদ, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, নাগাপুর ও বিন্ধ্যাচল হইয়া পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। এই পরিচ্ছেদে যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমানুসারে বর্ণিত হয় নাই ; তাহা গ্রন্থকার পরিচ্ছেদের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন।

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ;
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন।
কতক্ষণে দুইজনে সুস্থির হইয়া ;
নানা ইষ্টগোষ্ঠি করে একত্র বসিয়া।
তীর্থ যাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা ;
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা।
প্রভু কহে 'তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত কহিলে ;
এই দুই পুস্তকে সেই সব সাক্ষী দিলে'।
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ;
প্রভু সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া।
গোঁসাঞি আইলা গ্রামে হইল কোলাহল ;
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল।
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে ;
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ;
দুই জনে কৃষ্ণ কথায় কৈল জাগরণ।
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রিদিনে ;
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে।
রামানন্দ কহে 'প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা ;
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিঞা।
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ;
চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে'।
প্রভু কহে 'এথা মোর এ নিমিত্তে আগমন ;
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন'।
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল ;
মোর সঙ্গে হস্তী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল।
দিন দশ ইহা সব করি সমাধান ;
তোমার পাছে পাছে আমি করিব পয়ান'।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ;
নীলাচলে চলিলা মহা আনন্দিত হঞা।

যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈল আগমন ;
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখে সর্ব্বজন।
যাঁহা যায় লোক উঠে হরিধ্বনি করি ;
দেখি আনন্দিত মন হৈলা গৌরহরি।
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল ;
নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল।
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায় ;
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায়। (১)
জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ ;
নাচিতে নাচিতে চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ।
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা ;
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা।
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন ;
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা ;
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা।
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে ;
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে।
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে।
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ;
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল।
বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
পাণ্ডাপাল আইলা সবে মালাপ্রসাদ লঞা।
মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা ;
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা।

---

১ প্রেমে থেহ নাহি পায়—অন্য পাঠ 'আনন্দ দেহে নাহি যায়'। অর্থ—প্রেম সমুদ্রের থাই অর্থাৎ গভীরতার পরিমাণ পাইলেন না।

কাশী মিশ্র আসি প্রভুর পড়িলা চরণে ; (১)
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা ;
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈল ;
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা ;
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন ;
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ সম্বাহন।
প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে ;
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ ;
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ।
প্রভু কহে 'এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন ;
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন।
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল'।
ভট্ট কহে 'এই লাগি মিলিতে বলিল'।
তীর্থযাত্রা কথা এই কৈল সমাপন ;
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন।
অনন্ত চৈতন্য লীলা কহিতে না জানি ;
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি।
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেইজন ;
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেম ধন।
চৈতন্য চরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি ;
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি।
'এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম' ;
বৈষ্ণব, বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম।

১ কাশীমিশ্র—জগন্নাথের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু।

চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর ;
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীরে।
চৈতন্য চরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ;
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ দেশ তীর্থ-
ভ্রমণং নাম নবম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

তং বন্দে গৌর জলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহ ম্লান ভক্ত শস্যান্য জীবয়ৎ ॥ ১৩৬ ॥

'যঃ' গৌরমেঘঃ 'স্বস্য' নিজস্য 'দর্শনামৃতৈঃ' দর্শনরূপামৃত জল সিঞ্চনৈঃ করণৈঃ 'বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্ত শস্যানি' বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ অগ্নি স্তেন ম্লানান্ সন্তাপিতান্ ভক্তানেব শস্যানি শস্যরূপাণি 'অজীবয়ৎ' জীবয়ামাস 'তং' 'গৌরজলদং' গৌরমেঘং অহং 'বন্দে'। ১৩৬।

স্বীয় দর্শনামৃত সিঞ্চন দ্বারা যিনি বিরহসন্তাপিত ভক্ত-শস্য দিগের জীবনদান করিলেন ; আমি সেই গৌর জলদের বন্দনা করি ॥ ১৩৬ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ ;
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
পূর্ব্বে মহাপ্রভু যবে চলিলা দক্ষিণে ;
প্রতাপরুদ্র (১) রাজা বোলাইল সার্ব্বভৌমে।

---

১ প্রতাপরুদ্র রাজা—ইনি গঙ্গাবংশের শেষ রাজা ; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্বের সময়। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কিছু সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন ; পরে পরম বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে উৎকল হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। যাজপুরের বরাহ জীর মন্দির ইঁহার নির্ম্মিত।

বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে ;
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তিঁহ পুছিল তাঁহারেঃ—
'শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয় ;
গৌড় হৈতে আইলা তিঁহ মহা কৃপাময়।
তোমারে বহু কৃপা কৈল কহে সর্ব্বজন ;
কৃপা করি করাও মোরে তাঁর দরশন'।
ভট্ট কহে 'যে শুনিলে সব সত্য হয় ;
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটনা না হয়।
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহ রহেন নির্জ্জনে ;
স্বপ্নেও না করেন তিঁহ রাজ দরশনে।
তথাপি কোন প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন ;
সম্প্রতি করিলা তিঁহ দক্ষিণে গমন।'
রাজা কহে 'জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা' ?
ভট্ট কহে 'মহান্তের এই এক লীলা।
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ ;
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্যং

'ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থী ভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা' ॥ ১৩৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৯ পৃষ্ঠায় ৩১ শ্লোকে দেখ। ১৩৭।

'বৈষ্ণবের হয় এই স্বভাব নিশ্চল ;
তিঁহ জীব নহে, হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর।'
রাজা কহে' তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে ?
পায় পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে' ?
ভট্টাচার্য্য কহে 'তিঁহ ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ নহে পরতন্ত্র।
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈল ;
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব ; রাখিতে নারিল।

রাজা কহে 'ভট্ট তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি ;
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ, তাতে সত্য মানি।
পুনরপি ইহা তাঁর হৈলে আগমন ;
একবার দেখি, করি সফল নয়ন।'
ভট্টাচার্য্য কহে 'তিঁহ আসিবে অল্পকালে ;
রহিতে তাঁর স্থান এক চাহিয়ে বিরলে।
ঠাকুর নিকটে আর হইবে নির্জ্জন ;
এমত নির্ণয় করি দেহ এক স্থান।'
রাজা কহে 'ঐছে কাশী মিশ্রের ভবন ;
ঠাকুরের নিকট হয়, পরম নির্জ্জন'।
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ;
ভট্টাচার্য্য কাশী মিশ্রে কহিল আসিয়া।
কাশীমিশ্র কহে 'আমি মহা ভাগ্যবান্ ;
মোর গৃহে প্রভু পাদের হবে অবস্থান'।
এইমত পুরুষোত্তম বাসী সর্ব্বজন ;
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন।
সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা ;
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবঁহি আইলা।
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন ;
সবে আসি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন।
'প্রভু সহিত আমা সবার করাহ মিলন ;
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য চরণ'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ;
প্রভু যাইবেন ; তাঁহা মিলাব সবারে'।
আর দিনে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ;
জগন্নাথ দরশন কৈলা মহারঙ্গে।
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ ;
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন।
দর্শন করিয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ;
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশী মিশ্রের ঘরে।

কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে ;
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে।
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ;
আত্মসাত করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ;
চৌদিগে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে।
সুখী হৈলা দেখি প্রভু বাঁসার সংস্থান ;
যেইত বাঁসায় হয় সর্ব্ব সাম্যধান।
সার্ব্বভৌম কহে 'প্রভু যোগ্য তোমার বাঁসা ;
তুমি অঙ্গীকার কর কাশী মিশ্রের আশা'।
প্রভু কহে 'এই দেহ তোমা সবাকার ;
যেই তুমি কহ সেই কর্ত্তব্য আমার'।
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি ;
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তম বাসী।
'এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে ;
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে সবে তোমা মিলিবারে।
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ;
তৈছে এই সব ; সবাকারে অঙ্গীকার।
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন ;
অনবরত করে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ সেবন।
কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ বেত্রধারী ;
শিখি মাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী।
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহ বৈষ্ণব প্রধান ;
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইহ দাস নাম।
মুরারি মাহাতি ইহ শিখি মাহাতির ভাই ;
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই।
চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ;
বিষ্ণু দাস ইহ ধ্যায় তোমার চরণ।
প্রহর রাজ মহাপাত্র ইহ মহামতি ;
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি।

'এ সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ ;
একান্ত ভাবে ভজে সবে তোমার চরণ'।
তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ;
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া।
হেন কালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ;
চারি পুত্র সঙ্গে ; পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
সার্ব্বভৌম কহে 'এই রায় ভবানন্দ ;
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ।'
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ :—
'রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয় ;
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না হয়।
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী ;
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি'।
রায় কহে 'আমি শূদ্র বিষয়ী অধম ;
তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ।
নিজ গৃহ বৃত্তি ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে ;
আত্ম সমর্পিল আসি তোমার চরণে।
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে ;
যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে।
আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ;
যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবে'।
প্রভু কহে 'কি সঙ্কোচ ? তুমি নহ পর ;
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর।
দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ ;
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ;
বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল।

ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল;
তবে প্রভু কালা কৃষ্ণ দাস বোলাইল।
প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য! শুন ইহার চরিত;
দক্ষিণ গিয়াছিলা ইহ আমার সহিত।
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া;
ভট্টমারি হৈতে ইহারে আনিল উদ্ধারিয়া।
এবে আমি ইহা আনি করিলা বিদায়;
যাঁহা যাহ; আমা সনে নাহি আর দায়'।
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা;
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর;
চারি জনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর।
'গৌড়দেশ পাঠাইতে চাহি এক জন;
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন।
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ;
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন।
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া'।
এত কহি তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া।
আর দিন প্রভু স্থানে কৈল নিবেদন;
'আজ্ঞা দেহ গৌড় দেশে পাঠাই এক জন।
তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই;
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই।
এক জন যাই কহে শুভ সমাচার'।
প্রভু কহে 'সেই কর যে ইচ্ছা তোমার'।
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল;
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল।
তবে গৌড় দেশে আইলা কালা কৃষ্ণদাস;
নবদ্বীপে গেলা তিঁহ শচী আই পাশ।
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার;
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার।

শুনি আনন্দিত হৈল শচী মাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর আর যত ভক্তগণ;
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস।
আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি নমস্কার
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার।
শুনি আচার্য্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল;
প্রেমাবেশে বহু নৃত্যগীত হুঙ্কার করিল।
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ;
আচার্য্য রত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর;
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর;
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয়, শ্রীধর;
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন;
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ?
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস;
সবে মিলি গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ।
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন;
আচার্য্য গোঁসাঞি সবারে কৈল আলিঙ্গন।
দিন দুই তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল;
নীলাচলে যাইতে আচার্য্য যুক্তি দঢ়াইল।
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া;
নীলাদ্রি চলিল শচী মাতার আজ্ঞা লঞা।
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন গ্রামবাসী;
সত্যরাজ, রামানন্দ মিলিলা সবে আসি।
মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হইতে;
আচার্য্যের ঠাঁই আইলা নীলাচল যাইতে।
সে কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ পুরী;
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ;
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান।
প্রভুর আগমন তিঁহ তাঁহাঞি শুনিল ;
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল।
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম ;
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ।
সত্বরে আসিয়া তিঁহ মিলিলা প্রভুরে ;
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে।
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
তিঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন।
প্রভু কহে 'তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ;
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয়'।
পুরী কহে 'তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচল পুরী।
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন
শচীর আনন্দ হৈল ; আর ভক্তগণ
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ;
তাঁ' সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে'।
কাশী মিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ;
প্রভু তাঁরে দিল ; আর সেবার কিঙ্কর।
আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ;
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর।
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ;
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া ;
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ;
'বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে'।
পরম বিরক্ত তিঁহ পরম পণ্ডিত ;
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত।

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত কারণে ;
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে।
সন্ন্যাস করিলা শিখা সূত্র ত্যাগ রূপ ;
যোগপট্ট না লইল, নাম হৈল স্বরূপ।
গুরু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে ;
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে।
পাণ্ডিত্যের অবধি ; বাক্য নাহি কার সনে ;
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে।
কৃষ্ণ রস তত্ত্ব বেত্তা, দেহ প্রেমরূপ ;
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে ;
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু পাছে শুনে।
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস ;
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।
অতএব স্বরূপ গোঁসাই করে পরীক্ষণ ;
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান্ শ্রবণ।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ;
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ।
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ;
দামোদর সম কেহ নাহি মহামতি।
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ;
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম।
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা ;
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা :—

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে বিংশতি-শ্লোকে আকাশে লক্ষং বদ্ধা শ্রীস্বরূপ গোস্বামি বাক্যং

'হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদা মোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া,

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া'। ১৩৮।

হে 'শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে' 'তব' 'দয়া' অস্মাকং সম্বন্ধে 'অমন্দোদয়া' অমন্দং কল্যাণং যথা স্যাৎতথা উদয়ঃ প্রকাশঃ যস্যাঃ সা 'ভূয়াৎ' জয় যুক্তা ভবতু; কথম্ভূতা দয়া 'হেলোদ্ধূলিত খেদয়া' হেলয়া ঈষদিচ্ছয়া উদ্ধূলিতং নির্ম্মূলিতং খেদং দুঃখং যাতি প্রাপ্নোতি লোকো যয়া; 'বিশদয়া' বিশদং নির্ম্মলতাং যাতি যয়া; 'প্রোন্মীলদা মোদয়া' প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্তং প্রকাশমানং আমোদং আনন্দং যাতি যয়া; 'শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া' শাম্যন্তং উপশমিতং শাস্ত্রাণাং বিবাদং তর্কং যাতি প্রাপ্নোতি যয়া; 'রসদয়া' রসং দয়তে দদাতি যা সা; 'চিত্তার্পিতোন্মাদয়া' চিত্তে অর্পিতং উন্মাদং মত্ততাং যাতি যয়া; 'শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া' শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিবিনোদং যাতি যয়া; 'সমদয়া' সমং সমতাং দয়তে দদাতি যা সা; 'মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া' মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদং সীমানং যাতি যা সা॥ ১৩৮॥

হে করুণানিধি শ্রীচৈতন্য! আপনার যে দয়াতে অনায়াসে লোকের দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় ও প্রেমানন্দ বিকশিত হয়; যাহার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশমিত হইয়া যায়; যাহা চিত্তে রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততা আনিয়া দেয়; যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তি সুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হইয়া থাকে; এবং যাহা সকল মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে; আপনি কৃপা করিয়া সেই দয়া আমাদের কল্যাণার্থে প্রকাশিত করুন্॥ ১৩৮॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন;
দুই জনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন।
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা:—
'তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল;
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল'।

স্বরূপ কহে 'প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ;
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ।
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ ;
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ।
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা ;
কৃপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।'
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন ;
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম ;
সবা সনে যথা যোগ্য করিল মিলন।
পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ;
পুরী গোঁসাই কৈল তাঁরে প্রেম আলিঙ্গন।
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাঁসা ঘর ;
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর।
আর দিনে সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত সঙ্গে
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ;
হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন ;
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন :—
'ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম ;
পুরী গোঁসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান।
সিদ্ধি প্রাপ্তি কালে গোঁসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে :—
"কৃষ্ণ চৈতন্য নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে"।
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া ;
প্রভু আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা পদ ধাঞা'।
গোঁসাঞি কহে 'পুরীশ্বর বাৎসল্য করেন মোরে ;
কৃপা করি মোর ঠাঁঞি পাঠাঞাছে তোমারে।'
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল ;
'পুরী গোঁসাঞি শূদ্র সেবক কাঁহাতে রাখিল'?
প্রভু কহে 'ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র ;
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র।

'ঈশ্বরের কৃপায় জাতি কুল নাহি মানে;
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে।
স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার;
স্নেহ বশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার।
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে;
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে'।
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন;
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন।
প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য! করহ বিচার;
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার।
তাহারে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়;
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন; কি করি উপায়?'
ভট্ট কহে 'গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান;
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রের প্রমাণ।'

তথাহি রঘুবংশে চতুর্দ্দশ সর্গে সীতাবনবাসপ্রসঙ্গে
ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ,
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ
প্রত্যগ্রহীদগ্রজ শাসনং ত-
দাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া'। ১৩৯।

'ভার্গবেণ' পরশুরামেণ 'পিতুঃ' যমদগ্নেঃ 'নিয়োগাৎ' আদেশাৎ 'মাতরি' রেণুকায়াং 'দ্বিষদ্বৎ' শত্রুবৎ 'প্রহৃতং' মস্তকচ্ছেদরূপপ্রহারঃ কৃতং ইতি 'শুশ্রুবান্' শ্রুতবান্ সন্ 'সঃ' লক্ষণঃ 'তৎ' তস্মাদ্ধেতোঃ 'অগ্রজশাসনং' সীতাবনবাস প্রদানরূপাং রামাজ্ঞাং 'প্রত্যগ্রহীৎ' স্বীকৃতবান্; 'হি' যতঃ 'গুরূণাং' 'আজ্ঞা' 'অবিচারণীয়া' ॥ ১৩৯ ॥

পরশুরাম স্বীয় পিতার আজ্ঞা ক্রমে শত্রুর ন্যায় জননীর মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন শুনিয়া লক্ষণ অগ্রজাজ্ঞা (সীতার

বনবাসাজ্ঞা) প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিলেন; যেহেতু গুরু আজ্ঞার দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশতি সর্গে শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাস প্রসঙ্গে নবম শ্লোকঃ

'নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ
শ্রেয়োহ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ'। ১৪০ ।

'মহাত্মনঃ' 'গুরোঃ' পিতুঃ 'আজ্ঞা' 'ময়া' 'নির্ব্বিচারং' যথা স্যাৎ তথা 'কার্য্যা' পালনীয়া; 'এবং' কৃতে সতি 'হি' নিশ্চিতং 'ভবত্যাঃ' মাতুঃ কৌশল্যায়াঃ 'বিশেষতঃ' 'মমচ' রামস্যচ 'শ্রেয়ঃ' ভবতীতিশেষঃ ॥ ১৪০ ॥

রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে কহিতেছেন ঃ—মহাত্মা পিতার আজ্ঞা বিচার না করিয়া আমার প্রতিপালন করা উচিত; ইহাতে আপনার এবং আমার মঙ্গল হইবে ॥ ১৪০ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার;
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার।
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান;
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান।
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস;
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ।
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন;
গোবিন্দের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন।
আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভু স্থানে :—
'ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে।
আজ্ঞা দেহ তাঁরে যদি আনিয়ে এথাই';
প্রভু কহে 'গুরুতিঁহ যাব তাঁর ঠাঁই'।
এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে।

'অদ্বৈত বীথী পথিকৈঃ' অদ্বৈতবাদরূপ বীথীনাং পথাং পথিকৈঃ সহ 'উপাস্যাঃ' উপাসকাঃ কর্ত্তরি যপ্রত্যয়ঃ পুনঃ 'স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ' স্বানন্দঃ ব্রহ্মানন্দএব সিংহাসনং তস্মিন্ তদ্বিষয়ে লব্ধাঃ প্রাপ্তাঃ দীক্ষা উপদেশঃ যেষাং তে 'বয়ং' 'কেনাপি' অপরিচিতেনাপি 'শঠেন' ধূর্ত্তেন 'গোপবধূবিটেন' লম্পটেন নন্দনন্দনেন 'হঠেন' বলেন করণেন 'দাসীকৃতাঃ' বশীভূতা গোপাঙ্গনাস্তুল্যা ইত্যর্থঃ ভবামঃ॥ ১৪২॥

আমরা ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈত-পথের পথিকদিগের সহিত উপাসনা করিতেছিলাম; এমন সময় কোথা হইতে এক ধূর্ত্ত লম্পট আসিয়া গোপবধূদিগের ন্যায় আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া ফেলিল॥১৪২॥

প্রভু কহে 'কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়;
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'তোমার সত্য বচন;
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন।
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার;
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার'।
প্রভু কহে 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! কি কহ সার্ব্বভৌম?
অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ'।
এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা;
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা।
রাম ভট্টাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য;
প্রভু পদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য।
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে;
সম্মান্ করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে।
প্রভুকে করান্ লঞা ঈশ্বর দর্শন;
লোক ভিড় আগে সব করি নিবারণ।
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়;
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়;

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ;
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখেন নিজ স্থানে।
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানা ভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা নিমগ্নং ॥ ১৪৩ ॥

'গৌরচন্দ্রঃ' 'নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ' নানাভাব সমূহৈঃ অলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'শ্রীজগন্নাথগেহে' শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে 'ভক্তৈঃ' সহ 'অত্যুদ্দণ্ডং' মহোদ্দণ্ডং 'তাণ্ডবং' নৃত্যং 'কুর্ব্বন্' সন্ 'স্বধাম্না' নিজমহিম্না 'বিশ্বং' জগৎ 'প্রেমবন্যা নিমগ্নং' 'চক্রে' ॥ ১৪৩ ॥

নানা ভাবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্র, ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করতঃ নিজ মহিমায় সমস্ত বিশ্ব প্রেম বন্যা নিমগ্ন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ;
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখেন নিজ স্থানে।
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানা ভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বাধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা নিমগ্নং ॥ ১৪৩ ॥

'গৌরচন্দ্রঃ' 'নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ' নানাভাব সমূহৈঃ অলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'শ্রীজগন্নাথগেহে' শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে 'ভক্তৈঃ' সহ 'অত্যুদ্দণ্ডং' মহোদ্ধতং 'তাণ্ডবং' নৃত্যং 'কুর্ব্বন্' সন্ 'স্বধাম্না' নিজমহিম্না 'বিশ্বং' জগৎ 'প্রেমবন্যা নিমগ্নং' 'চক্রে' ॥ ১৪৩ ॥

নানাভাবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্র, ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করতঃ নিজ মহিমায় সমস্ত বিশ্ব প্রেম বন্যা নিমগ্ন করিলেন ॥ ১৪৩ ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে ;
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'

প্রভু কহে 'কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ;
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য, হৈলে নয়'।
সার্ব্বভৌম ! কহে 'এই প্রতাপরুদ্ররায় ;
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়'।
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ ;
'সার্ব্বভৌম ! কহ কেন অযোগ্য বচন ?
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন ;
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্বিংশতি শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্য দেববাক্যং

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হাহন্ত ! হন্ত ! বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু'। ১৪৪।

'নিষ্কিঞ্চনস্য' সর্ব্বপরিত্যাগিনঃ তথা 'পরং' কেবলং 'ভবসাগরস্য' 'পারং' 'জিগমিষোঃ' গন্তুমিচ্ছোঃ 'ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য' ভগবদ্ভজনে প্রবর্ত্তমানস্য জনস্য সম্বন্ধে 'বিষয়িণাং' বিষয় ভোগিনাং 'অথ' অথবা 'যোষিতাঞ্চ' রমণীনাঞ্চ 'সন্দর্শনং' দর্শনস্পর্শনালিঙ্গনাদিকং 'হা হন্ত হন্ত' খেদে নিন্দায়াঞ্চ 'বিষভক্ষণতঃ' হলাহল ভোজনাৎ 'অপি' 'অসাধু' গর্হিতং মন্যতে ইতিশেষঃ।১৪৪।

যাঁহারা সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভবসাগরের পারে যাইবার জন্য ভগবদ্ভক্তজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী দর্শন অথবা স্ত্রী দর্শন বিষপান অপেক্ষাও অতীব গর্হিত ও নিন্দনীয় ॥ ১৪৪ ॥

সার্ব্বভৌম কহে 'সত্য তোমার বচন ;
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম'।
প্রভু কহে ' তথাপি রাজা কাল সর্পাকার ;
কাষ্ঠনারী স্পর্শেবৈছে উপজে বিকার।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে পঞ্চবিংশতি-শ্লোকে সার্ব্বভৌমংপ্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং

'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহে র্মনসঃ ক্ষোভ স্তথা তস্যাকৃতেরপি' ॥১৪৫॥

'স্ত্রীণাং' 'অপি' তথা 'বিষয়িণাং' 'আকারাদপি' আলেখ্যাৎ চিত্রপটাদপি 'ভেতব্যং' ভয়নীয়ং ভবেৎ দৃষ্টান্তমাহ 'যথা' 'অহেঃ' সর্পাৎ 'তথা' 'তস্য' সর্পস্য 'আকৃতেঃ' কৃত্রিম মূর্ত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ 'মনসঃ' 'ক্ষোভঃ' ভয়ং সংজায়ত ইতিশেষঃ ॥ ১৪৫ ॥

যেমন সর্প দর্শনে মনে ভয় হয়, সেইরূপ সর্পের কৃত্রিম মূর্ত্তি দর্শনেও ভয় হইয়া থাকে; সেইরূপ স্ত্রী ও বিষয়ীদিগের আলেখ্য দর্শনেও ভয় হওয়া উচিত ॥ ১৪৫ ॥

'ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে;
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে'।
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা;
হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম আইলা।
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে; (১)
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে।
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন;
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার;
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার।
রায় কহে 'তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল;
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল।
আমি কহি "আমা হৈতে না হয় বিষয়;
চৈতন্য চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়"।
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল;
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল।

---

১ গজপতি— গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের একটী উপাধি গজপতি।

'তোমার নাম শুনি তাঁর হৈল প্রেমাবেশ;
মোর হাতে ধরি কহে প্রীতি বিশেষ :—
"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে;
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে।
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্র নন্দন;
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন"।
যে তাঁহার প্রেম আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে;
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে'।
প্রভু কহে 'তুমি কৃষ্ণ ভক্ত প্রধান;
তোমাতে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে যে এত প্রীতি হইল রাজার;
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার।'

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ' ॥১৪৬॥

হে 'পার্থ' 'যে' জনা 'মে' মম 'ভক্তজনাঃ' কেবলং মাং নতু মদ্ভক্তান্ ভজন্তি 'তে' 'জনাঃ' 'মে' মম 'ভক্তাশ্চ' 'ন' তে জনাঃ সর্ব্বপ্রকারেণ মাং ন ভজন্তীত্যর্থঃ 'যে' জনাঃ 'মদ্ভক্তানাং চ' 'ভক্তাঃ' 'তে' জনাঃ 'মে' মম 'ভক্ততমাঃ' সর্ব্বোত্তমভক্তাঃ 'মতাঃ' কথিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা কেবল আমাকে ভক্তি করিয়া আমার ভক্তদিগকে ভক্তি করেন না; তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমার ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তদিগকেও ভক্তি করিয়া থাকেন; তাঁহারাই আমার সর্ব্বোত্তম ভক্ত ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্মতিঃ।
মদর্থেম্বঙ্গ চেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং' ॥১৪৭॥

হে 'অঙ্গ' বৎস উদ্ধব 'পরিচর্য্যায়াং' মম সেবায়াং 'আদরঃ' আস্থা 'সর্ব্বাঙ্গৈঃ' করণৈঃ 'অভিবন্দনং' নমনং তথা 'মদর্থেষু' মদ্বিষয়েষু 'মনসঃ' 'চেষ্টা' 'বচসা' বাক্যেন 'চ' তথা 'মদ্গুণৈঃ' করণৈঃ 'ময়ি' 'অর্পণং' কর্ম্মার্পণং 'চ' তথা 'সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং' সর্ব্ববাসনা ত্যাগঃ 'অলং' ব্যর্থং 'সর্ব্বভূতেষু' মধ্যেষু 'মদ্ভক্তপূজা' মম ভক্তসম্মানঃ 'অভ্যধিকা' সর্ব্বতোভাবে উত্তমা স্যাৎ ইতি মম 'সম্মতিঃ' ভক্ত সেবাং সন্ত্যজ্য ময়ি মনোযোগ ব্যর্থ ইত্যর্থঃ। ১৪৭।

হে উদ্ধব! আমার পরিচর্য্যায় আদর; সাষ্টাঙ্গ অভি-বন্দন; আমার বিষয়ে বাক্য মনের চেষ্টা; আমাতে কর্ম্মার্পণ; এবং সকল প্রকার বাসনা বর্জ্জন; এ সকলই বৃথা। আমার ভক্তসম্মানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং তাহাই আমার অনুমোদিত। ১৪৭।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃতং
পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিব বাক্যং

'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং' ॥১৪৮॥

হে 'দেবি' পার্ব্বতি 'সর্ব্বেষাং' দেবানাং 'আরাধনানাং' পূজনস্মরণাদীনাং মধ্যে 'বিষ্ণোঃ' সত্যতনোঃ 'আরাধনং' পূজনং 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'তস্মাৎ' ভগবতঃ সেবনাৎ 'তদীয়ানাং' ভক্তানাং 'সমর্চ্চনং' সেবনং 'পরতরং' শ্রেষ্ঠতরং ভবিত্যর্থঃ। ১৪৮।

হে দেবি! সকল দেবতাদিগের আরাধনা অপেক্ষা সত্য-স্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তদিগের অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠতর। ১৪৮।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশতি-শ্লোকে মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুর বচনং

'দুরাপাহ্যল্প তপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ' ॥১৪৯॥

'বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু' বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু বর্ত্মভূতেষু মহৎসু ভগবদ্ভক্তেষু ইত্যর্থঃ 'সেবা' পরিচর্য্যা 'অল্প তপসঃ' জনস্য 'হি' নিশ্চিতং 'দুরাপা' দুর্ল্লভা। 'যত্র' মার্গভূতেষু ভক্তেষু 'দেবদেবঃ' 'জনার্দ্দন' 'নিত্যং' সর্ব্বদা 'উপগীয়তে' উপগীয়মানঃ ভবেদিত্যর্থঃ। ১৪৯।

ভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বর্ত্ম স্বরূপ; তাঁহারা সর্ব্বদা দেব দেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেবা অল্পতপাঃ ব্যক্তির অতি দুর্ল্লভ। ১৪৯।

পুরী, ভারতী গোঁসাই, স্বরূপ, নিত্যানন্দ;
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দ।
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ;
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন।
প্রভু কহে 'রায় দেখিলে কমল নয়ন';
রায় কহে 'এবে যাই পাব দরশন'।
প্রভু বলে 'রায় তুমি কি কার্য্য করিলে?
ঈশ্বর না দেখি কেন আগে এথা আইলে'?
রায় কহে 'চরণ রথ, হৃদয় সারথি;
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী।
আমি কি করিব? মন ইহা লঞা আইলা;
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা'।

প্রভু কহে 'শীঘ্র গিয়া কর দরশন ;
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন'। (১)
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে ;
রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে ?
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ;
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা :—
'মোর লাগি প্রভু পদে কৈলে নিবেদন' ?
সার্ব্বভৌম কহে 'কৈনু অনেক যতন ;
তথাপি না করে তিঁহ রাজ দরশন ;
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন'।
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ;
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা :—
'পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ;
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার।
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ নিস্তার !
এই প্রতিজ্ঞা করি করিয়াছেন অবতার ?'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্ততি-শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্র বাক্যং

'অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাং।
মদেক বর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ' ॥ ১৫০ ॥

'সঃ' গৌরাঙ্গঃ 'অদর্শনীয়ানপি' দ্রষ্টুম যোগ্যানপি 'নীচজাতীন্' নীচজাতীয়ান্ লোকান্ 'বীক্ষতে' পশ্যতি 'তথাপি' 'হন্ত' খেদে 'মাং' প্রতাপরুদ্রং 'নো' পশ্যতীতিশেষঃ। 'সঃ' 'দেবঃ' 'মদেকবর্জ্জ্যং' কেবলং মাং ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ জনান্ 'কৃপয়িষ্যতি' কৃপাং করিষ্যতি 'ইতি' 'নির্ণীয়' নির্ণয়ং কৃত্বা 'কিং' 'অবততার' অবতীর্ণোঽভূৎ ? ॥ ১৫০ ॥

১ ঐছে ঘর যাই—ঐখান অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দির হইতে নিজ গৃহে গিয়া।

দর্শনের অযোগ্য নীচজাতীয় লোকদিগকেও তিনি দর্শন দিতেছেন; তথাপি হায়! আমাকে দেখা দিলেন না। সেই দেব কি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর সকলকে কৃপা করিবেন বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ১৫০ ॥

'তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবেন্ দর্শন;
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন;
কিবা রাজ্য? কিবা দেহ? সব অকারণ'।
এত শুনি সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত;
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত।
ভট্টাচার্য্য কহে দেব! না কর বিষাদ;
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ।
তিঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর;
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর।
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়;
সেই উপায় করিয়া মিলহ প্রভুর পায়। (১)
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা;
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ;
সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ
কৃষ্ণ রাস পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন;
একলে যাই মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ।
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণ নাম শুনি;
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি।
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ;
প্রভু আগে কহিলেন, তাতে ফিরিয়াছে মন'।

১। সেই উপায় করিয়া ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'এই উপায় করি প্রভু দেখিবারে জায়'।

শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল ;
প্রভুরে মিলিতে মনে এই দৃঢ় কৈল।
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ;
ভট্ট কহে 'তিন দিন আছয়ে যাত্রারে'।
রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ;
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয়।
স্নান যাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ ;
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ।
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া
আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া।
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ;
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদন।
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ;
প্রভু আইলেন রাজা ঠাঁই কহিলেন গিয়া।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ;
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে 'শুন ভট্টাচার্য্য !
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছে দুই শত ;
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত।
নগরে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ;
তাঁ' সবারে চাহি বাঁসা প্রসাদ সমাধান'।
রাজা কহে 'পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ;
বাঁসা আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব।
মহাপ্রভুরগণ যত আইলা গৌড় হৈতে ;
ভট্টাচার্য্য ! একে একে দেখাও আমাতে'।
ভট্ট কহে 'অট্টালিকা কর আরোহণ ;
গোপীনাথ চিনেন্ সবাকে করাবেন দর্শন।
আমি কাহ নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ;
গোপীনাথ সবারে করাবেন্ পরিচয়'।
এত বলি তিন জন অট্টালি চড়িলা ;
হেন কালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা।

দামোদর স্বরূপ, গোবিন্দ,—দুই জন;
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ।
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে;
রাজা কহে 'এই কোন্? চিনাহ আমারে'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'এই স্বরূপ দামোদর;
মহাপ্রভুর হয় ইহ দ্বিতীয় কলেবর।
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য; ইহা দোঁহা দিয়া
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া।
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল;
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল।
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে;
তাঁরে নাহি চিনেন্ আচার্য্য পুছিল দামোদরে।
দামোদর কহেন 'ইহার গোবিন্দ নাম;
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্।
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল;
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল'।
রাজা কহে 'যাঁরে মালা দিল দুই জন;
কহত আচার্য্য এই বড় মহান্ত কোন্ জন'?
আচার্য্য কহে 'ইহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য;
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্ব শিরোধার্য্য।
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহ পণ্ডিত গদাধর।
আচার্য্য রত্ন ইহ আচার্য্য পুরন্দর;
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত শঙ্কর।
এই মুরারি গুপ্ত, ইহ পণ্ডিত নারায়ণ;
হরিদাস ঠাকুর ইহ ভুবন পাবন।
এই হরি ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ;
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ।
গোবিন্দ, মাধব আর এই বসু ঘোষ;
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ।

রাঘব পণ্ডিত ইহ আচার্য্যনন্দন ;
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ।
শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ;
বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান ;
রামানন্দ আদি সব দেখ বিদ্যমান।
মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ;
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন। (১)
কতেক কহিব ? এই দেখ যত জন ;
চৈতন্যের গণ সব চৈতন্য জীবন'।
রাজা কহে 'দেখি মোর হৈল চমৎকার ;
বৈষ্ণবের ঐছে তেজঃ দেখি নাহি আর।
কোটি সূর্য্য সম সব উজ্জ্বল বরণ ;
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন।
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ;
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'তোমার সত্য বচন ;
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্ত্তন।
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ ;
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে তাঁরে করে আরাধন ;
সেইত সুমেধা ; আর কলিহত জন'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ॥ ১৫১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ শ্লোকে ৮০ পৃঃ দেখ ॥ ১৫১ ॥

---

১ চিরঞ্জীব সুলোচন ইত্যাদি—এই সব ভক্তগণের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে ; আদিঃ ১০ম পরিচ্ছেদ ২৬৯ সাং ২৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজা কহে 'শাস্ত্র প্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ;
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ?'
ভট্ট কহে 'তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে ;
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে।
তাঁর কৃপা নাহি যাঁরে, পণ্ডিত নহে কেনে ;
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর নাহি মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্' ॥ ১৫২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩২ শ্লোকে ১০৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৫২ ॥

রাজা কহে 'সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ;
চৈতন্যের বাঁসায় কেন চলিলা ধাইয়া' ?
ভট্ট কহে 'এই স্বাভাবিক প্রেম রীত ;
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত।
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈয়া ;
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া'।
রাজা কহে 'ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ
মহা প্রসাদ লঞা সঙ্গে লোক পাঁচ সাত
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ;
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ' ?
ভট্ট কহে 'ভক্তগণ আইল জানিয়া ;
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা'।
রাজা কহে 'উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান ;
তাহা না করিয়া কেন খান্ অন্নপান ?'

ভট্ট কহে 'তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম ;
এই রাগ মার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম।
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপাসন ;
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন।
তাঁহা উপবাস, যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ ;
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ।
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন ;
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপাসন ?
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল ;
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল।
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ ;
কৃষ্ণাশ্রয়ে সেই ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম্ম'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে প্রাচীন বর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং

'যদা যস্যানু গৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং' ॥১৫৩॥

'আত্ম ভাবিতঃ' আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ভক্তৈরেব হে ভগবন্নিমং নং সংসারাদুদ্ধরন্নঙ্গীকুরু ইতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতঃ সন্ 'ভগবান্' যদা' 'যস্য' যং 'অনুগৃহ্নাতি' তদৈব 'সঃ' ভক্তঃ 'লোকে' লৌকিকব্যবহারে বেদে চ' কর্ম্মকাণ্ডেচ 'পরিনিষ্ঠিতাং' নিষ্ঠাযুক্তাং 'মতিং' 'জহাতি' ত্যজতি ॥ ১৫৩ ॥

যখন ভক্ত স্বীয় আত্মায় ভগবান্‌কে ভাবনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন্ ; তখন তাঁহার লোকব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাবুদ্ধি চলিয়া যায় ॥ ১৫৩ ॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা ;
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দুঁহে আনাইলা।
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে ;
'প্রভু স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ;

'সবারে স্বচ্ছন্দ বাঁসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ;
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও নহে যেন বাদ।
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ;
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিতে বুঝিয়া'।
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম আইলা তবে ঈশ্বর মিলনে।
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ;
দূর হৈতে দেখে প্রভুর বৈষ্ণব মিলন।
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ
কাশীমিশ্র গৃহ পথে করিলা গমন।
হেনকালে মহাপ্রভু নিজ গণ সঙ্গে ;
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহু রঙ্গে।
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ;
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ;
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর।
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
একে একে সর্ব্ব ভক্তের কৈল সম্ভাষণ ;
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন।
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান ;
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ।
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল ;
আপনি স্বহস্তে সবার মালা চন্দন দিল।
ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য আইল প্রভু স্থানে ;
যথা যোগ্য আলাপে মিলিলা সবার সনে।
অদ্বৈতেরে কহে প্রভু মধুর বচনে ;
'আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে।'
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ;
যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ;

'তথাপিও ভক্ত সঙ্গে হয় সুখোল্লাস ;
ভক্ত সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস'।
বাসুদেবে (১) দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা ;
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া :—
'যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে ;
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে'।
বাসু কহে 'মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ ;
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম।
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ ;
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ'।
পুনঃ প্রভু কহে 'আমি তোমার নিমিত্তে ;
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে।
স্বরূপের কাছে আছে লহ তা লিখিয়া'।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া।
প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল ;
ক্রমে ক্রমে দুই পুঁথি সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত ;
'তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত'।
শ্রীবাস কহেন 'কেন কহ বিপরীত ?
কৃপা মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত'।
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে ;
'সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে।
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে ; (২)
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে'।
দামোদর কহে 'শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ;
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে'।

---

১ বাসুদেবে—ইনি মুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

২ সগৌরব প্রীতি...শঙ্কর উপরে—শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ। মহাপ্রভু বলিতেছেন যে দামোদরের প্রতি তাঁহার প্রেম সম্মান মিশ্রিত ; কিন্তু শঙ্করের উপর নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম। ইহাতে শঙ্করের প্রতি প্রীতি বাহুল্য বলা হইল।

শিবানন্দে কহে প্রভু 'তোমার আমাতে (১)
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে'।
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা;
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক রচিয়া। (২)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতি শ্লোকে
শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দ সেন বাক্যং

'নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ' ॥ ১৫৪ ॥

হে 'অনন্ত' 'ভবার্ণবান্তঃ' ভবসমুদ্র মধ্যে 'চিরায়' বহুকালং ব্যাপ্য 'নিমজ্জতঃ' পতিতস্য 'মে' মম সম্বন্ধে 'লব্ধঃ' প্রাপ্তঃ ত্বমেব 'কূলমিব' তটমিব 'অসি'; হে 'ভগবন্' 'ইদানীং' অধুনা 'দয়ায়াঃ' তব কৃপায়াঃ 'ইদং' 'অনুত্তমং' অশ্রেষ্টং নীচমিত্যর্থঃ 'পাত্রং' কৃপাত্রং 'ত্বয়াপি' 'লব্ধং' প্রাপ্তং তব দয়ায়াঃ অনুপযুক্তোঽপি অহং ত্বয়ানুগৃহীতঃ অতএব ত্বমেব করুণা সাগর প্রভুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৪।

হে অনন্ত! বহুকাল যাবৎ আমি ভব সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জমান ছিলাম; আপনিই তাহার তটস্বরূপ; আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আর আপনিও এক্ষণে আপনার দয়ার এই কুপাত্র লাভ করিলেন ॥ ১৫৪ ॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভু না দেখিয়া;
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হঞা।

---

১ শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব। ইঁহার মহাপ্রভুর সহিত এই প্রথম পরিচয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপুর সংস্কৃত চৈতন্য চরিতামৃত-কাব্য ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ শ্লোক রচিয়া—'শ্লোক পড়িয়া' পাঠও আছে।

মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ ;
মুরারি লইতে ধাঞা আইল বহু জন।
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা।
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ;
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে :—
'মোরে না ছুঁইও প্রভু ! মুঁইত পামর ;
তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে এই কলেবর'।
প্রভু কহে 'মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ ;
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ;
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ;
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণ গান ;
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান।
সবারে সম্মানি প্রভু হইলা উল্লাস ;
হরিদাস না দেখিয়া কহে 'কাঁহা হরিদাস' ?
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঁই দেখিয়া
রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা।
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা ;
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে ;
'প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে'।
হরিদাস কহে 'আমি নীচ জাতি ছার ;
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাই ; (১)
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একালা কাল গোঁয়াই
জগন্নাথ সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয় ;
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়'।

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ;
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল।
হেন কালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুইজন
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি সুখ বড় পাইলা ;
যথাযোগ্য সবা সনে আনন্দে মিলিলা।
প্রভু পদে দুই জনে কৈল নিবেদনে :—
'আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধানে।
সবাকার করিয়াছি বাস গৃহ স্থান ;
মহা প্রসাদ সবাকারে করি সমাধান'।
প্রভু কহে 'গোপীনাথ! যাহ বৈষ্ণব লঞা ;
যাঁহা যাঁহা কহে বাঁসা দেহ তাঁহা যাঞা।
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে ;
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইঁহো করিবে সমাধানে।
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ;
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে।
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন ;
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ'।
মিশ্র কহে 'সব তোমার চাহ কি কারণে ?
আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মনে।
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ;
যেই চাহি সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি'।
এত কহি দুই জন বিদায় হইল ;
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল।
গোপীনাথে দেখাইল সব বাঁসাঘর ;
বাণীনাথ ঠাঁই দিল প্রসাদ বিস্তর।
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা লঞা ;
গোপীনাথ আইলা বাঁসা সংস্কার করিয়া।
মহাপ্রভু কহে 'শুন সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ!
নিজ নিজ বাঁসায় সবে করহ গমন।

'সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া দরশন ;
তবে আজি ইহা আসি করিবে ভোজন'।
প্রভু নমস্করি সবে বাঁসায় চলিলা ;
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাঁসা স্থান দিলা।
তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে ;
হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ;
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য গুণে।
হরিদাস কহে 'প্রভু না ছুঁইও মোরে ;
মুঁই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে'।
প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ;
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থ স্নান ;
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন ;
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি বচনং

'অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥ ১৫৫ ॥

'অহোবত' ইত্যাশ্চর্য্যে 'যজ্জিহ্বাগ্রে' যস্য জিহ্বাগ্রে 'তুভ্যং' প্রীণয়িতুং তব 'নাম' 'বর্ত্ততে' স চ 'শ্বপচঃ' চণ্ডালোঽপি 'অতঃ' অস্মাদেব হেতোঃ 'গরীয়ান্' অতিশয়েন গুরুঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ভবতি। 'যে' জনাঃ 'তে' তব 'নাম' 'গৃণন্তি' গৃহ্নন্তি 'তে' জনাঃ 'তপঃ' তপস্যাদিকং 'তেপুঃ' কৃতবন্তঃ

'জুহুবুঃ' হোমং কৃতবন্তঃ 'সস্নুঃ' তীর্থেষু স্নাতাঃ তএব 'আর্য্যাঃ' সদাচারাঃ 'ব্রহ্ম' বেদং 'অনূচুঃ' অধীতবন্তঃ। তন্নামকীর্ত্তনে তপ আদ্যন্ত ভূতং অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান্; সে চণ্ডাল হই-লেও পূজ্যতম। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই তপস্যা করেন, হোম করেন, তীর্থ স্নান করেন, বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই আর্য্য ॥১৫৫॥

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে;
অতি নিভৃতে তাঁরে দিল বাসা স্থানে।
'এই স্থানে রহ! কর নাম সংকীর্ত্তন!
প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন।
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম;
এই ঠাঁই আসিবে তোমার প্রসাদান্ন'।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ,
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ।
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে;
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে।
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন;
প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন।
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি;
আপনি পরিবেশন কৈল গৌরহরি।
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে;
দুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন;
ঊর্দ্ধ হস্তে বসি রহে সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন:—
'তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।
তোমার সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীরগণ;
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ।

'আচার্য্য আসিয়াছেন প্রসাদান্ন লঞা ;
পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া।
নিত্যানন্দ লয়ে ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ;
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি'।
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা ;
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা।
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ;
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা।
স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে হইয়া আনন্দ।
নানা পিঠা পানা খায় আনন্দ করিয়া ;
মধ্যে মধ্যে হরি কহে আনন্দিত হঞা।
ভোজন সমাপ্তি হৈল, কৈল আচমন ;
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন।
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাঁসা গেলা ;
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা।
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে ;
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব সনে।
সবা লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয় ;
কীর্ত্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয়।
সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সংকীর্ত্তন ;
পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য চন্দন।
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন ;
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল ;
হরিধ্বনি করে সবে বলে ভাল ভাল।
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ;
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম উথলি চলিল ;
নীলাচল বাসী লোক ধাইয়া আইল।

কীর্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার।
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া;
প্রদক্ষিণ করি বুলেন নৃত্য করিয়া।
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়;
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রু, পুলক, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার;
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার।
পিচকাই ধারা যেন অশ্রু নয়নে;
চারি দিকের লোক সব করয়ে সিনানে।
বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ;
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন।
চারি দিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়;
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়।
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা;
চারি মহান্তরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা।
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়;
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
শ্রীনিবাস নাচে আর সম্প্রদা ভিতর।
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন;
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন।
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন;
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন।
চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ;
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে;
কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে।
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে;
চৌদিকের সখা কহে 'আমারে নেহালে'।

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ;
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে।
মহা নৃত্য, মহাপ্রেম, মহা সংকীর্ত্তন ;
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল জন।
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ব ;
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিত।
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার ;
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার।
কীর্ত্তন সমাপ্তি করি দেখি পুষ্পাঞ্জলি ;
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ;
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে ;
প্রতি দিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে।
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস ;
যে বা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তন বিলাস-
বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ
স্বচিত্তবচ্ছীতল মুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১৫৬ ॥

'সঃ' 'গৌরঃ' 'আত্মবৃন্দৈঃ' নিজভক্তগণৈঃ সহ 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং' জগন্নাথ বিহার মন্দিরং 'সম্মার্জ্জয়ন্' মার্জ্জয়িত্বা 'ক্ষালনতঃ' প্রক্ষালনাৎ ধৌতকরণাদ্ধেতো রিত্যর্থঃ 'স্বচিত্তবৎ' নিজমনোবৎ 'শীতলং' 'উজ্জ্বলঞ্চ' নির্ম্মলঞ্চ তথা 'কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং' শ্রীজগন্নাথস্য উপবেশনযোগ্যং 'চকার' ॥ ১৫৬ ॥

গৌরচন্দ্র নিজভক্তগণ সহ গুণ্ডিচা নামক জগন্নাথদেবের বিহার মন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিয়া নিজ চিত্ত মন্দিরের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল করতঃ উক্ত দেবের উপবেশন যোগ্য করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ;
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঁই :—
'প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই'।
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল ;
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল :—
'প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ ;
মোর লাগি তাঁ'সবারে করিহ নিবেদন।
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয় ;
মোর লাগি প্রভু পদে করেন বিনয়।
তাঁ' সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায় ;
প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়।
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ;
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী'।
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লইয়া।
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ বিবরণ ;
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন।

পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময় :
'প্রভু পদে গজপতির এত ভক্তি হয়' !
সবে কহে 'প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে ;
আমি সব কহি যদি দুঃখ মানিবে' ।
সার্ব্বভৌম কহে 'সবে চল একবার ;
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার' ।
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ;
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ।
প্রভু কহে 'কি কহিতে সবার আগমন ?
দেখিয়ে কহিতে চাহ ; না কহ কি কারণ' ?
নিত্যানন্দ কহে 'তোমায় চাহি নিবেদিতে ;
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ।
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে ;
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ।
"কাণে মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী ;
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনে গৌরহরি ।
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ;
করিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া" । (১)
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন ;
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন :—
'তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া ।
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন ;
লোকে রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন ।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে ;
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে' ।
দামোদর কহে 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ;
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ।

---

১ কাণে মুদ্রা...হৃদয়ে তুলিয়া— কোন কোন পুস্তকে এই দুই শ্লোক নাই ।

'আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব।
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ ;
তাঁর স্নেহে করাবে তোমায় তাঁহার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র ;
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র'।
নিত্যানন্দ কহে 'ঐছে হয় কোন্ জন ?
যে তোমারে কহে "কর রাজ দরশন"।
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ;
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ ;
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ। (১)
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান ;
তুমিহ না মিল তাঁরে রহে তাঁর প্রাণ।
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি ;
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি'।

---

১ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী...ছাড়িলেক প্রাণ—যমুনার উপবনে গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারী গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একদিন রাম কৃষ্ণের নিকট আহারীয় দ্রব্য চাহিলেন। অদূরে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস নামে যজ্ঞ করিতেছিলেন জানিয়া ভগবান্ রাখালগণকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্ন যাচঞা করিয়া আনিতে বলিলেন। রাখালগণ বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করায় দেবতার জন্য প্রস্তুতীকৃত অন্ন যজ্ঞাগ্রে গোপবালকগণ পাইতে পারে না বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সেই বালকদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রাখালেরা শ্রীকৃষ্ণকে তত্তাবৎ বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের নিকট অন্ন যাচঞার জন্য পাঠাইলেন। ঐ সকল সরলমতি বিপ্রপত্নী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় অনুরাগিণী ছিলেন ; তাঁহারা রামকৃষ্ণের প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাঁহাদের স্বামী শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের অশেষ রূপ ভর্ৎসনা ও বাধা অতিক্রম করিয়া নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইলেন ও তাহা অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্না হইলেন। ঐ সকল বিপ্রপত্নীদিগের মধ্যে একটী অবলা স্বামী কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হওয়ায় অন্যান্য বিপ্রপত্নীদিগের সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শনে যাইতে পারিলেন না ; তাঁহার অনুরাগ এত অধিক ছিল যে আসিতে না পাইয়া ধ্যান যোগে ভগবান্কে ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাগবত ১০মঃ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় দেখ।

প্রভু কহে 'তুমি সব পরম বিদ্বান্ ;
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান্' ।
তবে নিত্যানন্দ গোসাঁই গোবিন্দের পাশ
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ।
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম পাশ দিল ;
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ।
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ;
প্রভু রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ।
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা ;
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ।
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা ।
আপন মিলন লাগি কহিতে লাগিলা :—
'মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন্ তোমারে ;
মোরে মিলাবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে'
এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা ;
রামানন্দ রায় যবে প্রভুরে মিলিলা ;
প্রভু পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার ;
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বার বার ।
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ ;
রাজপ্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন ।
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে ;
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ।
রামানন্দ প্রভু পায় কৈল নিবেদন :—
'একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ' ।
প্রভু কহে 'রামানন্দ কহ বিচারিয়া ;
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ?
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ ;
পরলোকে বহুলোকে করে উপহাস' ।
রামানন্দ কহে 'তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
কারে তোমার ভয় ? তুমি নহ পরতন্ত্র' ।

প্রভু কহে 'আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী ;
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।
শুক্লবস্ত্রে মসি বিন্দু যৈছে না লুকায় ;
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়'।
রায় কহে 'কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি ;
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি'।
প্রভু কহে 'পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস
সুরা বিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ।
যদ্যপি প্রতাপ রুদ্র সর্ব্ব গুণবান্ ;
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজ নাম।
তথাপি তোমার যদি আগ্রহ হয় ;
তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয়।
"আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী ;
পুত্রের মিলনে যেন মিলিল আপনি'।
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা ;
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা।
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ ;
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন।
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ ;
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তিঁহ হৈল উদ্দীপন।
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা ;
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা :—
'এই মহাভাগবত ! যাঁহার দর্শনে ;
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইঁহার দর্শনে'।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
প্রভু স্পর্শে রাজ পুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ;
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ।
"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ" কহে, নাচে, করয়ে রোদন ;
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল ;
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল।
বিদায় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা ;
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া।
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
সাক্ষাৎ স্পর্শন যেন মহাপ্রভুর পাইলা।
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন ;
প্রভুভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভু নিমন্ত্রণ ;
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ।
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল ;
জগন্নাথের রথ যাত্রা নিকট হইল।
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া ;
পড়িছা পাত্র, সার্ব্বভৌমে আনিল ডাকিয়া।
তিনজন পাশে প্রভু হাঁসিয়া কহিল :—
'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল'।
পড়িছা কহে 'আমি সব সেবক তোমার ;
যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার।
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে ;
প্রভুর যেই ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে।
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন ;
এও এক লীলা, কর যে তোমার মন।
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে ;
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে'।
তবে এক শত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী
নূতন—প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি।
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ ;
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন।

শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী ;
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি।
গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন ;
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন।
ভিতর মন্দির, উপর, সকল মার্জ্জিল ;
সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল।
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন ;
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন। (১)
চারি দিগে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে ;
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে।
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন কৃষ্ণ নাম ;
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে, করে নিজ কাম।
ধূলায় ধূসর তনু দেখিতে শোভন ;
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন।
ভোগ মন্দির শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ ;
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।
তৃণ ধূলি ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া ;
বহির্ব্বাসে বান্ধি ফেলায় বাহির করিয়া।
এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে ;
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে।
প্রভু কহে 'কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন ;
তৃণ ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম।
সবার ঝাঁটি আনি বোঝা একত্র করিল ;
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন ;
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন।
'সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর ;
ভালমতে শোধ সবে প্রভুর অন্তঃপুর'।

---

১ শ্রীজগমোহন—মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট মন্দির।

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ;
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি।
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু বৈল ;
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল।
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ;
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহ মধ্যে সিংহাসন।
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল ;
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল।
আপনি করেন সিংহাসন প্রক্ষালন ;
আপনি করেন সিংহাসনের মার্জ্জন। (১)
ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য প্রক্ষালন ; (২)
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন।
কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে ;
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে।
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান ;
কেহ মাগি লয়, কেহ করে অন্যে দান।
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল ;
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল।
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন ;
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন।
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন ;
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন।
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ;
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে।

---

১ আপনি করেন ইত্যাদি—কোন কোন পুথিতে এই শ্লোকের পাঠ এইরূপ আছে :—

'শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ;
প্রভু আগে জল আনি দেয় ভক্তগণ।'

২ ভক্তগণ করে ইত্যাদি—কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটী নাই।

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ;
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে।
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ;
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ;
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি।
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল ;
শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল।
জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরি ধ্বনি ;
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন।
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণ নামে ;
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সব কামে।
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ;
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম।
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন ;
প্রতি জন পাশে যাই করান্ শিক্ষণ।
ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন ;
মনে না মানিলে করে পণ্ডিত ভৎর্সন :—(১)
'তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে ;
এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে'।
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ;
ভাল মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া।
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ;
ভোগ মন্দির তবে কৈল প্রক্ষালন।
নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ ;
পাকশালা আদি সব কৈল প্রক্ষালন।

---

১ পণ্ডিত ভৎর্সন—'পবিত্র ভৎর্সন' পাঠও আছে।

মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ;
সব অন্তপুর ভাল মতেতে ধুইল।
হেন কালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল ;
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল।
সেই জল লইয়া আপনি পান কৈল ;
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল।
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হইয়াছে সন্তোষ ;
শিক্ষা লাগি তথাপিও করিলেন রোষ। (১)
স্বরূপ গোঁসাঞি ডাকি কহিলেন তাঁরে :—
'এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে।
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধুয়াইল ;
সেই জল আপনি লইয়া পান কৈল।
এই অপরাধে মোর কাঁহা হৈবে গতি ?
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক দুর্গতি'।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া
ঢেকা মারি পুরী বাহির রাখিলেন লৈয়া।
পুনঃ আসি প্রভু পায় করিল বিনয় :—
'অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়।'
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ;
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল।
আপনি বসিয়া মাঝে আপনার হাতে ;
তৃণ কাঁটা কুটা সব লাগিলা কুড়াইতে।
'কে কত কুড়াও সব একত্র করিব ;
যার অল্প তার ঠাঁই পিঠা পানা লব'।
এই মত সব পুরী করিল শোধন ;
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন।
প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানী বহাইল ;
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল।

১ শিক্ষা লাগি ইত্যাদি—'ধর্ম্ম সংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ' এই পাঠও দেখা যায়।

নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির শোধিল ;
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।
এই মত পুর দ্বার আগে পথ যত ;
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ?
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ;
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহসম।
স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলক, হুঙ্কার ;
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার।
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ;
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ।
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তন আকাশ ভরিল ;
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমি কম্প হৈল।
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায় ;
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌর রায়।
এই মত কতক্ষণ নৃত্য করিয়া ;
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় বুঝিয়া।
আচার্য্য গোঁসাইর পুত্র শ্রীগোপাল নাম ;
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল গৌরধাম।
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে ;
অচেতন হৈয়া তিঁহ পড়িলা ভূমিতে।
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য গোঁসাই তারে কৈল কোলে ;
শ্বাস রহিত দেখি হইলা বিকলে।
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি ;
সহুঙ্কার সেই শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি।
অনেক করিল তবু না হয় চেতন ;
আচার্য্য কাঁন্দেন, কাঁন্দে সব ভক্তগণ।
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল ;
'উঠহ গোপাল' বলি উচ্চৈঃস্বর কৈল।
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ;
হরি বলি নৃত্য করে সর্ব্ব ভক্তগণ।

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ; (১)
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন।
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ;
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা। (২)
তীরে উঠি পরেন প্রভু শুষ্ক বসন ;
নৃসিংহ দেখি নমস্করি গেলা উপবন।
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ;
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা।
কাশীমিশ্র, তুলসী পড়িছা—দুই জন ;
পঞ্চশত লোকে যত করয়ে ভোজন ;
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
পুরী গোঁসাই, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, শ্রীবাস, গদাধর ;
শঙ্কর ন্যায়াচার্য্য আর রাঘব, বক্রেশ্বর ;
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম ;
পিঁড়ার উপরে বৈসে প্রভু লঞা এত জন।
তার তলে, তার তলে, করি অনুক্রম ;
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ;
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন :—
'ভক্ত সঙ্গে করুন্ প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার ;
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে'।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।
স্বরূপ গোঁসাই, জগদানন্দ, দামোদর ;
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ;

১ এই লীলা বর্ণিয়াছেন—চৈতন্য ভাগবতে এই লীলা বর্ণিত নাই।

২ সরোবরে জলক্রীড়া ইত্যাদি—'স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা' পাঠও আছে।

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাত জন ;
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
পুলিন ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল ;
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর ;
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির।
প্রভু কহে 'মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ;
পিঠা পানা অমৃত গুটিকা দেহ ভক্তগণে'।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায় ; (১)
তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায়।
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ;
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে।
যদ্যপি দিলেন, প্রভু তাঁরে করেন রোষ ;
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ।
পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ;
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ;
তার আগে কিছু খান, মনে এই ত্রাস।
স্বরূপ গোঁসাই ভাল মিষ্ট প্রসাদ লইঞা ;
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া :—
'এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন ;
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন' ?
এত বলি আগে কিছু করে সমর্পণ ;
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন।
এইমত দুই জন করে বার বার ;
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার !
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসায়েছেন পাশে ;
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাঁসে।

---

১ যার যেই ভায়—যিনি যাহা ভাল বাসেন।

সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ;
স্নেহ করি বার বার করান্ ভোজন।
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম প্রসাদ আনি
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী :—
'কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব যত ব্যবহার ?
কাঁহা এই পরানন্দ ? করহ বিচার'।
সার্ব্বভৌম কহে 'আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ;
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি।
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ;
কাকেরে গরুড় করে ; ঐছে কোন্ হয় ?
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি ;
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি।
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে ?
কাঁহা এই সাধু সঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গে' ?
প্রভু কহে 'পূর্ব্ব সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ;
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি'।
ভক্ত মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে ;
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে।
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা
পিঠা পানা দেয়াইল প্রসাদ করিয়া।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বসিয়াছেন এক ঠাঁই ;
দুই জনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই।
অদ্বৈত কহে 'অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ;
ভোজন করিলা, জানি হবে কোন্ গতি ?
প্রভু ত সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ;
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।
'নান্ন দোষে নমস্করি' এই শাস্ত্র প্রমাণ ;
আমি ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার দোষ স্থান।
জন্ম, কুল, শীলাচার না জানি যাহার ;
তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার'।

নিত্যানন্দ কহে 'তুমি অদ্বৈত আচার্য্য ;
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য।
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে ;
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাহি মানে।
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ;
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন' ?
এইমত দুইজন করে বোলাবোলি ;
ব্যাজ স্তুতি করে দুঁহে যেন গালাগালি।
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা ;
প্রসাদ দেয়ান্ কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া।
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি ;
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে ;
সবারে শ্রীহস্তে দিল মাল্য চন্দনে।
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন ;
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন।
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ;
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা।
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল ;
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ;
ধোয়া পাখলা নাম হইল এক লীলা।
আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম ; (১)
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান।

---

১ জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম—প্রতি বর্ষে স্নান যাত্রার পর জগন্নাথ বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয় ; এবং মন্দিরের সম্মুখে টাটি দিয়া আবরণ করিয়া অন্তরালে চিত্রকার্য্য হইতে থাকে। স্নান যাত্রা হইতে প্রায় এক পক্ষ কাল দর্শন বন্ধ থাকে। যে দিন শ্রীবিগ্রহের চক্ষুদান দিয়া টাটি খুলিয়া দেওয়া হয়, সে দিন যে উৎসব হয় তাহার নাম নেত্রোৎসব। ইহাকে টাটি ভাঙ্গা দর্শন বা নব যৌবন দর্শনও বলে।

পঞ্চদিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে ;
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ দরশনে।
মহাপ্রভু সুখে সব লঞা ভক্তগণ
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন।
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ;
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া।
প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ;
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন।
পাছে পাছে চলি যায় আর ভক্তগণ ;
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন।
দর্শন লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন ;
ভোগ মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন।
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল ;
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল।
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন যুগল ;
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল।
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ ;
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ।
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
কোটি ভক্ত নেত্র ভৃঙ্গ করে মধু পানে।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ;
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না যায় অন্তর।
এই মত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ;
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু জল, বহে অনুক্ষণ ;
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ।
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন ;
ভোগের সময় প্রভু করয়ে কীর্ত্তন।
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ;
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা আইলা।

প্রাতঃকালে রথ যাত্রা হইবে জানিয়া ;
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।
গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে কহিল ;
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণ ভক্তি হৈল।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত য়ঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥১৫৭॥

'সঃ' 'কৃষ্ণচৈতন্যঃ' 'জীয়াৎ' জয়যুক্তো ভূয়াৎ 'যঃ' চৈতন্যঃ 'শ্রীরথাগ্রে' জগন্নাথ দেবস্য রথ সম্মুখে 'ননর্ত্ত'। 'যেন' নর্ত্তনেন 'জগতাং' জগদ্বাসিনাং 'চিত্রং' বিস্ময়ঃ 'আসীৎ' জগন্নাথোঽপি' 'বিস্মিতঃ' অভূদিতি শেষঃ। ১৫৭।

যিনি জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগদ্বাসী লোক-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্যে জগন্নাথ দেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জয় হউক! ॥ ১৫৭ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন ;
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন।
আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান ;
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান।

পাণ্ডু বিজয় (১) দেখিবারে করিল গমন ;
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন।
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ;
মহাপ্রভুরগণে করায় বিজয় দর্শন।
অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ;
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন।
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী ; (২)
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি।
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন ;
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ।
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্ট ডোরী ;
দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি।
উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতে স্থানে স্থানে ;
এক তুলি হৈতে ত্বরায় আর তুলি আনে।
প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড ;
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে ?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে।
'মহাপ্রভু! মণিমা! মণিমা!' করে ধ্বনি ;
নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি।
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন ;
সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন।
চন্দনের জলে করে পথ নিসিঞ্চনে ;
তুচ্ছ সেবা করে ; বৈসে রাজসিংহাসনে!
উত্তম হইয়া করে তুচ্ছ সেবন ;
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে ;
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হৈতে।

১ পাণ্ডু বিজয়—অর্থাৎ রথারোহণ জন্ত শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে নির্গমণ।
২ দয়িতাগণ—পাণ্ডাগণ।

রথের সাজন দেখি লোকে চমৎকার !
নব হেমময় রথ সুমেরু আকার।
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল ;
উপরে পতাকা শোভে ! চাঁদোয়া নির্ম্মল !
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার কণিত ;
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত।
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর ;
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর।
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা ; (১)
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া।
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে ;
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে।
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথে পুলিনের সম ;
দুই দিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন।
রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন ;
দুই পার্শ্ব দেখি চলে আনন্দিত মন।
গৌড় (২) সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ;
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে ;
আপন ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে। (৩)
তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ ;
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য চন্দন।
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুহার হইল আনন্দ।

---

১ পঞ্চদশ দিন—অর্থাৎ যে ১৫ দিন জগন্নাথ পরদার অন্তরালে ছিলেন।

২ গৌড়—গৌড় দেশীয় মল্ল।

৩ আপন ইচ্ছায়—অন্য পাঠ 'ঈশ্বর ইচ্ছায়'।

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য চন্দন ;
স্বরূপ শ্রীবাস যাঁহা মুখ্য দুই জন।
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন ;
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন।
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ;
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাঁটিয়া।
নিত্যানন্দাদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে ;
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান ;
আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান :—
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ;
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ। (১)
অদ্বৈতেরে তাঁহা নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ,
শ্রীরাম পণ্ডিত ; তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ।
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায় ;
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ;
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন, আর দুই জন ;
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন।
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ;
হরিদাস, বিষ্ণু দাস, রাঘব, যাঁহা গায় ;
মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—দুই সহোদর ;
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ ;
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।
শান্তিপুরের আচার্য্যের আর সম্প্রদায় ;
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সবে গায়।

---

১ শ্রীগোবিন্দানন্দ—'শ্রীলগোবিন্দ' ; 'শ্রীগোবিন্দ' এইরূপ পাঠও আছে।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন;
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়;
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়।
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল;
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল।
বৈষ্ণবের ঘটা মেঘে হইল বাদল;
কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র জল।
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি;
অন্যবাদ্যাদিক ধ্বনি কিছুই না শুনি।
সাত ঠাঁঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি;
'জয় জগন্নাথ'! বলে হস্তযুগ তুলি।
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ;
এককালে সাত ঠাঁঞি করিল বিলাস।
সবে কহে 'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়;
অন্য ঠাঁঞি নাহি যান আমার দয়ায়'।
কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি;
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধ ভক্তি।
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত;
সংকীর্ত্তন দেখি রথ করিল স্থগিত।
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়;
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়।
কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা;
কাশীমিশ্র কহে 'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা'।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি;
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি।
যাঁরে কৃপা তাঁর, সে তাঁরে চিনিতে পারে;
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে।
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন;
সেইত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন।

সাক্ষাৎ না দেয় দেখা, পরোক্ষেতে দয়া ;
কে বুঝিতে পারে চৈতন্য চন্দ্রের এই মায়া ?
সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র, দুই মহাশয় ;
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়।
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ;
আপনে গায়েন, নাচান নিজ ভক্তগণ।
কভু এক মূর্ত্তি, কভু হয় বহু মূর্ত্তি ;
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি।
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান ;
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান।
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে ;
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে।
ভক্তগণ অনুভাবে নাহি জানে আন ;
শ্রীভাবগত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ। (১)
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে ;
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে।
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ ;
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ।
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন ;
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ;
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ।
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ;
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল।
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ;
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ;
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন।

১। শ্রীভাগবতশাস্ত্র—যেমন রাসলীলায় সময় গোপীগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে 'কৃষ্ণ আমার নিকটেই আছেন'; ভক্তগণও সেইরূপ 'প্রভু আমার নিকটে' এইরূপ অনুভব করিলেন।

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় ;
আর সব সম্প্রদায় চারিদিগে গায়।
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত ;
ঊর্দ্ধ মুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টচত্বারিংশশ্লোক স্তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্থ তৃতীয় বিলাসে একষষ্ঠ্যঙ্কধৃত মহাভারতঞ্চ

'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ' ॥ ১৫৮ ॥

'ব্রহ্মণ্যদেবায়' ব্রহ্মণ্যঃ বিষ্ণুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি তস্মৈ 'নমঃ' নমস্কারং করোমীত্যর্থঃ 'গোব্রাহ্মণ হিতায়' গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতকারিণে; তথা 'জগদ্ধিতায়' জগৎবাসিনাং হিতকারিণে 'কৃষ্ণায়' 'গোবিন্দায়' 'নমোনমঃ ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার! তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব ও গোব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের মঙ্গলদায়ক এবং গোবিন্দ; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাধিকশতাঙ্কধৃত মুকুন্দদেব বাক্যং—

'জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ' ॥ ১৫৯ ॥

'বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ' যদুবংশোজ্জ্বলকারী 'মেঘ শ্যামলঃ' মেঘবৎ শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণোঽস্যাস্তীতি। 'মুকুন্দঃ' মুক্তিং দদাতীতি। 'জয়তি জয়তি' মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১৫৯ ॥

বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ ভগবান্ দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন্! তাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যাম ও অঙ্গ সকল অতি কোমল; তাঁহার জয় হউক! তিনি ভূভার হরণকারী ও মুক্তিদাতা; তাঁহার জয় হউক! ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে চতুর্বিংশতি-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈর্দোভিরস্যন্ন ধর্ম্মং;
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং' ॥ ১৬০ ॥

'জননিবাসঃ' জনানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ তেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়া যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'জয়তি' সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কথম্ভূতঃ 'দেবকী জন্মবাদঃ' দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদঃ বাদমাত্রং অপবাদো যস্য সঃ; 'যদুবরপরিষৎ' যদুবরা যদুবংশীয়ানামিত্যর্থঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ; লীলার্থং 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'দোভিঃ' বাহুভিঃ 'অধর্ম্মং' 'অস্যন্' ক্ষিপন্ দূরীকুর্ব্বন্ সন্ ইত্যর্থঃ 'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ' স্থিরচরাণাং বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমাদীনং বৃজিনং দুঃখং হন্তি যঃ সঃ যদ্বা স্থির চরাণাং জীবানাং বৃজিনং পাপং হন্তি যঃ সঃ; 'সুস্মিত শ্রীমুখেন' সুস্মিতেন মন্দহাস্যযুক্তেন শ্রীমতা মুখেন 'ব্রজপুর বনিতানাং' ব্রজ বনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ 'কামদেবং' কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজীগষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ 'বর্দ্ধয়ন্' সন্ ॥ ১৬০ ॥

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্যামীরূপে বাস করিতেছেন; 'দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন' এই কথা যাঁহার অপবাদ; যদুবংশীয়দিগের পরিষৎ যাঁহার সেবকরূপা; যিনি স্বকীয় বাহুবলে অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন; যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখাপহারী; এবং যিনি শ্রীমুখের মন্দ হাস্য দ্বারা

ব্রজবধূ ও পুরবধূদিগের অনঙ্গোৎসব বর্দ্ধন করেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৬০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং ত্রিষষ্ঠিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত শ্লোকঃ—

'নাহং বিপ্রো নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ' ॥ ১৬১ ॥

'অহং' 'বিপ্রঃ' বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ 'ন' 'নরপতিঃ' 'ন' 'বৈশ্যঃ' 'ন' 'শূদ্রঃ' 'ন' 'বর্ণী' ক্ষত্রিয়ঃ 'ন' 'গৃহপতিঃ' গৃহস্থঃ 'ন' 'বনস্থঃ' বানপ্রস্থঃ 'বা' অথবা 'যতিঃ' ভিক্ষুঃ 'নো' ন স্যামিত্যর্থঃ। 'কিন্তু' 'গোপীভর্ত্তুঃ' গোপাঙ্গনানাং স্বামিনো নন্দনন্দনস্য 'পদকমলয়োঃ' 'দাসদাসানুদাসঃ' দাসানাং দাসাস্তেষামনু দাসোঽহমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য গোপীভর্ত্তুঃ 'প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধেঃ' প্রোদ্যৎ উন্মীলৎ নিখিল পরমানন্দানাং যৎ পূর্ণামৃতং তস্য অব্ধেঃ সমুদ্রস্য ॥ ১৬১ ॥

আমি বিপ্র নই, রাজাও নই; বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, অথবা গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতী, এ সকলের কিছুই নই; কিন্তু নিখিল পরমানন্দের যিনি পূর্ণ প্রকাশ ও পরিপূর্ণ অমৃতসাগর; সেই গোপীবল্লভের দাসদিগের দাসানুদাস হই ॥ ১৬১ ॥

এত পড়ি প্রভু পুনঃ করিল প্রণাম;
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্।
উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত (১) আকার।

---

১ অলাত আকার—কোন পুথিতে 'অনাথ আকার' এই পাঠ আছে। অলাত—দগ্ধ অঙ্গার।

নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল ;
সসাগর শৈল মহী করে টলমল।
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ ;
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায় ;
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হাত পসারিয়া ;
প্রভুরে ধরিতে বুলে আশপাশ ধাঞা।
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ;
'হরিবোল হরিবোল' বলে বার বার।
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল ;
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল।
কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ;
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ।
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ;
মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ।
হরিচন্দনের (১) স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ;
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া।
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন ;
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন।
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে 'হও এক পাশ'।
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে ;
বার বার ঠেলে ; তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে।
চাপড় মারিয়া তাঁরে কৈল নিবারণ ;
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈল সে হরিচন্দন।
ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ;
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তাঁরে।

---

১ হরিচন্দন—উৎকল রাজের প্রধান অমাত্য।

'ভাগ্যবান্ তুমি, ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা;
আমার ভাগ্যে নাহি; তুমি কৃতার্থ হইলা'।
প্রভু নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার;
অন্য আছুক, জগন্নাথের আনন্দ অপার।
রথ স্থির কৈল; আগে না করে গমন;
অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন।
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস;
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখেতে হাঁস।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার;
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।
মাংস ব্রণ সহ রোম বৃন্দ পুলকিত;
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়;
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম;
জ জ, গ গ, জ জ, গ গ, গদ্গদ বচন।
জল যন্ত্র ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল;
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহ কান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ;
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম।
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়;
শুষ্ক কাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয়।
কভু ভূমি পড়ি প্রভু শ্বাস হয় হীন;
যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ।
কভু নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন;
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্ব বহে যেন।
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান;
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তিহোঁ মহা ভাগ্যবান্।
এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ;
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।

তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা;
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলা।

তথাহি পদং

'সেই ত পরাণনাথ পাইনু;
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু' ॥ ধ্রু ॥১৬২॥

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর;
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর।
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন;
আগে নৃত্য করি চলেন শচীর নন্দন।
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায়;
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায়।
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়;
শ্রীহস্ত যুগলে করে গীত অভিনয়।
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে;
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে।
এইমত গৌর শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি;
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী।
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর;
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্ল্যাং অশীত্যধিক ত্রিশতাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকা বচনং

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালিতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎ কণ্ঠ্যতে'॥১৬৩॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬ শ্লোকে ৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৬৩ ॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ;
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার।
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ;
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান।
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন।
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল ;
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল।
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ;
'সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ;
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতি, ঘোড়া, রথধ্বনি ;
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি।
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রগণ ;
তাহাঁ গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন ;
সেই সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।
আমা লয়ে পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে ;
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে'।
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা বচন ;
পূর্ব্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিয়াছি বর্ণন।
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ;
সে সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক।
স্বরূপ গোঁসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার।
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ;
নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক করেন্ পঠন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চ-ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি গোপীবাক্যং

'আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ' ॥ ১৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮ শ্লোকে ১০পৃঃ দেখ ॥ ১৬৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

'অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি ;
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাও যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন !
ব্রজ আমার সদন, তাহে তোমার সঙ্গম
না পাইলে, না রবে জীবন ॥ ধ্রু ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, (১)
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায় ;
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়।
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে ;
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, (২) লোক হাঁসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে।

১ এবে সাক্ষাৎ আমারে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা হইয়া বলিতেছেন। মহাপ্রভু রাধিকাবাক্যে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতেছেন। এই ত্রিপদী গুলিতে পূর্ব্বোক্ত ১৬৪ শ্লোকের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২ তারে ধ্যান শিক্ষা কর—আমার যে মনকে যত্ন করিয়াও বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না ; তাহাকে তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র। অর্থাৎ

নহে গোপী যোগেশ্বর! তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ;
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি গোপীর আর বাড়ে রোষ।
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাঁহা তার?
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার;
বিরহ সমুদ্র জলে, কাম তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার।
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা;
সে ব্রজের ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ—
বড় চিত্র! কেমনে পাসরিলা?
বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ—
তুমি, তোমায় নাহি দোষাভাস;
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজ জন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস।
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ
ব্রজ জনের হৃদয় বিদরে;
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জীয়াও দুঃখ সহিবারে? (১)
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়;
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়?

আমরা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের উপযুক্তা নহি; আমরা কেবল তোমার নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম চাই।

১ কেন জীয়াও ইত্যাদি—হয় ব্রজবাসীদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলাও; না হয় ব্রজে গমন করিয়া তাহাদিগের জীবনদান কর; দর্শন না দিয়া দুঃখ দিবার জন্য এরূপে কেন জীবিত রাখিয়াছ জানিনা।

তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ ;
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ'।

পুনর্যথারাগেণ।

'শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন ;
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন্ কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন।
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্য বচন ;
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ জানে কোন জন ?॥ ধ্রু ॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ সম ;
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন।
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ;
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল।
প্রিয়া প্রিয় সঙ্গ হীনা, প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এসত্য প্রমাণ ;
"মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,"
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ।
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয় হিতে ;
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে।

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি ;
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই যদু পুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি।
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল ;
লুকাইয়া আমা আনে, ক্রীড়া করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ (১) আনিবে সত্বর।
যাদবের বিপক্ষ, দুষ্ট যত কংস পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয় ;
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম জানিহ নিশ্চয়।
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ;
যেবা স্ত্রী পুত্র ধন, করি রাজ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া।
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে ;
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজ বধূ তোমা সনে,
বিলাসিব রজনী দিবসে'
এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল ;
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীতি হইল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে এক-ত্রিংশ শ্লোকে গোপীঃপ্রতি কৃষ্ণ বাক্যং

'ময়ি ভক্তি হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ' ॥ ১৬৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৮০ শ্লোকে ১০০ পৃঃ দেখ।

---

১ প্রকটেহ আনিবে সত্বর—আমার দেহান্তর্ধানেও তোমার সহিত মিলিত হইব।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ;
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে।
নৃত্য কালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাঞা।
স্বরূপ গোঁসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ;
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন।
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ;
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন।
ভাবা বেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া ;
তর্জ্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা।
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর ;
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর।
প্রভু ভাব অনুরূপ স্বরূপের গান ;
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান।
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ কমল ;
তাহার উপর সুন্দর নয়ন যুগল।
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝল মল ;
মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল।
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু উথলিল ;
উন্মাদ ঝঞ্ঝনাবাত তৎক্ষণে উঠিল।
আনন্দ উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ;
নানা ভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ।
ভাবোদয়, ভাব শান্তি, সন্ধি সাবল্য ;
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী স্বভাব প্রাবল্য।
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল ;
ভাব পুষ্প দ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল।
দেখিতে লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন ;
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সবার মন।
জগন্নাথ সেবক, যত রাজ পাত্রগণ,
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ;

প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার !
কৃষ্ণ প্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার।
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল ;
নৃত্যে নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল।
অন্যের কি কায, জগন্নাথ হলধর
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলিলা মন্থর।
কভু সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখে রথ রাখি ;
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী।
এই মত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে ;
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে।
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল ;
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল।
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার ;
'ছিছি ! বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার !
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান ;
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি ছিলা অন্য স্থান'।
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে ;(১)
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে, মিলিবার মনে।
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান ;
বাহ্যে কিছু রোষাভাষ কৈলা ভগবান্।
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে 'তুমি না কর সংশয়।

---

১ হাড়ির সেবনে—রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের রথাগ্রে অতি দীন বেশে হাড়ির ন্যায় সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ ঝাঁট দিতে দিতে যাইতেছিলেন ; তাহা দেখিয়া চৈতন্য প্রভু যদিও তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মন না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বিষয়ীর সহিত মিলিত হইয়া ভোগাভিলাষী হইয়া যায় এই ভয়ে বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিলেন। অভিপ্রায় এই যেন কেহ কখন বিষয়ীর সংস্পর্শ না করে।

'তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন ;
তোমা লক্ষ্য করি শিক্ষায়েন নিজগণ।
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন ;
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন।'
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা ;
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া।
ঠেলিতে চলিল রথ হড় হড় করি ;
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি।
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে ;
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে।
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথাগ্রে আইলা ;
জগন্নাথ আগে নৃত্য করিয়া চলিলা।
চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি স্থানে ; (১)
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে।
বামে বিপ্র শাসন নারিকেল বন ;
ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন।
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ;
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন।
সেই স্থলে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম ;
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন।
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ ;
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ।
রাজা, রাজমহিষী বৃন্দ, পাত্র মিত্রগণ ;
নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন ;
নানা দেশের যাত্রিক, দেশী যত জন ;
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ।

---

১ বল গণ্ডি স্থানে—জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচামন্দিরের প্রায় মধ্যপথে এই স্থান ; ইহার এক দিকে জগন্নাথ বল্লভ নামক পুষ্পোদ্যান ও অপর দিকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সজ্জনের নিবাস ভূমি। এখানে জগন্নাথের মাসীর বাটী আছে ; মাসীর নিকট খুদের পিঠা না খাইয়া জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন না।

আগে, পাছে, দুই পার্শ্বে, উদ্যানের বনে,
যেই যাঁহা পায়, লাগায় নাহিক নিয়মে।
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল ;
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ;
পুষ্পোদ্যান গৃহ পিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া।
নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম ;
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন।
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম ;
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম।
এইত কহিল প্রভুর মহা সংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন।
এই লীলা মহাপ্রভুর গোঁসাঞি শ্রীরূপ
বর্ণিয়াছেন উত্তম করি অতি অপরূপ। (১)

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে সপ্তম শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে
রদভ্র প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনু বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মেপুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং'। ১৬৬।

'সঃ' 'চৈতন্যঃ' 'মে' মম 'দৃশোঃ' নেত্রয়োঃ 'পদং' গোচরং 'পুনরপি' 'যাস্যতি' 'কিং'? কীদৃশঃ 'রথারূঢ়স্য' 'নীলাচল পতেঃ' জগন্নাথস্য 'আরাৎ' নিকটে 'অধিপদবী' অধিপদং অধিষ্ঠান মস্যাস্তীতি অবস্থান কারী পুনঃ 'অদভ্র প্রেমোর্ম্মি স্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ' অদভ্রং অনল্পং প্রভূত মিত্যর্থঃ প্রেম তস্য উর্ম্মিণা তরঙ্গেন স্ফুরিতং প্রকটীকৃতং যৎ নটনং নর্ত্তনং

১ এই লীলা ইত্যাদি—অন্য গ্রন্থে এই পয়ারের বিভিন্ন পাঠ আছে, যথাঃ—
'রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ;
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন বর্ণন'।

তস্য উল্লাসেন আনন্দেন বিবশঃ অবশাঙ্গ ইত্যর্থঃ পুনঃ 'সহর্ষং' যথ্যাস্যাৎ তথা গায়ন্তিঃ কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তিঃ 'বৈষ্ণব জনৈঃ' স্বগণৈঃ 'পরিবৃততনুঃ' পরিবৃতা তনুর্যস্য সঃ ॥ ১৬৬ ॥

যিনি প্রভুত প্রেম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িতেন; এবং যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে সংকীর্ত্তন করিতেন; সেই চৈতন্য দেব আর কি আমার নয়ন গোচর হইবেন? ॥ ১৬৬ ॥

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়;
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃপ্রেম্না ননর্ত্ত সঃ।১৬৭

'সঃ' 'গৌরঃ' 'আত্মবৃন্দৈঃ' নিজগণৈঃ সহ 'শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং' লক্ষ্মীদেব্যাঃ বিজয়োৎসবং নাম পর্ব্বং 'পশ্যন্' সন্ 'গোপীরসোল্লাসং' গোপিকানাং কেলিকৌতুকং 'শ্রুত্বা' 'হৃষ্টঃ' সন্ 'প্রেম্না' প্রেমানন্দেন 'ননর্ত্ত'। ১৬৭।

গৌরচন্দ্র নিজভক্ত গণের সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া এবং গোপীদিগের রসকৌতুক শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ও প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥১৬৭॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ!
জয় শ্রোতাগণ! যার গৌর প্রাণধন।
এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে;
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে।
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ;
একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ।
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড় হাত হঞা;
প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া।
আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন;
নৃপতি বৈকুল্যে করে পাদ সম্বাহন। (১)
রাস লীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন;
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করেন পঠন; (২)
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার;
বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার।
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল;
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল।
'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন;
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন'।
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার;
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জল ধার।

---

১ বৈকুল্যে—'নৈপুণ্যে' পাঠও আছে।

২ জয়তি তেঽধিকং পঠন—ইহার পর নৃত্যলাল শীলের পুস্তকে 'জয়তি তে' শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু অন্য অন্য পুঁথিতে তাহা দেখা গেল না। শ্লোকটী এই:—

'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্তয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে'।

ভাগবত ১০ স্কঃ ৩১ অঃ ১ শ্লোঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভি রীড়িতং কল্মষাপহং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ' ॥১৬৮॥

'যে' 'জনাঃ' 'তব' 'কথামৃতং' কথৈব অমৃতং 'ভুবি' পৃথিব্যাং 'আততং' বিস্তারিতং যথা ভবতি তথা 'গৃণন্তি' নিরূপয়ন্তি কর্ণাভ্যাং পায়য়ন্তীত্যর্থঃ তে 'ভূরিদাঃ' বহু দাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ যদ্বা 'ভূরিদাঃ' পূর্ব্ব জন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ কথ ম্মৃতং কথামৃতং 'তপ্ত জীবনং' তপ্তানাং সন্তাপিতানাং জীবনস্বরূপং পুনঃ 'কবিভিঃ' ব্রহ্মবিদ্ভিঃ অপি 'ঈড়িতং' স্তুতং দেব ভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তচ্ছীকৃতং পুনঃ 'কল্মষাপহং' পাপনাশকং কাম কর্ম্ম নিরসন মিত্যর্থঃ পুনঃ 'শ্রবণ মঙ্গলং' শ্রবণ মাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং কিঞ্চ 'শ্রীমৎ' সুশান্তং তত্তু মাদকং। এতদুক্তং ভবতি যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে ঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুন র্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি। ১৬৮।

হে প্রিয়! তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের সংপূজিত, এবং পাপনাশক; উহা শ্রবণে মঙ্গল হয় এবং উহা শান্তিপ্রদ; পৃথিবীতলে বিস্তারিতরূপে যাঁহারা তাহা পান করান্ তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ (বহুদান করিয়া থাকেন) এবং ধন্য ॥ ১৬৮ ॥

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন;
ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন্ জন?
পূর্ব্ব সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল;
অনুসন্ধান বিনা কৃপাপ্রসাদ করিল।
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল;
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল।

প্রভু বলে 'কে তুমি? করিলা মোর হিত;
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ লীলামৃত'।
রাজা কহে 'আমি তোমার দাসের দাস;
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ'।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল;
'কারে না কহিবে' এই নিষেধ করিল।
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ;
অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস।
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে;
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে।
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা;
যোড় হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ;
বাণী নাথ প্রসাদ লঞা কৈলা আগমন।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া;
প্রসাদ পাঠাইলা রাজা বহুত করিয়া।
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত;
নিসকড়ি (১) প্রসাদ আইল যার নাই অন্ত।
ছেনা পানা পাকা (২) আম্র নারিকেল কাঁঠাল;
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল।
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপুর;
বাদাম, ছোয়ারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর;
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার;
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।
অমৃত মণ্ডা ছানা বড়া আর কর্পূর কুপী;
রসামৃত, সর ভাজা আর সরপুপী।
হরি বল্লভ, সেবতী, কর্পূর মালতী;
ডালিম, মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতী।

---

১ নিসকড়ি—সকড়ি বা পক্ক দ্রব্য ব্যতীত।

২ পাকা আম্র—অন্য পাঠ 'পেঁড় আম্র'।

পদ্মচিনি, চন্দ্র কান্তি, খাজা খণ্ডসার;
বিয়ড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার;
ফুল ফল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার। (১)
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী;
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।
লেম্বু কুলি আদি নানা প্রকার আচার;
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন;
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন।
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন';
এই সুখে মহাপ্রভুর যুড়ায় নয়ন।
কেয়াপাত্র দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত;
একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত।
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়;
তা সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়।
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা;
পরিবেশন করিবারে আপনি লাগিলা।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন;
স্বরূপ গোঁসাই তবে কৈল নিবেদন।
'আপনি বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে;
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে'।
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা;
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া।
ভোজন করি বসিলা সবে করি আচমন;
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন।

---

১ খণ্ডের বিকার—একখানি প্রাচীন পুঁথিতে ইহার পর এই পয়ারটী আছে:—
'নানা বিধ পক অন্ন অতি সুমধুর; চিনি পাক করি তাহে প্রচুর কর্পূর।' কিন্তু পূর্ব্বে যখন নিসকড়ি প্রসাদ বলা হইয়াছে, তখন পকান্ন না থাকার সম্ভব।

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে ;
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায় ভোজনে।
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি ;
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি।
'হরিবোল' বলি কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায় ;
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়।
ইঁহা জগন্নাথের রথ চলন সময় ;
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায়।
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিল ;
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইল।
মহামল্লগণ দিল রথ চালাইতে ;
আপনি লাগিল ; রথ না পারে টানিতে।
ব্যগ্র হৈয়া আনি রাজা মত্ত হস্তীগণ ;
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন।
মত্ত হস্তীগণ টানে যত তার বল ;
একপদ না চলে রথ হইল অচল।
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া ;
মত্ত হস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া।
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার ;
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার।
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ;
নিজগণে রথের কাছি টানিবারে দিল।
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ;
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায় ;
আপনি চলিল রথ টানিতে না হয়।
আনন্দে করয়ে লোক 'জয় জয়' ধ্বনি ;
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি।
নিমিষেতে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ;
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার।

'জয় গৌরচন্দ্র'! 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'!
এইমত কোলাহল করে লোক ধন্য।
দেখিয়া প্রতাপ রুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে;
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে।
পাণ্ডু (১) বিজয় তবে করে সেবক গণে;
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে।
সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা;
জগন্নাথের স্নানভোজন হইতে লাগিলা।
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ;
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন।
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল;
দেখি সব লোক প্রেম সাগরে ভাসিল।
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল;
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল।
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল;
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল।
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিনে;
এক এক দিন করি করিল বণ্টনে।
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল;
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল।
এক দিনে নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি;
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি।
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখে জগন্নাথ;
সংকীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাত।
কভু অদ্বৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ;
কভু হরিদাস নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ।
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে;
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে।

---

১ পাণ্ডুবিজয়—রথ হইতে অবতরণ করিয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ দেবের যাত্রা করার নাম পাণ্ডুবিজয়।

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান ;
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা এই হৈল জ্ঞানে ;
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে।
নানোদ্যানে ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা ;
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করে জল খেলা। (১)
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া ;
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া।
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল ;
জল মণ্ডুক বাদ্যসনে বাজায় করতল।
দুই দুই জনে মেলি করে জলরণ ;
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দে জল ফেলাফেলি ;
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি।
বিদ্যানিধির জল কেলি স্বরূপের সনে ;
গুপ্ত দত্ত জলকেলি করে দুই জনে।
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর ;
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায় ;
গাম্ভীর্য্য গেল দুঁহার হৈল শিশু প্রায়।
মহাপ্রভু দুঁহাকার চাঞ্চল্য দেখিয়া ;
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাঁসিয়া :—
'পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন ;
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন'।
গোপীনাথ কহে 'তোমার কৃপা মহা সিন্ধু ;
উছলিত হয় যবে তার এক বিন্দু ;
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই খণ্ড শৈল, ইহার কি কথা ?

---

১ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে—গুণ্ডিচা মন্দিরের অনতিদূরে এই সরোবর প্রতিষ্ঠিত ; জগন্নাথ বিগ্রহ প্রকাশক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের খোদিত বলিয়া ইহা তাঁহারই নামে পরিচিত।

'শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার;
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার'!
হাঁসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল;
জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল।
আপনি তাঁহার উপর করিল শয়ন;
শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল প্রকটন।
অদ্বৈত নিজ শক্তি প্রকট করিয়া;
মহা প্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া।
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ;
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ;
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন।
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল;
মহাপ্রভুর গণ সেই প্রসাদ খাইল।
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন;
নিশিতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন।
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন;
প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া;
বৃন্দাবন বিহার করেন ভক্তগণ লঞা।
বৃক্ষ বল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে;
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে।
প্রতি বৃক্ষ তলে প্রভু করেন নর্ত্তন;
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন।
এক এক বৃক্ষ তলে এক এক গায়;
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়।
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে;
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে।
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়;
দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়।

এইমত কতক্ষণ করি বন লীলা ;
নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা।
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইল উদ্যানে ;
ভোজন লীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ;
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ।
জগন্নাথ বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম ;
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম।
হোরা পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ; (১)
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া :—
'কল্য হোরা পঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয় ;
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়।
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ;
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার।
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ;
চিত্র বস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে।
ধ্বজ বৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন ;
নানা বাদ্য নৃত্যে দোলা করহ সাজন।
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ;
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার।
সেইত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন'।
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ;
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা (২)।

---

১ হোরাপঞ্চমী—রথ যাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব হয়। জগন্নাথ মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ আছে ; জগন্নাথ মন্দির হইতে গুণ্ডিচাতে ব্রজবিহার করিতে গেলে লক্ষ্মী ক্রোধাবেশে সাজসজ্জা করিয়া দাসী সঙ্গে মন্দির হইতে বাহির হন ও জগন্নাথের সেবকগণকে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া বন্ধন করেন। সেবকগণ ২।৪ দিন পরে জগন্নাথকে আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন।

২ সুন্দরাচল—যেখানে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত তাহার নাম সুন্দরাচল ; এবং যেখানে

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ;
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে।
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা।
রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ;
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল :—
'যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারিকা বিহার ;
সহজ প্রকট করে পরম উদার ;
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার।
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ ;
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন।
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল ;
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে ;
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে"?
স্বরূপ কহে 'শুন প্রভু কারণ ইহার ;
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার।
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ;
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন'।
প্রভু কহে 'যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন ;
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন।
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে ;
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ ;
তবে কেন লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ' ?
স্বরূপ কহে 'প্রেমবতীর এইত স্বভাব ;
কান্তের ঔদাস্য ভাবে হয় ক্রোধভাব'।

জগন্নাথের নিত্য মন্দির স্থিত তাহার নাম নীলাচল। গুণ্ডিচার বেদি যজ্ঞ বেদি ও নীলাচলের বেদি রত্নবেদি নামে অভিহিত।

হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন
সুবর্ণের চৌদলা করিয়া আরোহণ ;
ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ ;
নানাবাদ্য—আগে নাচে দেব দাসী গণ॥
তাম্বুল সম্পুট ঝারি ব্যজন চামর ;
সাতে দাসী শত যার দিব্য ভূষাম্বর ;
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার ;
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণ ;
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধন।
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ;
চোরে দণ্ড করে যেন—লয় নানা ধনে॥
অচেতনবৎ তার করেন তাড়নে ;
নানা মত গালি দেন ভণ্ড বচনে।
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভা দেখিয়া
হাঁসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া।
দামোদর কহে 'ঐছে মানের প্রকার ;
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর।
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ;
ভূমে বসি নখে লেখে মলিন বদন।
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এই বিধ মান ;
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান।
ইহো সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া ;
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজিয়া'।
প্রভু কহে 'কহ ব্রজের মানের প্রকার'।
স্বরূপ কহে 'গোপীমান নদী শত ধার।
নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তি, বহু ভেদ ;
সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ ;
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ;
এক দুই ভেদে করাই দিগ্‌দরশন।

'মানে কেহ হয় ধীরা, কেহ ত অধীরা ;
এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা।
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান ;
নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান।
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন ;
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন।
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ ;
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয় নিরসন। (১)
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ;
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন।
ধীরাধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস ;
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস।
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী বিভেদ।
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ;
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন।
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ ;
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ।
কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ হয় সমা ;
স্ব স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম সীমা।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ ;
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ'।
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ;
'কহ কহ দামোদর' বলে বার বার।
দামোদর কহে 'কৃষ্ণ রসিক শেখর ;
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর।
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন ;
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ।

১ সোল্লুণ্ঠ বাক্যে...নিরসন—পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করে।

'গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ;
অতএব করে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতি শ্লোকে পরিক্ষীতং প্রতি শুকদেব বাক্যং

'এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্য কামোঽনুরতা বলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথা রসাশ্রয়াঃ' ॥ ১৬৯ ॥

'সঃ' 'সত্যকামঃ' সত্যসংকল্পঃ 'অনুরতাবলাগণঃ' অনুরতঃ অনুরক্তঃ অবলাগণঃ স্ত্রীগণঃ যস্মিন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'আত্মনি' অন্তর্মনসি 'অবরুদ্ধসৌরতঃ' অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ কন্দর্পঃ যেন তাদৃশঃ সন্ 'এবং' প্রকারেণ 'সর্ব্বাঃ' নিশাঃ' 'সিষেব' সেবিতবান্ কথম্ভূতাঃ নিশাঃ 'শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ' শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসা স্তেষামাশ্রয়ভূতাঃ পুনঃ 'শশঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ' চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৬৯ ॥

সেই সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে কন্দর্প রোধ করিয়া সেই সকল জ্যোৎস্নাময়ী এবং কবি বর্ণিত রসভাব-পূর্ণা শারদীয় নিশায় অনুরক্তা স্ত্রীদিগের সহিত এই প্রকারে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৬৯ ॥

'বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ;
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন।
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী;
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খনি।
বয়সে মধ্যমা তিঁহ স্বভাবেতে সমা;
গাঢ় প্রেমভাব তিঁহ নিরন্তর বামা।
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর;
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর'।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতো রহেতোশ্চ যূনো র্মান উদঞ্চতি' ॥ ১৭০ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮৬ শ্লোকে ১৬৩-১৬৪ পৃঃ দেখ ॥ ১৭০ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর;
'কহ কহ' কহে প্রভু; বলে দামোদর।
'অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম;
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দগ্ধবান্ হেম।
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে;
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে।
অষ্ট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারি আর;
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার।
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত;
বিৰ্ব্বোক মোট্টাইত আর মৌগ্ধ্য চকিত।
এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ;
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণ সুখাব্দি তরঙ্গ।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ;
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ মন।
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন
দান ঘাটী পথে; যবে বৰ্জ্জেন গমন;
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে;
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে;
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম;
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারি মূল কারণ।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে এক সপ্ততিশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'গৰ্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয় ক্রুধাং
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং' ॥ ১৭১ ॥

'গর্ব্বাভিলাষরুদিত স্মিতাসূয়া ভয় ক্রুধাং' গর্ব্বঃ অহঙ্কারঃ অভিলাষঃ বাসনা রুদিতং রোদনং স্মিতং মন্দহাস্যং অসূয়া গুণেষু দোষারোপঃ ভয়ং ক্রুধ্ ক্রোধঃএষাং সপ্তানাং 'হর্ষাৎ' দর্শনানন্দাৎ হেতোঃ 'সঙ্করীকরণং' সম্মীকরণং 'কিলকিঞ্চিতং' সংজ্ঞকং কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ১৭১ ॥

প্রিয়ের দর্শনানন্দ হেতু নায়িকার মনে গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের সামঞ্জস্য হইয়া যে ভাবোদ্গম হইয়া থাকে তাহার নাম কিলকিঞ্চিত ॥১৭১॥

'আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয় ;
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব হয়।
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রুদিত ;
ক্রোধ, অসূয়া, সহ আর মন্দ স্মিত।
নানা স্বাদু অষ্ট ভাব একত্র মিলন ;
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন।
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর,
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা মধুর।
এইভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন ;
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ'।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃকুঞ্চতী
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ'॥১৭২॥

'রাধায়াঃ' 'কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী' কিলকিঞ্চিতভাবেন স্তবকিনী পুষ্পস্তবক সদৃশা 'দৃষ্টিঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'শ্রিয়ং' মঙ্গলং 'ক্রিয়াৎ' কুর্য্যাৎ; কথম্ভূতায়াঃ রাধায়াঃ 'মাধবেন' কৃষ্ণেন 'পথি' মার্গে 'রুদ্ধায়াঃ' বাহুভ্যাং গমন রোধিতায়াঃ। কথম্ভূতা দৃষ্টিঃ 'অন্তঃ'। মনসি 'স্মেরতয়া' মন্দহাস্যতয়া করণয়া

'উজ্জ্বলা' প্রফুল্লিতা ; পুনঃ 'জলকণ ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা' নেত্রজলকণৈঃ ব্যাকীর্ণঃ আর্দ্রীভূতঃ পক্ষ্মাঙ্কুরঃ নবোদ্গত চক্ষুর্লোম যস্যাঃ ; 'কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা' কিঞ্চিৎ অল্পঃ পাটলিতঃ লোহিত বর্ণঃ অঞ্চলঃ চক্ষুঃ প্রান্তভাগো যস্যাঃ ; পুনঃ 'রসিকতোৎসিক্তা' রসিকতয়া রসেন উৎসিক্তা উৎসাহযুক্তা ; পুনঃ 'পুরঃ' অগ্রে 'কুঞ্চতী' মুদিতা ভবতী ; পুনঃ 'মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা' মধুরং সুন্দরং তথা ব্যাভুগ্নং বক্রং যথা স্যাৎ তথা তারা নেত্রতারকঃ উত্তরঃ উর্দ্ধ গমন শীলং যস্যাঃ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীরাধিকার কিলকিঞ্চিত ভাব জনিত কুসুমস্তবক সদৃশা দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। পথি মধ্যে মাধব কর্ত্তৃক গমন রোধ হইলে তিনি মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল, নবোদ্গত পক্ষ্মগুলি নেত্রজলে আকীর্ণ হইল ; অপাঙ্গ দুইটী ঈষৎ লোহিতবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল ; রসোচ্ছ্বাস হেতু চক্ষুঃ উৎসাহময় হইল ; নয়নাগ্র কুঞ্চিত হইয়া আসিল ; এবং কি সুন্দর ও বক্রভাবে তারা দুইটী উর্দ্ধগতি লাভ করিল ! ॥ ১৭২ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'বাস্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎ স্মিতং
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা
দানন্দং তমবাপ কোটি গুণিতং যোহভূন্নগীর্গোচরঃ' ॥১৭৩॥

'অসৌ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাধায়াঃ' 'আননং' মুখং 'বীক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'সঙ্গমাৎ' 'কোটিগুণিতং' 'তং' 'আনন্দং' 'অবাপ' প্রাপ 'যঃ' আনন্দঃ 'গীর্গোচরঃ' বাক্যগোচরঃ 'ন' 'অভূৎ' ; কীদৃশং আননং 'বাস্পব্যাকুলিতাঞ্চল চলন্নেত্রং' বাস্পেন ব্যাকুলিতঃ অরুণাঞ্চলঃ ঈষৎ লোহিতবর্ণ চক্ষুঃপ্রান্তভাগঃ তেন

চলৎ নেত্রং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'রসোল্লাসিতং' পুনঃ 'হেলোল্লাস চলাধরং' হেলায়াঃ শৃঙ্গার সূচক ক্রিয়ায়াঃ উল্লাসেন উৎসাহেন চলঃ চঞ্চলঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'কুটিলিতভ্রুযুগ্মং' কুটিলিতং বক্রিমং ভ্রুযুগ্মং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'উদ্যৎ স্মিতং' উদ্যৎ প্রকটিতং স্মিতং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং' কিলকিঞ্চিতেন অঞ্চিতং অভিব্যক্তং পরিলক্ষিতমিতিযাবৎ সুখমিতিশেষঃ যস্মিন্ তৎ ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীরাধার বাষ্পব্যাকুলিত অরুণাঞ্চল চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছে; রসোল্লাসে এবং কন্দর্পভাবে অধর কম্পিত হইতেছে; ভ্রুযুগল বক্রিম হইয়াছে; মুখারবিন্দে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইয়াছে; এবং কিলকিঞ্চিতহেতু সুখ অভিব্যক্ত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভাবপূরতি তাঁহার আনন সন্দর্শনে সঙ্গম হইতেও যে কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ॥ ১৭৩ ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন;
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন।
'বিলাসাদি ভাব ভূষার কহত লক্ষণ;
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন'।
তবেত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা;
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা।
'রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যাই;
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পাই।
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ;
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ'।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে সপ্তষষ্টি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'গতি স্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাং।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্টং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং' ॥ ১৭৪ ॥

'গতিস্থানাসনাদীনাং' গতিঃ প্রিয়সঙ্গমস্থানে গমনং স্থানং বিলাস-যোগ্যং আসনং উপবেশনযোগ্যমিত্যর্থ তেষাং সম্বন্ধে 'মুখনেত্রাদি-কর্ম্মণাং' মুখাদীনাং কর্ম্মাণি তেষাং 'তাৎকালিকং' তৎসাময়িকং 'বৈশিষ্টং' বিশিষ্টত্বং শোভনত্বমিতিযাবৎ 'বিলাসঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ। কথম্ভূতং বৈশিষ্টং 'প্রিয়সঙ্গজং' প্রিয়সঙ্গমেনোৎপন্নং ॥ ১৭৪ ॥

প্রিয়সঙ্গম স্থানে গমন, আসন ও উপবেশনাদি বিষয়ে মুখনেত্রাদির যে তাৎকালিক কর্ম্ম বৈশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম বিলাস; ইহা প্রিয় সঙ্গম নিমিত্ত উৎপন্ন হয় ॥ ১৭৪ ॥

'লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয়;
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয়।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে নবমসর্গে একাদশশ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত কুটিলাস্যা গতি রভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগ মাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য স্বালঙ্করণ বলিতাসীৎ প্রিয়মুদে' ॥ ১৭৫ ।

'পুরঃ' অগ্রে 'কৃষ্ণালোকাৎ' কৃষ্ণদর্শনাদ্ধেতোঃ 'অস্যাঃ' রাধায়াঃ 'গতিঃ' গমনং 'তিরশ্চীনং' ত্রিপ্রকারং যথা স্যাৎ তথা 'স্থগিত কুটিলা' স্থগিতা স্থিরা কুটিলা বক্রা চ 'অভূৎ'। যস্যাং গত্যাং 'কৃষ্ণাম্বর দরবৃতং' কৃষ্ণাম্বরেণ নীলবসনেন দরং অল্পং বৃতং আচ্ছাদিতং 'শ্রীমুখমপি' বভূব; 'নয়নযুগং' স্ফারং বিস্ফারিতং তথা 'চলত্তারং' চলন্তী চঞ্চলা তারা যস্মিন্ তৎ তথা 'আভুগ্নং' বক্রিমং অভূদিতিশেষঃ 'ইতি' ইত্থং প্রকারেণ 'সা' গতিঃ 'বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণ বলিতা' বিলাসনাম ভাবস্য স্বকীয় ভূষণেন যুক্তা সতী 'প্রিয়মুদে' কৃষ্ণসন্তোষায় 'আসীৎ' বভূব ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার গতি

স্থির ও কুটিলভাব ধারণ করিল; তাঁহার মুখারবিন্দ নীল বসনে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত হইলেও নয়নযুগল বিস্ফারিত, চঞ্চল এবং বক্রিম হইল; এবং বিলাসালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তিনি প্রিয়তমের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥১৭৫॥

'কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া;
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া।
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার;
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস মনোহরা
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতং' ॥ ১৭৬।

ললিতং নাম ভাবলক্ষণ মাহ। 'যত্র' ভাবে 'অঙ্গানাং' 'বিন্যাসভঙ্গিঃ' অঙ্গ বিস্তার পারিপাট্য মিত্যর্থঃ 'সুকুমারা' পরমসুন্দরী তথা 'ভ্রূবিলাস মনোহরা' ভ্রুবোর্বিলাসেন শোভয়া মনোহরা ভবেৎ 'তৎ' ললিতং নাম 'উদাহৃতং কথিতং ॥ ১৭৬ ॥

অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার ও ভ্রূবিলাস মনোহর হইলে, ললিত ভাব কহা গিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

'ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ;
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে নবম সর্গে চতুর্দ্দশ শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'হ্রিয়া তীর্য্যগ্‌ গ্রীবা চরণ কটি ভঙ্গী সুমধুরা
চলচ্চিল্লী বল্লী দলিত রতিনাথোর্জ্জিত ধনুঃ

প্রিয় প্রেমোল্লাসোল্লসিত ললিতা লালিত তনুঃ
প্রিয় প্রীত্যৈ সাসীদুদিত ললিতালঙ্কৃতি যুতা' ॥১৭৭॥

'সা' শ্রীরাধা 'উদিত ললিতালঙ্কৃতিযুতা' উদিতং সমদ্ভূতং ললিতংনামভাবঃ তদেব অলঙ্কৃতিঃ ভূষা তয়া যুতা সতী 'প্রিয়প্রীত্যৈ' প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দায় নিমিত্তায় 'আসীৎ' অভবৎ। কথম্ভূতা সা 'হ্রিয়া' লজ্জয়া 'তীর্য্যগ্-গ্রীবা' তীর্য্যক্ বক্রা গ্রীবা যস্যাঃ পুনঃ 'চরণ কটি ভঙ্গী সুমধুরা' চরণস্য কট্যা চ ভঙ্গ্যা বিন্যাসেন মাধুর্য্যময়ী; পুনঃ 'চলচ্চিল্লী বল্লী দলিত রতিনাথো-র্জ্জিতধনুঃ' চলন্তী চঞ্চলা চিল্লী ভ্রূরেব বল্লী লতা তয়া দলিতঃ নির্জ্জিতঃ রতি-নাথস্য কন্দর্পস্য উর্জ্জিতঃ প্রভাবান্বিতঃ ধনুর্যয়া সা। পুনঃ 'প্রিয়প্রেমো-ল্লাসোল্লসিত ললিতালালিততনুঃ' প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্নঃ উল্লসিতা বর্দ্ধিতা ললিতা নাম ভাবঃ তয়া লালিতা পালিতা তনুর্যস্যাঃ সা ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীরাধা ললিতভাব ভূষায় ভূষিতা হইয়া প্রিয়ের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিতেন; তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবাদেশ বক্রভাব ধারণ করিত; চরণ ও কটির ভঙ্গী সুমধুর হইত; ভ্রূলতার চঞ্চলতায় কন্দর্পের তেজস্বী ধনুঃও পরাজিত হইত এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাস বর্দ্ধিত হইয়া ললিতভাবে সমস্ত অঙ্গ ভাবময় হইত ॥ ১৭৭ ॥

'লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ;
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ।
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন;
কুট্টমিত নাম এই ভাব বিভূষণ।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে ত্রিসপ্ততি শ্লোকে তল্লক্ষণে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ' ॥১৭৮॥

'স্তনাধরাদিগ্রহণে' অর্থাৎ প্রিয়স্য আলিঙ্গনাদি বিষয়ে 'হৃৎপ্রীতৌ'

হৃদয়স্য প্রীতৌ সন্তোষে সত্যাং 'অপি' 'সম্ভ্রমাৎ' সখ্যগ্রে লজ্জা হেতুত্বাৎ 'ব্যথিতবৎ' 'বহিঃ' বাহ্যে 'ক্রোধঃ' ভবেদিতিশেষঃ এবম্ভূতং ভাব লক্ষণং 'কুট্ট, মিতং' 'বুধৈঃ' রসিকৈঃ 'প্রোক্তং' কথিতং ॥ ১৭৮ ॥

প্রিয় কর্তৃক অঙ্গাদি সংস্পৃষ্ট হেতু নায়িকা অন্তরে প্রসন্না হইলেও লজ্জা প্রযুক্ত (ব্যথিতের ন্যায়) বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এরূপ স্থলে পণ্ডিতেরা কুট্ট-মিত আখ্যা দেন ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ;
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ।
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন;
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভৎর্সন।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ—

'পাণিরোধ মবিরোধিত বাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুর স্মিতগর্ভাঃ
মাধবস্য কুরুতে করভোরু
র্হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ মুখেঽপি' ॥ ১৭৯ ॥

'করভোরুঃ' করভস্য হস্তিশাবকস্য করইব উরুর্যস্যাঃ সা শ্রীরাধা 'মাধবস্য' কৃষ্ণস্য' পাণিরোধং' নিজাঙ্গে হস্তার্পণ বারণং 'কুরুতে'; কীদৃশং পাণিরোধং 'অবিরোধিত বাঞ্ছং' অবিরোধিতা অনভীপ্সিতা বাঞ্ছা ইচ্ছা যস্মিন্ তং। পুন-রাহ সা মাধবায় 'মধুরস্মিতগর্ভাঃ' মধুরং স্মিতং গর্ভে অন্তরে যস্যাঃ তাঃ 'ভৎর্সনাশ্চ' নিন্দাশ্চ কুরুতে ইত্যর্থঃ। পুনরাহ সা 'মুখেঽপি' বাহ্যেঽপি নতু অন্তরে 'হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ' কৃষ্ণমানসহরণ শীলং তথা শুষ্কং প্রতারণা মূলকং রুদিতং রোদনং কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীরাধার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ হস্তার্পণ করিলে করভোরু রাধিকা অনিচ্ছা সত্বেও তাহা নিষেধ করিলেন; অন্তরে মধুর হাস্য

করিয়া মাধবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং মৌখিক শুষ্ক রোদন করিয়া প্রিয়তমের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

'এই মত আর সব ভাব বিভূষণ ;
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ;
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন'।
শ্রীবাস হাসিয়া কহে 'শুন দামোদর !
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর।
বৃন্দাবনের সম্পদ দেখ পুষ্প কিসলয় ;
গিরি ধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফল ময়।
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ;
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ।
"এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন"
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন।
"তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি ;
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্প বাড়ী।
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি।"
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ
কটি বস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন।
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি ;
ধন দণ্ড লয় আর করায় মিনতি।
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ;
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ।
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড় হাত :—
"কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ"।
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজ ঘর ;
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর।

'দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণ;
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসন''।
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস;
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস।
প্রভু কহে 'শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব;
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব।
দামোদর স্বরূপ ইঁহো শুদ্ধ ব্রজবাসী;
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি'।
স্বরূপ কহে 'শ্রীবাস! শুন সাবধানে;
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে।
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু;
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ তার নহে এক বিন্দু।
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্;
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম।
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন;
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ।
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন;
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন।
অনন্ত কামধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে;
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে।
সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত;
সহজগমন করে নৃত্য প্রতীত।
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান;
চিদানন্দ জ্যোতিম্মান্ যাঁহা মূর্ত্তিমান।
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ;
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কায'। (১)

---

১ চিন্তামণিময় ভূমি...প্রিয় সখীকায—মাধুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবন ধামের সকলই অলৌকিক। এখানকার রাজা একমাত্র পরমপুরুষ ভগবান্; ইঁহার ভূমি চিন্তামণি অর্থাৎ ভাগবতী চিন্তা পরিব্যাপ্ত; গৃহাদি দাস দাসীগণও চিন্তামণিময়; সেখানকার

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিষষ্টিতম শ্লোকঃ

'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমি শ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিচ' ॥ ১৮০।

যত্র বৃন্দাবনে 'কান্তাঃ' নায়িকাঃ 'শ্রিয়ঃ' লক্ষ্মী সমূহাঃ সন্তীতিশেষঃ 'কান্তঃ' নায়কঃ 'পরমপুরুষঃ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'দ্রুমাঃ' বৃক্ষাঃ 'কল্পতরবঃ' সন্তি 'ভূমিঃ' স্থানং 'চিন্তামণি গণময়ী' ভগবচ্চিন্তা পরিব্যাপ্তা 'তোয়ং' জলং 'অমৃতং' 'কথা' ভাষণং 'গানং' 'গমনমপি' পাদক্ষেপঃ 'নাট্যং' নৃত্যতুল্যং; যত্র 'বংশী' ভগবদ্‌বাণী 'প্রিয়সখী' ইব উপদিশতীত্যর্থঃ 'চিদানন্দ জ্যোতিঃ' ব্রহ্মানন্দ এব 'পরমং' শ্রেষ্ঠমপি 'তৎ' 'আস্বাদ্যং' সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ং ভবেদিতি শেষঃ ॥ ১৮০ ॥

বৃন্দাবনের কান্তাই লক্ষ্মীগণ, পরমপুরুষ ভগবান ইহার নায়ক; বৃক্ষ সকল কল্পতরু; ভূমি চিন্তামণি পরিব্যাপ্ত; সেখানকার জলই অমৃত; কথাই সঙ্গীত এবং গমনই নৃত্য; সেখানে ভগবদ্‌বংশী সখীর ন্যায় উপদেশ দেয় এবং পরম চিদানন্দজ্যোতি সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস-সামান্য নিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং ধৃত বিল্লমঙ্গল শ্লোকঃ।

'চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গার পুষ্পতরব স্তরবঃ সুরাণাং

বনাদি কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বর সেবা বাসনাদিই কামধেনু। সেখানকার অধিবাসীরা ভগবদিচ্ছা প্রতিপালন ও ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য ধনের প্রার্থী নহেন। এখানকার লক্ষ্মীর সমাজ অর্থাৎ গোভাদি লক্ষ্মী অপেক্ষাও অনুপম গুণ-শালিনী এবং কৃষ্ণবংশীই (ঈশ্বরবাণী) সখীর ন্যায় উপদেশাদি দেয়। এক চিদানন্দ-জ্যোতিঃ এখানে চিরবিরাজিত; প্রেমামৃতই এখানকার জল, লোকের কণ্ঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত ও সহজগমনই অনুপম নৃত্য। আদিঃ ১৬৭ পৃষ্ঠার ২ টীকা দেখ।

বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানিচেতি সুখসিন্ধু রহো বিভূতিঃ' ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে 'অঙ্গনানাং' ব্রজগোপীনাং 'চরণভূষণং' চিন্তামণিঃ স্যাৎ। 'শৃঙ্গার পুষ্পতরবঃ' কেলিবিষয়ে অনুকূলা কুঞ্জবৃক্ষাঃ 'সুরাণাং' দেবানাং 'তরবঃ' কল্পবৃক্ষা ইত্যর্থঃ ভবন্তি। 'ননু' পুনঃ 'বৃন্দাবনং' 'ব্রজধনং' মহারত্নং গোসমূহা ইত্যর্থঃ 'কামধেনুবৃন্দানি' ভবতীতিশেষঃ 'ইতি' এতৈরূপাদানৈঃ 'অহো' আশ্চর্য্যং বৃন্দাবনস্য 'সুখ সিন্ধু' 'বিভূতিশ্চ অনুভূয়তে ইতিশেষঃ ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাদিগের চরণভূষা চিন্তামণি; ক্রীড়ানুকূল পুষ্পতরু কল্পবৃক্ষ; এবং ব্রজধন কামধেনুবৃন্দ। এতদ্বারা বৃন্দাবনের সুখসিন্ধু ও ঐশ্বর্য্যাদি কেমন আশ্চর্য্যরূপে অনুভূত হইতেছে! ॥ ১৮১ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস;
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস।
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল;
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল।
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান;
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ।
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল;
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল।
লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর;
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর।
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল;
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল।
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি;
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশে;

নিকট না আইসে কিছু রহে দূর দেশে।
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ?
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন।
ভঙ্গি করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ;
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ;
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নানে।
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ;
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার।
সবা লঞা নানা রঙ্গে করিলা ভোজন ;
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখি করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন ;
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ। (১)
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য ভোজন ;
এই মত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্ট দিন।
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ;
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু বিজয় হইল ;
এক গুটি পট্ট ডুরী তাঁহা টুটি গেল।
পাণ্ডু বিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ;
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়।
কুলীন গ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মানঃ—
'এই পট্ট ডুরীর তুমি হও যজমান ;
প্রতি বৎসর আনিবে ডুরী করিয়া নির্ম্মাণ'।
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্ট ডুরী ;
'ইহা দেখি করিবে ডুরী অতি দৃঢ় করি।

১ নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র নামে পুরীর প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা।

'এই পট্ট ডুরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান;
দশ মূর্ত্তি হঞা যিঁহ সেবে ভগবান্'।
ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ রামানন্দ;
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ।
প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে;
পট্ট ডুরী লয়ে আইসে অতি বড় রঙ্গে।
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে;
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে।
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল;
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল।
চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার;
সহস্র বদন যার নাহি পায় পার।
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

সার্ব্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দক মমোঘকং
অঙ্গী কুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥১৮২॥

'গৌরঃ' 'সার্ব্বভৌম গৃহে' 'ভুঞ্জন্' ভোজনং কুর্ব্বন্ সন্ 'স্বনিন্দকং' 'অমোঘকং' অমোঘং নামানং ব্রাহ্মণং সার্ব্বভৌম জামাতরমিত্যর্থঃ 'অঙ্গীকুর্ব্বন্' স্বীকৃত্য প্রসাদং কৃত্বেত্যর্থঃ 'স্বাং' স্বকীয়াং 'ভক্তবশ্যতাং' ভক্তবৎসলতাং 'স্ফুটং' যথাস্যাৎতথা 'চক্রে' কৃতবান্ অত্র নিজভক্ত সার্ব্ব ভৌমস্য সম্বন্ধে প্রভুরমোঘং তারিতবানিত্যর্থঃ॥ ১৮২ ॥

গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন করিয়া তাঁহা র নিন্দুক

অমোঘ নাম ব্রাহ্মণকে সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করতঃ নিজ ভক্তবৎসলতার পরিচয় দিলেন॥ ১৮২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
জয় চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ !
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণ ধন।
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে।
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন ;
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন।
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ;
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়।
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ;
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন।
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন ;
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী মুঞ্জরী ;
যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি।
পূজা পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল ;
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল।
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে ;
মুখ বাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে।
এই মত অন্যোন্যে করে নমস্কার ;
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ (১) আচার্য্যের কথন (২) ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

---

১ আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড সপ্তম অধ্যায় দেখ। নীলাচলে অবস্থিতি কালে একদিন অদ্বৈত প্রভু চৈতন্য প্রভুকে তাঁহার বাসায় ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন। কোনখানে

পুনরুক্তি হয় তাহা না কৈল বর্ণন ;
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ।
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব ;
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব।
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে ;
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে।
কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব ;
গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব।

মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। চৈতন্য প্রভু ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে করিতে লাগিলেন 'যে আজ যদি কোন গতিকে সন্ন্যাসী ও অপর ভক্তগণের আসা না হয় ; তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে ভোজন করাই।' এদিকে মধ্যাহ্নান্তে গৌরচন্দ্র একাকী অদ্বৈতের বাঁসায় আসিয়া উপনীত হইলেন ; আর আর ভক্তগণ তৎকালে স্নানাদি করিতে সমুদ্রে গিয়াছিলেন ; হঠাৎ দারুণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাঁহারা আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈত আপনার অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া মহা আনন্দ সহকারে ইন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ও অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। কথিত আছে যে গৌরচন্দ্র সেদিন অদ্বৈতের পাককরা সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়াছিলেন।

২ আচার্য্যের কথন—এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর বাঁসায় আসিলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচার্য্য! কোথা হইতে আসিতেছ?' অদ্বৈত উত্তর করিলেন, জগন্নাথ দর্শন করিয়া। চৈতন্য প্রভু বলিলেন 'কহত কিরূপে জগন্নাথ দর্শন করিলে?' অদ্বৈত—কেন দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম। গৌরচন্দ্র—'তোমার হার।' অদ্বৈত—'কেন?' তাহাতে গৌরসুন্দর বলিলেন 'আমি ঐরূপে জগন্নাথ দর্শন করিনা ; কারণ প্রদক্ষিণ করিতে যখন প্রতিমার পানে পৃষ্ঠ দিতে হয় ততক্ষণ তো দর্শন হয়না ; সেজন্য আমি যখন দর্শন করি তখন অনিমেষ লোচনে জগন্নাথের মুখ পানে তাকাইয়া থাকি।' তখন অদ্বৈত বলিলেন 'এরূপ কথার অধিকারী তোমাব্যতীত ত্রিভুবন মধ্যে আর কেহ নাই। [illegible]আমি কেন সকলেই এবিষয়ে তোমার নিকট হার স্বীকার করে।' গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন ; সুতরাং উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৮ অধ্যায়।

দধি দুগ্ধ ভার প্রভু নিজ স্কন্ধে করি ;
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি।
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি ;
জগন্নাথ মাহাতি হয়েছেন ব্রজেশ্বরী।
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী ;
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ;
ইঁহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ ;
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ।
অদ্বৈত কহে 'সত্য কহি না করিহ কোপ ;
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ'।
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ;
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা।
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে ;
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে।
আলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ;
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হয় !
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ;
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপ ভাব গূঢ় ?
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী
জগন্নাথ প্রসাদ এক বস্ত্র লয়ে আসি
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল ;
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল।
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইজন
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন।
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল ;
পিতা মাতা জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল।
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর ;
এই মত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে ;
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।

হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা;
লঙ্কা গড়ে চড়ি যেন ফেলায় ভাঙ্গিয়া।
'কাঁহা রে রাবণা ?' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে;
'জগন্মাতা হরে পাপী ! মারিমু সবংশে'।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার;
সর্ব্ব লোক 'জয় জয়' করে বার বার।
এই মত রাস যাত্রা আর দীপাবলী;
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি।
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা;
দুই ভাই যুক্তি হৈল নিভৃতে বসিয়া।
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে;
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল;
'গৌড়দেশে যাহ সবে' বিদায় করিল।
সবারে কহিল, 'প্রতি বৎসর আসিয়া;
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া'।
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান;
'আচণ্ডাল আদি দিও কৃষ্ণ ভক্তি দান'।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল 'যাহ গৌড়দেশে;
অনর্গল প্রেম ভক্তি করিও প্রকাশে।
রামদাস গদাধর আদি কত জনে;
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব;
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব'।
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন :—
'তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব;
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব।
এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ;
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ।

'তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ।
তাঁর প্রেম বশ আমি ; তাঁর সেবা ধর্ম্ম ;
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম।
"বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ" ;
এত জানি মাতা মোরে না করেন রোষ।
কি কায সন্ন্যাসে মোর ? প্রেম মোর ধন ;
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন।
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ;
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে।
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ;
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে।
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত ;
শাক, মোচাঘণ্ট, ভ্রষ্ট পটোল, নিম্ব পাত ;
লেম্বু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড সার ;
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন ;
"নিমাইর প্রিয় সব এ অন্ন ব্যঞ্জন।
নিমাই নাহিক এথা কে করে ভোজন ?"
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন।
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন ;
শূন্যপাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন
"কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হয়ে গেল ?
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ?
কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল ?"
এত চিন্তি পাক পাত্র যাইয়া দেখিল।
অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে ;
সংশয় হইল কিছু চমৎকার মনে।

'ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ;
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল।
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ;
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠায় রোদন।
তাঁর প্রেমে আসি আমায় করায় ভোজনে ;
অন্তরে সুখ মানে তিঁহো বাহ্যে নাহি মানে।
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি ;
তাঁহাকে কহিয়া তাঁর করাইও প্রতী'।
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ;
ভক্তগণে বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা।
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস :—
তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।
'ইঁহার কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্ব্বজন ;
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম।
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা ;
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় তথা।
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল ;
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ;
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি পণ ;
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন।
প্রতি দিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া ;
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া।
ভোগের সময়ে পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি ;
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি।
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি ;
কভু শূন্য ফল রাখেন কভু জল ভরি।
জল শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত ;
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল শত পাত্র পূরিত।
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান ;
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।

'কভু শস্ত থাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ;
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেম সিন্ধুতে ভাসে।
এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া।
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল ;
ফল পাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল।
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহ হাত দিল ;
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল।
পণ্ডিত কহে "দ্বারে লোক করে গতায়াতে ;
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে।
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ;
কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা"।
এত বলি ফলফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ;
ঐছে পবিত্র প্রেম সেবা জগৎ জিনিয়া।
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ;
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল।
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল ;
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনি আছেন ভাল ;
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন।
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল ;
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেস সকল।
এইমত পিঠাপানা ক্ষীর ওদন ;
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম।
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার ;
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্য সার।
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম ;
যাহা দেখি সর্ব্ব লোকের জুড়ায় নয়ন'।
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন ;
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণ।

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান্;
'বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান।
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে;
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে।
গৃহস্থ হয়েন ইঁহ চাহিয়ে সঞ্চয়;
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়।
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে;
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে।
প্রতি বর্ষে আসিবে সব ভক্তগণ লঞা;
গুণ্ডিচায় আসিবে—সবায় পালন করিয়া'।
কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া;
'প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডুরী লঞা।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়;
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়:—
"নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ";
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
তোমার কি কথা? তোমার গ্রামের কুক্কুর;
সেহ মোর প্রিয়—অন্য জন বহুদূর'।
তবে সত্য রাজ খান আর রামানন্দ;
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।
'গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে'।
প্রভু কহেন 'কৃষ্ণ সেবা, বৈষ্ণব সেবন;
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন'।
সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব? কহ তার সামান্য লক্ষণে'।
প্রভু কহে 'যার মুখে শুনি একবার;
কৃষ্ণ নাম; সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়;
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।

'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে;
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।
আনুসঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়;
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়।

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামিধৃত-শ্লোকঃ

'আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসা মুচ্চাটনং চাংহসা
মাচাণ্ডাল মমূকলোক সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ'॥১৮৩॥

'অয়ং' 'শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ' কৃষ্ণনামযুক্তঃ 'মন্ত্রঃ' 'রসনাস্পৃক্' 'এব' রসনাং জিহ্বাং স্পৃশতি যঃ সঃ রসনা স্পর্শমাত্রেণৈব ইত্যর্থঃ 'ফলতি' ফলং দদাতি অয়ং মন্ত্রঃ 'দীক্ষাং' গুরূপদেশং তথা 'সৎক্রিয়াং' সাধু সেবাং পুনঃ 'পুরশ্চর্য্যাং' পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠানং 'নো' ন 'ঈক্ষতে' অপেক্ষতে। মন্ত্রঃ কীদৃশঃ 'কৃত চেতসাং' বশীকৃতচিত্তানাং 'সুমনসাং' সাধুনাং 'আকৃষ্টিঃ' আকর্ষণং চিত্তাকর্ষণশীল ইত্যর্থঃ 'চ' পুনঃ 'অংহসাং' পাপানাং 'উচ্চাটনং' নিরাকরণং নিরাকরণশীল ইত্যর্থঃ পুনঃ 'আচাণ্ডালং' চণ্ডাল পর্য্যন্তং যথাতথা 'অমুক-লোক সুলভঃ' সকল লোকানাং সুলভঃ পুনঃ 'মুক্তিশ্রিয়ঃ' মুক্তিরূপ কল্যাণস্থ 'বশ্যঃ' বশীভূতঃ ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র গুরূপদেশ, সাধু সেবা বা পুরশ্চরণাদি শুভানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে। ইহাতে জিতেন্দ্রিয় পুন্যাত্মাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; পাপ দূরীকৃত হয়; ইহা আচণ্ডাল সকলেরই সুলভ; এবং ইহাতে মুক্তিরূপ সম্পদ বশীভূত হয় ॥১৮৩॥

'অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম;
সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান'।

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন,
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিন জন।
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন;
'তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়'।
মুকুন্দ কহে 'রঘুনন্দন আমার পিতা হয়;
আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয়।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে;
অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিতে'।
শুনি হর্ষে কহে প্রভু 'কহিলে নিশ্চয়;
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়'।
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ;
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ।
ভক্তগণে কহে 'শুন মুকুন্দের প্রেম!
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম।
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজ সেবা;
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা?
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে;
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে।
হেন কালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি
রাজ শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি।
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা;
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা।
রাজার জ্ঞান রাজ বৈদ্যের হইল মরণ;
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন।
রাজা বলে "ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁঞি"?
মুকুন্দ কহে "অতি বড় ব্যথা পাই নাই"।
রাজা কহে "মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি"?
মুকুন্দ কহে "রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী"।

'মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে ;
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে'।
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ;
দ্বারে পুষ্করিণী—তার ঘাটের উপরে
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে ;
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে।
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ;
'তোমার কার্য্য এই ধন উপার্জ্জন।
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবন ;
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন।
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে ;
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে'।
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই ;
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোঁসাঞি :—
'দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সংপ্রতি ;
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি।
দারু ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ;
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জল ব্রহ্ম সম।
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন ;
বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন'।
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
তাঁর ভক্তি নিষ্ঠা কহে 'শুন ভক্তগণ।
পূর্ব্বে আমি ইহারে লোভাইল বারবার :—
"পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয় ;
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময়।
সকল সদ্গুণ বৃন্দ রত্ন রত্নাকর ;
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক শেখর।
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ;
চাতুর্য্য বৈদগ্ধ হয় যার লীলারস।

"সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ;
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়"।
এই মত বারবার শুনিয়া বচন ;
আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন।
আমারে কহেন "আমি তোমার কিঙ্কর ;
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর"।
এত বলি ঘরে গেলা ; চিন্তি রাত্রিকালে
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তায় হইল বিহ্বলে।
"কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ;
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ"।
এইমত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন ;
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ ;
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন :—
"রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছি মাথা ;
কাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা।
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায় ;
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায় ?
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় ;
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়"।
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল ;
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল।
"সাধু! সাধু! গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন ;
আমার বচনে তোমার না চলিল মন।
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায় ;
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়।
এইভাবে তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ;
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে।
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর ;
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চ[রণ] কমল" ?

'সেই মুরারি গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম;
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন'।
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন;
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র বদন।
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া:—
'জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার;
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়!
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে;
সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লঞা মুঁঞি করি নরক ভোগ;
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ'।
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা;
অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গে কহিতে লাগিলা:—
'তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ;
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য;
ভৃত্য বাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য।
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার;
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার।
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল;
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল?
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব;
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টিতম শ্লোকঃ

'যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম
বন্ধানুরূপফল ভাজনমাতনোতি।

কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ১৮৪ ॥

'যঃ' 'তু' গোবিন্দঃ 'ইন্দ্রগোপং' গোপানাং ইন্দ্রস্তং নন্দগোপমিত্যর্থঃ 'অথবা' 'ইন্দ্রং' বাসবং 'অহো' আশ্চর্য্যে 'স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজনং' প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফলযোগ্যং 'আতনোতি' বিস্তারয়তি করোতীত্যর্থঃ 'কিন্তু' 'চ' পুনঃ 'ভক্তিভাজাং' ভক্তিকুর্ব্বতাং লোকানাং ভক্তানামিত্যর্থঃ 'কর্ম্মাণি' সর্ব্বাণি শুভাশুভকর্ম্মফলানি 'নির্দহতি' ভস্মীকরোতি দূরীকরোতীত্যর্থঃ 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি' ॥ ১৮৪ ॥

যিনি নন্দাদির ও ইন্দ্রাদি দেবতারও স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন ; অথচ ভক্তদিগের সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া দেন ; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮৪ ॥

'তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন ;
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম।
একই ডুম্বুর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে ;
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে।
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয় ;
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয়।
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ;
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম ;
তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম।
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ;
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড।
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি ;
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি।

'সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয় ;
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়।
কোটি কামধেনু পতির ছাগী যৈছে মরে ;
ষড়ৈশ্বর্য্য পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ?'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'জয় জয় জহ্যজা মজিত দোষ গৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগঃ।
অগজগদোকসা মখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ' ॥ ১৮৫ ॥

হে 'অজিত' অপরাজিত! 'জয় জয়' ঔৎকর্ষমাবিষ্কুরু (আদরে বীপ্সা) কেন ব্যাপারেণ? 'অগজগ দোকসাং' অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানিচ ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষাং 'অজাং' অবিদ্যাং 'জহি' নাশয় কিমিতি গুণবতী সা হন্তব্যেত্যত আহঃ 'দোষ গৃভীতগুণাং' দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং (হৃগ্রহো ভ শ্ছন্দসীতি ভকারঃ) ইয়ং হি স্বৈরিণী পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্ণাতি অতো হন্তব্যেতিভাবঃ। 'যদ্' যস্মাৎ 'ত্বং' 'আত্মনা' অস্বরূপেণৈব 'সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ' সংপ্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ 'অসি' বশীকৃতমায়ত্বাৎ। হে 'অখিল শক্ত্যববোধক' তেষাং জীবানাং ত্বমেব সর্ব্ব শক্ত্যুদ্বোধকঃ অন্তর্যামী অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতিভাবঃ ; 'ক্বচিৎ' কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে 'অজয়া' মায়য়া 'আত্মনা চ' 'চরতঃ' ক্রীড়তঃ নিত্যঞ্চালুপ্ত ভগত্তয়া সত্য জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসেন বর্ত্তমানস্য ইত্যর্থঃ 'তে' তব 'নিগমঃ' বেদঃ 'অনুচরেৎ' প্রতিপাদয়েৎ (কর্ম্মণি ষষ্ঠী)। য আত্মনি তিষ্ঠন্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব বিদিত্যাদি নিগম কদম্ব ত্বামেবং ভূতং প্রতি পাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৮৫ ॥

হে অজিত! আপনার জয় হউক! স্থাবর জঙ্গম জীবগণের আনন্দাদি আবরণ করিয়া অভিভূত রাখিবার জন্য অবিদ্যা তাহার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে ; আপনি তাহাকে

নষ্ট করুন; কারণ আপনিই স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকলের অন্তর্যামীরূপে শক্তি সকল বিধান করিতেছেন; আপনা ভিন্ন মায়া নষ্ট করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। সৃষ্টি সময়ে যখন আপনি আপনার মহিমাতে বিরাজিত ছিলেন; তখনও মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রুতিগণ আপনার সেই অবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

এই মত সর্ব্ব ভক্তের কহি সব গুণ;
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন।
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন;
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন।
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে;
জলেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইল আবাসে। (১)
পুরী গোঁসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর;
দামোদর পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর;
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসেন নীলাচলে;
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করেন প্রাতঃকালে।
এক দিন প্রভু পাশে আসি সার্ব্বভৌম
যোড় হাত করি কিছু কৈল নিবেদন:—
'এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল;
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল।
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি'।
প্রভু কহে 'ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি'।
সার্ব্বভৌম কহে 'ভিক্ষা কর বিশ দিন';
প্রভু কহে 'এও নহে যতি ধর্ম্ম চিহ্ন'।
সার্ব্বভৌম কহে 'কর দিন পঞ্চদশ';
প্রভু কহে 'তোমার ভিক্ষা একই দিবস'।

---

১ জলেশ্বরে—কোন পুথিতে 'যমেশ্বরে' পাঠ আছে। পুরীর স্থান বিশেষ।

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া
'দশ দিন কর' কহে মিনতি করিয়া।
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল;
পাঁচ দিন ভরি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল।
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন;
'তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন।
পুরী গোঁসাঞির পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে;
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে।
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার;
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর।
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে;
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে।
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁঞি;
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই।
তুমিও নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে;
কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদরে'।
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন;
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
ষাঠির মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী;
প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহেতে জননী।
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল;
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল।
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি;
যেবা শাক ফলাদিক আনিল আহরি।
আপনি ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সব কর্ম্ম;
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম।
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়;
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়।
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া।

বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে ;
পাকশালার আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে।
বত্রিশাকলার এক আঙ্গটিয়াপাতে ;
তিন মোন তণ্ডুলের উবারিল ভাতে।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ;
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
কেয়াপাতের ডোঙ্গা কলা খোলা সারি সারি ;
চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল ;
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল।
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা ;
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার ;
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার।
নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী ;
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
ভ্রষ্ট মাস মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয় ;
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদ্গবড়া মাষ বড়া কলাবড়া মিষ্ট ;
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট।
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধ লকলকী ;
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি ;
চাঁপা কলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার ;
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল ;
শুভ্র পীঠোপরে সূক্ষ্ম বসন পাতিল।
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি ;
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।

অমৃত গোটিকা পিঠা পানা আনাইলা ;
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিলা।
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া
একেলা আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া।
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন ;
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন।
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া ;
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া।
'অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন ;
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ;
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি ;
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী।
ভাগ্যবান্ তুমি ! সফল তোমার উদ্যোগ ;
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ।
অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম ;
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন।
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ;
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব।
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া ;
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'প্রভু না কর বিস্ময় ;
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়।
না মোর উদ্যোগ না গৃহিণী রন্ধনে ;
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা জানে।
এইত আসনে বসি করহ ভোজন'।
প্রভু কহে 'পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন'।
ভট্ট কহে 'অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ ;
অন্ন খাবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ' ?

প্রভু কহে 'ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা কয় ;
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে এক-ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধব বাক্যং

'ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা স্তবমায়াং জয়েমহি' ॥১৮৬॥

'তব' 'উচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ' 'দাসাঃ' বয়ং তব 'মায়াং' মোহজালং 'হি' নিশ্চিতং 'জয়েম' জেতুং শক্নুয়াম। কীদৃশা বয়ং 'ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ' ত্বয়া নিমিত্তেন তব পরোক্ষপূজাদৌ ইত্যর্থঃ উপযুক্তা যোগ্যা স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারা তৈস্তে চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৮৬ ॥

আমরা আপনার দাস; আপনার উদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ও আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমরা মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥১৮৬॥

'তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়'।
ভট্ট কহে 'জানি খাও যতেক যুয়ায়।
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ;
একেক ভোগের অন্ন শত শত ভার।
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষী মন্দিরে ;
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে।
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি, গোপগণ,
সখাবৃন্দ,—সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন।
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি ;
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী।
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার ;
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার'।
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে ;
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে।

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা ;
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠিকন্যার ভর্ত্তা।
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে ;
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে।
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন ;
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন।
'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ;
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন' ?
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল ;
তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল।
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ;
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল।
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ;
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিলা।
শুনি ষাঠির মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে ;
'ষাঠি রাণ্ডী হউক' ইহা বলে বারে বারে।
দুঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ;
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা।
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস ;
তুলসী মঞ্জরী লঙ্গ-এলাচি সুবাস।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ;
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন।
'নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে ;
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে'।
প্রভু কহে 'নিন্দা নহে সহজ কহিল ;
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল'
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ;
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে।
প্রভু পদে পড়ি বহু আত্ম নিন্দা কৈল ;
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য যাঠীর মাতা সনে;
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে।
'চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে;
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে।
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন;
দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ।
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব;
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব।
যাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত;
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত।

তথাহি স্মৃতিবচনং। 'পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ' ॥১৮৭॥

'সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল;
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল।
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য;
'সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য।
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ'।
এতবলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন।

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং

'মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভি র্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং' ॥ ১৮৮ ॥

হে রাজন্! 'হি' যতঃ 'মহতা' 'প্রযত্নেন' মহতা উদ্যোগেন বলেন চ 'হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ' করণৈঃ 'অস্মাভিঃ' পাণ্ডবৈঃ 'যৎ' কর্ম্ম কৌরববধরূপং ইত্যভিপ্রায়ঃ 'অনুষ্ঠেয়ং' করণীয়ং ভবেৎ 'তৎ' কর্ম্ম কৌরববধসাধন মিত্যর্থঃ 'গন্ধর্ব্বৈঃ' 'অনুষ্ঠিতং' কৃতং অতঃ শোকং মা কার্ষীঃ ॥ ১৮৮ ॥

হে মহারাজ! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতির সাহায্যে মহা উদ্যোগ করিয়া আমাদিগকে যাহা করিতে

হইত; গন্ধর্ব্বগণ তাহা সম্পাদন করিয়াছে; অতএব ইহাতে আর শোক কি? ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ' ॥ ১৮৯ ॥

'মহদতিক্রমঃ' মহতাং সাধুনাং অতিক্রমঃ অপরাধঃ 'পুংসঃ' জীবস্য 'সর্ব্বাণি' 'শ্রেয়াংসি' মঙ্গলানি 'হন্তি' যথা শ্রেয়াংসি 'আয়ুঃ' জীবনং 'শ্রিয়ং' শোভা সৌন্দর্য্যাদিকং 'যশঃ' সৎকীর্ত্তিকলাপং 'ধর্ম্মং' আশ্রমধর্ম্মাদিকং 'লোকান্' ইহ পর লোকান্ 'আশিষঃ' সতাং অনুগ্রহং 'এবচ' ইত্যাদীন্ সর্ব্বান্। সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যু মাত্র হেতুঃ কিন্তু বহুনর্থ কারীত্যর্থ ॥১৮৯॥

সাধুদিগের অতিক্রমে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহ-পরলোক এবং আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮৯ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে;
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে।
আচার্য্য কহে 'উপবাস কৈল দুই জনে;
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে'।
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া;
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া:—
'সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়;
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে?
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়;
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়।

'উঠহ অমোঘ! তুমি লও কৃষ্ণ নাম;
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্'।
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা;
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা।
কম্পাশ্রু, পুলক, স্তম্ভ স্বেদ, স্বরভঙ্গ;
প্রভু হাঁসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ।
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়;
'অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়!
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে'।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে।
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল;
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল।
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র;
'সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহ পাত্র।
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর;
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর।
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম'।
এতবলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম স্থান।
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে;
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে।
প্রভু কহে 'অমোঘ শিশু! কিবা তার দোষ?
কেন উপবাস কর? কেন তারে রোষ?
উঠ স্নান কর, দেখ জগন্নাথ মুখ;
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ।
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া;
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া'।
প্রভু পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা;
'মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা'?
প্রভু কহে 'অমোঘ হয় তোমার বালক;
বালক দোষ না লয় পিতা; তাহাতে পালক।

'এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ ;
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ'।
ভট্ট কহে 'চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে ;
স্নান করি মুঞি তাঁহা আসিছোঁ এক্ষণে'।
প্রভু কহে 'গোপীনাথ! ইঁহাঞি রহিবা ;
ইঁহ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা'।
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর দর্শনে ;
ভট্ট স্নান স্মরণ করি করিলা ভোজনে।
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত ;
প্রেমে নিত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত।
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন ;
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন।
ঐছে ভট্ট গৃহে করেন ভোজন বিলাস ;
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ।
সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত ;
সার্ব্বভৌম প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ;
ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ ;
ভক্ত সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ ;
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন ;
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন বিলাসো নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নি দগ্ধ জনতা বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১৯০ ॥

'গৌর মেঘঃ' গৌর এব মেঘঃ 'স্বালোকনামৃতৈঃ' নিজদর্শন রূপামৃত-জলৈঃ করণৈঃ 'গৌড়োদ্যানং' গৌড়দেশ মিব পুষ্পবনং 'সিঞ্চন্' সন্ 'ভবাগ্নি-দগ্ধ জনতা বীরুধঃ' ভবাগ্নিনা সংসারাগ্নিনা জন্মজরাচিন্তারূপাগ্নিনা ইত্যর্থঃ 'দগ্ধাঃ সন্তাপিতাঃ জনতাঃ জন সমূহা এব বীরুধঃ লতা স্তাঃ 'সমজীব-য়ৎ' জীবয়ামাস ॥ ১৯০ ॥

গৌরজলদ নিজ দর্শনামৃতে গৌড়োদ্যান সিক্ত করতঃ সংসারাগ্নিসন্তাপিত লোকলতাদিগের জীবনদান করিলেন ॥ ১৯০ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন;
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচনঃ—
'নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে;
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়;
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়'।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জন সনে;
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে।
দুঁহে কহে 'রথযাত্রা কর দরশন;
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন'।
কার্ত্তিক আইলে কহে 'এবে মহা শীত;
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত'।
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়;
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ;
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন।

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন।
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে ;
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে
নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ;
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে, দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ?
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই ;
বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ তিন ভাই ;
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া ;
কুলীন গ্রাম বাসী চলে পট্টডুরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ;
সর্ব্ব ভক্ত চলে ; তার কে করে গণন ?
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ;
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাঁসা স্থান ;
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ;
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত জননী।
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী ;
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্য দাস ;
তিঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।
আচার্য্য রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ;
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি।
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ;
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে।
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান ;
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান।

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ;
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে।
রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ দরশন ;
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন।
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ;
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে।
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাঞি রহিলা ;
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা।
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ ;
ক্ষীর প্রসাদ পাইঞা সবার বাড়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ;
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ;
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ;
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ;
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ।
এই মত চলি চলি কটক আইলা ;
সাক্ষী গোপাল দেখি সে দিন রহিলা।
সাক্ষী গোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে ;
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে।
আঠার নালায় আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া ;
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া।
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল ;
অদ্বৈত, অবধূত গোঁসাঞি—বড় সুখ পাইল।
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন।
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন।

নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা;
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা।
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়;
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়।
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন;
সবা লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন।
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল;
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল।
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান;
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম।
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস;
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস।
পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল;
সবা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল।
কুলীন গ্রামীর পট্টডুরী জগন্নাথে দিল;
পূর্ব্ববৎ রথ আগে নর্ত্তন করিল।
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে;
বাপী তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে।
রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দ দাস;
মহাভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস;
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল;
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল।
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল;
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল।
পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কৈল দরশন;
হোরা পঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ;
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।

প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ;
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী।
আচার্য্য রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ।
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা ;
কিবা যুক্তি করে প্রভু নিভৃতে বসিয়া।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে ;
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে।
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন ;
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহ না বুঝিল ;
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'শুনহ শ্রীপাদ !
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ;
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ;
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা।
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে ;
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে'।
নিত্যানন্দ কহে 'আমি দেহ, তুমি প্রাণ ;
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ।
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ;
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম'।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন ;
এই মত বিদায় দিল সব ভক্তগণ।
কুলীন গ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন ;
'প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন'।
প্রভু কহে 'বৈষ্ণব সেবা, নাম সংকীর্ত্তন
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ'।
তিঁহো কহে 'কে বৈষ্ণব ? কি তার লক্ষণ' ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মনঃ—

'কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে ;
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে'।
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল :
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল।
'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ;
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান'।
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ ;
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা ;
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা।
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য প্রীতি ;
দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় একত্রই স্থিতি।
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল ;
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন ;
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন।
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া
দুই ভাই চড়ান্ তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া।
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। (১)
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ ;
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন।
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ।
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ;
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ;
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে। (২)

---

১ বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৮ম অধ্যায় দেখ।

২ আর দুই বৎসর—সন্ন্যাস গ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যে গমন প্রত্যাগমনে দুই বৎসর ও

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা;
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে;
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে।
'বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন;
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি;
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি।
গৌড় দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়;
জননী, জাহ্নবী, এই দুই দয়াময়।
গৌড় দেশ দিয়া যাব তাঁ' সবা দেখিয়া;
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া'।
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়;
'প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়'।
দুঁহে কহে 'এবে বর্ষা চলিতে নারিবা;
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা'।
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান;
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান।
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা;
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা।
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা;
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা;
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া;
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা;
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।

নীলাচলে দুই বৎসর এই চারি বৎসর অতীত হইলে পঞ্চম বর্ষে চৈতন্যপ্রভু ব
দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছি: ন।

কটক আসিয়া কৈল গোপাল দরশন ;
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল ;
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাঁসা কৈল।
ভিক্ষা করি বকুল তলে করিলা বিশ্রাম ;
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান।
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা ;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল ;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রু জল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম ;
প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান।
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল ;
কায় মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌর ধাম ;
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা জগতে হৈল নাম।
রাজ পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ;
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল ;
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল।
'গ্রামে গ্রামেতে নূতন আবাস করিবা ;
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা।
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ;
রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা'।
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন, মঙ্গরাজ ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা 'কর সব কাজ।
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে ;
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে।

'তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি;
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস;
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ'।
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল;
হস্তী উপরে তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল।
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা;
সন্ধ্যায় চলিল প্রভু নিজগণ লঞা।
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান;
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম।
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে;
কৃষ্ণ প্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে।
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার;
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার।
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নান কৃত্য কৈল;
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল।
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে;
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে।
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি;
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরি চন্দন;
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন।
প্রভু সঙ্গে পুরী গোঁসাঞি, স্বরূপ দামোদর;
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর;
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর;
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ;
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন?

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা ;
'ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িও' প্রভু নিষেধিলা।
পণ্ডিত কহে 'যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ;
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল'।
প্রভু কহে 'ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন' ;
পণ্ডিত কহে 'কোটি সেবা ত্বৎপদ দর্শন'।
প্রভু কহে 'সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ ;
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ'।
পণ্ডিত 'কহে সব দোষ আমার উপর ;
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি ;
প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী'।
এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক্ চলিলা ;
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা।
পণ্ডিতের চৈতন্য প্রেম বুঝন না যায় ;
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়।
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ :
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ।
'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ ;
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দুর দেশ।
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজ সুখ ;
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল ;
আমার শপথ যদি আর কিছু বল'।
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ;
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা।
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা ;
ভট্টাচার্য্য কহে 'উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ;
ভক্ত কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং

'স্বনিগম মপহায় মৎ প্রতিজ্ঞা
মৃত মধিকর্ত্তু মবপ্লুতো রথস্থঃ
ধৃতরথ চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ' ॥ ১৯১ ॥

'স্বনিগমং' অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবং ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং 'অপহায়' হিত্বা 'মৎপ্রতিজ্ঞাং' শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং 'ঋতং' সত্যং যথা ভবতি তথা 'অধিকর্ত্তুং' অধিকাং কর্ত্তুং 'রথস্থঃ' সন্ 'অবপ্লুতঃ' সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ যঃ 'অভ্যয়াৎ' অভিমুখং মধাবৎ। 'ইভং' হস্তিনং 'হন্তুং' 'হরিঃ' সিংহঃ ইব। কিম্ভূতঃ 'ধৃতরথচরণঃ' ধৃতো রথচরণ শ্চক্রং যেন সঃ তদাচ সংরম্ভেণ মনুষ্য নাট্য বিস্মৃতে কুদরস্থ সর্ব্বভূত ভুবন ভারেণ প্রতিপদং 'চলদ্গুঃ' চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাৎ সঃ পুনঃ 'গতোত্তরীয়ঃ' গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ কৃষ্ণো মে গতি র্ভবত্বি ত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥

ইনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ অর্জ্জুনের রথ হইতে অতরণ পূর্ব্বক রথচক্র ধারণ করতঃ সিংহ যেমন হস্তী মারিবার জন্য ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; তৎকালে ইঁহার প্রতিপদ বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল এবং পরিধেয় উত্তরীয় স্খলিত হইতেছিল ॥ ১৯১ ॥

'এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ;
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া'।
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা ;
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা।
প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ;
ভক্ত ধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন।

প্রেমের বৃত্তান্ত ইহা শুনে যেই জন ;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ।
দুই রাজ পাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায় ;
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়।
প্রভু বিদায় দিল, রায় যান তাঁর সনে ;
কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে।
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ
নব্য গৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন।
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা ;
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা। (১)
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন ;
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন।
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন ;
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন।
তবে ওড্র (২) দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা ;
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা।
দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন ;
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ।
'মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার ;
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার।
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার ;
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার। (৩)

---

১ রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা—রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়া বিদায় হওয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (মধ্যঃ ১৭ পৃঃ ৪ পংক্তি দেখ); কিন্তু এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে যে তিনি রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণাগ্রাম ও প্রায় ২৮।২৯ মাইল দক্ষিণে ভদ্রক নগর।

২ ওড্র দেশ—উৎকল রাজ্যের প্রাচীন নাম। আর্য্য দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে আদিম অধিবাসীরা এই নামে আপনাদের দেশকে অভিহিত করিয়াছিল।

৩ পিছলদা—নদী কেহ ইত্যাদি—নদী—বোধ হয় সুবর্ণ রেখা নদী।

'দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে'।
সেই কালে সে যবনের এক অনুচর
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর।
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া;
হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া।
'এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে;
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে।
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন;
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে;
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়;
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়।
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি;
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি'।
এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়;
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়।
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল;
আপন বিশ্বাস, উড়িয়া স্থানে পাঠাইল। (১)
বিশ্বাস আসিয়া প্রভু চরণ বন্দিল;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল।
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি;
'তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী।
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া;
যবন অধিকারী যান প্রভুকে মিলিয়া।

১ আপন বিশ্বাস ইত্যাদি—ঐ যবন রাজের বিশ্বাস অর্থাৎ হিন্দু, কর্ম্মচারী (Private Secretary) উড়িয়া রাজ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইল। এই যবন রাজ বোধ হয় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী বা বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন। 'প্রভু স্থানে' পাঠাইল পাঠও আছে।

'বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, করিয়াছে বিনয়;
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়'।
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়; (১)
'যদ্যপি যবনের চিত্ত; ঐছে কে করয়?
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল;
দর্শন স্মরণে যাঁর জগত তরিল'।
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন;
'ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু দরশন।
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া'।
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল;
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল।
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া।
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান;
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম।
'অধম যবন কুলে কেন জন্ম হৈল?
বিধি মোরে হিন্দু কুলে কেন না জন্মাইল?
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান;
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ'।
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া।
'চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে;
হেন তোমায় এই জীব পাইল দর্শনে।
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়?
তোমার দর্শন প্রভাব এই মত হয়'।

---

১ মহাপাত্র—উৎকল রাজের সীমান্ত প্রদেশের শাসন কর্তা; যাঁহাকে পূর্ব্বে উড়িয়া বলা হইয়াছে। মহাপাত্র—পারিবারিক উপাধি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং

'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ
প্রহ্বনাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ' ॥ ১৯২ ॥

হে 'ভগবন্' 'ক্বচিৎ' 'অপি' কদাচিদপি 'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ' যৎ যস্য তব নামধেয়স্য নামসমূহস্য শ্রবণং অনু কীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ 'যৎ-প্রহ্বনাৎ' যস্য তব নমস্কারাৎ 'যৎ স্মরণাৎ' যস্য তব স্মরণাৎ 'শ্বাদঃ' শ্বান-মত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি 'সদ্যঃ' তৎক্ষণাদেব 'সবনায়' সোমযাগায় 'কল্পতে' যোগ্যো ভবতি সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ 'নু' ভোঃ 'পুনঃ' 'তে' তব 'দর্শনাৎ' 'কুতঃ' তব দর্শনাৎ কিং ভবতি তদহং ন জানামীত্যর্থঃ। ১৯২।

হে ভগবন্! যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন অথবা তোমাকে স্মরণ বা নমস্কার করিলে শ্বপচও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগকারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হয়; তখন তোমার দর্শনলাভে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা বলা যায় না॥ ১৯২ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা দৃষ্টি করি;
আশ্বাসিয়া কহে 'তুমি কহ কৃষ্ণ হরি'।
সেই কহে 'মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার;
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার।
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার;
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার'।
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে 'শুন মহাশয়!
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়।

'তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার ;
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার'।
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ;
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা।
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি ;
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি।
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া
প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া।
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে ;
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে।
এক নবীন নৌকা মধ্যে এক ঘর ;
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর।
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায় ;
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়।
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল ;
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল ;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ;
সে কালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে।
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য।
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী ; (১)
নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপাসাটী।

---

১ পানিহাটী—সুবর্ণ রেখায় নৌকারোহণ করিয়া মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইয়া গৌরচন্দ্র পিছলদা পৌঁছিলেন ; সেখানে যবন রাজকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে পানিহাটী (পেনেটী) আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বোধ হয় সুবর্ণ রেখার মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন তিনি উড়িষ্যায় প্রথম আসিয়াছিলেন তখনকার পথ ও এই পথ বোধ হয় একই পথ। মধ্যঃ ৭০ পৃঃ ১টীকা দেখ।

প্রভু আইলা বলি লোক হৈল কোলাহল ;
মনুষ্য ভরিল সব জল আর স্থল।
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা ; (১)
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট সৃষ্টে আইলা।
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ;
প্রাতেঃ কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস। (২)
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর ;
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর। (৩)
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা ; (৪)
লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ;

---

১ রাঘব পণ্ডিত—আদিঃ ২৭৩ পৃঃ ২টীকা ও মূল দেখ। রাঘব গৃহে গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আদি ২৭৭ পৃঃ ১ টীকা দেখ।

২ যাঁহা শ্রীনিবাস—গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও উৎকল যাত্রার পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে (হালি সহরে) আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন। চারি সহোদরের মধ্যে তখন কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম জীবিত ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধন উপার্জ্জনের জন্য ভিক্ষা বা অন্য উপায় অবলম্বনের উপদেশ করিলে বিশ্বাসী শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষ্য দ্রব্য আপনা হইতে না আইসে তাহা হইলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিবেন ; তথাচ ধন উপার্জ্জনের চিন্তা করিবেন না।

৩ বাসুদেব গৃহে—বাসু দেব ঘোষ একজন সুগায়ক ছিলেন। ইনি ও ইঁহার আর দুই সহোদর গোবিন্দ ও মাধব, চৈতন্য প্রভুর আজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাস কুমারহট্টে ছিল। আদিঃ ২৮৪ ১টীকা ও ২৯২ পৃঃ ১টীকা দেখ। চৈতন্য ভাগবতের মতে শ্রীবাস গৃহেই বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন ও আচার্য্য পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাসুদেবকে গৌরচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে আমার শরীর পর্য্যন্ত বাসুদেব দত্তের ; দত্ত আমাকে যেথানে বেচেন আমি সেই খানে বিকাই। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫ অধ্যায়। আদিঃ ২৭৬ পৃঃ ১নাং ৪ পংক্তি, ২৭৪ পৃঃ ২।৩ পংক্তি ও মধ্যঃ ৩৩৮ পৃঃ দেখ।

৪ বাচস্পতি গৃহে—প্রকারে তারিলা—মধ্যঃ ১৭ পৃঃ ৩ ও ৪ টীকা দেখ। বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা ও নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি নবদ্বীপের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টের নিকট বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভু উৎকল হইতে আসিয়া কিছু দিন গঙ্গাস্নান

মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন ;
(লক্ষ কোটী লোক তথা পাইল দর্শন) !
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা ;
সব অপরাধীগণ প্রকারে তারিলা।
শান্তিপুরাচার্য্য গৃহে ঐছে আইলা ;
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা।
তাঁহা হৈতে যৈছে রামকেলি গ্রামে গেলা ; (১)
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা ;

করিবেন বলিয়া ইঁহার গৃহে বাস করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিতে লাগিল ; তাহাতে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি বাচস্পতিকে কিছু না বলিয়া একদিন রজনী যোগে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন আত্মীয় সঙ্গে নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে মাধবদাস নামক ব্রাহ্মণের গৃহে পলাইয়া আসিয়া ছিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্রকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোক সকল বাচস্পতিকে, নানা রূপ তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রভুর কুলিয়া গমনের কথা বাচস্পতি যখন শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সকল লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়াতে আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া অযথা কলঙ্ক হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। কথিত আছে যে, যে সকল লোক গৃহাশ্রমে থাকার সময়ে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নিন্দা গ্লানি করিত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে তিনি যে সকল লোককে উদ্ধার করিয়া ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাঁপাল গোপাল প্রধান। তাঁহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (মধ্যঃ ১৭ পৃষ্ঠা ৫টীকা, ১৮ পৃষ্ঠা ১টীকা ও আদিঃ ২৮০ পৃঃ ৭ ও ৮ পংক্তি দেখ)। সাধু নিন্দা ও পর নিন্দা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে পুনর্ব্বার নিন্দা না করা ও নিন্দিতের স্তুতি করা ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা ইহার একমাত্র উপায়। এই সময়ে এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে গঙ্গাপার হইবার জন্য বহু সংখ্যক নৌকা রাখিতে হইয়াছিল এবং কুলিয়া গ্রামে এক মহামেলা বসিয়া গিয়াছিল। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩ অধ্যায়।

১ তাঁহা হৈতে—চৈতন্য ভাগবতের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ক্রম বর্ণনার সহিত চরিতামৃতের বর্ণনা কিছু বিভিন্ন দেখা যায় ; চৈতন্য ভাগবতে প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে তাহার পর কুলিয়া হইতে রামকেলি ; তৎপরে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে; সেখান হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে ; তৎপরে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে ; ও অবশেষে

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস ;
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। (১)
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার ;
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার।
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন ;
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ; (২)
সূত্র মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিলা ;
অতএব পুনঃ তাহা ইঁহা না লিখিলা।
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা ;
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর ;
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ;

বরাহনগরে ভাগবত পরায়ণ এক ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিয়া উড়িষ্যায় প্রত্যাগমন করা বর্ণিত হইয়াছে; এবং চাঁপাল গোপালের উদ্ধার কুলিয়া গ্রামে না হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে হওয়া কথিত হইয়াছে। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩, ৪, ৫ অধ্যায় দেখ।

১ বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৪ অধ্যায়। শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে একটী সন্ন্যাসী অতিথি আসিয়া আচার্য্যকে 'কেশব ভারতী, চৈতন্যের কে'? এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন; 'ভারতী চৈতন্যের গুরু' অদ্বৈত এই উত্তর দিলে তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও 'চৈতন্য জগদ্গুরু তাঁহার আবার গুরু কে?' ইহা বলিয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ চৈতন্যনিষ্ঠা দেখিয়া অদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্র কোলে আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে লাগিলেন; এমন সময় গণ লইয়া মহাপ্রভু তাঁহার আলয়ে উপনীত হইলেন; অদ্বৈতের আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন তিনি দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে আনাইলেন। মাতা পুত্রের পুনর্মিলনে উভয়ের সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ১০ দিন পর্য্যন্ত মাতা স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইলেন। এই সময়ে অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা (death anniversary) উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে এক মহোৎসব হইল। এই স্থানে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের রচিত রামাষ্টক শুনিয়া গুপ্তের রামদাস নাম দৃঢ় করিয়া দিলেন; বালক রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়া গেল; ও মাতাকে স্তব স্তুতি করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া মহাপ্রভু পুনর্নীলাচল প্রত্যাগমন করিলেন।

২ যৈছে রূপ সনাতন…নৃসিংহানন্দ—মধ্যঃ ১৮ পৃঃ ২ টীকা ও ১৮ হইতে ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য ;
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় ;
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।
নীলাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য দুঁহার ;
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় ভ্রাতৃ ব্যবহার।
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে ;
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে।
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস ;
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ;
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;
প্রভু পাদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া।
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন ;
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন।
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখি দিন পাঁচ সাত
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ;
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল।
বারবার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে ;
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে।
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে ;
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে।
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ;
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর।
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইলা ;
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা।
'আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ ;
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন'।

শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া ;
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া।
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে ;
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে :—
'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব ?
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ?'
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন ;
শিক্ষা রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন :—
'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল ;
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া ;
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার ;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে ;
তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে।
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ;
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ?'
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল ;
ঘরে আসি তিঁহ প্রভুর শিক্ষা আচরিল।
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা।
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল ;
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল।
ইহা প্রভু এক এক করি সব ভক্তগণ ;
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন ;
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি ;
'সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই।
'সবার সহিত ইহা হইল মিলন ;
এবর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন।

'ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব ;
সবে আজ্ঞা দেহ, তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব'।
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল ;
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল।
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া ;
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা।
সেই সব লোক পথে করেন সেবন ;
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন।
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল ;
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল।
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ;
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা।
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম ;
বাণীনাথ, শিখি আদি যত ভক্তগণ ;
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা ;
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা :—
'বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ;
নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া ;
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন ;
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে ;
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে।
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ ;
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ।
কষ্ট সৃষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম ;
আমার ঠাঁঞি আইলা রূপ সনাতন নাম।
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ;
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র।
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ ;
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন।

'তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে ;
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে :—
"উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে ;
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে"।
এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল ;
গমন কালে সনাতন প্রহেলী কহিল :—
"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী"।
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান ;
প্রাতেঃ চলি আইলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম।
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ;
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল :—
"যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী"।
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে ;
লোক দেখি কহিবে মোরে "এই এক ঢঙ্গে"।
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন ;
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন।
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে ;
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে।
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে ;
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে।
একা যাইব কিংবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ;
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন।
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া ;
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া।
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির ;
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর।
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে ;
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে।

'নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবন?
সবে মিলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্ন।
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইঁহ দুঃখ পাইল;
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল'।
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা;
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া:—
'তুমি যাঁহা যাঁহা রহ, তাঁহা বৃন্দাবন;
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ।
প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে;
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে।
এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস;
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস।
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন;
আপন ইচ্ছায়, চল, রহ, কে করে বারণ'?
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে;
'সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে'।
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা।
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ;
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন;
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন।
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার;
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার।
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত;
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড় গমন বিলাসো নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণ খগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণ জল্পিনঃ ॥১৯৩॥

'গৌরঃ' 'বৃন্দাবনং' গচ্ছন্' সন্ 'বনে' বনপথি 'ব্যাঘ্রে ভৈণ খগান্' ব্যাঘ্রাঃ ইভাঃ হস্তিনঃ এণাঃ মৃগাঃ খগাঃ পক্ষিণ স্তান্ সর্ব্বান্ 'প্রেমোন্মত্তান্' প্রেমাবিষ্টান্ তথা 'কৃষ্ণ জল্পিনঃ' কৃষ্ণনাম জাপকান্ 'বিদধে' কৃতবান্ কিম্ভূ-তান্ 'সহ' প্রভুনা সহ 'নৃত্যান্' নৃত্যন্তি যে তান্ ॥ ১৯৩॥

বৃন্দাবন যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র বনপথে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমাবিষ্ট করি-লেন ; তাহারা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। ১৯৩।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি ;
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি :—
'মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন ;
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন।
রাত্রে উঠি বন পথে পলাইয়া যাব ;
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব।
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি যায় ;
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়।
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুখ ;
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ'।

দুই জন কহে ‘তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরতন্ত্র।
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন ;
“তোমার সুখে আমার সুখ” কহিলে এখন।
আমা দুঁহার মনে তবে বড় সুখ হয় ;
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়।
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি ;
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি।
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ;
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন’।
প্রভু কহে ‘নিজ সঙ্গী কাহো না লইব ;
একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব।
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন ;
ঐছে যদি পাই তবে লই এক জন’।
স্বরূপ কহে ‘এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ;
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য।
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ; (১)
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে।
ইঁহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য ;
ইঁহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষা কৃত্য।
ইঁহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ ;
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুখ।
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু ভাজন ;
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন’।
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল।

---

১ প্রথমে তোমার সঙ্গে ইত্যাদি—পাণিহাটী পুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন সময়ে কেবল মাত্র বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিত সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। মধ্যঃ ২৬ পৃঃ ১।৮ পংক্তি দেখ।

পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা ;
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া।
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ;
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া।
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ ;
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন।
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ;
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা ;
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া।
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকর গণ ;
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহা ভয় ;
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়।
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ;
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ।
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান ;
মত্ত হস্তী যূথ আইল করিতে জলপান।
প্রভু জল কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ;
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি ধাইলা।
সেই জলবিন্দু কণা লাগে যার গায় ;
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে ধায়।
কেহ ভূমি পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ;
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার !
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগগণ।
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে ;
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে এক বিংশাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

'ধন্যাঃস্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দন মুপাত্ত বিচিত্র বেশং
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ' ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি! 'মূঢ় গতয়োঽপি' মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং যাসাং মত্তম ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ তথাভূতা অপি তির্য্যগ্ জাতয়োঽপি 'এতাঃ' দৃশ্যমানাঃ 'হরিণ্যঃ' বনোচারিণ্যোঽপি 'ধন্যাঃ' কৃতার্থাঃ 'স্ম' বিস্ময়ে। 'যাঃ' হরিণ্যঃ 'বেণুরিফিতং' বেণুনাদং 'আকর্ণ্য' শ্রুত্বা 'সহ কৃষ্ণসারাঃ' স্বপতিভিঃ কৃষ্ণসারৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ 'উপাত্ত বিচিত্র বেশং'উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ গৃহীতা ইত্যর্থঃ বিচিত্রাঃ বেশাঃ যেন তং 'নন্দনন্দনং' শ্রীকৃষ্ণং প্রতি 'প্রণয়াবলোকৈঃ' প্রণয়সহিতৈ রবলোকনৈঃ 'বিরচিতাং' 'পূজাং' সম্মানং 'দধুঃ' কৃতবত্যঃ ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি। এই সকল হরিণী অজ্ঞান তির্য্যগ্‌জাতী হইলেও ধন্য; কারণ বেণুগান শ্রবণ করিয়া ইহারা নিজ পতি কৃষ্ণসারদিগের সহিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনের প্রতি প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা প্রদান করিতেছে। ১৯৪।

হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত;
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত।
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল;
বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'যত্র নৈসর্গ দুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতা বাস দ্রুতরুট্ তর্ষণাদিকে' ॥ ১৯৫ ॥

'যত্র' বৃন্দাবনে 'নৈসর্গ দুর্বৈরাঃ' নৈসর্গেণ স্বভাবেন দুর্বৈরাঃ পরস্পরং প্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি 'নৃমৃগাদয়ঃ' নরঃ নরাঃ মৃগাঃ মৃগসিংহাদয় ইত্যর্থঃ আদির্যেষাং তে 'মিত্রাণি ইব' 'সহ' একত্র 'আসন্' প্রতি বসন্তিস্ম কথম্ভূতে বৃন্দাবনে 'অজিত বাসদ্রুতরুট্ তর্ষণাদিকে' অজিতস্য যোগাদিনা কদাপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য ভগবতঃ আবাসঃ সদাবস্থিতি স্তেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্ ক্রোধঃ তর্ষণাদয়ো লোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্। ১৯৫।

ভগবান্ অচ্যুতের নিত্য নিবাসভূমি বলিয়া বৃন্দাবন হইতে লোভ ক্রোধাদি পলায়ন করিয়াছিল এবং মনুষ্য সিংহাদি জীবসকল পরস্পরের স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধুভাবে কালযাপন করিতেছিল। ॥ ১৯৫ ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বলি প্রভু যবে বৈল;
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল।
নাচে কুঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে।
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন;
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন।
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা;
তা 'সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা।
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হঞা।
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি;
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত; (১)
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি;
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি।

---

১ ঝারিখণ্ড—সেই বনের নাম; বোধ হয় ছোট নাগপুর প্রদেশের জঙ্গল বিশেষ।

কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ;
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন।
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে ;
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে।
যদ্যপি প্রভু লোক সঙ্ঘট্টের ত্রাসে
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ;
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে।
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশ গিয়া ;
লোকের নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া।
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারি খণ্ড ;
(ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।)
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ;
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার ?
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ;
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী ;
তাঁহা তাঁহা নাচে প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি।
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল ;
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল।
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ—
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ।
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে ;
কেহ দুগ্ধ দধি, কেহ ঘৃত খণ্ড আনে।
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন ;
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন।
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি

তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক ;
ফল মূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক।
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে ;
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে।
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস :
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস।
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার ;
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে ; কাষ্ঠ অপার।
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জন গমন ;
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন :—
'শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলেম বহুদেশ ;
বন পথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ।
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল ;
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল।
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার ;
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ, দেখিব একবার।
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ;
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন।
এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন ;
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত, দেখি সুখী হৈল মন।
ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে ;
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে।
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা ;
তাঁহা বিঘ্ন করি বন পথে লঞা আইলা।
কৃপার সমুদ্র ! দীনহীনে দয়াময় !
কৃষ্ণ কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়'।
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ;
'তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল'।
তিঁহো কহেন 'তুমি কৃষ্ণ ! তুমি দয়াময় !
অধমজীব মুক্তি, মোরে হইলা সদয়'।

'মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা;
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষাও করিলা।
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান;
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্'।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমনান্দ মাধবং' ॥ ১৯৬ ॥

'যৎকৃপা' যস্য ভগবতঃ কৃপা 'মূকং' বাক্‌শক্তিরহিতং জনং 'বাচালং' সুবক্তারং 'করোতি' তথা 'পঙ্গুং' গমন শক্তি রহিতং জনং 'গিরিং' পর্ব্বতং 'লঙ্ঘয়তে' উত্তীর্ণং করোতি 'তং' 'পরমানন্দ মাধবং' অহং 'বন্দে' ॥ ১৯৬ ॥

যাঁহার কৃপায় মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়; সেই সচ্চিদানন্দ মাধবের আমি বন্দনা করি ॥ ১৯৬ ॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন;
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন।
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী;
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি।
সেইকালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান; (১)
প্রভু দেখি হইল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান।
'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস';
নিশ্চয় করিলে হৈল হৃদয়ে উল্লাস।
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন;
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে;
তবে আসি দেখে বিন্দু মাধব চরণে।

---

১ তপন মিশ্র—আদি ৩১৮ পৃঃ ৬ পংক্তি ও ১টীকা দেখ।

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ;
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ;
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন :
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা ;
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা।
মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর নিজ দাস ;
বৈদ্য জাতি লিখন বৃত্তি বারাণসী বাস।
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন ;
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন।
চন্দ্রশেখর কহে 'প্রভু বড় কৃপা কৈলা ;
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা।
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে ;
'মায়া' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে।
ষড়্ দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ;
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা।
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ;
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন।
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন ;
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুইজন'।
মিশ্র কহে 'প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবে ;
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্যত্র না মানিবে।
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ;
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে।
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ;
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে।

বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে, প্রভু নাহি মানে ;
প্রভু কহে 'আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণ'।
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ;
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ।
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা।
সেই বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার ;
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার :—
'এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ;
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে।
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ ;
আজানু লম্বিত ভুজ, কমল নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ;
সকল দেখিয়ে তাঁতে, অদ্ভুত কথন !
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ ;
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে ;
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তাঁর গায় ;
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ;
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।
জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণ চৈতন্য নাম ;
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম।
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি ;
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি' ?
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ;
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা :—
'শুনিয়াছি গৌড় দেশে সন্ন্যাসী ভাবক ;
কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক ;

'চৈতন্য নাম তার, ভাবকগণ লঞা
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া।
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে ;
ঐছে মোহন বিদ্যা ; যে দেখে সে মোহে।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল ;
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।
সন্ন্যাসী নাম মাত্র, মহা ইন্দ্রজালী ;
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি।
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইও তার পাশ ;
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ'।
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল।
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন ;
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ।
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা ;
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা :—
'তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল ;
সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল।
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার ;
'চৈতন্য ! চৈতন্য !' করি কহে তিন বার।
তিন বারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে ;
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে।
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি ;
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি'।
প্রভু কহে 'মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ;
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি।
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম ;
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ স্বরূপ, দুইত সমান।
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন এক রূপ ;
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ।

'দেহ, দেহী, নাম, নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ ;
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাস স্যৈকাদশ বিলাসে ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ'॥১৯৭॥

'কৃষ্ণঃ' 'নাম চিন্তামণিঃ' নাম্ন শ্চিন্তায়া মণিঃরত্নমেব স্যাৎ সএব 'চৈতন্যঃ' জ্ঞানরূপঃ পুনঃ 'রস বিগ্রহঃ' রস এব বিগ্রহঃ স্বরূপঃ যস্য সঃ। পুনঃ 'পূর্ণঃ' পরিপূর্ণঃ 'শুদ্ধঃ' পবিত্র স্বরূপঃ তথা 'নিত্যং' সর্ব্বদৈব 'নামনামিনোঃ' দ্বয়োঃ 'অভিন্নাত্মা' 'উক্তঃ' কথিতঃ ॥ ১৯৭ ॥

নাম চিন্তামণিই শ্রীকৃষ্ণ ; তিনি চৈতন্য স্বরূপ, রসবিগ্রহ এবং পূর্ণ পবিত্র, তিনি নাম ও নামধারী এই উভয়ের অভিন্নাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

'অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস ;
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ ;
কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তিলহর্য্যা ষড়শীতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্য মিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' ॥ ১৯৮ ॥

'অতঃ' অতএব 'শ্রীকৃষ্ণনামাদি' 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' প্রাকৃতেন্দ্রিয়ৈঃ 'গ্রাহ্যং' গ্রহণীয়ং 'ন' 'ভবেৎ'। 'সেবোন্মুখে' 'জিহ্বাদৌ' 'অদঃ' নামাদি 'স্বয়মেব' 'হি' নিশ্চিতং 'স্ফুরতি' উচ্চারিতং ভবতি ॥ ১৯৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে ; ভজনোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে ইহা আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতে থাকে ॥ ১৯৮ ॥

'ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ;
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

'স্বসুখ নিভৃতচেতা স্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো
প্যজিত রুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং
ব্যতনুত কৃপয়া য স্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি' ॥ ১৯৯ ॥

'স্বসুখনিভৃত চেতাঃ' স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ 'তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ' তৎ তেনৈব চেতসা ব্যুদস্তঃ ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ বিষয়ে ভাবো যস্য সঃ 'অপি' তথাভূতোঽপি 'অজিতরুচির লীলাকৃষ্ট সারঃ' অজিতস্য ভগবতঃ রুচিরাভিঃ লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখং ধৈর্য্যং যস্য সঃ 'তদীয়ং' ভগবল্লীলাগুণ সম্বন্ধীয়ং 'তত্ত্বদীপং' পরমার্থ প্রকাশকং 'পুরাণং' শ্রীভাগবতং 'যঃ' শুকদেবঃ 'ব্যতনুত' প্রকাশিতবান্ 'তং' 'অখিল বৃজিনঘ্নং' সকল পাপনাশকং 'ব্যাস সূনুং' ব্যাসপুত্রং 'নতোঽস্মি' ॥ ১৯৯ ॥

যিনি স্বীয় সুখে পূর্ণ চিত্ত হেতু অন্যভাব বিরহিত হইয়াও ভগবান্ অজিতের মনোহর লীলায় আকৃষ্ট হইয়া এই তত্ত্বপ্রদীপ পুরাণসংহিতা (শ্রীভাগবত) প্রকাশ করিয়াছেন ; সেই অখিল পাপনাশক ব্যাসতনয়কে প্রণাম করি ॥ ১৯৯ ॥

'ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ গুণ ;
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' ॥২০০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১২১ পৃঃ ৪৮ শ্লোকে দেখ ॥ ২০০ ॥

'ইহ সব রহু কৃষ্ণ চরণ সম্বন্ধে ;
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভ মক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ' ॥ ২০১ ॥

'তস্য' 'অরবিন্দনয়নস্য' ভগবতঃ 'পদারবিন্দ কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী-মকরন্দ বায়ুঃ' পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ 'স্ববিবরেণ' নাসাছিদ্রেণ 'অন্তর্গতঃ' অন্তরি প্রবিষ্টঃ সন্ 'অক্ষর যুষামপি' ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি 'তেষাং' মুনীনাং 'চিত্ততন্বোঃ' মনঃ শরীরয়োঃ 'সংক্ষোভং' চিত্তেইতি হর্ষং তনৌ রোমাঞ্চং চ 'চকার' ॥ ২০১ ॥

তাঁহারা (মুনিগণ) ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিলেও অরবিন্দ-নয়ন ভগবানের পদারবিন্দের কেশর মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র যোগে অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে রোমাঞ্চ হইল। ২০১।

'অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে ;
মায়াবাদীগণ যাতে মহাবহির্মুখে।

'ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে;
গ্রাহক নাই, না বিকায় লঞা যাব ঘরে।
ভারি বোঝা লঞা আইলাম, কেমনে লঞা যাব?
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব'।
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাত করি;
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি।
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিলা;
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা।
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া
প্রভু গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা।
প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান; (১)
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান।
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া;
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।
এই মত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা;
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়;
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়।
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা;
পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা।
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন;
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।
মথুরা নিকটে আইলা; মথুরা দেখিয়া
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রাম তীর্থে স্নান;
জন্ম স্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম।
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার;
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোক চমৎকার!

---

১ বেণীস্নান—ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করিলেন। প্রয়াগে যমুনা ও সরস্বতী একত্র মিলিতা হইয়াছে; সে জন্য ঐ স্থানকে ত্রিবেণী বলে।

এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ;
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলী ;
হরি কৃষ্ণ কহে দুঁহে দুই বাহু তুলি।
লোক হরি হরি বলে, কোলাহল হৈল ;
কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল।
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময় ;
'এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়।
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা ;
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার ;
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার'।
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ;
তাহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।
'আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ;
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন' ?
বিপ্র কহে 'শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ;
কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা ;
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয় ;
অদ্যাপিও তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়'।
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ।
প্রভু কহে 'তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় ;
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়'।
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র, কহে ভয় পাঞা ;
'ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ?
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি ;
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।

'কৃষ্ণ প্রেমা তাঁহা; যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ;
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ'।
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল;
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল।
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে;
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে।
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন;
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন:—
'পুরী গোঁসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা;
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ; এই মোর শিক্ষা'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে' ॥ ২০২ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৪ পৃঃ ৬০ শ্লোকে দেখ ॥ ২০২ ॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ;
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন।
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার;
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল;
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল:—
'তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার;
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার।
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন;
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন'।
প্রভু কহে 'শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ;
সব এক মত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম।
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার;
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার'।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী প্রকরণে ধৃত হিমাদ্রি নিবন্ধীয় ব্যাসবচনং

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' ॥ ২০৩ ॥

'তর্কঃ' যুক্তিমূলকবিচারঃ 'অপ্রতিষ্ঠঃ' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থঃ কেবলং বাদানুবাদরূপ ইত্যর্থঃ 'শ্রুতয়ঃ' বেদাদয়ঃ 'বিভিন্নাঃ' বিপরীত মতযুক্তাঃ 'অসৌ' ঋষিঃ ন স্যাৎ যস্য 'ঋষেঃ 'মতং' 'ভিন্নং' 'ন' ভবেৎ! 'ধর্ম্মস্য' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মূলক ধর্ম্মজ্ঞানস্য 'তত্ত্বং' যাথার্থ্যং 'গুহায়াং' পর্ব্বত কন্দরে 'নিহিতং' নিংক্ষিপ্তং স্যাৎ তৎপ্রাপণোপায়ো নাস্তীত্যর্থঃ অতএব 'যেন' পথা 'মহাজনঃ' সাধুজনঃ 'গতঃ' তে যং ব্যবহারাদিকং অনুসৃতবান্ 'সঃ' এব 'পন্থাঃ' আশ্রয়ণীয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

তর্ক যুক্তিতে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না; শ্রুতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন; এমন ঋষি দেখা যায় না, যাঁহার মত বিভিন্ন নহে; ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব পর্ব্বত গুহায় নিহিত হইয়াছে; অতএব সাধুজন অবলম্বিত পথই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২০৩ ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল;
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল।
লক্ষ সংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন;
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন।
বাহু তুলি বলে প্রভু 'বোল হরি হরি';
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি।
যমুনা চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান;
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান।
স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর;
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখেন সকল।

বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ;
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ সঙ্গে লৈল।
মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা ;
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ;
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে।
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন ;
প্রভু সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ।
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ;
প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল।
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ;
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে। (১)
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ;
শিখীগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ ;
অঙ্কুর—পুলক, মধু—অশ্রু বরিষণ।
ফুল ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায় ;
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম
আনন্দিত ; বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ।
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে।
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ;
পুষ্প আদি ধ্যানে করেন্ কৃষ্ণে সমর্পণ।
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে ;
'কৃষ্ণবোল' 'কৃষ্ণবোল' বলে উচ্চৈস্বরে।

---

১ ভয় নাহি ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'তাহা সবা দেখি প্রভুর কত প্রেম উঠে'।

স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি ;
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি।
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন ;
মৃগের পুলক অঙ্গ, অশ্রু নয়ন।
বৃক্ষ ডালে শুক শারি দিল দরশন ;
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন।
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে ;
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে উনত্রিংশ-শ্লোকে শারিকাং প্রতি শুকবাক্যং

'সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলনং লীলারমা স্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রি বর্য্য মমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ
শীলং সর্ব্ব জনানুরঞ্জন মহো যস্যায় মস্মৎ প্রভু
র্বিশ্বং বিশ্বজনীন কীর্ত্তিরবতাং কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ' ॥২০৪॥

'অস্মৎপ্রভুঃ' হে শারিকে অস্মাকং প্রভুঃ 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'জগন্মোহনঃ' ভুবনমোহনঃ 'কৃষ্ণঃ' 'অহো' আশ্চর্য্যং 'বিশ্বং' জগৎ 'অবতাং' অবতু রক্ষতু সঃ কীদৃশঃ 'বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ' বিশ্বজনীনা বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তির্যস্য সঃ। 'যস্য' কৃষ্ণস্য 'সৌন্দর্য্যং' অঙ্গমাধুর্য্যং 'ললনাদি ধৈর্য্য দলনং' ললনাদীনাং লক্ষ্মাদীনাং ধৈর্য্যং দলনায় পীড়নায় শীলং যস্য তৎ ; 'লীলা' যস্য বিহারাদি 'রমাস্তম্ভিনী' রমাং লক্ষ্মীং স্তম্ভিতুং স্তব্ধীকর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ সা ; 'বীর্য্যং' যস্য বিক্রমাদিকং 'কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং' কন্দুকিতঃ গেড়ুকৃতঃ ক্রীড়াসাধনী-কৃতমিত্তিযাবৎ অদ্রিবর্য্যং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গোবর্দ্ধনমিত্যর্থঃ যেন তৎ ; 'গুণাঃ' যস্য গুণাদয়ঃ 'পরার্দ্ধং পারে' গণনায়াঃ শেষসংখ্যায়াঃ পরপারে 'অমলাঃ' নিরতিশয়ং নির্ম্মলা ইত্যর্থঃ 'শীলং' যস্য চরিত্রং 'সর্ব্বজনানুরঞ্জনং' ॥২০৪॥

আমাদের প্রভু এই জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্ব সংসার রক্ষা করুন্! অহো! ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ বিশ্বজনীন ; ইঁহার সৌন্দর্য্যে ললনাদির ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ; ইঁহার লীলাদিতে

লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে; ইঁহার বীর্য্য প্রভাবে গিরিবর গোবর্দ্ধনও ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় হইয়াছিল; এবং ইঁহার গুণাদি নিরতিশয় নির্ম্মল ও চরিত্র সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জনকারী ॥ ২০৪ ॥

শুক বাক্য শুনি শারি করে রাধিকা বর্ণন;

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং

'শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তন গান চাতুরী
গুণানি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন চিত্তমোহিনী' ॥ ২০৫ ॥

হে শুক! শৃণু 'শ্রীরাধিকায়াঃ' 'প্রিয়তা' প্রেম 'স্বরূপতা' স্বরূপসৌন্দর্য্যং 'সুশীলতা' সৎচরিত্রতা 'নর্ত্তনগান চাতুরী' নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণতা 'সম্পৎ' ঐশ্বর্য্যাদিকং 'গুণানি' গুণসমূহাঃ তথা 'কবিতাচ' কাব্য শাস্ত্রজ্ঞতাচ 'রাজতে' দেদীপ্যতে যতঃ সা রাধিকা 'জগন্মনোমোহন চিত্ত মোহিনী' জগন্মনোমোহনস্য কৃষ্ণস্য চিত্ত মোহিনী স্যাদিশেষঃ ॥ ২০৫ ॥

হে শুক! শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্য-গীতে নিপুণতা, ঐশ্বর্য্য গুণাদি এবং কাব্য পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল কেমন শোভা পাইতেছে দেখ! তিনি তোমার জগন্মনোমোহনেরও চিত্তমোহিনী ॥ ২০৫ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদন মোহন।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং

'বংশীধারী জগন্নারী চিত্তহারী স শারিকে
বিহারী গোপনারীভি র্জীয়ান্মদন মোহনঃ' ॥ ২০৬ ॥

হে 'শারিকে' 'সঃ' 'বংশীধারী' 'জগন্নারী চিত্তহারী' 'গোপনারীভিঃ' 'বিহারী' 'মদনমোহনঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'জীয়াৎ' ॥ ২০৬ ॥

হে শারিকে! অখিলনারীগণের চিত্তহারী, বংশীধারী ও গোপাঙ্গনাবিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন! ॥২০৬॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস ;

'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ
অন্যথা বিশ্ব মোহোঽপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ' ॥২০৭॥

হে শুক! 'যদা' যস্মিন্‌কালে সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাধাসঙ্গে' 'ভাতি' বিরাজতে যদা স আনন্দরূপঃ হ্লাদিনীশক্তিযুক্তঃ সন্ প্রকাশতে ইত্যর্থঃ 'তদা' তস্মিন্নেবকালে নতু অন্যস্মিন্ সময়ে 'মদন মোহনঃ' কামনাদি মোহয়িতুং সমর্থঃ স্যাৎ 'অন্যথা' রাধা সঙ্গবিহীনে সতি 'বিশ্বমোহোঽপি' বিশ্বং মোহয়িতুং শীলোঽপি 'স্বয়ং' সঃ 'প্রভুঃ' 'মদনমোহিতঃ' মূৰ্চ্ছিতো বিবশশ্চ ভবেৎ আনন্দশক্তেরুৎকৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

হে শুক। রাধা সঙ্গেই কৃষ্ণ মদনমোহন ; অন্যথা তিনি বিশ্বমোহন হইলেও স্বয়ং মোহযুক্ত ॥ ২০৭ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস।
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষ ডালে ;
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে।
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা ;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।
প্রভুকে মূৰ্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ ;
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ।
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস ;
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস।
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম করে উচ্চ করি ;
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি।
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল ;

ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন;
'বোল বোল' করি উঠে করেন নর্ত্তন।

ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়;
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়।

প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত;
প্রভু রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত।

নীলাচলে ছিল যৈছে প্রেমাবেশ মন;
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ।

সহস্র গুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে;
লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।

অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে;
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।

প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে;
স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।

এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন;
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন।

বৃন্দাবনে হৈলা প্রভুর যতেক বিকার;
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার;
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ;
উদ্দেশ করিতে করি দিক্‌ দরশন।

জগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাথারে;
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং
নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বৃন্দাবনে স্থিরচরা নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ২০৮ ॥

'গৌরাঙ্গঃ' 'স্বাবলোকনৈঃ' নিজদর্শনদানৈঃ 'স্থির চরান্' স্থাবরং জঙ্গমান্ 'তদালোকাৎ' তৎসর্ব্ব দর্শনাদ্ধেতোঃ 'আত্মানঞ্চ' স্বকীয়ং মনশ্চ 'নন্দয়ন্' হর্ষয়ন্ সন্ 'বৃন্দাবনে' 'পরিতঃ' চতুর্দিক্ষু 'অভ্রমৎ' ভ্রমণং চকার ॥ ২০৮ ॥

গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমদিগকে দর্শন দিয়া আনন্দিত করতঃ এবং তাহাদের দর্শনলাভে স্বয়ং আনন্দানুভব করিতে করিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥২০৮॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে;
আরিঠ গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে।
রাধাকুণ্ড বার্ত্তা প্রভু পুছে লোক স্থানে;
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান;
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন;
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন:—
'সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী;
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এক চত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা' ॥ ২০৯ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫০ পৃঃ ১১৬ শ্লোকে দেখ ॥ ২০৯ ॥

'যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ;
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ;
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা ;
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা'।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তম সর্গে একাধিক শত-শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'শ্রীরাধেব হরে স্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈ গু'ণৈ
র্যস্যাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ' ॥২১০॥

'তদীয় সরসী' শ্রীরাধিকায়াঃ সরসী রাধাকুণ্ডমিত্যর্থঃ 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'অদ্ভুতৈঃ' আশ্চর্য্যৈঃ 'গুণৈঃ' শ্রীরাধিকাগুণসমানৈঃ হেতুভিঃ 'শ্রীরাধেব' শ্রীরাধাতুল্যা 'হরেঃ' কৃষ্ণস্য 'প্রেষ্ঠা' প্রিয়তমা স্যাদিতি শেষঃ। 'যস্যাং' সরস্যাং 'শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ' শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্রঃ 'প্রীত্যা' প্রেম্না 'তয়া' রাধয়া সহ 'অনিশং' সর্ব্বদৈব 'ক্রীড়তি' বিহরতি ; 'যস্যাং' সরস্যাং 'সকৃৎ' একবারং 'স্নানকৃৎ' জনঃ 'বত' আশ্চর্য্যং 'অস্মিন্' কৃষ্ণে 'রাধিকেব' রাধিকা ইব 'প্রেম' 'লভতে' প্রাপ্নোতি। 'তস্যাঃ' সরস্যাঃ 'মহিমা' 'তথা' 'মধুরিমা' মাধুর্য্যং 'বৈ' নিশ্চিতং 'ক্ষিতৌ' পৃথিব্যাং 'কেন' জনেন 'বর্ণ্যঃ' বর্ণনীয়ঃ 'অস্তু' ভবতু ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড সরসীর গুণ অতি আশ্চর্য্য। এই জন্য ইহা শ্রীরাধার ন্যায় হরির অত্যন্ত প্রিয়। এই সরসীতে

শ্রীমান্ মাধব প্রীতমনে রাধাসহ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া-থাকেন; ইহাতে একবার মাত্র স্নান করিলে রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেমস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; পৃথিবীতলে এমন কে আছে যে সে এই সরসীর মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ২১০ ॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা;
তীরে নৃত্য করে কুণ্ড লীলা সঙরিয়া।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল;
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল।
তবে চলি আইলা প্রভু সুমন সরোবরে;
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বলে।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত;
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত।
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম;
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম।
মথুরা পদ্মের (১) পশ্চিম দলে যার বাস;
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ।
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা;
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া।
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোক চমৎকার!
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার। (২)
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল;
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল।
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে;
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে।

---

১ মথুরা পদ্মের—মথুরা রাজ্যের ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৩ পৃঃ ২ টীকা দেখ। উহার দেবতা ভেদ মধ্য ২০ শঃ পরিচ্ছেদে কথিত হইবে।

২ হরি দেবের ভৃত্য ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'ইহঁত মথুরা বন বলে যার বাস'।

'গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব;
গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পাইব'?
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা;
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারস্য

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ২১১ ॥

'কৃষ্ণঃ' গোপালরূপঃ 'গিরেঃ' গোবর্দ্ধনাৎ' 'অবরুহ্য' অবতীর্য্য 'শৈলং' গোবর্দ্ধনং 'অনারুরুক্ষবে' আরোহণং কর্ত্তুমনিচ্ছবে 'গৌরায়' কৃষ্ণ চৈতন্যায় 'সমদর্শয়ৎ' আত্মানং দর্শিতবান্ কথম্ভূতায় 'স্বস্মৈ' স্বকীয়ায় গোপালায় ইত্যর্থঃ 'ভক্তাভিমানিনে' অহং তস্য ভক্তোঽস্মি ইতি অভিমানোঽস্যাস্তীতি তস্মৈ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় ভক্ত গৌরচন্দ্র গোবর্দ্ধন শৈল আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক জানিয়া গোপালরূপী কৃষ্ণ গিরি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ২১১ ॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি;
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।
এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল;
'তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক (১) সাজিল।
আজি রাত্রে পলাও, গ্রামে না রহ একজন;
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন'।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল;
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল।
বিপ্র গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন;
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন।
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে;
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।

১ তুড়ুক—তুড়কী বা তুরুক দেশীয় অর্থাৎ মুসলমান সৈন্য।

প্রাতঃকালে প্রভু মানস গঙ্গায় করি স্নান;
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া;
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম কৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ
মানং তনোতি সহ গোগণয়ো স্তয়ো র্যৎ
পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ' ॥ ২১২ ॥

'হন্ত' হর্ষে হে 'অবলাঃ' সখ্যঃ 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'অদ্রিঃ' গোবর্দ্ধনঃ এবং 'হরিদাসবর্য্যঃ' হরিদাসেষু ভক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ 'যৎ' যস্মাৎ সঃ 'রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ' রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শেন প্রমোদঃ যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমার্দ্রতাজল-বিন্দুস্রাবাদিভিঃ রোমাঞ্চাদি দর্শনাদিতিভাবঃ। কিঞ্চ 'যৎ' যস্মাৎ সঃ 'সহ গোগণয়োঃ' সহ গোভির্গণেন সখি সমূহেনচ বর্ত্তমানয়োঃ 'তয়োঃ' রামকৃষ্ণয়োঃ 'পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ' পানীয়ৈঃ পানীয় জলৈঃ সুযবসৈঃ, শোভন তৃণৈঃ কন্দরৈঃ শীতলচ্ছায়াবিশিষ্ট গহ্বরৈঃ কন্দমূলৈঃ মূল-কাদিভিঃ 'মানং' সম্মানং পূজামিতিযাবৎ 'তনোতি' বিস্তারেণ করোতি ॥২১২॥

হে সখি। এই গিরি হরিদাসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ ইনি রামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়, কোমলতৃণ, শীতল ছায়া এবং বিবিধ কন্দ দ্বারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের গবাদি বয়স্যদিগের পূজা করিতেছেন ॥ ২১২ ॥

গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান;
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম।
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন;
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ;
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-লহর্য্যাং ষড়্‌বিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'বাম স্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ' ॥২১৩॥

'তামরসাক্ষস্য' পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য 'সঃ' 'বামঃ' 'ভুজদণ্ডঃ' 'বঃ' যুষ্মান্ 'পাতু' রক্ষতু 'যেন' ভুজদণ্ডেন 'গোবর্দ্ধনঃ' নাম 'গিরিঃ' 'কন্দুকতাং' গেড়ুকতাং ক্রীড়াদ্রব্যতাং 'নীতঃ' প্রাপ্তঃ ॥ ২১৩ ॥

যাঁহার বামভুজদণ্ড ক্রীড়া সামগ্রীর ন্যায় গোবর্দ্ধন গিরিকে উত্তোলন করিয়াছিল; পদ্মলোচন কৃষ্ণের সেই ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ২১৩ ॥

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা;
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা।
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য গীত করি;
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি।
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে;
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে।
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব;
যেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব;
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে;
কোন ছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে।
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে;
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে।
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন;
এই রূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন।
বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি না পারে যাইতে;
বাঞ্ছা হইল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে;
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বর ঘরে।

তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা;
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা।
সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ;
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, গোঁসাঞি লোকনাথ।
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি;
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি।
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব—দুই জন;
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ।
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস;
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে;
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে।
এক মাস রহি গোপাল গেল নিজ স্থানে;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে।
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল;
সেই মত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল।
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর;
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল।
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া;
'কিছু দেব মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে?'
লোক কহে 'মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে।
দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর;
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর'।
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া।
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন;
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন।

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা;
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইলা।
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী;
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্প্যাদিভি র্ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ুষাং নঃ' ॥ ২১৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৬ পৃঃ ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৪ ॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা;
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা।
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন;
মহাবন গিয়া জন্ম স্থান দরশন।
যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল;
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল।
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে;
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে।
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া
একান্তে অক্রূর তীর্থে রহিল আসিয়া।
আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন;
কালিয় হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন।
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কাশী তীর্থে আইলা;
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়;
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়।

এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা ;
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা।
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান ;
তেঁতুলী তলাতে আসি করিল বিশ্রাম।
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ;
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ।
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ;
বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর।
তেঁতুলী তলে বসি করে নাম সংকীর্ত্তন ;
মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রূরে ভোজন।
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ;
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে।
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে ;
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে।
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন ;
সবাকে উপদেশ করে নাম সংকীর্ত্তন।
হেন কালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম ;
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম।
কেশীস্নান করি তেঁহ কালিদহ যাইতে ;
আমলী তলায় গোঁসাঞি দেখে আচম্বিতে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ;
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার।
প্রভু কহে 'কে তুমি! কাঁহা তোমার ঘর ?'
কৃষ্ণদাস কহে 'মুঞি গৃহস্থ পামর।
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর ;
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব কিঙ্কর।
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু ;
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু'।
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি ;
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি।

প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা ;
প্রভু অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা।
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ;
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া।
'বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল' ;
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল।
এক দিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে।
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন ;
প্রভু কহে 'কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ?'
লোক কহে 'কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে ;
কালিয় শিরে নৃত্য করে, ফণিরত্ন জলে।
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়'।
শুনি হাসি কহে প্রভু 'সব সত্য হয়'।
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন ;
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দর্শন'।
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা ;
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা।
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন ;
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম।
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে ;
'আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে'।
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ;
'মূর্খ বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া।
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে ?
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে।
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ;
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা'।
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা ;
'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাঁহারে পুছিলা।

লোক কহে 'রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জালিয়া।
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন।
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে;
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়;
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়।
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে? কাঁহা ভ্রমে মানে?
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জানে'।
প্রভু কহে 'কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন?'
লোক কহে 'সন্ন্যাসী তুমি—জঙ্গম নারায়ণ।
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার;
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার'।
প্রভু কহে 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ইহা না কহিও;
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও।
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণ কণ সম;
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।
জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম;
জলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞ সূত্রং
'হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ' ॥ ২১৫ ॥

'ঈশ্বরঃ' 'হ্লাদিন্যা' আনন্দশক্ত্যা তথা 'সম্বিদা' জ্ঞানশক্ত্যা 'আশ্লিষ্টঃ' যুক্তঃ সন্ 'সচ্চিদানন্দঃ' অখণ্ডজ্ঞানানন্দ পরিপূর্ণ এব স্যাৎ। 'জীবঃ' 'স্বাবিদ্যা-সংবৃতঃ' স্বকীয়য়া অবিদ্যয়া মায়য়া সংবৃতঃ বেষ্টিতঃ সন 'সংক্লেশ নিকরাকরঃ' সংক্লেশানাং জন্মমৃত্যুজ্বরাদ্যশেষদুঃখানাং নিকরাঃ সমূহা তেষাং আকরঃ নিবাসো যস্মিন্ সঃ ॥ ২১৫ ॥

ঈশ্বর, আনন্দশক্তি ও চিচ্ছক্তি যুক্ত হেতু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; কিন্তু জীব স্বীয় মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ নিকরের আকর স্থান হইয়াছে। ২১৫।

'যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম;
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম'।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথম বিলাসে এক সপ্তত্যঙ্ক-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং

'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং' ॥ ২১৬ ॥

'যঃ' যো জনঃ 'নারায়ণং' 'দেবং' ঈশ্বরমিত্যর্থঃ 'ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ' সহ 'সমত্বেনৈব' সমানরূপেণৈব 'বীক্ষেত' মন্যেত 'সঃ' জনঃ 'ধ্রুবং' নিশ্চিতং 'পাষণ্ডী' 'ভবেৎ' ॥ ২১৬ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণ দেব ও ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতা দিগকে সমান চক্ষে দেখে; সে নিশ্চয় পাষণ্ডীর মধ্যে পরিগণিত। ২১৬।

লোক কহে 'তোমাতে কভু নহে জীব মতি;
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি।
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন;
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন।
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়;
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়।
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার, বুদ্ধি অগোচর;
তোমা দেখি কৃষ্ণ প্রেমে জগত পাগল।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন;
যেই তোমার একবার পায় দরশন;

'কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত ;
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত।
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে ;
সেও কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে।
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন ;
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহুতি বাক্যং

'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ' ॥ ২১৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৭০ পৃঃ ১৯২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৭ ॥

'এই মত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ ;
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন'।
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ;
প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজ ঘরে গেল।
এই মত কত দিন অক্রূরে রহিলা ;
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
মাধব পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ ;
মথুরার ঘরে ঘরে করান্ নিমন্ত্রণ।
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ।
এক দিনে দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ ;
ভট্টাচার্য্য এক মাত্র করেন গ্রহণ।
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ;
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে।

কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া ;
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শাল গ্রামে সমর্পিয়া।
এক দিন অক্রূর ঘাটের উপর
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারঃ—
'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ;
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল'।
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে ;
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে।
দেখি কৃষ্ণদাস কাঁন্দি ফুকার করিল ;
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল।
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।
'আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে ;
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?
লোকের সঙ্ঘট আর নিমন্ত্রণ জঞ্জাল ;
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল।
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ;
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে'।
বিপ্র কহে 'প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই ;
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই।
সোরো ক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান ;
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান।
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ;
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পাইয়ে।
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন ;
মকরে পৌছাহ প্রয়াগে করহ সূচন।
গঙ্গাতীর পথে সুখ জানাইও তাঁরে'।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে।

'সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ;
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি।
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায় ;
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়।
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই ;
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই।
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি ;
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি'।
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ;
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন :—
'তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন ;
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন।
যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব ;
যাঁহা লঞা যাও তুমি তাঁহাই যাইব'।
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ;
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল।
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন ;
ভট্টাচার্য্য কহে 'চল যাই মহাবন'।
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ ;
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন।
যাইতে এক বৃক্ষ তলে প্রভু সবা লঞা
বসিলা সবার পথ শ্রান্তি দেখিয়া।
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ ;
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন।
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ;
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
মুখে ফেণা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা।

হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা ;
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোঁড়া হৈতে উত্তরিলা।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার ;
'এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা'।
তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বান্ধিল ;
কাটিতে চাহে ; গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড় ;
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়।
বিপ্র কহে 'পাঠান তোমার পাতসার দোহাই !
চল তুমি আমি সিকদার পাশ যাই।
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ ;
পাতসাহার আগে আমার আছে শতজন।
এই যতি ব্যাধে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত ;
অবহি চেতন পাব, হইব সম্বিত।
ক্ষণেক ইহা বৈস, বান্ধি রাখহ সবারে ;
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে'।
পাঠান কহে 'তুমি পশ্চিমা দুই জন ;
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন'।
কৃষ্ণদাস কহে 'আমার ঘর এই গ্রামে ;
শতেক তুড়কী আছে দুই শত কামানে।
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি ;
ঘোড়া পিড়া লুটী লবে তোমা সবে মারি।
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড় ;
তীর্থ বাসী লুট ? আর চাহ মারিবার ?।'
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল ;
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল।
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে হরি হরি ;
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি।

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার;
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল ধার।
ভয় পাইয়া ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন;
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন।
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল;
ম্লেচ্ছগণ দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ;
প্রভু আগে কহে 'এই ঠগ পাঁচজন!
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া'।
প্রভু কহেন 'ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন;
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন।
মৃগী ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন;
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন'।
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর;
কাল বস্ত্র পরে সেই; লোক কহে পীর।
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া;
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া।
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন;
তারই শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন।
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল;
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল।
প্রভু কহে 'তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্ব্বিশেষ;
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ।
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর।
সচ্চিদানন্দ দেহ, পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ;
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগ, নিত্য, সর্ব্বাদি স্বরূপ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়;
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়।

'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ;
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ।
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার;
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার।
মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ;
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আগে করিয়া স্থাপন;
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন।
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান;
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্।
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া;
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া'।
ম্লেচ্ছ কহে 'যেই কহ সেই সত্য হয়;
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়।
নির্ব্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান;
সাকার গোঁসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান।
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর;
মোরে কৃপা কর, মুই অযোগ্য পামর।
অনেক দেখিনু মুঞি; ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম;
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান।
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে'।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।
প্রভু কহে 'উঠ! কৃষ্ণ নাম তুমি লৈলে;
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে'।
'কৃষ্ণ কহ! কৃষ্ণ কহ'! কৈল উপদেশ;
সবে কৃষ্ণ কহে সবার কৈল প্রেমাবেশ।
'রাম দাস' বলি প্রভু কৈল তার নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান;

অল্প বয়স তার রাজার কুমার;
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার।
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেও মহাপ্রভুর পায়;
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়।
তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা;
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি;
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত;
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব।
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য;
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য।
সোরো ক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান;
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ পয়ান।
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা;
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা।
'প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব;
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব?
ম্লেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত;
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত'।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা;
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা।
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন,
সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
তার সঙ্গে অন্য অন্য, তার সঙ্গে আন;
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম।
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল;
সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল।
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা;
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা।

বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত;
সহস্র বদন যার নাহি পায় অন্ত।
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা?
দিগ দরশন কৈল সূত্র করিয়া।
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি;
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি।
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান;
শ্রদ্ধা করি শুন! ইহা সত্য করি মান।
যেই তর্ক করে ইহায়, সেই মূর্খ রাজ;
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ।
চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু;
জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন বিলাসো নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি বার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তি মুৎকঃ
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভু র্বিধৌ প্রাগিব লোক সৃষ্টিং॥ ২১৮॥

'প্রাগিব' যথা প্রাক্ পূর্ব্বস্মিন্ কালে সৃষ্টি সময়ে ইত্যর্থঃ 'প্রভুঃ' পরমেশ্বরঃ 'বিধৌ' ব্রহ্মণি নিজ শক্তিং সঞ্চার্য্য 'লোকসৃষ্টিং' ব্যতনোৎ বিস্তারিতবান্ তদ্বৎ 'সঃ' চৈতন্যঃ 'উৎকঃ' উৎকণ্ঠিতঃ সন্ 'রূপে' রূপগোস্বামিনি 'নিজশক্তিং' 'সঞ্চার্য্য' সংক্রম্য 'কালেন' কাল বশাৎ 'লুপ্তাং' বিনষ্টাং 'বৃন্দাবনীয়াং' বৃন্দাবনসম্বন্ধীয়াং 'রসকেলিবার্ত্তাং' রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাং 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'ব্যতনোৎ' প্রকটীচকার॥ ২১৮॥

পূর্ব্বকালে প্রভু পরমেশ্বর যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন; সেইরূপ চৈতন্য প্রভু রূপ গোস্বামীকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া কালে লুপ্ত রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পুনর্ব্বার প্রকট করিলেন ॥২১৮॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে। (১)
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল;
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চারণ;
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে;
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে।
দণ্ড বন্ধ (২)লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল;
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল।
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে;
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি ঘরে।
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন,
বন পথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন;
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করিবেন গমন;
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার;
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার।
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন;
'রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন।

---

১ শ্রীরূপ...আপন—মধ্যঃ ২০—২৫ পৃষ্ঠা দেখ।
২ দণ্ডবন্ধ—রাজকীয় অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য।

'কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ;
তবে অব্যাহতি হয়' ; করিল নিশ্চয়।
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে ;
রাজ কার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে।
লোভী কায়স্থগণ রাজ কার্য্য করে ;
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন।
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ;
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা।
রাজা কহে 'তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ;
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ;
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ ;
কি তোমার হৃদয়ে আছে ? কহ মোর পাশ'
সনাতন কহে 'নহে আমা হৈতে কাম ;
আর এক জন দিয়া কর সমাধান'।
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার ;
'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ ;
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ'।
সনাতন কহে 'তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর !
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল'।
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা ;
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ;
সনাতনে কহে 'তুমি চল মোর সাতে'।

তিঁহো কহেন 'যাবে তুমি দেবতায় ঋণ দিতে ;
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে'।
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন।
তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঞি আইলা ;
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি ;
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি।
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে :
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে।
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে ;
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম বিমোচনে।
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন' ;
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন।
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ ;
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব।
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা ;
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা।
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দু মাধব দর্শনে ;
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায় ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়।
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ;
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে।
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ;
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি ;
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি।
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার !
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার।

দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয় ;
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়।
বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা ;
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা।
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার ;
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার।
শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ;
'উঠ ! উঠ ! রূপ আইস' বলিলা বচন।
'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ;
বিষয় কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুইজন'।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশম বিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং

'নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং'॥২১৯॥

'চতুর্ব্বেদী' চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী জনঃ 'মে' মম 'ভক্তঃ' 'ন' কেবলং বেদাধ্যয়নং কৃত্বা ভক্তো ন ভবতি 'মদ্ভক্তঃ' ময়ি ভক্তিং কুর্ব্বন্ 'শ্বপচঃ' চণ্ডালোঽপি 'প্রিয়ঃ' মম প্রিয়ঃ স্যাৎ। 'তস্মৈ' ভক্তায় ময়া 'দেয়ং' প্রেম ইত্যর্থঃ 'ততোঃ' তস্মাৎ ভক্তাৎ 'গ্রাহ্যং' তস্য প্রেম ময়া গ্রহণীয়ং 'যথা' 'অহং' তথা 'সচ' 'পূজ্য' পূজনীয়ো ভবেৎ ॥ ২১৯ ॥

চারি বেদ অধ্যয়ন করিলেই আমার ভক্ত হওয়া যায়না ; নীচ জাতীয় শ্বপচও ভক্তিতে আমার প্রিয় হয়। আমি এরূপ ভক্তকে প্রেমদান করি এবং তাহার প্রেম গ্রহণ করি ; সে আমার ন্যায় পূজা পাইবার যোগ্য ॥ ২১৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি দুঁহারে কৈল আলিঙ্গন ;
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিল চরণ ;

প্রভু কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ' ॥২২০ ॥

'মহাবদান্যায়' ধর্ম্মমত গমকে নতোদার স্বভাবায় 'কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে' 'কৃষ্ণ চৈতন্যনাম্নে' 'গৌরত্বিষে' গৌরং গৌরবর্ণং ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মৈ 'কৃষ্ণায়' কৃষ্ণস্বরূপায় 'নমঃ' নমস্করোমি ॥ ২২০ ॥

উদার স্বভাব, কৃষ্ণপ্রেম দাতা, কৃষ্ণ চৈতন্যনামা গৌর-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ স্বরূপকে নমস্কার করি ॥ ২২০ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'যোঽজ্ঞান মত্তং ভুবনং দয়ালু
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং
স্বপ্রেমসম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুং প্রপদ্যে' ॥ ২২১ ॥

'যঃ' 'দয়ালুঃ' সন্ 'অজ্ঞানমত্তং' 'ভুবনং' অখিল জনগণং 'উল্লাঘয়ন্' অজ্ঞান ব্যাধিভ্যঃ মোচয়িত্বা 'অপি' 'স্বপ্রেম সম্পৎ সুধয়া' নিজ প্রেমসম্পদমৃতেন করণয়া 'প্রমত্তং' 'অকরোৎ' কৃতবান্ 'অমুং' 'অদ্ভুতেহং' আশ্চর্য্য চেষ্টিতং 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যং' প্রভুং 'প্রপদ্যে' শরণং ব্রজামি ॥ ২২১ ॥

যিনি কৃপা করিয়া অজ্ঞান মত্ত লোকদিগকে মুক্ত করতঃ নিজপ্রেম সম্পৎসুধায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন; আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শরণাপন্ন হই ॥ ২২১ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা;
'সনাতনের বার্ত্তা কহ' তাঁহারে পুছিলা।

শ্রীরূপ কহেন 'তিঁহো বন্দী রাজ ঘরে ;
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবেন উদ্ধারে'।
প্রভু কহেন 'সনাতনের হইয়াছে মোচন ;
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন'।
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা ;
রূপ গোঁসাঞি সেই দিবস তথাই রহিলা।
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল ;
প্রভুর শেষ প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল।
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাঁসা ঘর স্থান ;
দুই ভাই বাঁসা কৈল প্রভু সন্নিধান।
সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আম্‌লী গ্রামে ;
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে।
দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো, প্রভু আলিঙ্গিল ;
দুইজনে কৃষ্ণ কথা কতক্ষণ হৈল।
কৃষ্ণ কথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ;
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল।
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ ;
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন।
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল ;
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল।
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া ;
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা।
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে ;
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে'।
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন ;
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ।
'ইহা না স্পর্শিও, ইঁহো জাতি অতি হীন ;
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ'।
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি ;
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গি জানি।

'দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ;
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি বাক্যং

'অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নুঃ রার্য্যা
ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥ ২২২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৫৫ শ্লোকে ২৬১ পৃঃ দেখ ॥ ২২২ ॥

শুনি মহা প্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকঃ

'শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ' ॥২২৩॥

'বুধৈঃ' পণ্ডিতৈঃ 'শ্বপাকোঽপি' চণ্ডাল জাত্যন্তবোঽপি শ্লাঘ্যঃ সম্মানীয়ো ভবেৎ 'নাস্তিকঃ' হরিভক্তি রহিতঃ 'বেদজ্ঞোঽপি' 'ন' শ্লাঘ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। শ্বপাকঃ কীদৃশঃ 'সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতিকল্মষঃ' সদ্ভক্তিঃ শুদ্ধভক্তিরেব দীপ্তাগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতানল স্তেন দগ্ধং ভস্মীকৃতং দুর্জ্জাতীয়ং কল্মষং যস্য স অতএব 'শুচিঃ' অন্তর্ব্বহির্নির্ম্মলঃ ॥ ২২৩ ॥

সদ্ভক্তি রূপ প্রদীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার নীচ জাতীয় পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে ; পণ্ডিতেরা এরূপ চণ্ডালের সম্মান্ করেন ; কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সম্মানিত হয় না ॥ ২২৩ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকঃ

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপ স্তপঃ
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোক রঞ্জনং' ॥২২৪॥

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য' জনস্য 'জাতিঃ' সৎকুলে জন্মাদি 'শাস্ত্রং' পাণ্ডিত্যং 'জপঃ' নামজপঃ 'তপঃ' চান্দ্রায়ণাদি এতৎ সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তদ্দৃষ্টান্তমাহ 'অপ্রাণস্য' প্রাণ রহিতস্য 'দেহস্য' কাষ্ঠপুত্তলিকাদে দেহস্য 'মণ্ডনং' ভূষণং 'লোকরঞ্জনমিব' লোকমোহনং যথা। যথা পুত্তলিকায়াঃ মণ্ডনং তথা ভক্তিহীনস্য গুণাদি কেবলং লোক মোহনার্থং ভবতি ॥ ২২৪ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য, জপ পুরশ্চরণ সকলই বৃথা! যেমন প্রাণবিহীন পুত্তলিকাকে কেবল লোক রঞ্জনের জন্য সজ্জিত করা হয়; অভক্তের গুণ সকলও সেইরূপ ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার;
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার!
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ;
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা;
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল;
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল।
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন;
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।
দেশ পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈলা;
আম্বুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা।
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া;
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া।
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন;

আপনি করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল;
নূতন কৌপীন বহির্বাস পরাইল।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈলা;
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইলা।
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে;
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইল অবশেষ;
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ।
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন;
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে;
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে।
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়;
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়। (১)
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন;
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলে প্রভুর বচন।
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন;
প্রভু তাঁরে কৈল 'কহ কৃষ্ণের বর্ণন'।
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল;
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাঙ্কধৃত রঘুপত্যুপাধ্যায় শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম' ॥ ২২৫ ॥

'ভবভীতাঃ' সংসার পাপ শঙ্কিতাঃ 'অপরে' মুনয়ঃ 'শ্রুতিং' বেদাদি-সম্মতং নিরাকারং ব্রহ্ম 'অপরে' সাধবঃ 'স্মৃতিং' স্মৃতি শাস্ত্র সম্মতং ঈশ্বরং

১ তিরোহিতা—ত্রিহুত দেশ নিবাসী।

'অন্যে' সাধকাঃ 'ভারতং' মহাভারতাদ্যুক্তং মতং সাকারং ইত্যর্থঃ 'ভজন্ত' উপাসনাং কুর্ব্বন্তু 'অহং' তু 'ইহ' বৃন্দাবনে 'নন্দং' গোপরাজং সৌভাগ্যশালিনমিত্যর্থঃ 'বন্দে' শরণং গচ্ছামি 'যস্য' নন্দস্য 'অলিন্দে' প্রাঙ্গণে 'পরং' 'ব্রহ্ম' বিহরতীতিশেষঃ ॥ ২২৫ ॥

সংসার পাপে শঙ্কিত হইয়া কেহ বেদাদি সম্মত নিরাকার ব্রহ্মের, কেহ স্মৃতি সম্মত ঈশ্বরের, কেহ বা ভারতাদিপুরাণসম্মত সাকারের উপাসনা করিতেছেন; আমি কিন্তু বৃন্দাবনের সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই; কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণে পর ব্রহ্ম বিহার করিতেছেন ॥ ২২৫ ॥

'আগে কহ' প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবত্যঙ্কধৃত রঘুপত্যুপাধ্যায়োক্ত শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং

'কংপ্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কোঽবা প্রতীতি মায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম' ॥ ২২৬ ॥

'গোপতিতনয়াকুঞ্জে' গোপতিঃ সূর্য্যস্তস্য তনয়া যমুনা তস্যাঃ তীরস্থিতকুঞ্জে 'গোপবধূটী বিটং গোপবধূটী নববধূস্তস্যাঃ বিটং মনশ্চৌরঃ নন্দনন্দন ইত্যর্থঃ 'ব্রহ্ম' বিরাজতে ইতিশেষঃ এতৎ বাক্যং 'কং' জনং 'প্রতি' 'কথয়িতুং' বক্তুং 'ঈশে' ইচ্ছামি ন কমপি ইত্যর্থঃ 'সংপ্রতি' অধুনা 'কোঽবা' জনঃ 'প্রতীতিং' প্রত্যয়ং 'আয়াতু' করোতু মমেদং বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২৬ ॥

যমুনাতীরকুঞ্জে নবগোপবধূদিগের মনশ্চৌর রূপে পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন; ইহা কাহাকেই বা বলি? আর কেই বা সে কথা প্রত্যয় করে? ॥ ২২৬ ॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
প্রভু কহে 'কহ'; তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা;
প্রেমাবেশে প্রভু দেহ মন আলুইলা।

প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল্য চমৎকার !
'মনুষ্য নহে ইহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার।
প্রভু কহে 'উপাধ্যায় ! শ্রেষ্ঠ মান কায়' ?
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়।
'শ্যাম রূপের বাস স্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়' ?
'পুরী মাধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়।
'বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কায়' ?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়।
'রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়' ?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়।
প্রভু কহে 'ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে' ;
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদ স্বরে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্র-পুরীকৃত শ্লোকঃ

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয় মাদ্য এব পরো রসঃ' ॥ ২২৭ ॥

'রূপাণাং' স্বরূপানুভূতীনাং মধ্যে 'শ্যামং' নবীননীল মেঘবর্ণং 'রূপং' 'পরং' শ্রেষ্ঠং ; পুরীণাং ঈশ্বরাবস্থিতিস্থানানাং মধ্যে 'মাধুপুরী' মধুপুরী মাধুর্য্যধাম 'বরা' শ্রেষ্ঠা ; বয়সাং বাল্য পৌগণ্ডাদীনাং মধ্যে 'কৈশোরকং' আদ্যষোড়শবর্ষপর্য্যন্তং নিত্যনূতনসৌন্দর্য্যমিত্যর্থঃ 'ধ্যেয়ং' ; শান্তদাস্যাদি রসানাং মধ্যে 'আদ্য এব' মধুররস এব 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২২৭ ॥

ঈশ্বর স্বরূপের শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ ; ঐ রূপের অবস্থান-ভূমি মাধুর্য্যময় মধুপুরীই উৎকৃষ্ট ; নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য-পূর্ণ কৈশোরাবস্থাই ধ্যান করা উচিত ; এবং শান্ত দাস্যা-দি রসের মধ্যে মধুর রসই পরমোৎকৃষ্ট ॥ ২২৭ ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন।

দেখি বল্লভ ভট্ট চমৎকার হৈল ;
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ;
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণ ভক্ত হৈল।
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
বল্লভ ভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ।
'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্য যমুনাতে ;
প্রয়াগে চালাব ইহা না দিব রহিতে।
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ' ;
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন।
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া।
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া।
কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত ;
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল ;
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল ;
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল।
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর
রূপের মিলন, গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর। (১)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিক-শত শ্লোকে দ্বয়োর্মিলনে সার্ব্বভৌমং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য

---

১ রূপের মিলন গ্রন্থে—কবিকর্ণপূর প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে।

কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ' ॥ ২২৮ ॥

'কালেন' বহুকালেন 'বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা' রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৃন্দাবন সংবাদঃ 'লুপ্তা' আসীৎ 'ইতি' 'তাং' বার্ত্তাং 'খ্যাপয়িতুং' প্রকাশয়িতুং 'বিশিষ্য' বিচিন্ত্য 'দেবঃ' শ্রীচৈতন্যঃ 'কৃপামৃতেন' করণেন 'তত্রৈব' তল্লীলাপ্রকাশবিষয়ে প্রয়োগে কাশীপুর্য্যাং 'চ' 'রূপং' 'সনাতনঞ্চ' অভিষিষেচ অভিষক্তিং কৃতবান্ ॥ ২২৮ ॥

রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বার্ত্তা কালে লুপ্ত হইয়াছিল; তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চিন্তা করতঃ চৈতন্য দেব কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে প্রয়াগে ও কাশীধামে তদ্বিষয়ে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে সপ্ততিশ্লোকে রূপানুগ্রহে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারি বাক্যং

' যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গ রঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সম মনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ' ॥ ২২৯ ॥

'যঃ' শ্রীরূপঃ 'প্রাগেব' পূর্ব্বস্মিন্ এব গৃহাবস্থিতিকালে এব 'প্রিয়গুণগণৈঃ' প্রিয়স্য চৈতন্যস্য গুণসমূহৈঃ 'গাঢ়বদ্ধোঽপি' গাঢ়ং যথা স্যাৎ তথা আকৃষ্টোঽপি প্রিয়স্য 'প্রেমালাপৈঃ' তথা 'দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গ রঙ্গৈঃ' প্রগাঢ়ালিঙ্গন রঙ্গৈঃ করণৈঃ রামকেল্যামিত্যাভিপ্রায়ঃ 'গৃহাধ্যাসাৎ' সংসার মোহাৎ 'মুক্তঃ' সন্ 'অমূর্ত্তঃ' 'অপ্যেব' মূর্ত্তিহীনোঽপি 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'রসঃ' মধুররস ইত্যর্থঃ 'মূর্ত্তঃ' 'ইব' মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ইব শোভয়ামাস ইতিশেষঃ 'দেবঃ' চৈতন্যঃ 'অনুপমেন' 'সমং' স্বভ্রাত্রা সহ 'তং' 'শ্রীরূপং' সংপ্রতি 'প্রয়াগে' 'অনুজগ্রাহ' স্বীকৃতবান্ ॥ ২২৯ ॥

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলি গ্রামে

প্রেমালাপ ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনকৃপা লাভ করিয়া সংসার-মায়া হইতে মুক্তি লাভ করতঃ মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ; চৈতন্যদেব সংপ্রতি প্রয়াগে ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই শ্রীরূপকে অনুগ্রহ করিলেন ॥ ২২৯ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শক্তিসঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যং

'প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে' ॥২৩০॥

'প্রভুঃ' চৈতন্যঃ 'রূপে' রূপ গোস্বামিনি 'ততান' বিস্তারয়ামাস স্বশক্তি-মিত্যর্থঃ কীদৃশে রূপে ? 'প্রিয়স্বরূপে' লোভাদিমহাভাবপর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ 'দয়িত স্বরূপে' শ্রীরাধামহৌদার্য্যমহিমাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ; 'প্রেমস্বরূপে' শ্রীরাধায়াঃ প্রেমা এব স্বরূপং যস্য তস্মিন্ ; 'সহজাতিরূপে' শ্রীকৃষ্ণগুণলীলা চরিত্র লাবণ্যাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ; পুনঃ 'নিজানুরূপে' নিজস্য চৈতন্যস্য অনুরূপে দ্বিতীয়স্বরূপে ভজন মুদ্রাদেঃ পর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। 'একরূপে' অভিন্নরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়স্য পর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ; পুনঃ 'স্ববিলাসরূপে' স্বস্য বিলাসস্য রূপং যস্য তস্মিন্ রাধাকৃষ্ণয়োঃ বিলাসপর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ইত্যর্থ ॥২৩০॥

যাঁহাতে লোভ হইতে মহাভাবের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে ; যিনি শ্রীরাধার মহৌদার্য্যাদি গুণের ও প্রেমস্বরূপের আদর্শ, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলার পর্য্যাপ্তি হইয়াছে ; যিনি ভজনাদি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ পাত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে অভিন্নরূপ ; চৈতন্য প্রভু সেইরূপ গোস্বামীকে নিজশক্তি অর্পণ করিলেন ॥ ২৩০ ॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে ;
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে।

মহাপ্রভুর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র ;
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র।
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন ;
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ :—
'কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন ?
কৈছে রহে ? কৈছে বৈরাগ্য ? কৈছে ভোজন ?
কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন' ?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ :—
'অনিকেতন দুঁহে রহে ; যত বৃক্ষগণ,
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন।
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ;
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি।
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস ;
কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস।
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন, চারিদণ্ড শয়নে ;
নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে।
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন ;
চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন'।
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয় ;
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা, তাঁহা কি বিস্ময় ?
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে ;
রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য' ॥ ২৩১ ॥

'হৃদি' মমান্তঃকরণে 'যস্য' চৈতন্যস্য প্রেরণয়া আজ্ঞয়া ইঙ্গিতেন ইতি-যাবৎ 'বরাকরূপোঽপি' অতিক্ষুদ্ররূপোঽপি 'অহং' রসবর্ণনে 'প্রবর্ত্তিতঃ' ;

'তস্য' 'হরেঃ' 'চৈতন্য দেবস্য' 'পদকমলং' 'বন্দে' ॥ ২৩১ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্ররূপী হইলেও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় রসবর্ণনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি; সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা করি ॥ ২৩১ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রভু কহে 'শুন রূপ! ভক্তি রসের লক্ষণ;
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরস সিন্ধু;
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু।
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ;
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি;
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি।

তথাহি শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত শ্লোকঃ

'কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ
জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ' ॥২৩২॥

'অয়ং' 'জীবঃ' জীবাত্মা 'কেশাগ্রশতভাগস্য' 'শতাংশসদৃশাত্মকঃ' কেশাগ্রস্য শতাংশস্য সদৃশঃ সমানঃ আত্মা স্বরূপং যস্য; 'সূক্ষ্মস্বরূপঃ' অতি ক্ষুদ্ররূপঃ 'হি' নিশ্চিতং 'সংখ্যাতীতঃ' গণনায়াঃ অতীতঃ অনন্তভাগস্য একভাগ ইত্যর্থঃ 'চিৎকণঃ' চিচ্ছক্তিরূপস্য ভগবতঃ কণঃ অংশঃ ॥ ২৩২ ॥

জীবাত্মার স্বরূপ কেশাগ্রের শতাংশের একাংশ সমান অতি সূক্ষ্ম; ইহা ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপের অসংখ্য কণার কণামাত্র ॥ ২৩২ ॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং ত্র্যশীতি শ্লোকঃ

'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ' ॥ ২৩৩ ॥

'সঃ' 'জীবঃ' 'শতধা' 'কল্পিতস্য' 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'ভাগঃ' 'বিজ্ঞেয়ঃ' 'ইতি' 'পরা' শ্রেষ্ঠা 'শ্রুতিঃ' বেদবাক্যং 'আহ' কথয়তি ॥ ২৩৩ ॥

সেই জীবকে কেশাগ্র শত ভাগের কল্পিত একভাগ বলিয়া জানিবে ; এই কথা পরাশ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৩৩ ॥

তথাহি শ্রুত্যধ্যায়স্থ পরিমিতেত্যস্য তোষণ্যাং ধৃতা শ্রুতিঃ।

'সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ' ॥ ২৩৪ ॥

'অয়ং' 'জীবঃ' 'সূক্ষ্মাণাং' 'অপি' সূক্ষ্ম ইতিশেষঃ ॥ ২৩৪ ॥

এই জীব সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ॥ ২৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে ষড়্-বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সম মনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া' ॥ ২৩৫ ॥

হে 'ধ্রুব' সত্যরূপ ভগবন্ 'তনুভৃতঃ' শরীরধারিণঃ জীবাঃ 'যদি' 'অপরিমিতাঃ' বস্তুতএব অনন্তাঃ 'ধ্রুবাঃ' নিত্যাঃ 'সর্ব্বগতাঃ' সর্ব্বব্যাপিনঃ ভবন্তি 'তর্হি' তদা জীবানাং 'শাস্যতা' ত্বচ্ছাসনীয়তা তে জীবাঃ ত্বয়া শাসনীয়া ভবন্তি 'ইতি' যঃ 'নিয়মঃ' শাস্ত্রে নির্ণয়োঽস্তি সঃ 'ন' স্যাদিত্যর্থঃ তেষাং সমত্বাং ব্যাপত্বাভাবাচ্চ 'ইতরথা' অন্যথা তেষাং বিভুত্বাভাবেন তন্নিয়মো ন স্যাদিতি 'ন' ; কিন্তু স্যাদেবেত্যর্থঃ ব্যাপ্যত্বাৎ। 'চ' বিশেষতঃ 'যন্ময়ং' উপাদিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জীবাখ্যং 'অজনি' জন্মো জাতং 'তৎ' স্বকার্য্যং স্বভাবং বা 'অবিমুচ্য' অপরিত্যজ্য স্বরূপেণৈব সর্ব্বাংশং ব্যাপ্য 'নিয়ন্তৃ' নিয়ামকং প্রবর্ত্তকমিতিযাবৎ 'ভবেৎ'। কিঞ্চ 'সমং' জীবেশ্বরতুল্যং 'অনুজানতাং' বদমহমিতি জানীম ইতি বদতাং জনানাং 'যৎ' অন্তর্যাম্যাখ্যং তদ্রূপং পরমকারণং বস্তু 'অমতং' অজ্ঞাতং অবিষয়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ 'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং'। তত্র হেতুঃ 'মত-

দুষ্টতয়া' মতস্য জাতস্য তস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ তথাচ শ্রুতিঃ 'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং' ॥ ২৩৫ ॥

হে ধ্রুব! জীব সকল অপরিমিত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে 'তাহারা তোমার শাসনাধীন,' এই যে নিয়ম তাহা থাকে না; কিন্তু ঐরূপ স্বীকার না করিলে সে নিয়ম বজায় থাকে। বিশেষতঃ ঐ রূপ স্বীকার স্থলে জীব সকল জনন ধর্ম্মশীল হইয়া স্বকীয় স্বভাব পরিহার না করিয়াই আপনি আপনার নিয়ামকরূপে গণ্য হয়; ইহাও অসম্ভব। অতএব 'জীব ও ঈশ্বর সমান' এই কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন; তাঁহারা তোমার স্বরূপ কিছুই জানেন না এবং তাঁহাদের মতও শাস্ত্র দূষণীয় ॥ ২৩৫ ॥

'তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ;
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর;
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে;
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম নিষ্ঠ;
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত;
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত।
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত;
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরিক্ষিতো বাক্যং

'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে' ॥ ২৩৬ ॥

হে 'মহামুনে' শুকদেব! 'মুক্তানাং' মুক্তিং প্রাপ্তানাং অতএব 'সিদ্ধানাং' 'কোটিষু' 'অপি' মধ্যে 'প্রশান্তাত্মা' 'নারায়ণপরায়ণঃ' বিষ্ণুভক্তিপরায়ণো জনঃ 'সুদুর্লভঃ' মহতা দুঃখেন প্রাপণীয়ো ভবেৎ ॥ ২৩৬ ॥

হে মহামুনি! যে সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহাদের কোটির মধ্যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি দুর্লভ ॥ ২৩৬ ॥

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব;
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ;
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়;
বিরজা ব্রহ্ম লোক ভেদি পরব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন;
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল;
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল।
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাতা;
উপাড়ে বা ছিণ্ডে; তার শুকি যায় পাতা।
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ;
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্‌গম।
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা—
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা—যত অসংখ্য তার লেখা;
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটী জীব হিংসন;
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখা গণ;
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়;
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়;
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন;
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।

'প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় ;
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়।
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ;
সুখে প্রেম ফলরস করে আস্বাদন।
এইত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ ;
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে পৌর্ণমাসী বাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থ বাক্যং

'ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি' ॥ ২৩৭ ॥

'ঋদ্ধা' সমৃদ্ধিসম্পন্না 'সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা' অনিমাদিসিদ্ধি স্তস্যাঃ ব্রজঃ সমূহ স্তস্য বিজয়িতা উৎকর্ষতা 'সত্যধর্ম্মা' সত্যধর্ম্মোৎপন্নঃ 'সমাধিঃ' যোগঃ 'ব্রহ্মানন্দঃ' 'গুরুরপি' মহানপি 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'চমৎকারয়তি' চিত্তস্থিতিশেষঃ 'যাবৎ' পর্য্যন্তং 'মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং' মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকার্য্যঃ বশীকরণশীলা সিদ্ধা ওষধয় এব যে প্রেমাণ স্তেষাং 'প্রেম্নাং' 'গন্ধোঽপি' লেশোঽপি 'অন্তঃকরণসরণী পান্থতাং' অন্তঃকরণমেব সরণী পন্থাঃ তস্যাঃ পান্থতা পথিকতা তাং 'ন' 'প্রয়াতি' প্রাপ্নোতি যাবৎ পর্য্যন্তং অন্তঃকরণং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনং ন কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

সমৃদ্ধি সম্পন্ন সিদ্ধি সকল, সত্যধর্ম্মজ সমাধি আদি এবং মহান্ ব্রহ্মানন্দও সেই পর্য্যন্ত হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ; যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণশীল সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমের আস্বাদ হৃদয় না জানিতে পারে ॥ ২৩৭ ॥

'শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ;
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ :—

'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম ;
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধ ভক্তি ; ইহা হৈতে প্রেম হয় ;
পঞ্চ রাত্রে (১) ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত নারদ পঞ্চরাত্রং

'সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে' ॥ ২৩৮ ॥

'হৃষীকেন' ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারেণ হেতুনা বৎ 'হৃষীকেশ সেবনং' কৃষ্ণানুশীলনং সা 'ভক্তিঃ' 'উচ্যতে' কথ্যতে। কথম্ভূতং সেবনং 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং' অন্য বাঞ্ছারহিতং পুনঃ 'তৎপরত্বেন' তদেকাগ্রতয়া 'নির্ম্মলং' পবিত্রং জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতং ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ও পবিত্রভাবে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লইয়া যে ভগবদনুশীলন করা যায় ; তাহার নাম ভক্তি ॥ ২৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

'মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে' ॥ ২৩৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৫ পৃঃ ১১০ শ্লোকে দেখ। ২৩৯ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

---

১ পঞ্চ রাত্রে—নারদ পঞ্চ রাত্র গ্রন্থে।

'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ' ॥২৪০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৬ পৃঃ ১১১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব-বাক্যং

'স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতি ব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' ॥ ২৪১ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৭ পৃঃ ১১২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪১ ॥

'ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়;
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাং ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ' ॥ ২৪২ ॥

'যাবৎ' কালপর্য্যন্তং 'ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা' ভুক্তিঃ ভোগেচ্ছা মুক্তিঃ সালোক্যাদি তয়োঃ স্পৃহা আকাংক্ষা সা, কথম্ভূতা 'পিশাচী' পিশাচীতুল্যা দুর্গতিকারিণীত্যর্থঃ 'হৃদি' অন্তঃকরণে 'বর্ত্ততে' বিরাজতে 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'অত্র' হৃদয়ে 'ভক্তিসুখস্য' 'অভ্যুদয়ঃ' 'কথং' কেন প্রকারেণ 'ভবেৎ' ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

যে হৃদয়ে পিশাচীতুল্যা ভোগবাসনা ও মুক্তিস্পৃহা অবস্থিতি করে; সে হৃদয়ে ভক্তি সুখের উদয় কি রূপে হইবে? ॥ ২৪২ ॥

'সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়;
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।

'প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়;
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষুরস, গুড়খণ্ড সার;
শর্করাসিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর।
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব;
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব। (১)
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে;
কৃষ্ণ ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে।
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর-
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর।
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার;
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর;
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ;
রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রস নাম;
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়ীভাবলহর্য্যাং ত্রিষষ্টিশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'হাস্যোঽদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা' ॥ ২৪৩ ॥

'হাস্যঃ' রসঃ 'অদ্ভুতঃ' 'তথা' 'বীরঃ' 'করুণঃ' 'রৌদ্রঃ' প্রচণ্ডঃ 'ইত্যপি' 'ভয়ানকঃ' ভীষণঃ এবং 'সঃ' 'বীভৎসঃ' জুগুপ্সিতঃ 'ইতি' 'সপ্তধা' সপ্তপ্রকারঃ 'গৌণঃ' রসঃ অপ্রীতিশেষঃ ॥ ২৪৩ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস, এই সাতটী গৌণরস ॥ ২৪৩ ॥

---

১ স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব। বিভাব—উদ্দীপনা; অনুভাব—আসক্তি বা মনের একাগ্রতা; একটি বাহিরের অপরটি মনের বিষয়।

'হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়;
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়।
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে;
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে। (১)
শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র (২) সনকাদি আর;
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার।
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন;
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরু জন।
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ;
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন।
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার;
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর।
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন;
পুরীদ্বয়ে (৩) বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি;
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি।
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন;
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন।
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল;
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল।

---

১ সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে—শান্ত দাস্যাদি রসের ভক্তের মনে সেই সেই রস স্থায়ী হয়; কিন্তু ভজন করিতে করিতে আগন্তুক কারণ যোগে গৌণরূপে সপ্তরসের উদ্রেক হয়।

২ নব যোগেন্দ্র—নয় জন ঋষি। ইঁহারা ঋষভের পুত্র এবং মহারাজ ভরতের (যাঁহার নামে এইদেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে) সহোদর। ইঁহাদিগের নাম কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস, ও করভাজন। ইঁহারা বাল্যাবধি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন এবং কথিত আছে যে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ইঁহারা নয় জনে নিমি রাজকে ধর্ম্মবিষয়ে কয়টী অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় দেখ।

৩ পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারিকা লীলায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ' ॥ ২৪৪ ॥

'দেবকী' 'বসুদেবশ্চ' পুত্রভ্রান্তিং বিহায় 'কৃতসংবন্দনৌ' প্রণতৌ 'পুত্রৌ' রামকৃষ্ণৌ 'জগদীশ্বরৌ' 'বিজ্ঞায়' জ্ঞাত্বা 'শঙ্কিতৌ' সন্তৌ 'ন' 'সস্বজাতে' নালিঙ্গিত বন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী তস্থতুরিত্যর্থঃ। ২৪৪ ॥

দেবকী বসুদেবের পুত্র ভ্রান্তি দূর হওয়াতে পুত্রদ্বয় বন্দনা করিলে তাঁহারা ঈশ্বর বুদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন না; কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকিলেন ॥ ২৪৪ ॥

'কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য (১) দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়;
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যং

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং ত্বৎ ক্ষাময়ে ত্বামহ নপ্রমেয়ং'॥২৪৫॥

'ত্বাং' 'সখেতি' প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং 'মত্বা' 'প্রসভং' হঠাৎ তিরস্কারেণ 'তব' 'মহিমানং' 'ইদং' বিশ্বরূপঞ্চ 'অজানতা' 'ময়া' 'হে কৃষ্ণ' 'হে যাদব' 'হে সখেতি' (সম্বিরার্ষঃ) 'যদুক্তং' 'তৎ' 'ক্ষাময়ে' ক্ষমাং কারয়ে কথভূতং ত্বাং 'অপ্রমেয়ং' অচিন্ত্য প্রভাবং ॥ ২৪৫ ॥

হে অপ্রমেয়! তোমার মহিমা ও বিশ্বরূপ না জানিয়া তোমাকে প্রাকৃত সখা মনে করিয়া কৃষ্ণ, যাদব, সখা ইত্যাদি তিরস্কার সূচক যে সম্বোধন করিয়াছি; সে অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ২৪৫ ॥

---

১ ঐশ্বর্য্য—বিশ্বরূপও পাঠ আছে। ধার্ষ্ট্য ক্ষমায়—নিজ ধৃষ্টতা ক্ষমা করায়।

'কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস ;
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তস্যাঃ সুদুঃখভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধে
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্' ॥ ২৪৬ ॥

'সুদুঃখ ভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধেঃ' সুদুঃখং অপ্রিয় শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপস্তৈ র্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাঃ তস্যাঃ 'তস্যাঃ' রুক্মিণ্যাঃ 'শ্লথদ্বলয়তঃ' শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ 'হস্তাৎ' 'ব্যজনং' 'পপাত'। 'বিক্লবধিয়ঃ' বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যা তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ 'দেহশ্চ' 'সহসৈব' হঠাৎ 'মুহ্যন্' সন্ 'বাতবিহতা' বায়ুতাড়িতা 'রম্ভেব' কদলীতরুরিব 'কেশান্' 'প্রবিকীর্য্য' পপাত ইতি শেষঃ ॥ ২৪৬ ॥

দুঃখ, ভয়, শোকে হতবুদ্ধি হইয়া রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় স্খলিত হইল এবং ব্যজন পতিত হইল ; আর বুদ্ধি অবশ হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় সহসা তাঁহার দেহ কেশপাশ বিকীর্ণ করতঃ পতিত হইল ॥ ২৪৬ ॥

'কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে ;
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ
উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং' ॥ ২৪৭ ॥

'যথা' ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদৈঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ, 'উপনিষদ্ভিঃ' ব্রহ্মেতি 'সাংখ্য-যোগৈঃ' সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি 'সাত্বতৈঃ' ভক্তিশাস্ত্রাদিভিঃ ভগবানিতি 'উপগীয়মান মাহাত্ম্যং' উপগীয়মানং কীর্ত্ত্যমানং মাহাত্ম্যং যস্য তং 'হরিং' 'সা' যশোদা 'আত্মজং' গর্ভজাতং পুত্রং 'অমন্যত' স্বীকৃতবতী ॥ ২৪৭ ॥

বেদে ইন্দ্রাদি নামে, উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্যে পুরুষনামে, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়া, এবং ভক্তি শাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়া যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই হরিকে তিনি আত্মজ জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৭ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' ॥ ২৪৮ ॥

'গোপিকা' যশোদা 'তং' কৃষ্ণং 'মর্ত্ত্যলিঙ্গং' পশ্যমান মনুষ্যবালকাকারং 'অধোক্ষজং' ইন্দ্রিয়াতীতং 'আত্মজং' 'মত্বা' 'যথা' 'প্রাকৃতং' প্রাকৃত বালকমিব 'উলূখলে' উদূখলে 'দাম্না' রজ্জুনা 'ববন্ধ' ॥ ২৪৮ ॥

মনুষ্যশরীরধারী সেই অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃতবালকের ন্যায় রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন ॥ ২৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণী সুতং' ॥ ২৪৯ ॥

'ভগবান্' 'কৃষ্ণঃ' 'পরাজিতঃ' নর্ম্মপরাজিতঃ সন্ 'শ্রীদামানং' স্বস্কন্ধ্যং

প্রতিদ্বন্দ্বিনং 'উবাহ' 'চ' স্কন্ধে কৃতবান্ 'চ' তথা 'ভদ্রসেনঃ' 'বৃষভং' 'প্রলম্বঃ' 'রোহিণীসুতং' বলরামং উবাহেত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষভকে আর প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দনকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছিল ॥ ২৪৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিত প্রতি শুক বাক্যং

'হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্রতে মনঃ
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূ রন্বতপ্যত' ॥ ২৫০ ॥

'কামযানাঃ' কামো যানং আগমন সাধনং যাসাং তাঃ 'গোপীঃ' 'হিত্বা' 'অসৌ' 'প্রিয়ঃ' 'মাং' 'ভজতে' ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে 'ততঃ' তদনন্তরং 'বনোদ্দেশং' বিজনং বনং 'গত্বা' 'দৃপ্তা' গর্ব্বিতা সতী 'কেশবং' 'অব্রবীৎ' কিং তদাহ 'অহং' 'চলিতুং' 'ন' 'পারয়ে' শক্নোমি. 'তে' তব 'যত্র' 'মনঃ' 'মাং' 'নয়' 'এবং' পূর্ব্বোক্তরূপেণ 'উক্তঃ' সন্ কৃষ্ণঃ 'প্রিয়াং' গোপীং 'স্কন্ধং' 'আরুহ্যতাং' 'ইতি' 'আহ'। 'ততঃ' ইত্যবসরে 'কৃষ্ণঃ' 'অন্তর্দ্দধে' অন্তর্ধান মকরোৎ ; 'সা' 'বধূঃ' গোপী 'অন্বতপ্যত' অনুতাপং চকার ॥২৫০॥

যে সকল গোপী কাম সাধন জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় আমাকে প্রীতি করিতেছেন ; এই ভাবিয়া সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্ব্বে কৃষ্ণকে কহিলেন 'আমি আর চলিতে পারিতেছি না ; তোমার যেখানে অভিলাষ আমাকে লইয়া চল'। এই কথা শুনিয়া

ভগবান্ কহিলেন 'তবে আমার স্কন্ধে উঠ'। তদনন্তর কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে সেই বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥২৫০॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃ বান্ধবা, নতিবিলংঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ
গতিবিদ স্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ
কস্ত্যজেন্নিশি' ॥২৫১॥

হে 'অচ্যুত' 'পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবান্' পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চ 'অতিবিলংঘ্য' অতিক্রম্য তাক্তে্বতিযাবৎ 'তে' তব 'অন্তি' নিকটং 'আগতাঃ' বয়ং ; ভূতস্য 'গতিবিদঃ' অস্মদাগমনং জানতঃ গীতস্য গতিং বা জানতঃ (গতিবিদো বয়মিতি বা) 'তব' 'উদ্গীতমোহিতাঃ' উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হে 'কিতব' শঠ এবম্ভূতাঃ 'যোষিতঃ' 'নিশি' স্বয়মাগতাঃ ত্বাং ঋতে 'কঃ' 'ত্যজেৎ' ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৫১ ॥

হে অচ্যুত! পতি পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি; তুমি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জান; তোমারই উচ্চগীতে আমরা মোহিত হইয়াছি; হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ং আগতা স্ত্রীদিগকে কে পরিত্যাগ করে? ॥ ২৫১ ॥

'শান্তরস স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা ;
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে রিতি শ্রীমুখ গাথা। (১)

---

১ শান্তরস স্বরূপ বুদ্ধ্যে...শ্রীমুখ গাথা—ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া একাগ্রভাবে তাঁহাতে চিত্তের নিষ্ঠা হওয়ার নামই শান্তরস। দৃষ্টান্ত স্থলে ভাগবতের একাদশস্কন্ধে উদ্ধব সংবাদে ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন 'আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠাই শম'; এই কথা দ্বিতীয় পাদে উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরস-লহর্য্যাং একবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে রেতাং শান্তিরতিং বিনা' ॥২৫২॥

'বুদ্ধেঃ' জ্ঞানস্য 'মন্নিষ্ঠতা' মদেকান্তত্তা 'শমঃ' 'ইতি' 'শ্রীভগবদ্বচঃ' ভাগবতস্য একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং কথিতং। 'এতাং' 'শান্তিরতিং' শান্তরসং 'বিনা' 'বুদ্ধেঃ' 'তন্নিষ্ঠা' ভগবত্যেকাগ্রতা 'দুর্ঘটা' দুষ্প্রাপণীয়া ॥ ২৫২ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন যে 'আমাতে নিষ্ঠা বুদ্ধিই শম'; এই শান্তিরতি ভিন্ন ভগবানে একাগ্রতা লাভ হওয়া দুর্ঘট ॥২৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে র্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ' ॥২৫৩॥

'বুদ্ধেঃ' জ্ঞানস্য 'মন্নিষ্ঠতা' ময়ি নিবিষ্ট চিত্ততা 'শমঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ 'ইন্দ্রিয়সংযমঃ' ইন্দ্রিয়বশীকরণং 'দমঃ'; 'দুঃখসংমর্ষঃ' দুঃখসহিষ্ণুতা 'তিতিক্ষা'; 'জিহ্বোপস্থ জয়ঃ' জিহ্বায়াঃ উপস্থস্য চ জয়ঃ বশীকরণং 'ধৃতিঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ২৫৩ ॥

আমাতে নিবিষ্ট বুদ্ধির নাম শম; ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম; দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা; এবং জিহ্বোপস্থের বশীকরণের নাম ধৃতি ॥ ২৫৩ ॥

'কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি;
অতএব শান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত, এক জানি।
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং

'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ' ॥ ২৫৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৮ পৃঃ ১৩৫ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৪ ॥

'কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে;
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে;
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীন;
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ।
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। (১)
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বর জ্ঞান, সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর;
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন;
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ।
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়;
দাস্যে সংভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন;

১ কৃষ্ণ নিষ্ঠা…শান্তরসে—শান্ত রসের দুইটী গুণ; প্রথম ঈশ্বরে একাগ্রতা, দ্বিতীয় সংসার বাসনা পরিত্যাগ। আকাশের শব্দগুণ যেমন আর আর সকল ভূতেই থাকে; সেই রূপ শান্ত রসের গুণ দ্বয় সকল প্রকার ভক্তে থাকা অবশ্যম্ভাবী। শান্তরস ব্যতীত আর কোন রস সম্ভবে না। ইহা ভক্তি রাজ্যের পত্তন ভূমি। কিন্তু কেবল শান্তরসে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা হয় না; শান্ত ভক্তের নির্ম্মল অন্তঃকরণে কেবল মাত্র ঈশ্বরের যথাজ্ঞান প্রতিভাত হয় মাত্র। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সেবা, সম্ভ্রম, বিশ্বাস, মমতা, বাৎসল্য ও আত্ম সমর্পণ প্রভৃতি ভাব সকল পর পর রসে হয়; ঐ সকল কেবল শান্তভাবে থাকে না।

'অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন্।
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্ম সম জ্ঞান ;
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্।
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন ;
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার ;
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান ;
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ;
কৃষ্ণভক্ত রস গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানীগণে।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্থ ষোড়শবিলাসে একোন-শতাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্ত মাখ্যাপয়ন্তং
তদীয়েশিতজ্ঞৈঃ স্বভক্তৈ র্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে' ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্ 'প্রেমতঃ' প্রেম্না করণেন 'অহং' 'ত্বাং' 'শতাবৃত্তি' শতং আবৃত্তি র্যথাস্যাত্তথা 'বন্দে'। কথম্ভূতং ত্বাং 'ইতীদৃক্ স্বলীলাভিঃ' ইতি অনেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ ঈদৃক্ এবম্বিধাভিঃ স্বলীলাভিঃ করণৈঃ তদীয়ে 'আনন্দকুণ্ডে' সুখস্বরূপে 'নিমজ্জন্তং' নিমগ্নমিত্যর্থঃ 'স্বঘোষং' স্বকীয়ং গোপ-গোপীনন্দাদিকং 'আখ্যাপয়ন্তং' রসেন উন্মাদয়ন্তং।' ত্বং কীদৃশঃ 'তদীয়েশিতজ্ঞৈঃ' তদীয়ং তব ঈশিতং ঐশ্বর্য্যং জানন্তি যে তৈঃ 'স্বভক্তৈঃ' 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'জিতঃ' পরাভূতোঽসি তেষাং প্রেম্না করণেন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্! এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া তোমার সুখ-স্বরূপে নিমগ্নমান গোপগোপীদিগকে রসদানে উন্মাদ করিতেছ ; আবার তোমার ঐশ্বর্য্যবেত্তা ঐ সকল ভক্তের প্রেমে

স্বয়ং পরাজিত হইতেছ; আমি তোমাকে শতবার বন্দনা করি ॥ ২৫৫ ॥

'মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়।
কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন;
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে;
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে। (২)
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার;
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
এই ভক্তি রসের কৈল দিগ্ দরশন;
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে;
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস সিন্ধু পারে'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন।
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন;
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন:—
'আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে;
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে।'
প্রভু কহে 'তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন;
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া;
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া।'
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা;
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা।
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা;
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা।

---

২ আকাশাদির—পঞ্চ পৃথিবীতে—মধ্যঃ ১৬০ পৃঃ ১টীকা দেখ।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং
নীচোঽপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥২৫৬॥

'অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং' অনন্তং অগণনং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ঐশ্বর্য্যং যস্য তং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুং' 'বন্দে'; 'যৎ প্রসাদাৎ' যস্য চৈতন্য প্রভোঃ অনুগ্রহাৎ 'নীচোঽপি' জনঃ 'ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ' 'স্যাৎ' ॥ ২৫৬ ॥

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করি; তাঁহার প্রসাদে নীচজনও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ২৫৬ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে;
শ্রীরূপ গোঁসাঞির পত্রী আইল হেন কালে।
পত্রী পেয়ে সনাতন আনন্দিত হৈলা;
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা:—
'তুমি এক জিন্দাপীর মহা পুণ্যবান্!
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান।
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া;
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা।
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার;
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব; কর অঙ্গীকার;
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার'।

তবে সেই যবন কহে 'শুন মহাশয়!
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজ ভয়'।
সনাতন কহে 'তুমি না কর রাজ ভয়;
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি নেউটী আইসয়;
তাঁহাকে কহিও "সেই বাহ্যকৃত্যে গেল
গঙ্গার নিকট; গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল।
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল;
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল"।
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব;
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'।
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল;
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল।
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া;
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া।
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাঁহা যাইতে;
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে।
তথা এক ভূমিক হয়, তার ঠাঁঞি গেলা;
'পর্ব্বত পার কর আমায়' মিনতি করিলা।
সেই ভুঁঞা সঙ্গে হয় হাত গণিতা;
ভুঁঞা কাণে কহে সেই জানি এক কথা:—
'ইহার ঠাঁঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়';
শুনি আনন্দিত ভুঁঞা; সনাতনে কয়:—
'রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া;
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া'।
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান;
সনাতন আসি তবে কৈল নদী স্নান।
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে;
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে:—
'এই ভুঁঞা কেন মোরে সম্মান করিল'?
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল:—

'তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়' ?
ঈশান কহে 'মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়'।
শুনি সনাতন তারে করিল ভৎর্সন ;
'সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম' ?
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ;
ভুঞা কাছে দিয়া কহে মধুর করিয়া :—
'এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ;
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার।
রাজবন্দী আমি, গড়ি দ্বার যাইতে না পারি ;
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি'।
ভুঁঞা হাসি কহে 'আমি জানিয়াছি পহিলে ;
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে।
তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে ;
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি, মোহর না লইব ;
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব'।
গোঁসাঞি কহে 'কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি ;
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গী করি'।
তবে ভুঁঞা গোঁসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ;
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল।
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে :—
'জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে' ?
ঈশান কহে 'এক মোহর আছে অবশেষ' ;
গোঁসাঞি কহে 'মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ'।
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একেলা ;
হাতে করোয়া, ছেঁড়া কাঁথা, নির্ভয় হইলা।
চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ;
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে।
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত নাম ;
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম।

তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে ;
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাতসায় স্থানে।
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল ;
রাত্রে এক জন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল।
দুইজন মিলি তথা ইষ্ট গোষ্ঠি কৈল ;
বন্ধন মোক্ষণ কথা গোঁসাঞি কহিল।
তিঁহো কহে 'দিন দুই রহ এই স্থানে ;
ভদ্র বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে'।
গোঁসাই কহে 'একক্ষণ ইঁহা না রহিব ;
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব'।
যত্ন করি তিঁহো এক ভোট কম্বল দিল ;
গঙ্গা পার করি দিল, গোঁসাঞি চলিল।
তবে বারাণসী গোঁসাঞি আইল কত দিনে ;
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভু আগমনে।
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা;
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা :—
'দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে' ;
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে।
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল ;
'কেহ হয়' ? করি প্রভু তাঁহারে পুছিল।
তিঁহো কহে 'এক দরবেশ আছে দ্বারে' ;
'তাঁরে আন' প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে।
'প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ' ;
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ।
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন ;
'মোরে না ছুঁইও' কহে গদ্গদ বচন।
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার ;
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার !

তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লঞা গেলা ;
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা।
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন ;
তিঁহো কহে 'মোরে প্রভু না কর স্পর্শন'।
প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ;
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং

'ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা' ॥ ২৫৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৯ পৃঃ ৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৭।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্ক-ধৃতং ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং

'ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং' ॥২৫৮॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪২৬ পৃঃ ২১৯ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবম-শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং

'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং, পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ' ॥ ২৫৯ ॥

'দ্বিষড়্ গুণ যুতাৎ' দ্বিষড়্ গুণাঃ দ্বাদশগুণা তৈ র্যুতাৎ যুক্তাৎ 'বিপ্রাৎ' ব্রাহ্মণাদপি 'শ্বপচং' চণ্ডালং 'বরিষ্ঠং' শ্রেষ্ঠং 'মন্যে'। দ্বাদশগুণাঃ যথা মহাভারতে ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রী স্তিতিক্ষানসূয়া ; যজ্ঞশ্চ

যানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ 'অর-বিন্দনাভপাদারবিন্দ বিমুখাৎ' অর বিন্দনাভস্য ভগবতঃ পাদারবিন্দাৎ বিমুখাৎ শ্বপচং কীদৃশং 'তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থ প্রাণং' তস্মিন্নরবিন্দ-নাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং। ঈহিতং কর্ম্ম অর্থোধনং। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ 'সঃ' এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং 'কুলং' 'পুনাতি' 'ভূরিমানঃ' ভূরির্মানো গর্ব্বো যস্য স 'তু' বিপ্রঃ আত্মানমপি 'ন' পুনাতি কুতঃ কুলং। যতো ভক্তি-হীনস্য এতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি নতু শুদ্ধয়ে অতো হীন ইতিভাবঃ ॥২৫৯॥

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অদ্বেষ, লজ্জা, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, এই দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণও যদি ভগবানের পদারবিন্দ বিমুখ হন, তবে আমার বিবেচনায় তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার প্রাণ, মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন, সকলই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে; এরূপ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ; কারণ সেই চণ্ডাল হইতে কুল পবিত্র হয়; কিন্তু তদ্রূপ গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, কুল দূরে থাকুক আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না ॥ ২৫৯ ॥

'তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ;
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ'।

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকঃ
'অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি, তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনংহি, সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে' ॥২৬০॥

হে সনাতন! 'হি' নিশ্চিতং 'লোকে' সংসারে 'ভাগবতাঃ' ভগবদ্ভক্তাঃ 'সুদুর্ল্লভাঃ' দুষ্প্রাপণীয়া ভবন্তি। 'হি' যতঃ 'ত্বাদৃশ দর্শনং' তব সদৃশ ভক্ত-দর্শনং 'অক্ষ্ণোঃ' নেত্রয়োঃ 'ফলং' স্যাৎ; নেত্র ধারণং সার্থকমিত্যর্থঃ। 'ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ' ভবাদৃশ জনস্য গাত্র সঙ্গঃ 'তন্বাঃ' শরীর ধারণস্য 'ফলং'; 'ত্বাদৃশকীর্ত্তনং ভবাদৃশস্য চরিতগুণাদ্যনুকীর্ত্তনং 'হি' 'জিহ্বা ফলং' রসনায়াঃ 'ফলং' ॥ ২৬০ ॥

হে সনাতন! ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎ লাভ সংসারে অতি দুর্লভ; কারণ ভবাদৃশ ভক্ত দর্শনে চক্ষু সফল হয়, গাত্র সংসর্গে শরীরধারণ সার্থক হয়, এবং গুণ কীর্ত্তনে রসনা পবিত্র হয় ॥ ২৬০ ॥

এত কহি কহে প্রভু 'শুন সনাতন!
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন।
মহা রৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার;
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার'।
সনাতন কহে 'কৃষ্ণ আমি নাহি জানি;
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি'।
'কেমনে ছুটিলা?' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল;
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল।
প্রভু কহে 'তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা;
রূপ অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা'।
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে;
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে।
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ;
প্রভু কহে 'ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন'।
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া;
'এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা'।
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল;
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল।
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার;
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার।
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে;
সনাতনে লঞা গেলা তপন মিশ্রের ঘরে।
পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা;
'সনাতনে ভিক্ষা দেহ' মিশ্রেরে কহিলা।

মিশ্র কহে 'সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ;
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে'
ভিক্ষা করি মহা প্রভু বিশ্রাম করিলা ;
মিশ্র প্রভুর শেষ পাত্র সনাতনে দিলা।
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন ;
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈল নিবেদন :—
'মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ;
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন'।
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল ;
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল।
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতন ;
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণ :—
'সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে ;
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে'।
সনাতন কহে 'আমি মাধুকরী করিব ;
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব' ?
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ;
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার।
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ;
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়।
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ;
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে।
তারে কহে 'আরে ভাই ! কর উপকারে ;
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে'।
সেই কহে 'হাস্য কর প্রামাণিক হঞা ;
বহু মূল্য ভোট কেন দিবে কান্থা লঞা' ?
তিঁহ কহে 'হাস্য নহে কহি সত্যবাণী ;
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি'।
এত বলি কাঁথা লৈল ভোট তারে দিয়া ;
গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া।

প্রভু কহে 'তোমার ভোট কম্বল কোথা গেল ?
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল।
প্রভু কহে 'উহা আমি করিয়াছি বিচার ;
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ;
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ ?
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস ;
ধর্ম্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস'।
গোঁসাঞি কহে 'যে খণ্ডিল কুবিষয় রোগ ;
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয় ভোগ'।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ;
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল।
পূর্ব্বে যৈছে রায় পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল ;
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল।
ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ;
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ।

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য

কৃষ্ণস্বরূপ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ২৬১ ॥

'সঃ' 'ঈশঃ' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ 'কৃপয়া' 'কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং' কৃষ্ণস্বরূপং তথা তস্য কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যং তথা ঐশ্বর্য্যং তথা ভক্তিঃ রসশ্চ এতেষাং আশ্রয়ীভূতং 'তত্ত্বং 'সনাতনায়' 'উপদিদেশ ॥ ২৬১ ॥

সেই ঈশ্বর কৃপা করিয়া সনাতনকে এই সকল তত্ত্ব উপদেশ দিলেন ; যথা কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব, ভক্তি এবং রসতত্ত্ব ॥ ২৬১ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ;
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা :—

'নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম ;
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম।
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ;
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি।
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ;
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার।
কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ?
সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি ;
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ;
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়।
কৃষ্ণ শক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ;
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্ক ধৃতনারদীয়পুরাণং

'সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বান্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ' ॥২৬২॥

'যেষাং' সাধুচিত্তানাং জনানাং সদ্ধর্ম্মস্য সত্য ধর্ম্মস্য ভগবদারাধনারূপস্য 'অববোধায়' নির্ম্মলজ্ঞানায় নিমিত্তায় 'নির্ব্বন্ধিনী' নিয়মিতা অধ্যবসায়-শালিনীতার্থঃ 'মতিঃ' ভবেৎ 'এষাং' জনানাং 'অভীপ্সিতঃ' নিজবাঞ্ছিতঃ সর্ব্বার্থঃ 'অচিরাদেব' শীঘ্রমেব 'সিধ্যতি' সিদ্ধো ভবতি ॥ ২৬২ ॥

যে সকল সাধুভাবাপন্ন লোকদিগের ভগবদারাধনারূপ সদ্ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে অধ্যবসায়শীল মতি উৎপন্ন হয় ; তাঁহাদের বাঞ্ছিতার্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২৬২ ॥

'যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে;
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে।
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস;
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় (১);
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিদেক মিত্যস্যব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য ঊনত্রিংশা-ধ্যায়ীয়পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'একদেশ স্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ' ॥ ২৬৩ ॥

'একদেশস্থিতস্য' 'অগ্নেঃ' 'জ্যোৎস্না' জ্বালা 'যথা' 'বিস্তারিণী' বহুদেশ-ব্যাপিনী ভবেৎ 'তথা' 'পরস্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'শক্তিঃ' চিচ্ছক্তিঃ 'ইদং' দৃশ্যমানং 'অখিলং' 'জগৎ' ব্যাপ্নোতীতিশেষঃ ॥ ২৬৩ ॥

একস্থানস্থিত অগ্নির আলোক যেমন বহুস্থানে বিস্তৃত হয়; তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তি এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি;
চিচ্ছক্তি, জীবন শক্তি, আর মায়া শক্তি।

তথাহি তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিতম শ্লোকঃ

'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে' ॥২৬৪॥

---

১ কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—অগ্নি জ্বালাচয়—জীব ভগবানের অনন্তকালের সেবক; অর্থাৎ জীব ক্ষুদ্র; ভগবান্ বৃহৎ। সূর্য্যকিরণের ক্ষুদ্র অংশ যেমন অগ্নি জ্বালা অংশ প্রকাশ পায়; অথচ উভয়েই এক পর্য্যায়ভুক্ত থাকে; তদ্রূপ ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র জীবরূপে প্রকটিত হয়; প্রকৃতিগত চিচ্ছক্তি উভয়েরই অভিন্ন; কেবল পরিমাণের ন্যূনতা

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৪১ পৃঃ ১৬১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৬৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য তৃতীয়াধ্যায়ীয় দ্বিতীয় শ্লোকঃ

'শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা' ॥২৬৫॥

হে 'শ্রেষ্ঠ'! 'সর্ব্বভাবানাং' সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং সত্ত্বানাং 'শক্তয়ঃ' 'অচিন্ত্য জ্ঞান গোচরাঃ' অভাবনীয়ৈশজ্ঞানসম্ভূতাঃ সন্তীতিশেষঃ 'যতঃ' যস্মাৎ কারণাদ্ধেতোঃ 'অতঃ' অস্মাৎ 'ব্রহ্মণঃ' সকাশাদপি 'তাঃ' 'সর্গাদ্যাঃ' সর্গস্য সৃষ্টে রাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতা ইত্যর্থঃ 'ভাবশক্তয়ঃ' স্বভাবসিদ্ধশক্তয়ঃ 'ভবন্তি' 'যথা' 'পাবকস্য' অগ্নেঃ 'উষ্ণতা' 'তপতাং' তপনশীলানাং দ্রব্যানাং লৌহাদীনাং সম্বন্ধে ঘটতে তদ্বৎ অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ হীনস্য ব্রহ্মণোঽপি সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটতে ইতিভাবঃ। ২৬৫ ॥

সকল বস্তুর শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞান সম্ভূত; হে শ্রেষ্ঠ! দহনশীল লৌহাদি যেমন অগ্নির উষ্ণতাশক্তি প্রাপ্ত হয়; তেমনি সেই অচিন্ত্যজ্ঞান হইতে ব্রহ্মাদিরও স্বভাবসিদ্ধ সৃষ্টিশক্তি সকল লাভ হইয়াছে ॥ ২৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে বহুরূপ ইত্যস্য চক্রবর্ত্তিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয়ৈকষষ্ঠিতম শ্লোকৌ

'যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে' ॥ ২৬৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১৬ পৃঃ ৪২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৬৬ ॥

বিজ্ঞা। ঈশ্বর অসীম চিচ্ছক্তিশালী; মায়াভিভূত জীবের চিচ্ছক্তি অতি বৎসামান্য। তটস্থাশক্তি বা শক্তি ঈশ্বর স্বরূপে কখন থাকে কখন থাকে না।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' ॥২৬৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৪০ পৃঃ ১৬০ শ্লোকে আছে ॥ ২৬৭ ॥

'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ ;
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায় ;
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চ-ত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা' ॥ ২৬৮ ॥

'ঈশাৎ' ভগবতঃ 'অপেতস্য' বিমুখস্য জনস্য 'তন্মায়য়া' তস্য ঈশস্য মায়য়া 'অস্মৃতিঃ' স্বরূপাস্ফূর্ত্তিঃ ততো 'বিপর্য্যয়ঃ' দেহেঽস্মীতি জ্ঞানং ততো 'দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ' দ্বিতীয়ে ঈশ্বরাদন্যস্মিন্ বিষয়ে অভিনিবেশঃ দৃঢ়মনোযোগস্তস্মাৎ অস্তদেব সংস্মরণমিত্যর্থঃ 'ভয়ং' ভবতি এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়াসু। 'অতঃ' অস্মাদ্ধেতোঃ 'বুধঃ' বুদ্ধিমান্ জনঃ 'একয়া' অব্যভিচারিণ্যা 'ভক্ত্যা' 'তং' ভগবন্তং 'আভজেৎ'। কথম্ভূতঃ বুধঃ 'গুরুদেবতাত্মা' গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর স্তস্যাং আত্মা যস্য তদর্পিতমানসঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥২৬৮॥

ভগবদ্বিমুখ জনের ঐশী মায়া বশতঃ নিজস্বরূপের অস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া 'ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র' এই বুদ্ধি উৎপন্ন হেতু ভয় হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

গুরুরূপ দেবতাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বর ভজনা করিবেন ॥ ২৬৮ ॥

'সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ;
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ॥২৬৯॥

'দৈবী' অলৌকিকী অতাদ্ভুতেত্যর্থঃ 'গুণময়ী' সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা 'মম' পরমেশ্বরস্য শক্তিঃ 'এষা' মায়া 'দুরত্যয়া' দুস্তরা 'হি' প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি 'যে' জনাঃ 'মামেব' 'প্রপদ্যন্তে' অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজন্তে 'তে' জনাঃ 'এতাং' 'মায়াং' দুস্তরামপি 'তরন্তি' ততো মাং জানন্তীতিভাবঃ ।২৬৯।

অলৌকিকী, গুণময়ী ও দুস্তরণীয়া শক্তিরূপা আমার এক মায়া আছে ; আমাকে যাহারা শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভজনা করে, তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ২৬৯ ॥

'মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান ;
কৃপাতে করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ।
শাস্ত্র, গুরু, আত্মা, রূপে আপনা জানান ;
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান ।
বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ;
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন ;
অভিধেয় নামভক্তি, প্রেম প্রয়োজন ;
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ।
কৃষ্ণ মাধুর্য্যসেবা প্রাপ্তির কারণ ;
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণ রস আস্বাদন ।
ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে—দরিদ্রের ঘরে ;
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ।

"তুমি কেন এত দুঃখী? তোমার আছে পিতৃধন;
তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন"।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ;
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্য মূল, ধন অনুবন্ধ;
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
বাপের ধন আছে জ্ঞানে নাহি পায়;
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়।
"এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে;
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে।
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়;
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়।
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে;
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে।
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে;
ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে"।
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি;
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা' ॥২৭০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৯৯ শ্লোকে ৩৭৩—৩৭৪ পৃঃ দেখ ॥২৭০॥

তথাহি তত্রৈব বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ' ॥২৭১॥

হে উদ্ধব! 'শ্রদ্ধয়া' শ্রদ্ধা পূর্ব্বিকয়া 'একয়া' কেবলয়া 'ভক্ত্যা' 'অহং

'গ্রাহ্যঃ' প্রাপণীয়ো ভবামি। অহং কীদৃশঃ? 'সতাং' সাধূনাং 'প্রিয়ঃ' 'আত্মা'। 'মন্নিষ্ঠা' ময়ি নিষ্ঠাং দার্ঢ্যং গতা 'ভক্তিঃ' 'শ্বপাকানপি' চণ্ডালানপি 'সম্ভবাৎ' জাতি দোষাৎ 'পুনাতি' পবিত্রীকরোতি ॥ ২৭১ ॥

একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্তভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয় আত্মা রূপে লাভ করেন; চণ্ডালও আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি করিয়া জাতিদোষ হইতে পবিত্র হইতে পারে ॥ ২৭১ ॥

'অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়;
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়;
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়।
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজায়;
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়।
দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়;
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়।
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন।
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ;
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়া বন্ধ। (১)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ঊনষষ্ঠ্যঙ্কধৃতং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যং

'ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তে তে পুরাণাগমা
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

---

১ দারিদ্র্যনাশ—মায়াবন্ধ—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, ইহার ব্যাখ্যা আদিঃ ২৪০পৃঃ ৩ টীকা দেখ। ঈশ্বরজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য সংসারযন্ত্রণার নাশ ও সুখমোক্ষলাভ বলিয়া অন্যান্য প্রচলিত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; ঐ মত অপেক্ষা এখানে উদার মত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তির উদ্দেশ্য কেবল ভগবান্‌কে লাভ করা; তাহাতে সুখ হউক, দুঃখ হউক আসে যায় না; তবে ভগবান্ লক্ষ্য হলে থাকিলে আনুষঙ্গরূপে সংসার যন্ত্রণা নষ্ট হইয়া সুখোদয় হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে' ॥২৭২॥

'চরাচরস্ত' 'জগতঃ' 'ব্যামোহায়' মোহংকর্ত্তুং নিমিত্তায় "'তে' 'তে' সুবিখ্যাতাঃ 'পুরাণাগমাঃ' রচিতাঃ ভবন্তি; 'তাং' 'তাং' 'পরমিকাং' তেষু পুরাণাদিষু নিরূপিতাং 'দেবতাং' 'এবহি' নিশ্চিতং 'কল্পাবধি' বহুকল্পং ব্যাপ্য 'ভজন্ত' ভজন্ত লোকা ইত্যর্থঃ 'পুনঃ' 'সিদ্ধান্তে' সমস্তশাস্ত্রমীমাংসায়াং 'সমস্তাগমব্যাপারেষু' সমস্তত্মাগমবিধানেষু 'বিবেচনব্যতিকরং' বারম্বার-বিচারণং 'নীতেষু' সৎস্থ 'এক এব' 'ভগবান্ 'বিষ্ণুঃ' 'নিশ্চীয়তে' অবধীয়তে ॥ ২৭২ ।

চরাচর বিশ্বের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নানা প্রকার পুরাণ ও আগম সকল রচিত হইয়াছে; এবং তন্নির্দ্দিষ্ট দেবতাসকলও লোকে পূজা করিতেছে; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিলে একমাত্র বিষ্ণুকেই ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় ॥ ২৭২ ॥

'গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে;
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশত্যধ্যায়ে চত্বারিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনঃ' ॥ ২৭৩ ॥

বেদস্য কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ 'কিং' 'বিধত্তে' কিং বিধানং করোতি দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ 'কিং' 'আচষ্টে' প্রকাশয়তি জ্ঞানকাণ্ডে চ 'কিং' 'অনূদ্য' আশ্রিত্য 'বিকল্পয়েৎ' বিতর্কয়েৎ 'ইতি' ইত্যেবং 'অস্যাঃ' শ্রুতেঃ 'হৃদয়ং' তাৎপর্য্যং 'লোকে' ভুবনে 'মৎ' মত্তঃ 'অন্যঃ' 'কৃষ্ণম' কশ্চিদপি জনঃ 'ন' 'বেদ' জানাতি অতএবং মদুৎপন্নস্য বেদস্য তাৎপর্য্যজ্ঞতাহমেব ইত্যর্থঃ॥২৭৩॥

বেদের কর্ম্মকাণ্ড কি বিধি দেয়? দেবতাকাণ্ড কাহাকে প্রকাশ করে? জ্ঞানকাণ্ড কাহাকে আশ্রয় করিয়া বিতর্ক করে? শ্রুতির তাৎপর্য্যই-বা কি? তাহা ভুবনে আমা ভিন্ন আর কেহই জানে না ॥ ২৭৩ ॥

তত্রৈব একচত্বারিংশদ্বিচত্বারিংশ শ্লোকয়োঃ উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি' ॥ ২৭৪ ॥

'মাং' মামেব যজ্ঞরূপং 'বিধত্তে' শ্রুতিরিত্যর্থঃ 'মাং' ঈশ্বরং তদ্দেবতারূপং 'অভিধত্তে' বদতি প্রকাশয়তীতি যাবৎ মাং 'বিকল্প্য' বিতর্ক্য যৎ 'অপোহ্যতে' নিরাক্রিয়তে পরিত্যজ্যত ইতিযাবৎ তৎ 'অহং' 'হি' ন তু মত্তঃ পৃথগস্তি ইত্যর্থঃ। 'এতাবান্' এব 'সর্ব্ববেদার্থঃ' সর্ব্বেষাং বেদানাং অর্থঃ; 'শব্দঃ' বেদঃ 'মাং' পরমাত্মরূপং 'আস্থায়' আশ্রিত্য 'ভিদাং' ভেদাত্মিকাং 'মায়ামাত্রং' মায়ারূপাং 'অনূদ্য' কথয়িত্বা প্রকটীকৃত্বেতিযাবৎ 'অন্তে' পশ্চাৎ 'প্রতিষিধ্য' নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি প্রত্যাখ্যায় 'প্রসীদতি' বিরমতি নিবৃত্ত-ব্যাপারো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭৪ ॥

শ্রুতিগণ যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধি দেয়; দেবতারূপে আমাকেই প্রকাশ করে এবং আমাকে অবলম্বন করিয়াই বিতর্ক করে; ইহাই সকল বেদের অর্থ। বেদ সকল প্রথমে আমাকে পরমাত্মারূপে অবলম্বন করতঃ পরে ভেদাত্মিকা মায়াকে দেখাইয়া দিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ বিরত হয় ॥ ২৭৪ ॥

'কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার;
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর।

'বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয় ;
স্বরূপ শক্তি, শক্তি কার্য্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দশমস্কন্ধস্য প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং স্বামিনোক্তং

'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ' ॥ ২৭৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৩-৬৪ পৃঃ ৫৪ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৫ ॥

'কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন !
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর ;
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং' ॥২৭৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ পৃঃ ৫৫ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৬ ॥

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে' ॥২৭৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৫৭ পৃঃ ৫০ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৭ ॥

'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে ;
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' ॥২৭৮॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৫৭ পৃঃ ৪৯ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৮ ॥

'ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে ;
সূর্য্য যেমন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশ শ্লোকঃ

'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ॥ ২৭৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪৪-৪৫ পৃঃ ৪২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৯ ॥

'পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ;
আত্মার আত্মা হন্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া' ॥ ২৮০॥

হে রাজন্ 'এনং' 'কৃষ্ণং' 'ত্বং' 'অখিলাত্মনাং' অখিলানাং আত্মনাং 'আত্মানং' পরমাত্মানং 'অবেহি' জানীহি 'সঃ' কৃষ্ণঃ 'জগদ্ধিতায়' 'অপি' জগতোহপি হিতায় নিমিত্তায় অপি ভক্তানাং তু কা কথা 'অত্র' জগতি 'মায়য়া' মায়াশক্ত্যা 'দেহীব' শরীরধারী ইব 'আভাতি' প্রকাশতে বস্তুতো ন দেহভাক্ ॥ ২৮০ ॥

হে রাজন্! আপনি এই কৃষ্ণকে অখিলদেহীর আত্মা বলিয়া জানুন; তিনি এখন জগতের হিতের নিমিত্ত মায়া-শক্তি দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২৮০ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ॥২৮১॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪৭ পৃঃ ৪৪ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮১ ॥

'ভক্তো ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ;
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।
স্বয়ং রূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম;
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান।
স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ, দুই রূপে স্ফূর্ত্তি;
স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে;
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে।
মহিষীবিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি;
প্রাভব বিলাস এই শাস্ত্র পর সিদ্ধি।
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়;
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়। (১)

---

১ ভক্তো ভগবানের...বিস্ময় না হয়—ভক্তি সাধনার চরমাবস্থায় ভগবানকে পূর্ণ রূপে অনুভব করা যায়; কিন্তু সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার অনন্ত স্বরূপের বিবিধবৈচিত্র্য অনুভূত হইতে থাকে। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনটী অবস্থা প্রধান যথাঃ—স্বয়ং রূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ রূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ; উহা দুই রূপে অনুভূত হয়:—যেমন প্রাভব ও বৈভব প্রকাশে। প্রাভব প্রকাশে একই মূর্ত্তি বহুরূপে প্রকাশিত হয়; বৈভব প্রকাশে তাহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ অনন্তপ্রকাশে ঈশ্বরের স্বরূপ ভেদ হয় না; কেবল আকার বর্ণাদি ভেদ হইয়া থাকে। প্রকাশ ও বিলাস

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনসপ্তত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ' ॥ ২৮২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৩৩ পৃঃ ৩৪ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮২ ॥

'সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ;
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে।
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তি ভেদ ;
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তবঃ

'অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে
যজন্তি ত্বন্ময়া স্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং' ॥ ২৮৩ ॥

'অভিহিতেন' 'বিধিনা' 'সংস্কৃতাত্মানঃ' নির্ম্মলমানসাঃ শৈববৈষ্ণবদীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ 'অন্যে' অপরে 'তে' জনাঃ 'ত্বন্ময়াঃ' ত্বন্ময়ত্বেনাত্মানং চিন্তয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা 'বৈ' নিশ্চিতং 'বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং' বাসুদেবাদিভেদেন বহুমূর্ত্ত্যা সহ নারায়ণস্বরূপেণ এক মূর্ত্তি র্যস্য স তং 'ত্বাং' 'যজন্তি' ভজন্তি ॥ ২৮৩ ॥

শৈববৈষ্ণবপ্রভৃতি বিধিউক্ত প্রণালীতে দীক্ষিত ও নির্ম্মল চিত্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বরূপ চিন্তায় নিযুক্ত হয় ; নারায়ণরূপ একমূর্ত্তি হইলেও বাসুদেবাদি বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত তোমার কোন এক মূর্ত্তি চিন্তা দ্বারা তাহারা তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

লক্ষণ আদিঃ ৩১ নাং ৩৫ পৃঃ ও ৩১ পৃষ্ঠার ১।২ টীকা, ৩৪ পৃষ্ঠার ১ টীকা ও ১৬৩ পৃষ্ঠার ১ টীকা দেখ।

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম ;
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান।
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ ;
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ।
যেকালে দ্বিভুজ, নাম বৈভব প্রকাশ ;
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস।
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান ;
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান।
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যবিলাস ;
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস।
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ ;
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ।
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে ;

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে দশমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্য মন্বিচ্ছতি' ॥২৮৪॥

হে 'সখে' মধুমঙ্গল 'অসৌ' 'চারণঃ' গন্ধর্ব্বঃ নর্ত্তক ইতিযাবৎ 'মে' মম 'দ্বৈতং' দ্বিতীয়রূপং কৃতেন নাট্যেন দ্বিভুজমুরলীধররূপমিত্যর্থঃ 'হন্ত' আশ্চর্য্যে 'সমক্ষয়ন্' সন্দর্শয়ন্ সন্ 'মুহুঃ' বারম্বারং 'চিত্রীয়তে' চিত্রং আশ্চর্য্যং আচরতি। কথম্ভূতস্য মে 'উদ্গীর্ণাদ্ভুত মাধুরীপরিমলস্য' উদ্গীর্ণায়াঃ প্রসারিতায়া আশ্চর্য্য মাধুর্য্যঃ পরিমলো গন্ধঃ যস্য তস্য। পুনঃ 'আভীরলীলস্য' আভীরৈ র্গোপবালকৈঃ সহ লীলা যস্য তস্য। 'যস্য' নর্ত্তকস্য 'স্বরূপতাং' মাধুর্য্যং 'প্রেক্ষ্য' দৃষ্ট্বা। 'মামকং' মদীয়ং 'চেতঃ' চিত্তং 'সত্যং' 'ব্রজবধূসারূপ্যং' গোপাঙ্গনাস্বরূপতাং তাসাং সঙ্গমিত্যর্থঃ 'অন্বিচ্ছতি' অভিলষতি। চেতঃ

কথম্ভূতং 'কেলিকুতূহলোত্তরলিতং' কেলিবিষয়ে ক্রীড়াবিষয়ে যৎ কুতূহলং ঔৎসুক্যং তেন তরলিতং চঞ্চলিতং ॥ ২৮৪ ॥

সখে! এই নর্ত্তক আমার দ্বিতীয়রূপ (দ্বিভুজমুরলীধররূপ) অভিনয় করিয়া কি আশ্চর্য্য রূপে আমাকে মুগ্ধ করিতেছে! আহা! ঐরূপের মাধুরীপরিমল কেমন উদ্গীর্ণ হইতেছে! এবং উহা গোপবালকদিগের সহিত কেমন লীলা করিতেছে! এই নটের অভিনয়মাধুর্য্য দর্শন করতঃ আমার চিত্ত কেলিকুতূহলে চঞ্চল হইয়া ব্রজবধূদিগের সঙ্গ করিবার জন্য সমুৎসুক হইতেছে। ২৮৪ ॥

'পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে।

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব' ॥ ২৮৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১২৯ পৃঃ ৯৭ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮৫ ॥

'সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার;
ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্ম নাম তার। (১)

---

১ তদেকাত্ম নাম তার ইত্যাদি—তদেকাত্ম রূপে ভগবৎ স্বরূপ নানা রূপ বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান হয়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; যেমন বিলাস ও স্বাংশ। ইহাদের আবার বিলাস ও প্রকাশ ভেদে অনন্তরূপ প্রকটিত হয়। এই বিভাগের প্রাভব বিলাসে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে প্রকটিত হইয়া চিন্ময় দ্বারিকা ও মথুরাধামে প্রতীয়মান হয়। ঐ এক এক স্বরূপের আবার প্রকাশ ও বিলাস ভেদে তিন তিনটী স্বরূপ প্রকটিত হয়; এবং ঐ ১২টী স্বরূপ ১২ মাসের অধিষ্ঠাত্রী রূপে জানা যায়। তাহাদিগের বিলাস ভেদে নানা মূর্ত্তি প্রতীয়মান হয়। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে এক অখণ্ড চিচ্ছক্তি

'তদেকাত্ম রূপের বিলাস; স্বাংশ দুই ভেদ;
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ।
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার;
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার।
প্রাভব বিলাস বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মুখ্য চারিজন।
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন;
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম।
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে;
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব ভেদে ভাসে।
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম;
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্যকারণ।
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস;
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস।
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ;
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব বিলাস।
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ রূপে।
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে;
আবরণ রূপে চারিদিকে যার বাসে।
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি;
কেশবাদি, যাহা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি।
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব;
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব।
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন;
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

ভক্তিগণ কাচে প্রতিফলিত হইয়া নানা প্রকার খণ্ড খণ্ড চিচ্ছক্তি রূপে জড়ের বিকৃত আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; ভক্তি পথে যাইতে হইলে এই সমস্ত অবস্থা মধ্য দিয়া যাইতে হয়। আদিঃ ১৩০ পৃষ্ঠার ১টীকা, ১৭০ পৃষ্ঠার ২টীকা ও ১৭৪ পৃষ্ঠার ১ টীকা দেখ।

'প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ;
অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর।
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বারজন ;
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ।
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে ;
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে।
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ ;
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ।
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর ;
রাধা দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর।
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ;
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান।
এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন ;
তাসবার নাম কহি শুন সনাতন !
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন ;
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র, অষ্টজন।
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ;
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র, অচ্যুত, দুই জন।
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ, জনার্দ্দন ;
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি, কৃষ্ণ, দুইজন।
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান ;
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম।
ইহার মধ্যে যাহার আকার বেশ ভেদ ;
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ।
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন,
হরি, কৃষ্ণ, আদি হয় আকারে বিলক্ষণ।
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারিজন ;
সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন।
ইহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে ;
পূর্ব্বাদি অষ্টদিগে তিন তিন ক্রমে।

'যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ;
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান।
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি ;
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ লোকের বিভূতি।
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার ;
গোকুল, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর।
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ;
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম।
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন ;
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন।
বিষ্ণু কাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে ;
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ ;
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস।
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে ;
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে।
ইহার মধ্যে কারও অবতারে গণন ;
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
অস্ত্রধৃতিভেদে নাম ভেদের কারণ ;
চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন। (১)
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত ;
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত।
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন ;
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ।
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর ;
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র কর।

১ চক্রাদিধারণ ভেদ ইত্যাদি—চক্রাদির ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৯ পৃষ্ঠা ২ টীকায় দেওয়া হইয়াছে। মূলতাৎপর্য্য—বিষ্ণাদি মূর্ত্তিকার্য্যে ঐশীশক্তি নানা রূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়া ও নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে।

'প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর ;
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর।
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর ;
তার মত কহি যেই সব অস্ত্রকর।
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর ;
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর।
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর ;
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ কর ;
মধুসূদন শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা ধর।
ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ কর ;
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর ;
হৃষীকেশ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র ধর।
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর ;
দামোদর পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর।
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা ধর ;
অচ্যুত গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধর।
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ ধর ;
গদাধর শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর।
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কর ;
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর।
অধোক্ষজ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র কর ;
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর।
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন ;
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ।
কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর ;
মাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর।
নারায়ণ ভেদ নানা অস্ত্র ভেদ কন ;
এই মত ভেদ আর অবতারগণ।

'স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম ;
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
পুরীর আবরণ নাম পুরীর নব দেশে ;
নবব্যূহ রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে পঞ্চদশাঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রং

'চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ' ॥ ২৮৬ ॥

'বাসুদেবাদ্যাঃ' বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ 'চত্বারঃ' 'নারায়ণ নৃসিংহকৌ' দ্বৌ 'হয়গ্রীবঃ' 'বরাহঃ' 'ব্রহ্মা' 'চ' ত্রয়ঃ 'ইতি' 'নব' নবমূর্ত্তয়ঃ 'উদিতাঃ' কথিতাঃ পরমেশ্বরস্য নবব্যূহরূপপাদবিভূতয়ঃ কথিতাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৬ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ব্রহ্মা এই নব মূর্ত্তিকে পরমেশ্বরের নবব্যূহ রূপ পাদবিভূতি কহা যায় ॥ ২৮৬ ॥

'প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ ;
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন। (১)
সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার ;
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর ;
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম ;
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন ;
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন।

---

১ স্বাংশের ভেদ ইত্যাদি—ভগবানের স্বরূপের অংশবিলাসে ভগবৎ শক্তি অনন্ত অবতার রূপে সৃষ্টি রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এই সব অবতারের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার প্রধান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।' ॥ ২৮৭ ॥

হে 'দ্বিজাঃ' সৌনকাদয়ঃ 'সত্ত্বনিধেঃ' সত্ত্বস্য স্বপ্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য 'হরেঃ' পরমেশ্বরস্য 'হি' নিশ্চিতং 'অবতারাঃ' 'অসংখ্যেয়াঃ' অগণ্যাঃ সন্তীতিশেষঃ তত্রৈব দৃষ্টান্তং 'যথা' 'অবিদাসিনঃ' উপক্ষয়শূন্যাৎ 'সরসঃ' সকাশাৎ 'সহস্রশঃ' অসংখ্যাঃ 'কুল্যাঃ' ক্ষুদ্রপ্রবাহাঃ 'স্যুঃ' সম্ভবন্তি তদ্বদ্ভগবতোঽবতারাঃ ॥ ২৮৭ ॥

হে দ্বিজগণ! যেমন উপক্ষয়শূন্য জলধি হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া থাকে; তাহার ন্যায় সত্ত্বনিধি ভগবান হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে ॥ ২৮৭ ॥

'প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার;
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশ-শ্লোকে আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যস্য শ্রীধরস্বামিকৃত-ব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে অবতার-প্রকরণে নবমাঙ্কধৃতং সাত্বততন্ত্রং

'বিষ্ণো স্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড সংস্থিতং
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে' ॥ ২৮৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৩ শ্লোকে ১৮১-১৮২ পৃঃ দেখ ॥ ২৮৮ ॥

'অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান;
ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞান শক্তি নাম।

'ইচ্ছা শক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা;
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা।
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন;
তিনের তিনশক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন।
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম;
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ।
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়;
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়।
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস;
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ

'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং' ॥ ২৮৯ ॥

'তদ্ধাম' তস্য ভগবতঃ ধাম নিবাসস্থানং 'গোকুলাখ্যং' অস্তীত্যর্থঃ কথম্ভূতং ধাম 'সহস্রপত্রং' সহস্রদলং 'কমলং' ইব পুনঃ 'মহৎপদং' সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থানং অথবা মহত্তত্ত্বানাং অধিষ্ঠানভূমিঃ। পুনঃ 'তৎকর্ণিকারং' তস্য কমলস্য কর্ণিকারঃ বীজকোষঃ ব্রহ্মাণ্ডবীজমিত্যর্থঃ স্যাৎ। কথম্ভূতং 'তদনন্তাংশসম্ভবং' তস্য কমলস্য অনন্তাংশস্য সম্ভবো জননং যত্র ॥ ২৮৯ ॥

সেই ভগবানের গোকুল নামে নিবাসস্থান আছে; উহা সহস্রদল কমলের ন্যায় এবং মহত্তত্ত্বাদির অধিষ্ঠান ভূমি। ঐ কমলের কর্ণিকারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীজ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ২৮৯ ॥

'মায়া দ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডেরগণ;
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ।
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে;
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি;
লৌহ যেন অগ্নি শক্ত্যে পায় দাহশক্তি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে উদ্ধবো নন্দমাহ

'এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ' ॥ ২৯০ ॥

হে নন্দ! 'রাম' বলরামঃ তথা 'মুকুন্দশ্চ' শ্রীকৃষ্ণশ্চ 'এতৌ' দ্বৌ 'হি' নিশ্চিতং 'বিশ্বস্য' সৃষ্টেঃ 'বীজযোনী' নিমিত্তোপাদানে কারণে ভবতঃ। নমু পুরুষপ্রধানয়ো বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধং অত আহ 'পুরুষঃ প্রধানং' পুরুষঃ অংশঃ প্রধানং শক্তিঃ অতঃ প্রধানপুরুষাবপ্যেতাবেব ইত্যর্থঃ এবং জনকত্ব মুক্তং কিঞ্চ 'ভূতেষু' 'অন্বীয়' অনুপ্রবিশ্য ভূতানাং তদুপহিতস্য 'বিলক্ষণস্য' নানা ভেদস্য 'জ্ঞানস্য' 'চ' জীবস্য 'ঈশাতে' ঈশ্বরৌ নিয়ন্তারৌ ভবতঃ কুতঃ 'ইমৌ' 'পুরাণৌ' অনাদী অনাদিত্বাৎ কারণত্বং ততঃ নিয়ন্তৃত্বং ॥ ২৯০ ॥

হে নন্দ! রাম কৃষ্ণ দুইজন বিশ্বের যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তাঁহারা দুইজনে ভূতসকলে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বিবিধ ভেদজ্ঞানের নিয়ন্তা হইয়াছেন; কারণ তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥ ২৯০ ॥

'সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্ত্যে প্রপঞ্চে অবতরে;
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে।
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান;
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম।
মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ;
পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম। (১)

---

১ মায়া অবলোকিতে ইত্যাদি—পুরুষাবতার সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা আদিঃ ৫ম পরিচ্ছেদ ১০২—১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া' ॥ ২৯১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৬ শ্লোকে ১৮৫—১৮৬ পৃঃ দেখ ॥ ২৯১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়েচত্বারিংশ-শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ' ॥ ২৯[illegible] ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৫শ্লোকের প্রথমাংশে ১৮৩—১৮৪ [illegible] ॥২৯২॥

'সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন;
কারণাব্ধিশায়ীনাম জগৎ কারণ।
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি;
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশ-শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ' ॥ ২৯৩ ॥

'যত্র' বৈকুণ্ঠে 'রজঃ' 'তমশ্চ' 'ন' 'প্রবর্ত্ততে' বর্ত্ততে 'তয়োঃ' 'মিশ্রং'

---

১ কারণাব্ধিশায়ী নাম ইত্যাদি—আদিঃ ৫ম পঃ ১৬২ হইতে ১৭২ পৃঃ দেখ।

সত্ত্বঞ্চ ন বর্ত্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্ত্বং সচ্চিদ্রূপং স্বরূপশক্তিসম্বন্ধিতন্ময়মিত্যর্থঃ যত্র 'কালবিক্রমঃ' কালস্য প্রতাপঃ নাশ ইত্যর্থঃ ন প্রবর্ত্ততে 'যত্র' বৈকুণ্ঠে 'মায়া' 'ন' স্যাৎ 'অপরে' রাগলোভাদয়ঃ 'ন' সন্তীতি 'কিমুত' বক্তব্যং 'যত্র' 'সুরাসুরার্চ্চিতাঃ' 'হরেঃ' ঈশ্বরস্য 'অনুব্রতাঃ' পার্ষদাঃ সাধব ইত্যর্থঃ বর্ত্তন্তে ॥ ২৯৩ ॥

সেখানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই ; এবং ঐ দুই গুণমিশ্রিত সত্ত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না ; সেখানে কালকৃত বিনাশ নাই ও মায়াও তথায় যাইতে পারে না। লোভমোহাদি অন্য উপদ্রবের তো কথাই নাই। সেখানে সুরাসুরার্চ্চিত ভগবানের পার্ষদগণ নিরন্তর স্থিতি করিতেছেন ॥ ২৯৩ ॥

'মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান ;
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপদান।
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান ;
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্য্যাধান।
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন ;
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ। (১)'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং' ॥ ২৯৪ ॥

'দৈবাৎ' কালাৎ জীবাদৃষ্টাৎ বা 'পরঃ' 'পুমান্' প্রধানপুরুষঃ সঙ্কর্ষণঃ 'ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং' ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাস্তস্যাং 'যোনৌ' অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ 'বীর্য্যং' চিচ্ছক্তিং জীবাখ্যং চৈতন্যমিত্যর্থঃ 'আধত্তে' অর্পয়ামাস

---

১ সাঙ্গ বিশেষাভাস ইত্যাদি—আদিঃ ১৭৮ পৃঃ প্রথম ৫ পংক্তি ও ১। ২ টীকা দেখ।

ততঃ 'সা' প্রকৃতিঃ 'হিরণ্ময়ং' প্রকাশবহুলং 'মহত্তত্ত্বং' 'অসূত' প্রসূতবতী॥ ২৯৪ ॥

কালবশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরমপুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থানে স্বীয় জীবরূপ চৈতন্যবীর্য্য আধান করেন; তখন সেই প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করে॥ ২৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি মৈত্রেয়বাক্যং

'কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ

পুরুষেনাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্' ॥ ২৯৫ ॥

'তু' কিন্তু 'কালবৃত্ত্যা' কালস্য শক্ত্যা 'গুণময্যাং' ক্ষুভিতগুণায়াং 'মায়ায়াং' প্রকৃত্যাং 'বীর্য্যবান্' চিচ্ছক্তিযুক্তঃ 'অধোক্ষজঃ' পরমাত্মা ভগবানিত্যর্থঃ 'আত্মভূতেন' স্বাংশরূপেণ 'পুরুষেণ' প্রকৃত্যাধিষ্ঠাতৃরূপেণ করণভূতেন 'বীর্য্যং' চিদাভাসাখ্যং জীবশক্তিং 'আধত্ত' দত্তবান্॥ ২৯৫ ॥

কালশক্তিযোগে চিচ্ছক্তিবান্ পরমাত্মা নিজাংশরূপ পুরুষ দ্বারা গুণময়ী মায়াতে চৈতন্যময় জীবশক্তি আধান করিয়া থাকেন॥ ২৯৫ ॥

'তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার;
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার।
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
এত মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম।
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়;
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়।
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর;
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া পর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ২৯৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৯ পৃঃ ১৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৯৬ ॥

'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী;
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী।
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব;
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব।
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া
একৈক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা।
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার;
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার।
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল;
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল।
তার নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম;
সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম।
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন;
তিঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন।
বিষ্ণু রূপ হয়ে করে জগত পালনে;
গুণাতীত বিষ্ণু, স্পর্শ নাহি মায়াসনে।
রুদ্র রূপ ধরি করে জগত সংহার;
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার;
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন অধিকার।
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী,
সহস্র শীর্ষ্যাদি করি বেদে যাঁরে গাই।

'এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ;
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার।
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ অবতার ;
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার।
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্যামী ;
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালন কর্ত্তা স্বামী। (১)
পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ ;
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন!
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ;
প্রধান করিয়া করি দিক্ দরশন।
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ;
বরাহাদি লেখা যায় পুরাণ গণন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-শ্লোকে দেবকীগর্ভস্থং ভগবন্তং মত্বা দেবস্তুতিঃ

'মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস
রাজন্য বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে' ॥ ২৯৭ ॥

হে 'ঈশ'! 'মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু' এতেষু শরীরেষু 'কৃতাবতারঃ' সন্ কৃতঃ অবতারঃ যেন সঃ 'ত্বং' 'নঃ' অস্মান্ 'তথা' 'ত্রিভুবনঞ্চ' অন্যদা যথা 'পাসি' রক্ষসি তথা 'অধুনা' পাহীতি হে 'যদূত্তম' যদুশ্রেষ্ঠ 'ভুবঃ' পৃথিব্যাঃ 'ভারং' 'হর' অতএব 'তে' তুভ্যং 'বন্দনং' সর্ব্বোৎকর্ষেণ নমনং স্যাৎ ইতি বদতঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি ॥ ২৯৭ ॥

হে ঈশ। আপনি অন্য সময়ে মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র, ও দেবতা শরীরে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছেন ;

১ ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো ইত্যাদি—আদিঃ ১৮২—১৮৫ পৃঃ দেখ।

এক্ষণেও পৃথিবীর ভার হরণ করত সেইরূপে রক্ষা করুন্; হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনাকে বন্দনা করি; এই বলিয়া দেবগণ সকলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥২৯৭॥

'লীলাবতারের কৈল দিক্ দরশন;
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন গুণ অবতার;
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার।
ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম;
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন;
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি;
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥২৯৮॥

'যঃ' 'এব' গোবিন্দঃ 'জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা' জগদেব অণ্ডং তস্য নির্ম্মাণ-কর্ত্তা 'ব্রহ্মা' ব্রহ্মাদিগুণাবতাররূপঃ স্যাৎ তং 'আদি পুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি'। ক ইবং? 'যথা' 'ভাস্বান্' সূর্য্যঃ 'নিজেষু' নিজাধিকারেষু 'অশ্ম সকলেষু' সূর্য্যকান্তি মণিসমূহেষু 'স্বীয়ং' স্বকীয়ং 'তেজঃ' 'কিয়দপি' কিঞ্চিন্মাত্রং 'প্রকটয়তি' 'তদ্বৎ' 'অত্র' ব্রহ্মাদিসৃজনবিষয়ে ভগবান্ অত্যল্প-শক্তিং প্রকটয়তি। ব্রহ্মণঃ ন্যূনত্বমাহেত্যর্থঃ ॥ ২৯৮ ॥

যেমন সূর্য্যতেজের অত্যল্পাংশমাত্র লাভ করিয়া তদধিকারস্থ সূর্য্যকান্তিমণিসকল দীপ্তিমান হয়; সেই-রূপ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাতা ব্রহ্মাদিসৃজনবিষয়ে যিনি আপনার

অত্যল্পশক্তি মাত্র নিয়োজিত করিয়াছেন; আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি ॥ ২৯৮ ॥

'কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়;
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং

'যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিল লোকপালৈ
র্মৌল্যুত্তমৈ র্ধৃতমুপাসিত তীর্থ তীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক' ॥ ২৯৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৯৫ পৃঃ ১৪১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৯৯ ॥

'নিজাংশ কলায়ে কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি।
মায়া সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ;
জীবতত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে;
দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে একপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৩০০ ॥

'যঃ' গোবিন্দঃ 'কার্য্যাৎ' সৃষ্টিকার্য্যকরণাদ্ধেতোঃ 'শম্ভুতাং' শিবমূর্ত্তিং 'অপি' নিশ্চিতং 'তথা' তেন প্রকারেণ 'সমুপৈতি' প্রাপ্নোতি 'যথা' যেন প্রকারেণ 'ক্ষীরং' দুগ্ধং 'বিকারবিশেষযোগাৎ' রাসায়নিকক্রিয়াযোগাৎ

'দধি' 'সংজায়তে' 'তু' পুনঃ 'ততঃ' তস্মাৎ দধ্নঃ 'পৃথক্' হেতুঃ' 'ন' 'অস্তি' দধি পুনঃ দুগ্ধত্বং ন উপৈতি ইত্যর্থঃ তদ্বৎ শিবাদয়শ্চ ; 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দ' অহং 'ভজামি' ॥ ৩০০ ॥

রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয় ; কিন্তু সেই দধি পুনর্ব্বার দুগ্ধ হইতে পারে না ; সেইরূপ যিনি সৃষ্টিকার্য্য জন্য শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন ; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি ॥ ৩০০ ॥

'শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ ;
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ
বৈকারিক স্তৈজশ্চ তামস শ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩০১ ॥

'শিবঃ' 'শশ্বৎ' নিরন্তরং 'ত্রিলিঙ্গঃ' ত্রীণি লিঙ্গানি ব্রহ্মরুদ্রবিষ্ণু শরীরাণি যস্য অন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিলিঙ্গঃ তথা 'গুণসংবৃতঃ' সত্ত্বরজস্তমসান্বিতঃ অতএব 'শক্তিযুতঃ' স্যাৎ ত্রিলিঙ্গত্বমাহ 'বৈকারিকঃ' 'তৈজসঃ' 'চ' পুনঃ 'তামসঃ' 'ইতি' 'ত্রিধা' ত্রিপ্রকারঃ 'অহং' অহঙ্কারঃ স্যাৎ ॥ ৩০১ ॥

শিব সর্ব্বদা ত্রিলিঙ্গ, গুণযুক্ত, এবং শক্তি সমন্বিত। অহঙ্কার তিন প্রকার ; যথা বৈকারিক, তৈজস ও তামস ; সেই জন্য শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায় ॥ ৩০১ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাশীত্যধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ' ॥ ৩০২ ॥

'হি' নিশ্চিতং 'হরিঃ' ভগবান্ 'সাক্ষাৎ' 'নির্গুণঃ' গুণাতীতঃ 'পুরুষঃ'। 'সঃ' ভগবান্ 'উপদ্রষ্টা' সাক্ষী সন্ 'সর্ব্বদৃক্' সর্ব্বং পশ্যতি অতঃ 'প্রকৃতেঃ' 'পরঃ'। 'তং' ভগবন্তং 'ভজন্' সন্ 'নির্গুণঃ' গুণাতীতঃ 'ভবেৎ' লোক ইতিশেষঃ ॥ ৩০২ ॥

ভগবান্ হরিই সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষ; তিনি সাক্ষী হইয়া সকল দেখিতেছেন, অতএব প্রকৃতির পর। কেবল তাঁহাকে ভজনা করিলেই লোক মায়াতীত হইতে পারে॥৩০২॥

'পালনার্থ স্বাংশবিষ্ণু রূপে অবতার;
সত্ত্বগুণ দ্রষ্টা তাতে গুণ মায়া পার।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়;
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তর মভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা
য স্তাদৃগেবহি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৩০৩ ॥

'হি' যথা 'দীপার্চ্চিঃ' প্রদীপাগ্নিঃ 'এব' 'দশান্তরং' বর্ত্তিকান্তরং 'অভ্যুপেত্য' সংপ্রাপ্য 'বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা' বিবৃতঃ বিস্তারিতঃ হেতুর্জ্যোতিরিত্যর্থঃ যস্য স অতএব সমানো ধর্ম্মো যস্য স বিবৃতহেতুশ্চাসৌ সমানধর্ম্মা চেতি সন্ 'দীপায়তে' পূর্ব্বদীপবৎ আচরতি। 'যঃ' গোবিন্দঃ 'তাদৃক্' 'এব' 'হি' নিশ্চিতং 'বিষ্ণুতয়া' বিষ্ণুরূপত্বেন 'বিভাতি' প্রকাশতে 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি'। ৩০৩ ॥

প্রদীপাগ্নি যেমন ভিন্নাধার প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া পূর্ব্ব দীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি। ৩০৩ ॥

'ব্রহ্মা, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার;
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্' ॥ ৩০৪ ॥

'অহং' ব্রহ্মা 'তন্নিযুক্তঃ' সন্ 'বিশ্বং' 'সৃজামি' 'হরঃ' শিবঃ 'তদ্বশঃ' তস্য পরমাত্মনঃ বশতাপন্নঃ সন্ 'হরতি' নশ্যতি বিশ্বমিতিশেষঃ 'ত্রিশক্তিধৃক্' ত্রিশক্তিং ত্রিগুণমায়াশক্তিং ধারয়তীতি তথা সঃ পরমাত্মা 'পুরুষরূপেণ' বিষ্ণুরূপেণ 'পরিপাতি' স্বয়মেব পালনঞ্চ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

আমি তাঁহারই নিয়োগে বিশ্বের সৃজন করি; শিবও তাঁহার বশে থাকিয়া ইহার সংহার করেন; তিনি ত্রিগুণ-মায়াশক্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুরূপে ইহার পালন করিতেছেন ॥ ৩০৪ ॥

'মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ।
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর;
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর।
এ চৌদ্দ এক দিনে মাসে চারিশত বিশ;
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ।
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার;
পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ সহস্র মন্বন্তরাবতার। (১)

---

১ এ চৌদ্দ এক…মন্বন্তরাবতার।—ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর, আর এক এক মন্বন্তরে এক এক অবতার প্রকটিত হয়, সুতরাং ব্রহ্মার দিন মধ্যে ১৪ টী মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০টী ও এক বৎসরে ৫০৪০ টী মন্বন্তর হয়; এদিকে ব্রহ্মার বয়স্ক পরিমাণে এক শত বৎসর। কাজেই ব্রহ্মার এক জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন;
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাসে ব্রহ্মার জীবন।
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত;
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত।
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু নাম;
উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান।
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন;
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণে ঋষভগণ।
ব্রহ্ম সাবর্ণে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে;
রুদ্র সাবর্ণে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে।
ইন্দ্র সাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান; (১)
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম।
যুগাবতার এবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের বর্ণন।
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, ক্রমে চারি বর্ণ;
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং *

'আসন্ বর্ণা স্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'॥ ৩০৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৬ পৃঃ ৭২ শ্লোকে দেখ॥ ৩০৫॥

'সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম করয়ে শুক্ল মূর্ত্তি ধরি;
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি। (২)

---

১ স্বায়ম্ভুবে... বৃহদ্ভানু অভিধান—আদিঃ ৭০ পৃঃ ৪ টীকা দেখ।

* ইহার পূর্ব্বে মৃতালাল শীলের পুস্তকে ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের ৩৫ অধ্যায়ের ১২ শ ও ৫ম অধ্যায়ের ১০৭ শ্লোক উদ্ধৃত আছে; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে তাহা নাই।

২ কর্দ্দমকে বর দিলা...কৃপা করি—ব্রহ্মার মানসপুত্র কর্দ্দম একজন সৃষ্টির আদি কালের ঋষি ও প্রজাপতি। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে তিনি সরস্বতী-

'কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি। (১)
কৃষ্ণ পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম;
কৃষ্ণ বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ' ॥ ৩০৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১১ পৃঃ ৬৩ শ্লোকে দেখ ॥ ৩০৬॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'নম স্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ' ॥ ৩০৭ ॥

'তে' তুভ্যং 'বাসুদেবায়' আদিতত্ত্বায় 'নমঃ' 'সঙ্কর্ষণায়' অহঙ্কারতত্ত্বায় 'নমঃ' 'তুভ্যং' 'প্রদ্যুম্নায়' লীলাতত্ত্বায় 'অনিরুদ্ধায়' মনস্তত্ত্বায় 'ভগবতে' 'নমঃ' ॥ ৩০৭ ॥

তুমি বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার; তুমি সঙ্কর্ষণ; তোমাকে নমস্কার; হে ভগবন্! তুমিই প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩০৭ ॥

তীরে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ দিবাকরের ন্যায় শ্বেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্বায়ম্ভুব মনুর দুহিতা ও উত্তানপাদরাজার ভগিনী দেবহূতিকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া আপনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন এই বর দিয়াছিলেন। উত্তরকালে কর্দম-ঋষি দেবহূতিকে বিবাহ করিলে ভগবান্ কপিলদেবরূপে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করত মাতা দেবহূতিকে ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশেষ বৃত্তান্ত ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ দেখ।

১ রক্তবর্ণ ধরি——হয়গ্রীবাবতারে।

'এই মত দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন ;
কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন ;
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊন-ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ॥ ৩০৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি ৮০ পৃঃ ৭৬ শ্লোকে দেখ ॥ ৩০৮ ॥

'আর তিন যুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয় ;
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বা-রিংশচতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকয়োঃ পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কলে র্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' ॥ ৩০৯ ॥

হে 'রাজন্' 'দোষনিধেঃ' দোষার্ণবস্ত 'কলেঃ' কলিযুগস্য 'হি' নিশ্চিতং 'একঃ' 'মহান্' 'গুণঃ' 'অস্তি'। কিমিতি তদাহ 'কৃষ্ণস্য' 'কীর্ত্তনাৎ' 'এব' লোকঃ 'মুক্তবন্ধঃ' মুক্তো বন্ধো ভববন্ধো যস্য স এবম্ভূতঃ সন্ 'পরং' ধাম 'ব্রজেৎ' গচ্ছেৎ। 'কিঞ্চ' 'কৃতে' সত্যযুগে 'বিষ্ণুং' 'ধ্যায়তঃ' জনস্য তথা 'ত্রেতায়াং' ত্রেতাযুগে 'মখৈঃ' যজ্ঞাদিভিঃ 'যজতঃ' জনস্য 'যৎ' ফলং স্যাৎ তথা 'দ্বাপরে' 'পরিচর্য্যায়াং' সেবায়াং যৎ ফলং লভ্যতে 'তৎ' সর্ব্বং ফলং 'হরিকীর্ত্তনাৎ' এব 'কলৌ' ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

হে রাজন্! কলির দোষসমূহের মধ্যে এই একটী মহান্ গুণ, যে এক হরিনাম কীর্ত্তনেই ভববন্ধমুক্ত হইয়া লোক পরম ধাম লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ সত্য যুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতাতে যজ্ঞাদিতে, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিলে যে ফল লাভ হইয়া থাকে; কলিযুগে এক হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা সে সমস্ত ফলই লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৩০৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ীয় সপ্তদশ শ্লোকঃ

'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং' ॥ ৩১০ ॥

'কৃতে' সত্যযুগে 'ধ্যায়ন্' ধ্যানং কুর্ব্বন্ সন্ 'ত্রেতায়াং' 'যজ্ঞৈঃ' করণৈঃ 'দ্বাপরে' 'অর্চ্চয়ন্' সন্ লোকঃ 'যৎ' পদং 'আপ্নোতি' প্রাপ্নোতি 'কলৌ' কলিযুগে 'কেশবং' হরিং 'সংকীর্ত্ত্য' হরিনামাদিসংকীর্ত্তনাৎ 'তৎ' পদং আপ্নোতি ॥ ৩১০ ॥

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাতে যাগাদি করিয়া, এবং দ্বাপরে পূজার্চ্চনা করিয়া, লোকে যে ফল পায়; কলিযুগে এক কেশবকীর্ত্তনে তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োস্ত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে' ॥ ৩১১ ॥

'গুণজ্ঞাঃ' কলে গুণং সংকীর্ত্তনপ্রচাররূপং জানন্তি যে তে তথা 'সারভাগিনঃ' দোষভাগং পরিত্যজ্য গুণাংশগ্রাহিণঃ 'আর্য্যাঃ' সাধবঃ 'কলিং

কলিযুগং 'সভাজয়ন্তি' প্রশংসন্তি তদ্গুণমেব দর্শয়তি ইতিযাবৎ। 'যত্র' কলৌ 'সংকীর্ত্তনেন' 'এব' সাধনান্তরনিরপেক্ষণেন ইত্যর্থঃ 'সর্ব্বস্বার্থঃ' 'অপি' সর্ব্বধ্যানাদিভি কৃতাদিষু সাধনসাহস্রৈঃ 'লভ্যতে' মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১১ ॥

কলিতে কেবল নামসংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় জানিয়া গুণজ্ঞ এবং সারগ্রাহী সাধু সকল কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩১১ ॥

'পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতার গণ;
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন।
চারি যুগে অবতারের এইত গণন'।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন।
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি;
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি।
'অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার;
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?'
প্রভু কহে 'অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি;
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি।
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ;
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান।
অবতার নাহি কহে 'আমি অবতার';
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যমলার্জ্জুনবাক্যং

'যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ বীর্য্যৈ র্দেহিষসঙ্গতৈঃ' ॥৩১২ ॥

'শরীরিষু' দেহধারিষু মৎস্যকূর্ম্মাদিজাতিষু মধ্যে ইত্যর্থঃ 'অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীরধর্ম্মরহিতস্য শরীরিষু বর্ত্তমানস্যাপি তদ্ধর্ম্মরহিতস্য ইত্যর্থঃ

'যস্য' ভগবতঃ 'অবতারাঃ' 'তৈঃ' 'তৈঃ' অনির্ব্বচনীয়ৈঃ অতএব 'অতুল্যাতিশয়ৈঃ' নাস্তি তুল্যং অতিশয়ং চ যেষাং তৈঃ 'বীর্য্যৈঃ' প্রভাবৈরদ্ভুতচরিতৈ র্বা 'জ্ঞায়ন্তে মুনিভিরিতিশেষঃ। কীদৃশৈ র্বীর্য্যৈঃ 'দেহিষু' শরীরধারিষু জীবেষু 'অসঙ্গতৈঃ' অসম্ভবৈঃ ॥ ৩১২ ॥

শরীরধারীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও যিনি শারীরিক ধর্ম্ম রহিত ; সেই ভগবানের অবতার সকল, শরীরধারীদিগের পক্ষে অসম্ভব, অনির্ব্বচনীয়, অদ্ভুত ও অতুল্য বীর্য্য পরাক্রমের দ্বারা কেবল জানা গিয়া থাকে ॥ ৩১২ ॥

'স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ ;
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ।
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ, স্বরূপ লক্ষণ ;
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ।
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ;
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে ব্যাসবাক্যং

'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি' ॥৩১৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৮৪-১৮৫পৃঃ ১০৯ শ্লোকে দেখ ॥ ৩১৩ ॥

'এই শ্লোকে 'পরং' শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ ;
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ।
বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি করি বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল ;
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল।
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ ;
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ।

'অবতার কালে হয় জগত গোচর ;
এ দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর'।
সনাতন কহে 'যাতে ঈশ্বর লক্ষণ ;
পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেম দান সংকীর্ত্তন।
কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ;
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়'।
প্রভু কহে 'চতুরালি ছাড় সনাতন !
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ।
শক্ত্যাবেশ অবতারের অসংখ্য গণন ;
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন।
শক্ত্যাবেশ দুই রূপ—গৌণ, মুখ্য, দেখি ;
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি।
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম ;
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম।
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত ;
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত।
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি ;
ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি।
শেষে স্বসেবন শক্তি, পৃথুতে পালন ;
পরশুরামে দুষ্ট নাশ বীর্য্য সঞ্চারণ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থশ্লোকে শ্রীসনাতনগোস্বামি বাক্যং

'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
তয়াবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ' ॥ ৩১৪ ॥

'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া' জ্ঞানভক্ত্যাদিশক্তিপ্রকাশয়া হেতুভূতয়া 'যত্র' জীবেষু 'জনার্দ্দনঃ' ভগবান্ 'আবিষ্টঃ' প্রবিষ্টো ভবেৎ তে 'মহোত্তমাঃ' 'জীবাঃ' 'এব' তথাধিষ্ঠিতা জীবা এব 'তয়া' করণভূতয়া 'আবেশাঃ' আবেশাবতারা 'নিগদ্যন্তে' কথ্যন্তে ॥ ৩১৪ ॥

যে সকল জীবে জ্ঞানাদিশক্তি প্রকাশ করিয়া ভগবান্ তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হন্; সেইরূপ প্রকাশহেতুই ঐ সকল মহোত্তম জীবদিগকে আবেশাবতার কহা গিয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥

'বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে ;
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্তিভাবাবেশে। (১)

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে একচত্বারিংশ-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং' ॥ ৩১৫ ॥

হে অর্জ্জুন! 'যৎ' 'যৎ' 'সত্ত্বং' বস্তুমাত্রং 'বিভূতিমৎ' ঐশ্বর্য্যযুক্তং 'শ্রীমৎ' সম্পত্তিযুক্তং 'ঊর্জ্জিতং' বলপ্রভাবাদ্যধিকং 'এব' 'বা' 'তৎ' 'তৎ' 'এব' বস্তু 'ত্বং' 'মম' 'তেজোঽংশসম্ভবং' প্রভাবাংশসম্ভূতং 'অবগচ্ছ' জানীহি ॥ ৩১৫ ॥

হে অর্জ্জুন! ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত, যত বস্তু আছে; সে সকলকেই আমার তেজোংশসম্ভূত বিভূতি বলিয়া জানিবে ॥ ৩১৫ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ॥৩১৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪৭ পৃঃ ৪৪ শ্লোকে দেখ ॥ ৩১৬ ॥

---

১ বিভূতি···ভাবাবেশে—শ্রীভগবদ্গীতায় একাদশাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ; অর্জ্জুন দেখিলেন যে ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে বিশ্ব-চরাচর সকলই স্থিতি করিতেছে। ইহারই নাম ভগবানের বিভূতি।

'এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার ;
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার।
কিশোর শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন ;
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে ;
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্' ॥৩১৭॥

'বয়সঃ' বয়োধর্ম্মস্য 'বিবিধত্বেঽপি' বাল্যপৌগণ্ডাদিবৈচিত্রেঽপি 'সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ' ভগবান্ 'অত্র' বৃন্দাবনে 'কিশোরঃ' 'ধর্ম্মী' আদিষোড়শ-বর্ষবয়োধর্ম্মী 'এব' সন্ ইত্যর্থঃ 'নিত্যলীলাবিলাসবান্' স্যাৎ ॥ ৩১৭ ॥

বাল্যপৌগণ্ডাদি বয়সের বৈচিত্র থাকিলেও সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয়ীভূত ভগবান্ বৃন্দাবনে কৈশোর ধর্ম্মী হইয়া নিত্য-লীলা বিহার করিয়াছেন ॥ ৩১৭ ॥

'পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে ;
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ;
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন।
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার ;
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার।
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশরতা প্রাপ্তি ;
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি। (১)

---

১ যেন গঙ্গাধার—কৈশোরে নিত্যস্থিতি—গঙ্গাতরঙ্গের যেমন আদি অন্ত নাই ; সেইরূপ ভগবল্লীলাও অনন্ত ও নিত্য ; তাহার বিরাম নাই। কিন্তু সর্ব্বদা এই সব লীলা হইলেও তিনি কখন পুরাতন হন্ না ; ভক্তের নিকট চির কিশোররূপে প্রতীয়মান হন।

'নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়;
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয়?
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে;
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে।
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে;
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে।
রাত্রি দিনে হয় ষষ্টি দণ্ড পরিমাণ;
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান।
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টি দণ্ড ক্রমোদয়;
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়।
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়;
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়।
ঐছে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে;
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে।
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ;
তাহা বৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস।
আলাতচক্র প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে;
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে।
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ;
পূতনা বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস।
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান;
তাতে নিত্য লীলা কহে আগম পুরাণ।
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম;
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম।
অতএব গোলোকে কহি নিত্য বিহার;
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার।
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম;
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে, পূর্ণতর, পূর্ণ,'।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-লহর্য্যাং দশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈ র্নাট্যেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ' ॥৩১৮॥

'হরিঃ' ভগবান্ 'পূর্ণতমঃ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ 'পূর্ণতরঃ' মধ্যমঃ তথা 'পূর্ণঃ' কনিষ্ঠঃ 'শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ' 'সর্ব্বৈঃ' গুণৈঃ 'ত্রিধা' 'নাট্যেয়ঃ' প্রকাশিতঃ 'ইতি' 'পরিকীর্ত্তিতঃ' কথিতঃ ॥ ৩১৮ ॥

ভগবান্ হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর, ও পূর্ণ এইরূপ শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি গুণ দ্বারা তিন প্রকারে প্রকাশিত হন বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৩১৮ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং

'প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ' ॥ ৩১৯ ॥

'প্রকাশিতাখিলগুণঃ' প্রকাশিতাঃ অখিলাঃ অসংখ্যাঃ গুণাঃ যেন সঃ অতএব 'বুধৈঃ' পণ্ডিতৈঃ 'পূর্ণতমঃ' 'স্মৃতঃ' কথিতঃ। 'পূর্ণতরঃ' 'অসর্ব্ব-ব্যঞ্জকঃ' সর্ব্বগুণপ্রকাশকো ন স্যাদিত্যর্থঃ 'পূর্ণঃ' 'অল্পদর্শকঃ' অল্পগুণ প্রকাশকঃ স্যাৎ ॥ ৩১৯ ॥

পূর্ণতর বলিলে সকল গুণ প্রকাশ হয় না; পূর্ণ বলিলে অল্পগুণমাত্র প্রকাশিত হয়; অতএব অখিলগুণ প্রকাশ করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পূর্ণতম বলিয়া থাকেন ॥ ৩১৯ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্যং

'কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু' ॥ ৩২০ ॥

'কৃষ্ণস্য' ভগবতঃ 'পূর্ণতমতা' সর্ব্বোৎকর্ষতা 'গোকুলান্তরে' মাধুর্য্যপূর্ণ-বৃন্দাবনমধ্যে 'ব্যক্তা' প্রকটিতা 'অভূৎ' 'দ্বারকামথুরাদিষু' জ্ঞানৈশ্বর্য্যধামাদিষু 'পূর্ণতা' 'পূর্ণতরতা' চ ব্যক্তাভূদিতিশেষঃ ॥ ৩২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা মাধুর্য্যপূর্ণ গোকুলধামে প্রকটিত; আর জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিব্যাপ্ত মথুরাদ্বারকাদিধামে পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৩২০ ॥

'এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্;
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম।
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার;
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার।
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন;
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন'।
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্;
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বস্বরূপশ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিক সাধনং।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য শীকরং ॥ ৩২১ ॥

'অগত্যেক গতিং' অগতীনাং গতিরহিতানাং জনানাং একগতিং কেবলাশ্রয়রূপং 'শ্রীচৈতন্যং' 'নত্বা' নমস্কৃত্য 'অস্য' চৈতন্যস্য 'মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং'

মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাণাং কণিকাং 'লিখামি'। কীদৃশং চৈতন্যং 'হীনার্থাধিকসাধনং' হীনার্থানাং সম্বলহীনানাং জনানাং অধিকং অতিশয়ঃ সাধনং সাধনরূপং উপায়স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩২১ ॥

নিঃসম্বলদিগের উপায় ও অগতিদিগের গতি শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যকণিকা লিখিতেছি ॥ ৩২১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
'সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে;
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে।
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন;
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন।
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়:
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্যোম যার দলশ্রেণী;
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি।
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য স্থান অবতার;
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়; জীব কোন্ ছার?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ

'কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং
কাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং' ॥ ৩২২ ॥

হে 'ভূমন্' অপরিচ্ছিন্ন হে 'ভগবন্' সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত! হে 'পরাত্মন্' সর্ব্বান্তর্যামিন্ হে 'যোগেশ্বর' স্বাভাবিকযোগশক্ত্যা সর্ব্বকালব্যাপক! 'ভবতঃ' তব 'উতীঃ' লীলাঃ 'অহো' বিস্ময়ে 'ত্রিলোক্যাং' মধ্যে 'ক' কুত্র 'কথং বা' 'কতি'

কতিপয়সংখ্যা বা 'কদা বা' স্যুঃ 'ইতি' 'কঃ' জনঃ 'বেত্তি' জানাতি ন কোঽপীত্যর্থঃ ত্বং 'যোগমায়াং' মহাস্বরূপশক্তিং 'বিস্তারয়ন্' সন্ 'ক্রীড়সি'। অচিন্ত্যং তব মায়াবৈভবমিতিভাবঃ॥ ৩২২॥

হে ভূমন্! ভগবন্! পরাত্মন্! যোগেশ্বর! ত্রিলোকী-মধ্যে কবে, কোথায়, কি প্রকারে, কত লীলা আপনি প্রকাশ করেন্; তাহা কে জানিতে পারে? আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছেন॥ ৩২২॥

'এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত;
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ'॥ ৩২৩॥

'গুণাত্মনঃ' গুণানামাত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুঃ 'তে' তব 'গুণান্' 'বিমাতুং' এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং 'কে' জনাঃ 'ঈশিরে' সমর্থা বভূবুঃ কথম্ভূতস্য তব 'অস্য' বিশ্বস্য 'হিতাবতীর্ণস্য' হিতায় পালনায় বহুগুণাবিষ্কারেণ অবতীর্ণস্য। 'বা' বিতর্কে 'সুকল্পৈঃ' অতিনিপুণৈঃ যৈঃ 'কালেন' বহুজন্মনা কালেন 'ভূপাংশবঃ' পৃথিব্যাঃ পরমাণবঃ 'বিমিতাঃ' বিশেষেণ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ; তথা 'খে' আকাশে 'মিহিকাঃ' হিমকণাঃ 'অপি' তথা 'দ্যুভাসঃ' দিবি নক্ষত্রাদি কিরণপরমাণবোঽপি গণিতাঃ ভবেয়ুঃ তথাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন সমর্থা বভূবুরিত্যর্থঃ॥ ৩২৩॥

হে দেব! আপনি সকলগুণের অধিষ্ঠান ভূমি; অশেষ-গুণাবিষ্কার করতঃ জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া-থাকেন; কে আপনার গুণ পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবে? অতিনিপুণ ব্যক্তিগণ বহুজন্মে ও কালে বরং পৃথিবীর পর-

মাণু, আকাশের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতেও সমর্থ হইতে পারেন ; তথাচ তাঁহারা আপনার গুণপরিমাণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩২৩ ॥

'ব্রহ্মাদি রহু সহস্রবদনে অনন্ত
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে চত্বারিংশ-শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং' ॥ ৩২৪ ॥

হে নারদ! 'পুরুষস্য' ভগবতঃ 'মায়াবলস্য' যন্মায়াবলং তস্য 'অন্তং' 'অহং' ব্রহ্মা 'ন' 'বিদামি' ন বেদ্মি 'তে' তব 'অগ্রজাঃ' 'অমী' 'মুনয়ঃ' ন বিদন্তি ইতিশেষঃ 'অবরাঃ' পশ্চাজ্জাতাঃ 'যে' জনাঃ 'কুতঃ' কথং বেদিষ্যন্তি? 'দশশতাননঃ' দশশতানি আননানি মুখানি যস্য সঃ 'আদিদেবঃ' 'শেষঃ' অনন্তঃ 'অস্য' ভগবতঃ 'গুণান্' 'গায়ন্' সন্ 'অধুনাপি' 'পারং' 'ন' 'সমবস্যতি' ন প্রাপ্নোতি ॥ ৩২৪ ॥

হে নারদ! আমি ব্রহ্মা ও তোমার অগ্রজ মুনিগণ সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত জানিতে পারি নাই ; পশ্চাৎ জাত ব্যক্তিগণ কিরূপে জানিবে? আদিদেব অনন্ত সহস্র-বদনে চিরকাল তাঁহার গুণগান করিতেছেন ; এখনও তাহার পার প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৩২৪ ॥

'সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ;
নিজ গুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিবাক্যং

'দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্বু সাবরণাঃ
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ' ॥ ৩২৫ ॥

হে ভগবন্! 'তে' তব 'অন্তং' সীমানং 'দ্যুপতয়ঃ' স্বর্গাদিলোকপতয় ব্রহ্মাদয়ঃ 'এব' 'ন' 'যযুঃ' ন প্রাপুঃ কথং? 'অনন্ততয়া' যদন্তবৎ বস্তু তৎ কিমপি ন ভবসি তে তু অন্তবন্তঃ অতঃ কথং তে তবান্তং প্রাপ্স্যন্তীতি ভাবঃ। 'যৎ' যস্য তব 'অন্তরা' মধ্যে 'নন্বু' অহো 'সাবরণাঃ' উত্তরোত্তরদশগুণসপ্তাবরণযুতাঃ 'অণ্ডনিচয়াঃ' ব্রহ্মাণ্ডসমূহাঃ 'বান্তি' পরিভ্রমন্তি 'বয়সা' কালচক্রেণ 'খে' আকাশে 'রজাংসি' রেণবঃ 'ইব' 'সহ' একদৈব নতু পর্য্যায়ক্রমেণ। 'যৎ' যস্মাদেবং অতঃ 'শ্রুতয়ঃ' 'ত্বয়ি' 'হি' নিশ্চিতং 'ফলন্তি' সফলা ভবন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবসন্তি নতু সাক্ষাৎ বদন্তি কীদৃশাঃ অতন্নিরসনেন' ন তৎ ইতি পরিত্যাগেন অন্যদেব তদ্বিদিতাদথ্য বিদিতাদন্যত্র, ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অস্থূলমনণু ইত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণয়াচ 'ভবন্নিধনাঃ' ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাঃ তত্ত্বমসীত্যাদয় ত্বয়ি পর্য্যবসন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩২৫ ॥

হে ভগবন্! আপনি অনন্ত; সুতরাং দেবগণও আপনার অন্ত পান নাই। আকাশে পরমাণুভ্রমণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালচক্রের সহিত আপনার অন্তরে যুগপৎ বিচরণ করিতেছে। অতএব শ্রুতিসকল আপনার কথা 'তন্ন' 'তন্ন' করিয়া বলিয়া শেষ করিতে না পারিয়া অবশেষে আপনাতেই পর্য্যবসিত হয় ॥ ৩২৫ ॥

'সেহো যহ ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার;
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার।

'প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে ; (১)
অশেষ বৈকুণ্ঠাণ্ড স্বস্বনাথ সনে।
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ;
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত।
কৃষ্ণের বৎসের সংখ্যাতে শুকদেব বাণী ;
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ ? সংখ্যা নাহি জানি।
একেক গোপ করে যে বৎস চারণ ;
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম সংখ্য তাহার গণন।
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার ;
গোপ গণের যত তার নাহি লেখা পার।
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ; ব্রহ্মা করে স্তুতি।
এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে সবার প্রকাশে ;
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে।
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত ;
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত :—
"যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ ;
সে জানুক ; কায় মনে মুঞি এই মানোঁ।—

---

১ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি ইত্যাদি—এক দিন গোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুলিন-ভোজন করিতে ছিলেন ; ইতিমধ্যে তাঁহাদের গাভীযূথ দূরবনে গমন করায় বালকগণ চিন্তিত হইলেন ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিঃশঙ্কে ভোজনকরিতে বলিয়া আপনি গাভী আনিতে গমন করিলেন ; এদিকে ব্রহ্মা মায়াবলে দূরবনস্থিত গাভীবৎস ও পুলিন-ভোজনে উপবিষ্ট বালকদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া সেইরূপ গোবৎস ও বালকবৃন্দ যোগবলে সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন ; এইরূপে সম্বৎসর অতীত হইয়া গেল। ব্রহ্মা যখন যমুনা পুলিনে আসিয়া আহরিত গোপবালক ও গোবৎস লইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন ; তখন তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল ও তিনি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন ; সমুদায় বৎস ও বৎসপাল তথা যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু প্রভৃতি সমস্তই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী হইয়াছেন ; ও সমস্ত বিশ্বচরাচর তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছে। ব্রহ্মা তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভগবানের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৩।১৪ অধ্যায় দেখ।

"এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত সিন্ধু ;
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ' ॥ ৩২৬ ॥

হে 'প্রভো' 'বহূক্ত্যা' বহু বাক্ প্রয়োগেন 'কিং' ফলং ; 'জানন্তঃ' তব বৈভবং জানীম ইতি কথয়ন্তঃ জনাঃ 'জানন্তু' 'এব'। 'তব' 'বৈভবং' মহিমা তু 'মে' মম 'মনসঃ' 'বপুষঃ' শরীরস্য 'বাচঃ' বাক্যস্য 'ন' 'গোচরঃ' বিষয়ঃস্যাৎ ॥ ৩২৬ ॥

হে প্রভো ! বাক্ বাহুল্যে প্রয়োজন কি ? যাঁহারা বলেন যে তোমার মহিমা জানিয়াছি ; তাঁহারা জানুন ; কিন্তু তাহা আমার কায়মনোবাক্যের বিষয় নহে ॥ ৩২৬ ॥

'কৃষ্ণের মহিমা বহু ; কেবা তার জ্ঞাতা ?
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা !
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র পরকাশে ;
তার এক দেশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ডগণ ভাসে।
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ;
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন'।
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর ;
মনেন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল ফাঁফর।
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ;
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং

'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ

বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ' ॥ ৩২৭ ॥

'যঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'স্বয়ং' 'তু' এবংভূতঃ তস্য তৎকৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিস্মাপয়তীত্যন্তরেণান্বয়ঃ। কীদৃশঃ সঃ? 'অসাম্যাতিশয়ঃ' ন বিদ্যতে সাম্যং কিমুতাতিশয়ো যস্য সঃ যমপেক্ষান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ 'ত্র্যধীশঃ' ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাম্বা ঈশঃ; পুনঃ 'স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ' স্বৈরংস্বৈর্ভক্তৈঃ শক্তিভির্লীলাভিরৈশ্বর্য্যৈর্মাধুর্য্যৈশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং তদেব লক্ষ্মী স্তয়া হেতুনা আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যঃ সঃ পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ 'বলিং' করং অর্হণং বা 'হরদ্ভিঃ' সমর্পয়দ্ভিঃ 'চিরলোকপালৈঃ' চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেষু সৃজদ্ভিঃ ব্রহ্মভিঃ পালয়দ্ভিঃ বিষ্ণুভিঃ সংহরদ্ভিঃ রুদ্রৈঃ ধারয়দ্ভিঃ শেষৈরিতিভাবঃ পুনঃ-'কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ' কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ প্রণমতাং কিরীটসংঘট্টধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৩২১ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর; তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই; আনন্দলক্ষ্মীপ্রাপ্তিহেতু তিনি সমস্তভোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; লোকপালসকল তাঁহাকে পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণত হইলে তাহাদের কিরীটাগ্র তাঁহার পাদপীঠে স্পৃষ্ট হইয়া ধ্বনিত হওয়ায় নিরন্তর তাঁহার বন্দনা হইয়া থাকে ॥ ৩২৭ ॥

'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্;
তাঁতে বড়, তাঁর সম, কেহ নাহি আন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং' ॥ ৩২৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ পৃঃ ৪৫ শ্লোকে দেখ ॥ ৩২৮ ॥

'ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর ;
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্' ॥ ৩২৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩০৪ শ্লোকে ৪৯৮ পৃঃ দেখ ॥৩২৯॥

'অসামান্য অধীশ্বরের অর্থ শুন আর ;
জগতকারণ তিন পুরুষাবতার—
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদক স্বামী ;
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্যামী।
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত ঈশ্বর ;
এহো কলা অংশ যার—কৃষ্ণ অধীশ্বর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ-শ্লোকঃ

'যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তিলোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ
বিষ্ণু র্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৩৩০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৯ পৃঃ ১৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৩০ ॥

'এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর ;
তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার।
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন ;
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ।
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার ;
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ

'করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে নহি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ' ॥৩৩১॥

'ব্রজরাজনন্দনে' নন্দনন্দনে 'জয়তি' সতি 'নঃ' অস্মাকং ব্রজজনানামিত্যর্থঃ 'চিন্তাকণিকা' অল্পাপি চিন্তা 'হি' নিশ্চিতং 'ন' 'অভ্যুদেতি'। কীদৃশে 'করুণা নিকুরম্ব কোমলে' করুণাসমূহেন হেতুনা কোমলে কোমলস্বভাবে পুনঃ 'মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি' মাধুর্য্যমিশ্রিতৈরৈশ্বর্য্যবিশেষ যুক্তে। ৩৩১ ॥

করুণাকোমল ও মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশালী ব্রজরাজনন্দনের জয়শ্রী যখন বর্দ্ধিত হইতেছে; তখন আমাদের অল্পমাত্র চিন্তারও কারণ নাই ॥ ৩৩১ ॥

'তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম;
নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম।
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার;
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী;
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ৩৩২ ॥

'গোলোকনাম্নি' 'নিজধাম্নি' ভগবান্ স্বয়মেব বিরাজতে ইতিশেষঃ 'তস্য চ' ধাম্নঃ 'তলে' নিম্নে 'তেষু' 'তেষু' তত্তৎনামভি র্বিদিতেষু 'দেবীমহেশহরিধামসু' 'তে' 'তে' 'প্রভাবনিচয়াঃ' দেব্যাদিনামধেয়াঃ দেবসমূহাঃ 'যেন' ভগবতা 'বিহিতাঃ' প্রতিষ্ঠিতাঃ 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি' ॥ ৩৩২ ॥

গোলোকধামই ভগবানের নিজধাম; তাহার নিম্নে দেবী মহেশ ও হরিধামে যিনি তত্তৎ নামধেয় দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সেই আদিদেব গোবিন্দের আমি ভজনা করি ॥ ৩৩২ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে সপ্তাশীত্যঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং

'প্রধানপরমব্যোম্নরন্তরে বিরজানদী
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা' ॥৩৩৩॥

'প্রধানপরমব্যোম্নঃ' গোলোকস্য 'অন্তরে' মধ্যে 'বিরজা' নাম্নী 'নদী' 'বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ' বেদানাং অঙ্গাৎ নিঃসৃতঃ যঃ স্বেদ স্তেন উৎপাদিতৈঃ 'তোয়ৈঃ' জলৈঃ 'শুভা' শোভনা সতী 'প্রস্রাবিতা' প্রবাহিতা ॥ ৩৩৩ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠপরমব্যোম অর্থাৎ গোলোক মধ্যে বিরজা নাম্নী শোভনানদী বেদাঙ্গজস্বেদজলে প্রবাহিতা হই-তেছে ॥ ৩৩৩ ॥

তথাহি তত্রৈব বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাশীত্যঙ্কধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং

'তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং' ॥ ৩৩৪ ॥

'তস্যাঃ' বিরজায়াঃ 'পারে' তীরোপান্তে 'সনাতনং' ব্রহ্মময়ং 'পরব্যোম' নাম ধাম বিরাজতে কীদৃশং 'ত্রিপাদ্ভূতং' ত্রিপাদৈশ্বর্য্যসংযুক্তং 'অমৃতং' অমর-ধাম 'শাশ্বতং' 'নিত্যং' 'অনন্তং' 'পরমং' 'পদং' উৎকৃষ্ট স্থানং ॥ ৩৩৪ ॥

বিরজার পারে ত্রিপাদৈশ্বর্য্যযুক্ত সনাতন ধাম আছে; উহা অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত এবং উৎকৃষ্ট ॥ ৩৩৪ ॥

'তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরী অপার।
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী;
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়া দাসী।
এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর;
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর।
চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম;
মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমিকথনে চতুর্থাঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং

'ত্রিপাদ্বিভূতে র্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদং।
বিভূতি র্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ' ॥৩৩৫॥

'ত্রিপাদ্বিভূতেঃ' ত্রিপাদৈশ্বর্য্যস্য 'ধামত্বাৎ' হেতুভূতাৎ 'তৎপদং' তস্য ভগবতঃ স্থানং 'হি' নিশ্চিতং 'ত্রিপাদ্ভূতং' কথিতং। 'যতঃ' যস্মাৎ 'সর্ব্বা' 'মায়িকী' মায়াসম্বন্ধীয়া 'বিভূতিঃ' ঐশ্বর্য্যং 'পাদাত্মিকা' একপাদা 'প্রোক্তা' কথিতা ॥ ৩৩৫ ॥

ত্রিপাদ্বিভূতির ধাম বলিয়া ভগবানের স্থানকে ত্রিপাদ্ভূত বলা যায়; আর সর্ব্ব প্রকার মায়িকবিভূতি পাদাত্মিকা মাত্র ॥ ৩৩৫ ॥

'ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর;
এক পাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মারুদ্রগণ;
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন।
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে
ব্রহ্মা আইলা; দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ কহেন "কোন্ ব্রহ্মা? কি নাম তাহার?"
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছয়ে আর বার।

'বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিল ;
"কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইল।"
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লয়ে গেলা ;
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা।
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল ;
"কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ?"
ব্রহ্মা কহে "তাহা পাছে করিব নিবেদন ;
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন।
"কোন্ ব্রহ্মা" পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ?"
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে ;
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে।
দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন ;
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন ;
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন।
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল ;
হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিল।
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে
দণ্ডবৎ করি পড়ে ; মুকুট পীঠে লাগে।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে :
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে।
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ;
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি।
যোড়হাতে ব্রহ্মারুদ্রাদি করয়ে স্তবন ;
"বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ।
ভাগ্য! মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গী করি ;
কোন্ আজ্ঞা হয় ? তাহা করি শিরে ধরি।"
কৃষ্ণ কহে "তোমা সবার দেখিতে চিত্ত হৈল ;
তাহা লাগি এক ঠাঁকি সবা বোলাইল।

"সুখী হও সবে ; কিছু নাহি দৈত্য ভয় ?"
তারা কহে "তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয়।
সংপ্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈত ভার ;
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার।"
দ্বারকাদি বিভূতির এইত প্রমাণ ;
"আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ" সবার হৈল জ্ঞান।
কৃষ্ণ সহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল ;
একত্র মিলনে কেহ কাহ না দেখিল।
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ;
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা।
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার !
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার।
ব্রহ্মা বলে "পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল ;
তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিল।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ

'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং' ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩২৬ শ্লোকে ৫১৩ পৃঃ দেখ ॥ ৩৩৬ ॥

'কৃষ্ণ কহেন "এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ;
অতি ক্ষুদ্র ; তাতে তোমার চারি বদন।
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষকোটি ;
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি।
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন ;
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
এক পাদ বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ ;
ত্রিপাদ বিভূতির কে বা করে পরিমাণ ?"

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাবিংশত্যঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং

'তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য মনন্তং পরমং পদং' ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৩৪ শ্লোকে ৫২০ পৃঃ দেখ ॥ ৩৩৭ ॥

'তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ জানন না যায়।
'অধীশ্বর' শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়;
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয়।
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী;
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য স্থিতি।
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম;
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্ পাল;
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চিরলোক পাল;
তা সবার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগ;
দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে।
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি;
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি।
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান;
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম।
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম; (১)
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু;
অবগাহিতে নারি তার ছুইল এক বিন্দু।'

---

১ সেই স্বারাজ্য লক্ষ্মী করে ইত্যাদি—ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপ সম্পত্তির নাম ষড়ৈশ্বর্য্য তাহাই স্বারাজ্য বা পরমানন্দরূপিণী লক্ষ্মী নামে অভিহিতা। মং ৩২৭শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা দেখ।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৈল ;
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ-শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং

'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং' ॥ ৩৩৮ ॥

ভগবতঃ বিম্বং বর্ণয়তি। 'যং' 'মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং' মর্ত্ত্যলীলাসু উপয়িকং যোগ্যং 'স্বযোগমায়া বলং' স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি স্তস্যাঃ বলং সম্পূর্ণমেব সামর্থ্যং 'দর্শয়তা' দর্শয়িতুমিতি 'গৃহীতং' যদ্বা যদ্বিম্বং দর্শয়িতুং স্বযোগমায়াবলং গৃহীতমিত্যর্থঃ 'স্বস্য চ' স্বস্যাপি 'বিস্মাপনং' বিস্ময়জনকং 'সৌভগর্দ্ধেঃ' সৌভাগ্যাতিশয়স্য 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'পদং' স্থানং. পরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ 'ভূষণভূষণাঙ্গং' ভূষণানাং ভূষণান্যঙ্গানি যস্য পরমসৌন্দর্য্যযুক্তং ॥ ৩৩৮ ॥

ভগবানের সেই মূর্ত্তি (শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি) মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত ছিল ; ভগবান্ স্বীয় যোগমায়ার বল প্রদর্শন করাইবার জন্য তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; উহা সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা এবং ভূষণাদিকেও ভূষিত করিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ভগবান্ নিজেই সেই রূপে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন ॥ ৩৩৮ ॥

যথা রাগঃ।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ;
গোপবেশ বেণু কর, নব কিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ। ধ্রু।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে।
রূপ দেখি আপনায়, কৃষ্ণের হয় চমৎকার!
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম;
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপে তার নিত্য ধাম।
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রুধনু নর্ত্তন;
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন।
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন;
পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন;
যিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ।
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার;
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।
মুক্তাহার বক পাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুলী সঞ্চার;

'কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার।
মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে, (১)
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ'।
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি;
গোপী ভাগ্য, কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে কংসসভায়াং মল্লযুদ্ধং দৃষ্ট্বা যোষিদ্বাক্যং

'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য' ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৩ পৃঃ ১০০ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৩৯ ॥

'তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদগম;
বংশীধ্বনি চক্রবাক, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদগম।
সখিহে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে;

---

১ বর্ণিয়াছে নানা মতে—অন্য পাঠ 'বর্ণিয়াছে জানাইতে'।

'যিঁহো সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা;
তিঁহো এ মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা।
সেই তো মাধুর্য্য সার, অন্য সিদ্ধ নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি;
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্তগুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি।
গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য;
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য।
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ;
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।
সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়;
আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এসব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত;
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত'।
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ;
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'যস্যাননং মকরকুণ্ডল চারুকর্ণ
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাস হাসং
নিত্যোৎসবং ন ততৃপু দৃ‌র্শিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ' ॥ ৩৪০ ॥

'যস্য' শ্রীকৃষ্ণস্য 'আননং' মুখারবিন্দং 'দৃশিভিঃ' নেত্রৈঃ 'পিবন্ত্যঃ' 'নার্য্যঃ' পিবন্তঃ 'নরাশ্চ' 'মুদিতাঃ' আনন্দিতাঃ সন্তঃ 'ন' 'ততৃপুঃ' ন তৃপ্তাঃ নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপ্যসহমানা স্তৎকর্ত্তুঃ 'নিমেঃ' নিমিং নিমেষং প্রতি কুপিতাঃ বভূবুঃ। আননং কথম্ভূতং 'মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং' মকরকুণ্ডলাভ্যাং যৌ চারু কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ শোভমানৌ কপোলৌ তাভ্যাং সুভগং সুন্দরং পুনঃ 'সবিলাসহাসং' বিলাসেন সহ হাসো যস্মিন্ তৎ পুনঃ 'নিত্যোৎসবং' নিত্যং উৎসবো যস্মিন্ তৎ ॥ ৩৪০ ॥

তাঁহার সুন্দর কর্ণ দুইটীতে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান হইয়া কপোলযুগলের শোভা বর্দ্ধন করত মুখশ্রী উজ্জ্বল করিত; মুখকমলে বিলাসসম্বলিত হাসি প্রকটিত থাকিত; সেজন্য সেখানে যেন নিত্যই উৎসব হইত। সেই মুখারবিন্দ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ আনন্দিত হইতেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের তৃপ্তি না হওয়ায় নয়নে নিমেষোন্মেষ হওয়া হেতু নিমেষের প্রতি কুপিত হইতেন ॥ ৩৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।

কুটিলকুন্তলশ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং' ॥ ৩৪১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৯৭ শ্লোকে ১৩০ পৃঃ দেখ ॥ ৩৪১ ॥

যথা রাগঃ।

'কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয় ;
সে অক্ষর চন্দ্র চয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কামময়।
সখি হে! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ ;
কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ। ধ্রু।
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ;
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেও এক পূর্ণচন্দ্র মানি।
কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান ;
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান।
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্রলীলা কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায় ;
ভ্রূধনু, নাসাবাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায়।
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত ;
কাহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোকে করে আপ্যায়িত।

'বিপুল আয়তারুণ, মদন মদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন ;
লাবণ্য কেলি সদন, জন নেত্র রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ বদন।
যার পুণ্য পুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান ?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পীতে নারে মনঃ ক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন।
"না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলে আঁখি দুটি,
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে ;
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার"।
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সিন্ধু, মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ ;
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন।

তথাহি কর্ণামৃতে দ্বিনবতিশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং' ॥ ৩৪২ ॥

'অস্য' 'বিভোঃ' কৃষ্ণস্য 'বপুঃ' শরীরং 'মধুরং' জগন্মনোমোহনং তথা 'মধুরং' নেত্রমনসোরাহ্লাদকং স্যাৎ। অস্য 'বদনং' 'মধুরং' স্যাৎ ; পুনঃ 'মধুরং' অমৃতাস্বাদনং ; 'এতৎ' 'মৃদুস্মিতং' মন্দহাস্যং 'মধুগন্ধি' পরমমধুবৎ গন্ধো যস্য

তৎ 'অহো' আশ্চর্য্যং অস্য বিভোঃ সর্ব্বং 'মধুরং' 'মধুরং' 'মধুরং' 'মধুরং' অনির্ব্বচনীয়রসস্বরূপমিতিভাবঃ ॥ ৩৪২ ॥

কি আশ্চর্য্য! এই প্রভুর শরীর অতিশয় মধুর, বদন মণ্ডল অতি সুমধুর; মৃদু স্মিতই বা কি মধুগন্ধি! অহো! ইঁহার সকলই মধুর! মধুর! মধুর! মধুর! ॥ ৩৪২ ॥

যথা রাগঃ।

'সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু;

মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,

দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু। ধ্রু ॥

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য পূর, মধুর হৈতে সুমধুর।

তাতে যেই মুখ সুধাকর

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর।

তার যেই স্মিত জ্যোৎস্না ভর

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,

তাহা হৈতে অতি সুমধুর;

আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,

দশ দিক ব্যাপে যার পুর।

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,

সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে;

বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,

ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে।

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,

জগতের বলে পৈশে কাণে;

সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,

বিশেষতঃ যুবতীরগণে।

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,

পতি কোল হৈতে টানি আনে;

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,

তার আগে কেবা গোপীগণে?

'নীবী খসায় পতি আগে, গৃহ ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে;
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে।
কাননের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে;
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে'।
পুনঃ কহে বাহ্য জ্ঞানে, 'আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে;
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে'।
'আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি;
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি'।
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে;
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে।
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে;
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-বর্ণনং নাম একবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তি র্যেন প্রকাশিতা ॥ ৩৪৩ ॥

'তং' 'করুণার্ণবং' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং' অহং 'বন্দে' 'যেন' প্রভুনা 'কলৌ' কলিযুগে 'অতি গূঢ়াপি' অত্যন্ত গোপনীয়াপি 'ভক্তিঃ' 'প্রকাশিতা' ॥ ৩৪৩॥

সেই করুণাসিন্ধু শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি; যিনি কলিযুগে অতি গোপনীয়া ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪৪৩ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
'এই ত কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার;
বেদ শাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার।
এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ;
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন।
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়;
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়।

তথাহি মুনিবাক্যং

'শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং' ॥ ৩৪৪ ॥

হে 'মুরহর' ভগবন্ 'শ্রুতিঃ' এব 'মাতা' বেদমাতা 'পৃষ্টা' জিজ্ঞাসিতা কৃতপ্রশ্না সতী 'যথা' যেন প্রকারেণ 'ভবদারাধনবিধিং' তব ভজনবিধানং 'দিশতি' উপদিশতি 'তথা' তেন প্রকারেণ 'মাতুঃ' বেদমাতুঃ 'বাণী' 'ভগিনী' রূপা 'স্মৃতিরপি' 'বক্তি' বদতি; 'বা' অথবা 'যে' 'সহজনিবহাঃ' ভ্রাতৃরূপাঃ 'পুরাণাদ্যাঃ' স্যুঃ 'তে' চ 'তদনুগাঃ' শ্রুতিং অনুগচ্ছন্তি তব ভজনবিধিং শ্রুত্যনুসারেণ বদন্তীত্যর্থঃ 'অতঃ' অতএব 'ভবানেব' ত্বমেব 'শরণং' আশ্রয়ণীয়ং 'সত্যং' নিশ্চয়ং 'জ্ঞাতং' ময়েত্যর্থঃ ॥ ৩৪৪ ॥

হে ভগবন্! মাতৃরূপা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপে তোমার ভজনবিধি উপদেশ দেন; মাতার বাণী ভগিনীরূপা স্মৃতিসকলও তাহাই বলিয়া দেন; আবার ভ্রাতৃরূপ পুরাণাদিও মাতার অনুগামী হইয়া তাহাই

বলিতেছেন ; অতএব তুমিই শরণীয় ইহা আমি নিশ্চয় রূপে জানিলাম ॥ ৩৪৪ ॥

'অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান।
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার ;
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ ;
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন।
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার ;
এক নিত্য মুক্ত, একের নিত্য সংসার।
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ ;
কৃষ্ণ পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবা সুখ।
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ ;
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে ;
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ;
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায় ;
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ নিকট যায়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'কামাদীনাং কতিন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে' ॥ ৩৪৫ ॥

'কামাদীনাং' রিপূণাং 'দুর্নিদেশাঃ' পাপাজ্ঞাঃ 'কতিন' 'কতিধা' বহু-

সময়ে বারম্বারং 'পালিতাঃ' অনুষ্ঠিতাঃ মমেতিশেষঃ তথাপি 'তেষাং' কামাদীনাং 'ময়ি' বিষয়ে 'করুণা' কৃপা 'ন' 'জাতা'; অথবা তেষাং 'ত্রপা' লজ্জা 'ন' 'উপশান্তিঃ' বিরামশ্চ 'ন' ভবতীতিশেষঃ। হে 'যদুপতে' 'অথ' অনন্তরং 'এতান্' কামাদীন্ দেহবিকারান্ 'উৎসৃজ্য' পরিত্যজ্য 'সাম্প্রতং' অধুনা 'লব্ধবুদ্ধিঃ' প্রাপ্তাত্মবোধঃ সন্ 'অভয়ং' ভয়রহিতং 'ত্বাং' শরণং 'আয়াতঃ' লব্ধঃ 'মাং' আত্মদাস্যে' তব সেবায়াং 'নিযুঙ্ক্ষ' নিযুক্ত কুরু ॥ ৩৪৫ ॥

আমি চিরজীবন কামাদির পাপাজ্ঞা পালন করিলাম; তথাপি তাহাদের আমার উপর দয়া হইল না; বা তাহারা লজ্জিত কি উপশান্ত হইল না; হে যদুপতি! তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া এখন আমার আত্মবোধ জন্মিয়াছে; তাই তোমার অভয় পদে শরণাপন্ন হইলাম; তুমি আমাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর ॥ ৩৪৫ ॥

'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান;
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল;
কৃষ্ণভক্তি বিনা কৃষ্ণ দিতে নাহি বল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদবাক্যং

'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং' ॥ ৩৪৬ ॥

'নৈষ্কর্ম্ম্যং' নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং 'নিরঞ্জনং' অজ্যতে অনেন ইত্যঞ্জনং উপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরুপাধিকং এবম্ভূতমপি 'জ্ঞানং' 'অচ্যুতভাববর্জ্জিতং' অচ্যুতে ভগবতি ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেৎ 'অলং' অত্যর্থং 'ন' 'শোভতে' সম্যক্ পরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ তদা 'পুনঃ' 'শশ্বৎ' সাধনকালে ফলকালেচ নিরন্তরমিত্যর্থঃ 'অকারণং' হেতুরহিতং

অকামমিত্যর্থঃ 'অভদ্রং' দুঃখরূপঞ্চ 'যৎ' কর্ম্ম তদপি 'ঈশ্বরে' ভগবতি 'নচার্পিতং' চেৎ 'কুতঃ' শোভতে? ॥ ৩৪৬ ॥

যখন সর্ব্বোপাধিশূন্য নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি-বিহীন হইলে কিছুই শোভা পায় না; তখন অকাম কর্ম্মই হউক আর দুঃখজনক কর্ম্মই হউক; ভগবানে অর্পিত না হইলে শোভা পাইবে কেন। ৩৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ' ॥ ৩৪৭ ॥

'তপস্বিনঃ' জ্ঞানিনঃ 'দানপরাঃ' কর্ম্মিণঃ 'যশস্বিনঃ' যশঃ পিপাসবঃ অশ্বমেধাদিকর্ত্তারঃ কর্ম্মিবিশেষা ইত্যর্থঃ 'মনস্বিনঃ' যোগিনঃ 'মন্ত্রবিদঃ' আগমীয়াঃ 'সুমঙ্গলাঃ' সদাচারাঃ 'যৎ' যস্মিন্ ভগবতি 'অর্পণং' তপ আদ্যর্পণং 'বিনা' 'ক্ষেমং' মঙ্গলং 'ন' 'বিন্দন্তি' প্রাপ্নুবন্তি 'তস্মৈ' 'সুভদ্রশ্রবসে' সুমঙ্গলযশস্বিনে ভগবতে 'নমঃ' 'নমঃ' ॥ ৩৪৭ ॥

তপস্বী, দানশীল, যশোলিপ্সু, যোগী, মন্ত্রজাপক কি সদাচারী, যে কোন ব্যক্তি হউন না কেন; যাঁহাতে আপন আপন তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হন না; সেই মঙ্গল স্বরূপ যশঃশালী ভগবানকে নমস্কার! নমস্কার! ॥

'কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে;

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতিং ব্রহ্মবাক্যং

'শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে

'তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং' ॥ ৩৪৮ ॥

হে 'বিভো' ! ভগবন্ 'যে' সাধকাঃ 'শ্রেয়ঃ সৃতিং' শ্রেয়সাং মঙ্গলরূপাপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং করণং যস্যাঃ করণ ইব নির্ব্বাণাং তাং 'তে' তব 'ভক্তিং' 'উদস্য' ত্যক্ত্বা 'কেবলবোধলব্ধয়ে' কেবলং শুষ্কজ্ঞানলাভায় নিমিত্তায় 'ক্লিশ্যন্তি' যমনিয়মাদিভিঃ শ্রমং কুর্ব্বন্তি 'তেষাং' সাধকানাং 'অসৌ' 'ক্লেশলঃ' শ্রম 'এব' হি 'শিষ্যতে' অবশেষস্তিষ্ঠতি 'যথা' 'স্থূলতুষাবঘাতিনাং' অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাংস্তুষান্ যে অপঘ্নন্তি তেষাং জনানাং 'নান্যৎ' ন কিঞ্চিৎ ফলমেব স্যাৎ। এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি ॥ ৩৪৮ ॥

হে ভগবন্! যে সকলসাধক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্কজ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ করে ; তাহাদের, তুষাবঘাতী* লোকদিগের ন্যায় কিছু লাভ না হইয়া কেবল শ্রম মাত্রই সার হয় ॥ ৩৪৮ ॥

'কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ॥৩৪৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৭০ পৃঃ ২৬৯ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৪৯ ॥

'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল ;
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ;
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।

---

* যাহারা তণ্ডুল লাভার্থ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া ধান্যবৎ প্রতীয়মান তুষ আঘাত করে।

'চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে;
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্' ॥ ৩৫০ ॥

'পুরুষস্য' ভগবতঃ 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ' 'চত্বারঃ' 'বর্ণাঃ' ব্রাহ্মণাদয়ঃ 'আশ্রমৈঃ' আশ্রমধর্ম্মৈঃ 'সহ' 'জজ্ঞিরে' জাতবন্তঃ। 'গুণৈঃ' সত্বরজস্তমোভিঃ হেতুভূতৈঃ 'বিপ্রাদয়ঃ' 'পৃথক্' সত্বেন বিপ্রঃ সত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি পৃথক্ পৃথক্ কৃতা ইত্যর্থঃ। ৩৫০ ॥

পরম পুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম সহিত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়া গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৩৫০॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র-বাক্যং

'য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' ॥ ৩৫১ ॥

'এষাং' বর্ণানাং মধ্যে 'যে' জনাঃ 'আত্ম প্রভবং' আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং 'সাক্ষাৎ' 'ঈশ্বরং' 'পুরুষং' ভগবন্তং অজ্ঞত্বাৎ 'ন' 'ভজন্তি' জ্ঞাত্বাপি 'অবজানন্তি' তে জনাঃ 'স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ' বর্ণাশ্রমধর্ম্মাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্ত 'অধঃ' 'পতন্তি' গচ্ছন্তি ॥ ৩৫১ ॥

চারি বর্ণের মধ্যে যাহারা আত্মজন্মা পুরুষরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে অজ্ঞতানিবন্ধন ভজনা করে না, বা জানিয়াও অবজ্ঞা করে; তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃ-পতিত হয় ॥ ৩৫১ ॥

'জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে ;
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণ ভক্তি বিনে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ,
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ॥ ৩৫২ ॥

হে 'অরবিন্দাক্ষ' পদ্মলোচন 'ত্বয়ি' ভগবতি 'অস্তভাবাৎ' অস্তো নিরস্তো যো ভাবঃ ভক্তিস্তস্মাৎ ভক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ 'অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ' ন বিশুদ্ধা বুদ্ধি র্যেষাং তে অতএব 'বিমুক্তমানিনঃ' বিমুক্তা বয়মিতি মন্যমানাঃ 'যে' 'অন্যে' জনাঃ 'কৃচ্ছ্রেণ' বহুশ্রমেণ 'পরং' 'পদং' মোক্ষসন্নিহিতং সৎ-কুলতপঃশ্রুতাদি 'আরুহ্য' 'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ন আদৃতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী তব চরণৌ যৈস্তে এবম্ভূতাঃ সন্তঃ 'ততঃ' স্থানাৎ মোক্ষসান্নিধ্যাৎ 'অধঃ' নিম্নে 'পতন্তি' বিঘ্নৈরভিভূয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫২ ॥

"হে অরবিন্দলোচন ! তোমাতে ভক্তির অভাব থাকিলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় না ; এইরূপ অবিশুদ্ধচিত্ত লোক আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে ; তাহারা বহু পরিশ্রমে মোক্ষসন্নিধিতে আরোহণ করিয়াও তোমার চরণারবিন্দ অনাদর করায় প্রায়ই অধঃপতিত হয় ॥ ৩৫২ ॥

'কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার ;
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ-শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতিদুর্ধিয়ঃ' ॥ ৩৫৩ ॥

'যস্য' ভগবতঃ 'ঈক্ষাপথে' দৃষ্টিপথে 'স্থাতুং' 'বিলজ্জমানয়া' মৎকপটমসৌ জানাতীতি বিলজ্জমানা তয়া তস্মিন্ স্বকার্য্যমকুর্ব্বত্যা 'অমুয়া' মায়য়া 'বিমোহিতাঃ' অস্মদাদয়ঃ 'দুর্ধিয়ঃ' অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা এব 'মমাহমিতি' কেবলং 'বিকথন্তে' শ্লাঘ্যন্তে ॥ ৩৫৩ ॥

'ইনি আমার কপট জানেন' এই বলিয়া মায়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে থাকিতে যেন লজ্জিতা হইয়া কেবল অস্মদাদিকে বিমোহিত করে; আর আমরাও অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া 'আমি' 'আমার' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকি। ৩৫৩।

"কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার;
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তনবত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃতরামায়ণ বচনং

'সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম' ॥৩৫৪ ॥

'সকৃৎ' 'এব' একবারমেব 'যঃ' জনঃ 'তবাস্মীতিচ' 'যাচতে' প্রার্থয়তে 'সর্ব্বদা' 'অহং' 'তস্মৈ' জনায় 'অভয়ং' 'দদামি' 'এতৎ' 'মম' 'ব্রতং' প্রতিজ্ঞাবচনং জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৪ ॥

যে ব্যক্তি 'আমি তোমারই' এই কথা বলিয়া একবার মাত্র প্রার্থনা করে; আমি সর্ব্বদাই তাহাকে অভয় দিই; এই আমার প্রতিজ্ঞা। ৩৫৪।

'ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সুবুদ্ধি যদি হয়;
গাঢ় ভক্তিযোগে ভজে কৃষ্ণেরে তবয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং' ॥ ৩৫৫ ॥

'উদারধীঃ' উদারবুদ্ধিঃ 'অকামঃ' একান্তভক্তো জনঃ 'সর্ব্বকামঃ' উক্তা-নুক্তসর্ব্বকামঃ 'মোক্ষকামঃ' মোক্ষাভিলাষী 'বা' 'তীব্রেণ' 'ভক্তিযোগেন' 'পরং' নিরুপাধিং পূর্ণং 'পুরুষং' 'যজেত' ভজতে ॥ ৩৫৫ ॥

যিনি উদারবুদ্ধি ও ভগবানের একান্তভক্ত; তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বা অনুক্ত কামনাসকল থাকুক বা না থাকুক; আর তিনি মোক্ষাভিলাষীই বা হউন; তিনি ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে নিরুপাধিপরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৩৫৫॥

'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন;
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
কৃষ্ণ কহে "আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ;
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ!
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব"।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টা-
বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং' ॥ ৩৫৬ ॥

'অর্থিতঃ' প্রার্থিতঃ সন্ ভগবান্ 'নৃণাং' সম্বন্ধে 'অর্থিতং' প্রার্থনা-

বিষয়ং 'দিশতি' দদাতীতি 'সত্যং' তথাপি 'অর্থদঃ' পরমার্থদঃ 'নএব' ভবতি; 'যৎ' যস্মাৎ 'যতঃ' দত্তাদনন্তরং 'পুনরর্থিতা' ভবতি। কিন্তু 'অনিচ্ছতাং' নিষ্কামাণাং 'ভজতাং জনানাং সম্বন্ধে 'ইচ্ছাপিধানং' ইচ্ছানাং পিধানং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকমিত্যর্থঃ 'নিজপাদপল্লবং' 'স্বয়ং' এব 'বিধত্তে' সম্পাদয়তি ॥ ৩৫৬ ॥

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থিতবিষয় প্রদান করেন সত্য; কিন্তু পরমার্থ দেন না; সে জন্য তাহাকে আবার প্রার্থী হইতে হয়; কিন্তু নিষ্কাম-ভক্তগণ প্রার্থনা না করিলেও তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামনা-প্রদ নিজ পাদপল্লব তিনি স্বয়ং প্রদান করেন। ৩৫৬।

'কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে;
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে-ইষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুববাক্যং

'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে' ॥ ৩৫৭ ॥

হে 'দেব' 'অহং' 'স্থানাভিলাষী' রাজসিংহাসনাভিলাষী সন্ 'তপসি' 'স্থিতঃ' তপস্যাং কুর্ব্বন্ 'মুনীন্দ্রগুহ্যং' মুনীন্দ্রাদীনাং অপ্রাপ্যং 'ত্বাং' 'প্রাপ্ত-বান্'; 'কাচং' 'বিচিন্বন্' অন্বিষ্যন্ জনঃ 'দিব্যরত্নং' বহুমূল্যরত্নং যথা প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। হে 'স্বামিন্' প্রভো অহং 'কৃতার্থোঽস্মি' 'বরং' 'ন' 'যাচে' প্রার্থয়ে ॥ ৩৫৭ ॥

হে দেব! কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে লোকে যেমন দিব্য রত্ন পায়, আমি সেইরূপ রাজসিংহাসন পাইবার জন্য তপস্যা করিয়া মুনীন্দ্রাদির দুর্ল্লভ ধন তোমাকে পাইয়াছি;

প্রভো! আমি কৃতার্থ হইলাম; আর বর লইবার প্রয়োজন নাই। ৩৫৭।

'সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে;
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য অক্রূর বাক্যং

'মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন' ॥ ৩৫৮ ॥

'মা' 'এবং' এবং মা স্যাৎ; কিন্তু "অধমস্যাপি' নীচস্যাপি 'মম' 'অচ্যুতদর্শনং' ভগবদ্দর্শনং 'স্যাদেব' কুতঃ 'কালনদ্যা' 'হ্রিয়মাণঃ' 'কশ্চন' জনঃ 'কচিৎ' কদাচিৎ 'তরতি'। যথা নদ্যা হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীণাং মধ্যে কিঞ্চিৎ কদাচিত্তরতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং জীবানামপি মধ্যে কশ্চিত্তরেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৮ ॥

আমার এ আশঙ্কা মিথ্যা! আমি অতিঅধম হইলেও ভগবদ্দর্শন পাইব। নদীবেগে তৃণাদি আহৃত হইলে তাহার কোনটি যেমন তীরে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি কালনদীতে হ্রিয়মাণ জীবদিগের মধ্যে কেহ কদাচিৎ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ৩৫৮।

'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়;
সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং

'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।

সৎ সঙ্গোমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ভো 'অচ্যুত' 'ভ্রমতঃ' সংসরতো জনস্য 'যদা' ত্বদনুগ্রহেণ 'ভবাপর্গঃ' ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো 'ভবেৎ' প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ 'তর্হি' তদা 'সৎসমাগমঃ' সাধুসঙ্গমঃ স্যাৎ। 'যর্হি' যদা 'সৎসঙ্গমঃ' ভবেৎ 'তদৈব' সর্ব্ব নিবৃত্ত্যা 'সদ্গতৌ' সতাং গতিরূপে 'পরাবরেশে' কার্য্যকারণনিয়ন্তরি 'ত্বয়ি' 'রতিঃ' ভক্তিঃ 'জায়তে' ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারী জনের ভববন্ধ ক্ষয় হয়; তখনই সাধু সমাগম হইয়া থাকে; সাধু সঙ্গ হইলে সাধুদিগের পরমগতি ও পরাবরেশ তোমাতে রতি হয়; রতি হইলেই সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ৩৫৯।

'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে;
গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং

'নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ-
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি' ॥ ৩৬০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৯ শ্লোকে ২১ পৃঃ দেখ ॥ ৩৬০ ॥

'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়;
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ' ॥ ৩৬১ ॥

'যঃ' 'পুমান্' 'যদৃচ্ছয়া' কেনাপি ভাগ্যোদয়েন 'মৎকথাদৌ' মম লীলাগুণ-শ্রবণবিষয়ে 'জাতশ্রদ্ধঃ' সন্ 'নির্বিণ্ণঃ' কর্ম্মফলাদৌ অতিশয়েন বিরক্তঃ 'ন' 'অতিসক্তঃ' অত্যাসক্তঃ 'ন' ভবতি 'তু' পুনঃ 'ভক্তিযোগস্য' 'সিদ্ধিদঃ' অস্য জনস্য সম্বন্ধে ভক্তিযোগ এব সিদ্ধিং দদাতীত্যর্থঃ ভগবানিতিশেষঃ॥৩৬১॥

যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কর্ম্মফলাদিতে অতিবিরক্ত বা অত্যাসক্ত না হন; সেই ভক্তিযোগেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। ৩৬১।

'মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়;
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে দ্বাদশ-শ্লোকে রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যং

'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকং'॥৩৬২

হে 'রহূগণ!' 'এতৎ' ভগবজ্জ্ঞানং 'মহৎপাদরজোভিষেকং' সাধুসেবাং 'বিনা' কেবলং 'তপসা' 'ন' 'যাতি' 'ইজ্যয়া চ' বৈদিককর্ম্মণা চ 'ন' ভবতি 'নির্ব্বপণাৎ' অন্নাদিসংবিভাগাৎ 'গৃহাৎ' 'বা' গৃহং তন্নিমিত্তপরোপকারাদি তেন ন ভবতীত্যর্থঃ 'ছন্দসা' বেদাভ্যাসেন 'ন' 'জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ' জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈঃ 'নৈব' যাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬২ ॥

হে রহূগণ! ভগবদ্বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান, সাধুসেবা বিনা কেবল তপস্যা বা বৈদিককর্ম্ম, কিম্বা অন্নদান বা পরোপকার অথবা বেদাভ্যাস কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা করিলে লাভ করা যাইতে পারেনা ॥ ৩৬২ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিশ্লোকে হিরণ্যকশিপুং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ' ॥ ৩৬৩ ॥

'নিষ্কিঞ্চনানাং' নিরস্তবিষয়াভিমানানাং 'মহীয়সাং' মহত্তমানাং জনানাং 'পাদরজোঽভিষেকং' 'যাবৎ' 'ন' বৃণীত' 'তাবৎ' শ্রুতিবাক্যতো জাতেঽপি 'এষাং' জনানাং 'মতিঃ' বুদ্ধিঃ 'উরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং' ভগবৎপাদপদ্মং 'ন' 'স্পৃশতি' ন প্রাপ্নোতি। 'যদর্থঃ' যস্যা অঙ্‌ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং 'অনর্থাপগমঃ' অনর্থস্য সংসারস্য অপগমো নাশঃ স্যাৎ ॥ ৩৬৩ ॥

বিষয়নিরভিমান সাধুদিগের পদোরজোভিষিক্ত না হইলে ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না; আর ঐ রূপ মতি না হইলেও অনর্থ নাশ হইতে পারে না ॥৩৬৩॥ *

'সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়;
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ' ॥ ৩৬৪ ॥

'ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য' ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য 'লবেনাপি' অত্যল্পকালেনাপি 'স্বর্গং' 'ন' 'তুলয়াম' সমং ন পশ্যাম 'ন' 'অপুনর্ভবং' অপবর্গং তুলয়াম (সম্ভাবনায়াং লোট্) 'মর্ত্যানাং' মরণশীলানাং মনুষ্যাণাং 'আশিষঃ' তুচ্ছরাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি 'কিমুত' বক্তব্যং ॥ ৩৬৪ ॥

---

* ইহার পর নন্দলালশীলের ছাপার পুস্তকে সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য সূচক ১০ম স্কন্ধের ৮০ অধ্যায়ের শ্লো, হরিভক্তিবিলাসের দশমবিলাসের ৭৬ ও ৭৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; অন্য কোন গ্রন্থে তাহা না থাকায় মূলে গৃহীত হইল না।

ভগবদ্ভক্তের সহিত অত্যল্পকাল সঙ্গ হইলে যে ফল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা করিতে পারি না; তবে তাহা মরণশীলমানবের তুচ্ছ রাজ্যাদিসুখের সহিত কি প্রকারে তুলনা হইবে? ॥ ৩৬৪ ॥

'কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া;
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্ঠিশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং ॥৩৬৫॥

'সর্ব্বগুহ্যতমং' সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং 'পরমং' শ্রেষ্ঠং 'মে' মম 'বচঃ' বাক্যং তত্র তত্রোক্তমপি 'ভূয়ঃ' পুনরপি বক্ষ্যমাণং 'শৃণু'; পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ ত্বং 'মে' মম 'দৃঢ়ং' অত্যন্তং 'ইষ্টঃ' 'অসি' প্রিয়োঽসীতি মত্বা 'ততঃ' এব হেতোঃ 'তে' 'হিতং' 'বক্ষ্যামি' ॥ ৩৬৫ ॥

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; তোমার হিতার্থে আমি পুনর্ব্বার গুহ্য হইতে গুহ্যতম পরমবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৬৫ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চষষ্ঠিশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' ॥৩৬৬॥

'মন্মনাঃ' মচ্চিত্তো 'ভব' 'মদ্ভক্তঃ' মদ্ভজনশীলো ভব 'মদ্যাজী' ময়ি যজনশীলো ভব 'মাং' 'নমস্কুরু' এবং বর্ত্তমান ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন 'মামেব'

'এষ্যসি' প্রাপ্স্যসি ; ত্বং হি 'মে' 'প্রিয়োঽসি' অতঃ 'সত্যং' যথাস্যাত্তথৈবং 'তে' তুভ্যমহং 'প্রতিজানে' প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৩৬৬ ॥

তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভজনা কর, মদুদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর ; আমাকে নমস্কার কর ; তুমি আমার প্রিয়, আমি সত্য বলিতেছি তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৬৬ ॥

'পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ;
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান।
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয় ;
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে' ॥ ৩৬৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৩২ শ্লোকে ২১৭ পৃঃ দেখ ॥ ৩৬৭ ॥

'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ;
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে প্রচেতসংপ্রতি নারদবচনং

'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা' ॥ ৩৬৮ ॥

'যথা' 'তরোঃ' বৃক্ষস্য 'মূলনিষেচনেন' মূলদেশস্য সিঞ্চনেন 'তৎস্কন্ধ-

ভুজোপশাখাঃ' তস্য বৃক্ষস্য স্কন্ধাঃ মূলোর্দ্ধবিভাগাঃ ভুজাঃ তেষাং উপশাখাঃ উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োঽপি 'তৃপ্যন্তি' 'চ' পুনঃ 'যথা' 'প্রাণোপহারাৎ' প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং তস্মাৎ 'ইন্দ্রিয়াণাং' তৃপ্তির্ভবতি নতু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথক্ অনুলেপনাৎ; 'তথা' 'অচ্যুতেজ্যা' 'এব' ভগবদারাধনমেব 'সর্ব্বার্হণং' সর্ব্বদেবতারাধনং স্যাৎ ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥৩৬৮॥

যেমন বৃক্ষের মূলদেশ সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়; আর যেমন প্রাণের ভোজনেই সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়; তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা করিলেই সকল দেবতার আরাধনা হয়; তাহাদের পৃথক আরাধনার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬৮ ॥

'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী;
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা অনুসারী।
শাস্ত্র যুক্তি শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর;
উত্তম অধিকারী তিঁহ তরয়ে সংসার।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধবান্;
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান্।
যাহার কমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন;
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম।
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর, তম;
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ' ॥ ৩৬৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১০ শ্লোকে ১৮৬ পৃঃ দেখ ॥ ৩৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব চতুশ্চত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ' ॥৩৭০॥

'ঈশ্বরে' ভগবতি 'তদধীনেষু' ভগবদ্ভক্তেষু 'বালিশেষু' ভগবদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু 'দ্বিষৎসু' শত্রুজনেষু 'চ' চতুর্ষু 'প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ' প্রেমচ মৈত্রীচ কৃপাচ উপেক্ষাচ তাঃ 'যঃ' জনঃ 'করোতি' 'সঃ' 'মধ্যমঃ' ভাগবতঃ ; এবম্ভূতস্য ভেদদর্শনাৎ ॥ ৩৭০ ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন ; তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে মধ্যম ॥ ৩৭০ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ' ॥ ৩৭১ ॥

'যঃ' জনঃ 'অর্চ্চায়াং' প্রতিমায়াং 'শ্রদ্ধয়া' করণভূতয়া 'হরয়ে' 'পূজাং' 'ঈহতে' করোতি 'ন' 'তদ্ভক্তেষু 'অন্যেষু' 'চ' সুতরাং 'ন' করোতি 'সঃ' 'প্রাকৃতঃ' 'ভক্তঃ' প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ 'স্মৃতঃ' কথিতঃ শনৈ-রুত্তমো ভক্তো ভবিষ্যতীভাবঃ ॥ ৩৭১ ॥

যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যের পূজা করেন না ; তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ ভক্তির অধিকারী হইবেন ॥ ৩৭১ ॥

'সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে ;
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে হয়শীর্ষাভিধানভগবত্তনুমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবোবাক্যং

'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈ গু´ৈণ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ' ॥ ৩৭২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৬৬ শ্লোকে ২৫৭ পৃঃ দেখ ॥ ৩৭২ ॥

'এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ;
সব কহা না যায় করি দিগ দরশন।
কৃপালু, অকৃত দ্রোহ, সত্য সার, সম;
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ;
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্ গুণ।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী;
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ' ॥ ৩৭৩ ॥

সাধূনাং লক্ষণমাহ। 'তিতিক্ষবঃ' সর্ব্বদুঃখসহনশীলাঃ; 'কারুণিকাঃ' 'সর্ব্বদেহিনাং' 'সুহৃদঃ' 'অজাতশত্রবঃ' শত্রুরহিতাঃ 'শান্তাঃ' অনুগ্রাঃ 'সাধবঃ' সরলাঃ 'সাধুভূষণাঃ' সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাং যদ্বা সাধব-এব ভূষণানীব প্রিয়া যেষাং তে ॥ ৩৭৩ ॥

সাধুব্যক্তি পরমসহিষ্ণু, কারুণিক ও সকল প্রাণীর মিত্র; তাঁহার কেহ শত্রু নাই; তিনি শান্ত ও সরল; এবং সুশীলতাই তাঁহার ভূষণ ॥ ৩৭৩ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে স্ব-পুত্রশতং প্রতি ঋষভদেবোক্তিঃ

'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে' ॥ ৩৭৪ ॥

'মহৎ সেবাং' সাধুসঙ্গং 'বিমুক্তেঃ' ভগবৎপ্রাপ্তেঃ 'দ্বারং' উপায়ং তথা 'তমোদ্বারং' সংসারস্য নরকস্য বা উপায়ং 'যোষিতাং' স্ত্রীণাং 'সঙ্গিসঙ্গং' যে সঙ্গিনস্তেষাং সঙ্গং 'আহুঃ' পণ্ডিতা ইতিশেষঃ। মহতাং লক্ষণমাহ 'তে' জনাঃ 'মহান্তঃ' 'যে' 'সমচিত্তাঃ' সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ 'প্রশান্তাঃ' 'বিমন্যবঃ' ক্রোধরহিতাঃ 'সুহৃদঃ' বন্ধুভাবাপন্নাঃ 'সাধবঃ' সদাচারাঃ ॥ ৩৭৪ ॥

পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকে মুক্তির দ্বার, ও রমণীসঙ্গীদিগের সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন; তাঁহারাই মহৎ, যাঁহারা সমদর্শী, সুহৃদ্, প্রশান্ত, ক্রোধহীন ও সদাচার-নিরত ॥ ৩৭৪ ॥

'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ':

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং

'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবে
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ' ॥ ৩৭৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫১ শ্লোকে ৫৪৪—৫৪৫ পৃঃ দেখ ॥ ৩৭৫ ॥

তথা তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশ-শ্লোকে নবযোগেন্দ্রান্ প্রতি নিমিবাক্যং

'অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধি র্নৃণাং' ॥৩৭৬॥

হে 'অনঘাঃ' পাপরহিতাঃ 'অতঃ' এব 'ভবতঃ' যুষ্মান্ 'আত্যন্তিকং' 'ক্ষেমং' মঙ্গলং 'পৃচ্ছামঃ' যতঃ 'অস্মিন্' 'সংসারে' 'ক্ষণার্দ্ধঃ' 'অপি' ক্ষণকাল-ভবোঽপি 'সৎসঙ্গঃ' 'নৃণাং' 'সেবধিঃ' নিধির্ভবতি নিধিলাভে যথানন্দো ভবতি তথা পরানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭৬ ॥

হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! আপনাদিগকে এখন আত্যন্তিক মঙ্গলবিষয় জিজ্ঞাসা করি; এ সংসারে ক্ষণকাল সৎ সঙ্গ-লাভেও পরম নিধিলাভ হয় ॥ ৩৭৬ ॥

'কৃষ্ণ প্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশ-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্ম নি
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি' ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৯ শ্লোকে ২৮ পৃঃ দেখ ॥ ৩৭৭ ॥

'অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার;
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চ-ত্রিংশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ
যোষিৎ সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ' ॥৩৭৮॥

'অস্য' জনস্য 'মোহঃ' 'চ' তথা 'বন্ধঃ' ভবেৎ তচ্চ 'অন্যপ্রসঙ্গতঃ' অন্য-পাপসঙ্গাৎ 'তথা' 'ন' 'ভবেৎ' 'যথা' 'যোষিৎসঙ্গাৎ' স্ত্রীসঙ্গাৎ 'যথাচ' 'তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ' ভবেদিত্যর্থঃ । ৩৭৮ ।

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীদিগের সঙ্গ যেমন মোহ ও বন্ধনের কারণ, অন্য সঙ্গ তেমন নয় ॥ ৩৭৮ ॥

তথাহি তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে দেব-হুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রী র্যশঃ ক্ষমা
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং' ॥৩৭৯॥

অসৎ সঙ্গং নিন্দতি। এতৎ সর্ব্বং 'যৎ সঙ্গাৎ' অসতঃ সঙ্গাৎ 'সংক্ষয়ং' বিনাশং 'যাতি' 'মৌনং' সৎপ্রবৃত্তিমাত্রং 'ভগঃ' ঐশ্বর্য্যং । ৩৭৯ ॥

অসৎ সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, সৎপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥৩৭৯॥

তথাহি তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে দেব-হুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ' ॥৩৮০॥

'তেষু' 'অসাধুষু' জনেষু 'সঙ্গং' 'ন' 'কুর্য্যাৎ' কীদৃশেষু? 'অশান্তেষু' 'মূঢ়েষু' 'খণ্ডিতাত্মসু' দেহাত্মবুদ্ধিষু 'শোচ্যেষু' শোকযোগ্যেষু 'যোষিৎক্রীড়া-মৃগেষুচ' যোষিতাং ক্রীড়ামৃগ ইব তেষু তদধীনেষু । ৩৮০ ।

যে সকল লোক অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মাভিমানী, শোচ্য এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় স্ত্রীগণের অধীন; সেই সকল অসাধু-দিগের সঙ্গ করিবে না ॥ ৩৮০ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্ব্বিংশাধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃতকাত্যায়নসংহিতাবচনং

'বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাসবৈশষং' ॥ ৩৮১ ॥

'হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ' হুতবহস্য অগ্নেঃ জ্বালায়াং স্থিতস্য পঞ্জরস্য লৌহময়যন্ত্রস্য অন্তঃ মধ্যে ব্যবস্থিতিঃ অবস্থানং 'বরং' ভদ্রং স্যাৎ তথাপি 'শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশষং' হরেঃ চিন্তায়াং বিমুখজনেন সহ সংবাসবৈশষং একত্রবাসবিশেষং 'ন' কুর্য্যাৎ ॥ ৩৮১ ॥

অগ্নিদাহ মধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল; তথাচ ভগবচ্চিন্তাবিহীন জনের সহিত একত্রে বাস করা উচিত নহে ॥ ৩৮১ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত পাদং

'মাদ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্
মনুষ্যান্' ॥ ৩৮২ ॥

'ভগবদ্ভক্তি হীনান্' 'ক্ষীণপুণ্যান্' অসাধুন্ 'মনুষ্যান্' 'কচিদপি' কুত্রচিৎ সময়েঽপি 'মাদ্রাক্ষীঃ' ন পশ্যেঃ ॥ ৩৮২ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন অসাধু ব্যক্তির সহিত কখন পরিচয় করা উচিত নহে ॥ ৩৮২ ॥

'এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম;
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্ষষ্টিতমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ' ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা যথাঃ ৬৬ শ্লোকে ১৫৩ পৃঃ দেখ॥ ৩৮৩॥

'ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ;
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূরবাক্যং

'কঃ পণ্ডিত স্ত্বদপরং শরণং সমীয়া
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য' ॥ ৩৮৪ ॥

'কঃ' 'পণ্ডিতঃ' জনঃ 'ত্বদপরং' ত্বত্তোঽপরং দেবং 'শরণং' 'সমীয়াৎ' গচ্ছেৎ ন কোঽপি। কীদৃশাৎ ত্বৎ 'ভক্তপ্রিয়াৎ' 'ঋতগিরঃ' সত্যবাচঃ তথা 'সুহৃদঃ' পুনঃ 'কৃতজ্ঞাৎ'। যতো ভবান্ 'ভজতঃ' 'সুহৃদঃ' জনস্য সম্বন্ধে 'সর্ব্বান্' 'অভিকামান্' অভিতঃ কামান্ তথা 'আত্মানমপি' দদাতি। 'যস্য' তব 'উপচয়াপচয়ৌ' 'ন' ভবতঃ॥ ৩৮৪॥

প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ্ এবং কৃতজ্ঞ ; কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনা ভিন্ন অপরের শরণ লইবে? ভজনশীল সুহৃজ্জনের প্রতি আপনি সকল কাম্য-বিষয় ও আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। আপনার হ্রাস বৃদ্ধি নাই॥ ৩৮৪॥

'বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ গুণগান ;
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং

'অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম' ॥ ৩৮৫ ॥

'অহো' আশ্চর্য্যং 'বকী' পূতনা 'জিঘাংসয়া' দয়ালুতায়াঃ হন্তুং ইচ্ছয়া 'স্তনকালকূটং' স্তনয়োঃ সম্ভৃতং বিষং 'যং' ভগবন্তং 'অপায়য়ৎ'। সা 'অসাধ্বী' 'অপি' দুষ্টাপি 'ধাত্র্যুচিতাং' ধাত্র্যা যশোদায়াঃ উচিতাং 'গতিং' 'লেভে' ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবান্ 'ততঃ' তস্মাৎ 'অন্যং' 'কং' 'বা' দয়ালুং' 'ব্রজেম' ভজেম ॥ ৩৮৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! দুষ্ট পূতনা যাঁহার প্রাণহিংসা করিবার জন্য স্তনদ্বয়ে বিষলেপন করিয়া পান করাইয়াও ধাত্রী-সদৃশী সদ্গতি লাভ করিল; এমন দয়ালু আর কে বা আছে যাঁহার শরণ লইব? ॥ ৩৮৫ ॥

'শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ;
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক-চতুঃশততমাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং

'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্বিধা শরণাগতিঃ' ॥ ৩৮৬ ॥

'আনুকূল্যস্য' ভগবদনুকূলসেবনস্য 'সংকল্পঃ' গ্রহণং 'প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং' তৎপ্রতিকূলবিষয়ত্যাগঃ 'রক্ষিষ্যতি' স মাং রক্ষিষ্যতি 'ইতি' বিশ্বাসঃ 'তথা' 'গোপ্তৃত্বে' তস্য রক্ষিতৃত্বে 'বরণং' আত্মসমর্পণং 'তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ' তস্য ক্রিয়ায়াং সুখদুঃখময্যামিত্যর্থঃ আত্মনঃ নিক্ষেপঃ 'শরণাগতিঃ' শরণবিষয়ে আগতিঃ নিষ্ঠাবুদ্ধিঃ শরণাগতস্য লক্ষণং ইতি 'ষড়্বিধা' স্যাৎ॥ ৩৮৬॥

ঈশ্বর সেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল পরিত্যাগ, 'তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন' এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষি-

ত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্য্যে আত্মনিক্ষেপ, তাঁহার শরণনিষ্ঠমতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ ॥ ৩৮৬ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধিকচতুঃশতাঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রং

'তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্

তৎস্থান মাশ্রিত স্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ' ॥ ৩৮৭ ॥

'শরণাগতঃ' জনঃ অহং 'তবাস্মি' 'ইতি' 'বাচা' বাক্যেন 'বদন্' 'তথা' 'এব' তং ভগবন্তং 'মনসা' 'বিদন্' জানন্ 'তন্বা' শরীরেণ 'তৎস্থানং' তস্য লীলাস্থানাদিকং 'আশ্রিতঃ' সন্ 'মোদতে' হৃষ্টো ভবতি। ৩৮৭।

শরণাগত ব্যক্তি 'আমি তোমারই' এই কথা বলিয়া, মনে মনে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া ও তাঁহার লীলা-স্থান শরীরের দ্বারা স্পর্শ করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩৮৭ ॥

'শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ;
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্ম সম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা

নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো

ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ' ॥ ৩৮৮ ॥

'মর্ত্ত্যঃ' মরণশীলমনুষ্যঃ, 'যদা' 'ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা' সন্ 'মে' মদর্থে 'নিবেদিতাত্মা' ভবতি 'তদা' অসৌ মে 'বিচিকীর্ষিতঃ' বিশিষ্টকর্ত্তুমিষ্টঃ মৎসেবাং কর্ত্তুমিচ্ছন্ সন্ 'অমৃতত্বং' 'প্রতিপদ্যমানঃ' প্রাপ্নুবন্ 'বৈ' নিশ্চিতং 'ময়া' সহ 'আত্মভূয়ায় চ' মত্তুল্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ 'কল্পতে' যোগ্যো ভবতি। ৩৮৮।

মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সেবা

কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাতে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হন্; তখন তিনি অমৃতত্বলাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন ॥ ৩৮৮ ॥

'এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন!
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণে প্রেম মহাধন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা' *॥ ৩৮৯।

'সা' 'সাধনাভিধা' সাধননামভক্তিঃ 'কৃতিসাধ্যা' ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারেণ সাধনীয়া 'ভবেৎ' কীদৃশী সা? 'সাধ্যভাবা' সাধ্যঃ সাধনীয়ঃ ভাবো যয়া। 'নিত্যসিদ্ধস্য' স্বতঃ সিদ্ধস্য, স্বাভাবিকস্য ইত্যর্থ 'ভাবস্য' 'হৃদি' হৃদয়ে যৎ 'প্রাকট্যং' প্রকটীকরণং উদ্দীপনমিত্যর্থঃ তৎ 'সাধ্যতা' সাধনং স্যাৎ ॥ ৩৮৯ ॥

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্বারা ভাবসাধন করিতে পারা যায়; তাহার নাম সাধন ভক্তি। স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেই গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন ॥ ৩৮৯ ॥

'শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ;
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়;
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।
এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার;
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর।

---

* ইহার পরে মৃত্যলাল শীলের গ্রন্থে বৈধীভক্তির লক্ষণ স্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের ৬ষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; অন্য কোন গ্রন্থে তাহা না থাকায় মূলে সন্নিবেশিত হইল না।

'রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়';
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।

তথাহি শ্রীভগবদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্য শ্চেচ্ছতাভয়ং। ৩৯০।

হে 'ভারত' পরীক্ষিৎ 'তস্মাৎ' হেতোঃ 'অভয়ং' মোক্ষং 'ইচ্ছতা' জনেন 'সর্ব্বাত্মা' 'ঈশ্বরঃ' 'ভগবান্' 'হরিঃ' 'শ্রোতব্যঃ' 'কীর্ত্তিতব্যঃ' 'স্মর্ত্তব্যশ্চ' ॥ ৩৯০ ॥

হে রাজন্! মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাত্মা, পরমসুন্দর ও বন্ধহরণকারী ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন ॥ ৩৯০ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং

'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্' ॥৩৯১॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫০ শ্লোকে ৫৩৯ পৃঃ দেখ ॥ ৩৯১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং

'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ' ॥ ৩৯২॥

'সততং' সদা 'বিষ্ণুঃ' ভগবান্ 'স্মর্ত্তব্যঃ' 'জাতুচিৎ' কদাচিদপি 'ন' 'বিস্মর্ত্তব্যঃ' 'সর্ব্বে' 'বিধিনিষেধাঃ' 'এতয়োঃ' স্মরণবিস্মরণয়োঃ দ্বয়োঃ 'কিঙ্করাঃ' ভৃত্যাঃ 'স্যুঃ' এতদ্বয়ং তদভীতার্থঃ। ৩৯২ ॥

সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করা কর্ত্তব্য; কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে; যত বিধিও নিষেধ এই দুইটী লইয়াই হইয়াছে ॥ ৩৯২ ॥

'বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার;
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার।
গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন;
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন।
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণ তীর্থে বাস;
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস।
ধাত্র্যশ্বথ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন;
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন।
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে;
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।
হানি লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে;
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে;
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন;
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন।
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি;
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্য, তীর্থ গৃহে গতি।
পরিক্রমা, স্তব, পাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন;
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন।
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন;
নিজ প্রিয় দান ধ্যান, তদীয় সেবন।
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত;
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন;
জন্ম দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।

'সর্ব্বদা শরণাগতি, কার্ত্তিকাদি ব্রত ;
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ ;
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ;
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ভক্ত্যঙ্গে চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ' ॥ ৩৯৩ ॥

'সাধৌ' জনে 'সঙ্গঃ' কথনোপবেশনাদি কর্ত্তব্যঃ। কীদৃশে 'স্বজাতীয়াশয়ে' একধর্ম্মান্বিতে পুনঃ 'স্নিগ্ধে' কোমল স্বভাবে পুনঃ 'স্বতঃ' আত্মনঃ 'বরে' শ্রেষ্ঠে ঈদৃশৈঃ 'রসিকৈঃ' ভক্তৈঃ 'সহ' 'শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাং' 'আস্বাদঃ' গ্রহণং কর্ত্তব্যঃ ॥ ৩৯৩ ॥

একধর্ম্মী, কোমল স্বভাব ও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু-দিগের সঙ্গ করিবে ; এবং এরূপ রসজ্ঞ ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে ॥ ৩৯৩ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং

'শ্রদ্ধাঃ বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তে রংঘ্রিসেবনে
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ' ॥ ৩৯৪ ॥

'শ্রীমূর্ত্তেঃ' 'অঙ্ঘ্রি সেবনে' 'শ্রদ্ধা' 'বিশেষতঃ' 'প্রীতিঃ' কর্ত্তব্যা। তথা 'নামসংকীর্ত্তনং' কর্ত্তব্যং 'শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে' বৃন্দাবনে 'স্থিতিঃ' বাসঃ কর্ত্তব্যা ॥ ৩৯৪ ॥

শ্রীবিগ্রহের পদসেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য; নাম সংকীর্ত্তন করা ও বৃন্দাবনে বাস করা উচিত ॥ ৩৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব দশাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং

'দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে' ॥ ৩৯৫ ॥

'দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে' কঠিনাশ্চর্য্যপ্রভাবে 'অস্মিন্' 'পঞ্চকে' ঈশ্বরবিষয়ে সৎসঙ্গাদিপ্রাগুক্তপঞ্চবিষয়ে ইত্যর্থঃ 'শ্রদ্ধা' 'দূরে' 'অস্তু' ভবতু 'যত্র' বিষয়ে 'স্বল্পোঽপি' 'সম্বন্ধঃ' অতিঅল্পমাত্রসম্বন্ধোঽপি 'সদ্ধিয়াং' সদ্বুদ্ধীনাং জনানাং 'ভাবজন্মনে' ভাবোৎপন্নায় নিমিত্তায় সমর্থো ভবতি ॥ ৩৯৫ ॥

অতি কঠিন ও আশ্চর্য্য সৎসঙ্গাদি প্রাগুক্ত পঞ্চবিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাব জন্মিতে পারে ॥ ৩৯৫ ॥

'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ;
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ;

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতদাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণব কৃত শ্লোকঃ তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধন-ভক্তি লহর্য্যাং দ্বিশততমাঙ্কধৃত গ্রন্থান্তরং

'শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরং' ॥৩৯৬॥

'শ্রীবিষ্ণোঃ' শ্রীভগবতঃ 'শ্রবণে' গুণলীলাচরিত্রশ্রবণে 'পরীক্ষিৎ' রাজা 'কৃষ্ণাপ্তিঃ' কৃষ্ণ এব আপ্তিঃ প্রাপ্তির্যস্য সঃ 'অভবৎ' 'কীর্ত্তনে' তচ্চরিত্রাদি-

বর্ণনে 'বৈয়াসকিঃ' ব্যাসপুত্রঃ শুকদেবঃ। 'স্মরণে' 'প্রহ্লাদঃ' 'তদংঘ্রিভজনে' পাদসেবায়াং 'লক্ষ্মীঃ' 'পূজনে' 'পৃথুঃ' বেণপুত্রঃ 'তু' এবং 'অভিবন্দনে' নমনে 'অক্রূরঃ' 'দাস্যে' 'কপিপতিঃ' পবনপুত্রঃ 'সখ্যে' 'অর্জ্জুনঃ' 'সর্ব্বস্বাত্ম-নিবেদনে' 'বলিঃ' রাজা কৃষ্ণাপ্তিঃ 'অভূৎ'। অতএব 'এষাং' নববিধসাধকানাং কৃষ্ণাপ্তিঃ 'পরং' শ্রেষ্ঠমভূৎ ॥ ৩৯৬ ॥

ভগবানের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবায় লক্ষ্মী, পূজাতে পৃথুরাজা, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে পবননন্দন, সখ্যে অর্জ্জুন, আত্মনিবেদনে বলি রাজা, শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের সাধনা উত্তম ॥ ৩৯৬ ॥

'অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে
করৌ হরে র্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে' ॥ ৩৯৭ ॥

'সঃ' অম্বরীষঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' 'মনঃ' 'বৈকুণ্ঠ গুণানু-বর্ণনে' 'বচাংসি' 'হরিমন্দির মার্জ্জনাদিষু' 'করৌ' 'চ' তথা 'অচ্যুত সৎকথো-দয়ে' ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে 'শ্রুতিং' 'চকার' সর্ব্বত্র যোজ্যমেতৎ ॥ ৩৯৭ ॥

সেই রাজা কৃষ্ণপদারবিন্দে মন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য, হরিমন্দিরমার্জ্জনায় কর, এবং অচ্যুতের সৎকথাশ্রবণে কর্ণদ্বয় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৯৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ষোড়শশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে' ॥ ৩৭৮ ॥

কিঞ্চ সঃ 'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে' মুকুন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাং আলয়াঃ স্থানানি তেষাং দর্শনে, 'দৃশৌ' নেত্রে, 'তদ্ভৃত্যগাত্র স্পর্শে' সাধুগাত্রসংস্পর্শে 'অঙ্গসঙ্গমঃ' 'শ্রীমত্তুলস্যাঃ' শ্রীমত্যাস্তুলস্যাঃ 'তৎপাদসরোজসৌরভে' তৎপাদসরোজেন সম্পর্কেন যৎ সৌরভং তস্মিন্ 'ঘ্রাণং' তথা 'তদর্পিতে' তন্নিবেদিতে অন্নাদৌ 'রসনাং' চকারেতি পূর্ব্বেনান্বয়ঃ ॥ ৩৭৮ ॥

তিনি মুকুন্দস্থানদর্শনে নয়ন, ভক্তগাত্রসংস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎপাদপদ্মসম্পৃক্ততুলসীসৌরভগ্রহণে নাসিকা এবং ভগবন্নিবেদিতঅন্নাদিআস্বাদে রসনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৭৮ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ' ॥ ৩৭৯ ॥

অপিচ সঃ 'হরেঃ' 'ক্ষেত্রপদানুসর্পণে' তীর্থাদিস্থানগমনে 'পাদৌ' 'হৃষীকেশপদাভিবন্দনে' 'শিরঃ' 'দাস্যে' নিমিত্তে 'কামং' স্রক্‌চন্দনাদিসেবাং তৎপ্রসাদস্বীকারায় 'নতু' 'কামকাম্যয়া' কামস্য বিষয়স্য কাম্যয়া ভোগেচ্ছয়া ভোগেচ্ছায়ামিতি সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া; কথঞ্চকার 'উত্তমঃ-শ্লোকজনাশ্রয়া' উত্তমঃশ্লোকজনাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্যাস্তথাভূতা নিষ্কামৈব 'রতিঃ' 'যথা' যেন প্রকারেণ স্যাৎ তথা চকারেতি পূর্ব্বোক্তদ্বিতীয়েনান্বয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭৯ ॥

যাহাতে ভক্তজনাশ্রিত নিষ্কামরতি লাভ হয়, সে নিমিত্ত

তিনি ভগবত্তীর্থস্থানাদিগমনে চরণ, ও হরিপাদবন্দনে শির নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; এবং নিজভোগেচ্ছাবিরহিত হইয়া কেবল ভগবানের প্রসাদ অঙ্গীকার করত দাস্যসেবার জন্য কামনা উপভোগ করিতেন ॥ ৩৯৯ ॥

'কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি;
দেবঋষিপিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং

'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং' ॥ ৪০০ ॥

হে 'রাজন্' 'যঃ' 'কর্ত্তং' শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টং কৃত্যং ভেদং বা 'পরিহৃত্য' 'সর্ব্বাত্মনা' সর্ব্বভাবেন 'শরণ্যং' 'মুকুন্দং' 'শরণং' 'গতঃ' প্রাপ্তঃ স 'অয়ং' জনঃ 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং' ভূতাঃ প্রাণিনঃ আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বিন ইত্যর্থঃ এতেষাং তথা 'পিতৃণাং' 'ঋণী' 'ন' 'চ' তথা 'কিঙ্করঃ' 'ন' স্যাৎ। অভক্তো জনঃ যথা দেবাদীনাং ঋণিত্বাৎ তদর্থং কৈঙ্কর্য্যরূপং নিত্যপঞ্চযজ্ঞাদি করোতি ভগবদ্ভক্তস্য তদ্রূপবাধ্যতা নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৪০০ ॥

হে রাজন্! যিনি শাস্ত্রবিহিত কৃত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের শরণ লইয়াছেন; তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, বা পিত্রাদি কাহারও নিকট ঋণী বা কাহার কিঙ্কর নহেন ॥ ৪০০ ॥

'বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ;
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত;
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন, না করে প্রায়শ্চিত্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্ট-ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং

'স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' ॥ ৪০১ ॥

'স্বপাদমূলং' নিজচরণং 'ভজতঃ' 'প্রিয়স্য' ভক্তস্য কীদৃশস্য 'ত্যক্তান্য-ভাবস্য' ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো যেন তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তি র্ন সম্ভবতি 'যচ্চ' 'বিকর্ম্ম' পাপকর্ম্ম 'কথঞ্চিৎ' প্রমাদাদিনা 'উৎ-পতিতং' ভবেৎ তদপি 'সর্ব্বং' 'পরেশঃ' 'হরিঃ' 'হৃদি' 'সন্নিবিষ্টঃ' আবির্ভূতঃ সন্ 'ধুনোতি' ॥ ৪০১ ॥

নিজচরণভজনশীল, অন্যভাববিরহিত প্রিয়ভক্ত প্রমাদ বশতঃ যদি কখন বিকর্ম্মে পতিত হন্; তাহা হইলে ভক্ত-বৎসল হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহা বিনষ্ট করেন ॥ ৪০১ ॥

'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ;

তথাহি তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ' ॥ ৪০২ ।

'তস্মাৎ' হেতোঃ 'মদ্ভক্তিযুক্তস্য' 'মদাত্মনঃ' ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য 'যোগিনঃ' 'বৈ' নিশ্চিতং 'জ্ঞানং' ব্রহ্মানুসন্ধানং 'ন' বিনা 'চ' তথা 'বৈরাগ্যং' গৃহত্যাগং 'ন' বিনা, 'ইহ' সংসারে 'প্রায়ঃ' প্রায়েণ 'শ্রেয়ঃ' শ্রেয়ঃসাধনং মঙ্গলং 'ভবেৎ' ॥ ৪০২ ॥

অতএব আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্তিমান্ যোগীর জ্ঞান ও

গৃহত্যাগাদিরূপ বৈরাগ্য ব্যতীতও ইহলোকে প্রায়ই শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে ॥৪০২॥

'অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তি-লহর্য্যাং দ্ব্যধিকশততমাঙ্কধৃতস্কান্দবচনং

'এতে নহদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ
হরিভক্তিপ্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ' ॥৪০৩॥

হে 'ব্যাধ' 'তব' 'এতে' 'অহিংসাদয়ঃ' 'গুণাঃ' 'ন' 'অদ্ভুতাঃ' আশ্চর্য্যাঃ 'হি' যতঃ 'যে' জনাঃ 'হরিভক্তিপ্রবৃত্তাঃ' ভবন্তি 'তে' 'পরতাপিনঃ' পরদ্রোহিণঃ 'ন' 'স্যুঃ' ॥ ৪০৩ ॥

হে ব্যাধ! এ সকল অহিংসাদিগুণ তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে; কারণ হরিভক্তিপ্রবৃত্ত ব্যক্তি কখন পরদ্রোহী হইতে পারেন না ॥৪০৩॥

'বিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ;
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন!
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে;
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগ নামে।।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং চতুরধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা' ॥৪০৪॥

'ইষ্টে' অভিলষিতবস্তুনি 'স্বারসিকী' স্বাভাবিকী নতু শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভিরুৎপন্না তথা 'পরমা' মনোরাগাদিসর্ব্বচেষ্টাযুক্তা যা 'আবিষ্টতা' প্রেমময়গাঢ়তৃষ্ণা সা 'রাগঃ' 'ভবেৎ'। 'যা' 'ভক্তিঃ' 'তন্ময়ী' রাগময়ী 'ভবেৎ' 'অত্র' সাধনভক্তিলক্ষণে 'সা' 'রাগাত্মিকা' 'উদিতা' কথিতা ॥ ৪০৪ ॥

অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণা যে জন্মিয়া থাকে, তাহার নাম রাগ; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা॥৪০৪॥

'ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ;
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন।
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম;
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি;
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু
রাগাত্মিকা মনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে' ॥৪০৫॥

'যা' ভক্তিঃ 'ব্রজবাসিজনাদিষু' 'অভিব্যক্তং' সুব্যক্তং যথা স্যাৎ তথা 'বিরাজন্তীং' বিরাজমানাং 'রাগাত্মিকাং' ভক্তিং 'অনুসৃতা' অনুগামিনী স্যাৎ 'সা' 'রাগানুগা' ভক্তিঃ 'উচ্যতে' কথ্যতে ॥ ৪০৫ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসীজনে সুস্পষ্ট বিরজমানা; যে ভক্তি তদ্রূপ রাগাত্মিকা অনুসরণ করে, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি ॥৪০৫॥

তথা তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং' ॥৪০৬॥ *

'তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে' ব্রজজনানাং সখ্যাদিভাবমাধুর্য্যে 'শ্রুতে' সাধু-

---

* ইহার পর নৃত্যলাল শীলের গ্রন্থে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ১১৭।১১৮ শ্লোক উদ্ধৃত আছে; অন্য কোন গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হইল না।

মুখাৎ শাস্ত্রমুখাদ্বা শ্রুতে সতি 'ধীঃ' বুদ্ধিঃ শ্রোতুরিত্যর্থঃ 'যৎ' ভাবাদিমাধুর্য্যং 'অপেক্ষতে' তত্তৎভাবাদিমাধুর্য্যময়া ভবেদিত্যর্থঃ 'অত্র' বিষয়ে 'শাস্ত্রং' 'ন' 'যুক্তিঞ্চ' 'ন' অপেক্ষতে 'তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং' 'উচ্যতে' ॥ ৪০৬ ॥

ব্রজজনের সখ্যাদিভাবমাধুর্য্য শ্রবণ করতঃ, কি শাস্ত্রের কি যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, তত্তৎ ভাবমাধুর্য্যলাভের যে ইচ্ছা ; তাহার নাম লোভোৎপত্তি লক্ষণ ॥৪০৬॥

'বাহ্য, অন্তর, ইহার দুইত সাধন ;
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন। (১)
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ;
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ' ॥৪০৭॥

'তদ্ভাবলিপ্সুনা' ব্রজভাবলোভাধিকারিণা সাধকেন 'ব্রজলোকানুসারতঃ' স্বকীয়াদর্শব্রজজনানুসারেণ তদ্রূপব্রজবাসিভক্তজনমনুস্মৃত্যেত্যর্থঃ যথা ব্রজজনেন সেবা কৃতা তথা ইতিভাবঃ 'হি' নিশ্চিতং 'অত্র' সাধনবিষয়ে 'সাধকরূপেণ' ভাবনাময়বাহ্যদেহেন 'সিদ্ধরূপেণ' মনোময়সিদ্ধদেহেন 'সেবা' 'কার্য্যা' কর্ত্তব্যা ॥ ৪০৭ ॥

ব্রজভাবলিপ্সু সাধক সাধনবিষয়ে স্বীয় আদর্শ ব্রজজনের

---

১ বাহ্যে সাধক দেহে—মনে নিজ সিদ্ধদেহ ইত্যাদি—ব্রজভাবের কোন একটী সখী, বা শ্রীদামাদি রাখাল, অথবা অন্য ব্যক্তিকে, নিজ আদর্শ স্থানে রাখিয়া সাধক মনে মনে সেই আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধ দেহ পাইয়াছেন চিন্তা করিবেন ও সাধকরূপ বহির্দেহে শ্রবণকীর্ত্তনাদি আচরণ করিবেন।

দৃষ্টান্তানুসারে সাধকরূপবহির্দেহে ও সিদ্ধরূপমানসদেহে ভগবৎ সেবা করিবেন ॥৪০৭॥

'নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া ;
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনাঃ হঞা।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং বিংশত্যধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

'কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা' ॥৪০৮॥

'অসৌ' ভাবনাময়সাধকঃ 'কৃষ্ণং' 'চ' তথা 'অস্য' কৃষ্ণস্য 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়ং 'জনং' তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ 'নিজসমীহিতং' নিজসমীপস্থং 'স্মরন্' 'তত্তৎকথারতশ্চ' ভগবদ্গুণলীলাদিশ্রবণকীর্ত্তনে রতশ্চ সন্ 'সদা' সর্ব্বদৈব 'ব্রজে' ভগবদ্ধাম্নি 'বাসং' 'কুর্য্যাৎ' ॥ ৪০৮ ॥

সাধক ভাবনাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তদিগকে নিজ সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া, ভগবদ্গুণলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে রত হওতঃ সর্ব্বদা ব্রজধামে বাস করিবেন ॥৪০৮॥

'দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ ;
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

'ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং' ॥৪০৯॥

হে 'শান্তরূপে' মাতঃ দেবহুতে 'মৎপরাঃ' মদ্ভক্তাঃ 'কর্হিচিৎ' কদাচিদপি

'ন' 'নঙ্ক্ষ্যন্তি' ভোগহীনা ন ভবন্তি ; 'মে' মম 'অনিমিষঃ' নিমেষশূন্যা 'হেতিঃ' কালচক্রং 'নো' 'লেঢ়ি' ন গ্রসতি ; তত্র হেতুঃ 'যেষাং' ভক্তানাং সম্বন্ধে 'অহং' 'প্রিয়ঃ' 'আত্মা' আত্মেব প্রিয়ঃ 'সুতঃ' পুত্র ইব স্নেহবিষয়ঃ 'সখা' সখেব বিশ্বাসাস্পদং 'গুরুঃ' ইব উপদেষ্টা 'সুহৃদ্' ইব হিতকারী 'ইষ্টং' 'দৈবং' ইব পূজ্যঃ। এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়হেতি র্ন গ্রসতীত্যর্থঃ ॥ ৪০৯ ॥

জননি! মদাশ্রিতভক্তগণ ভোগ্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়া কখনই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়েন না এবং আমার অনিমিষ কাল চক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। কারণ আমি তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদ্‌সম হিতকারী এবং ইষ্টদেব তুল্য পূজনীয় ; তাঁহারা এই রূপে সর্ব্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করেন ; সুতরাং কালচক্র তাঁহাদের গ্রাস করিতে পারে না ॥৪০৯॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ধৃতনারায়ণব্যূহস্তবঃ

'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ'॥৪১০॥

'যে' 'উদ্যুক্তাঃ' সেবাতৎপরাঃ 'হরিং' 'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবৎ' তথা 'মিত্রবৎ' 'সদা' 'ধ্যায়ন্তি' ভজন্তি 'তেভ্যঃ' ভক্তেভ্যঃ 'ইহ' অত্র 'নমোনমঃ' মম নমনমস্ত ॥ ৪১০ ॥

যে সকল সেবাতৎপর ভক্ত ভগবান্‌কে পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ভ্রাতা, পিতা, ও বন্ধু মনে করিয়া সর্ব্বদা ভজনা করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার ॥৪১০॥

'এইমত করে যে বা রাগানুগা ভক্তি ;
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয়ে প্রীতি।

'প্রেমাঙ্কুরে রতি, ভাব, হয় দুই নাম;
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন:
এইত কহিল অভিধেয় বিবরণ'।
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেইজন;
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

চরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্য স্তমহং প্রপদ্যে ॥৪১১॥

'যঃ' 'গৌরঃ' 'কৃষ্ণঃ' কৃষ্ণচৈতন্যঃ কীদৃশঃ 'অত্যুদারঃ' মহাবদান্যঃ 'চিরাৎ' চিরকালেন 'অদত্তং' 'নিজগুপ্তবিত্তং' স্বকীয়গোপনীয়ধনং কিং তৎ? 'স্বপ্রেমনামামৃতং' নিজপ্রেম্না সহ ভগবন্নামরূপং অমৃতং 'আপামরং' অতি পামরপর্য্যন্তং ব্যাপ্য 'জনেভ্যঃ' 'বিততার' দত্তবান্ 'তং' 'অহং' প্রপদ্যে তস্য শরণং গতোঽস্মি ইত্যর্থঃ ॥ ৪১১ ॥

যিনি মহাবদান্যতাগুণে নিজ প্রেমের সহিত ভগবন্নামামৃতরূপ স্বকীয়গুপ্তসম্পত্তি আপামর সকলকেই বিতরণ করিয়াছেন; আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শরণাপন্ন হই ॥৪১১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
'এবে শুন! ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন;
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান।
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান;
কৃষ্ণ ভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-লহর্য্যাং প্রথমশ্লোকে গোস্বামিবাক্যং

'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে' ॥৪১২॥

ভাবলক্ষণমুচ্যতে। 'অসৌ' বক্ষ্যমাণো 'ভাবঃ' 'উচ্যতে'; কীদৃশঃ 'শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষাত্মা' শুদ্ধং নির্ম্মলং সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ তেন বিশেষো বিশেষীকৃত আত্মা অভ্যন্তরং যস্য সঃ; পুনঃ 'প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্' প্রেমৈব সূর্য্যস্তস্যাংশু স্তেন তস্য সাম্যং সমানধর্ম্মং ভজতে যঃ সঃ। পুনঃ 'রুচিভিঃ' করৈঃ 'চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ' চিত্তং সাধকস্য মানসং মাসৃণ্যং প্রায়ো নির্ম্মলং করোতি যঃ সঃ ॥ ৪১২ ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, ও প্রেম-সূর্য্যকিরণের সাম্যভাব ধারণ করিলে, এবং রুচিশক্তির প্রভাবে চিত্ত মসৃণ হইলে, তাহার নাম ভাব কহা যায় ॥৪১২॥

'এই দুই ভাবের, স্বরূপ—তটস্থ, লক্ষণ;
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন!

তথা তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং

'সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে' ॥৪১৩॥

'সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তঃ' সম্যক্‌রূপেণ মসৃণিতং নির্ম্মলীকৃতং যস্য অন্তঃ

মানসং যেন সঃ 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ' মমত্বং মমতা স্নেহ স্তেন অতিশয়েন যুক্তঃ 'সান্দ্রাত্মা' সান্দ্রঃ ঘনীভূত আত্মা অন্তাস্বরং যস্য সঃ 'এব' 'ভাবঃ' 'বুধৈঃ' 'প্রেমা' 'নিগদ্যতে' কথ্যতে ॥ ৪১৩॥

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়; যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত; এবং যাহার স্বরূপ অতিশয় ঘনীভূত; এরূপ ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেমা কহিয়া থাকেন ॥৪১৩॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রং

'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ' ॥৪১৪॥

'ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ' ভক্তৈঃ সা 'ভক্তিঃ' উচ্যতে'। কীদৃশা সা 'অনন্যমমতা' ন অন্যস্মিন্ বিষয়ে মমতা স্নেহঃ যস্যাঃ 'বিষ্ণৌ' ভগবতি 'প্রেমসঙ্গতা' প্রেমযুক্তা 'মমতা' আবিষ্টিতা ॥ ৪১৪ ॥

দেহাদি অন্য অন্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ভগবানে অত্যন্ত অধিক মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব, ভক্তেরা ভক্তি বলিয়াছেন ॥৪১৪॥

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়;
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন;
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়;
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপাজয়।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর;
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে রত্যঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম;
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-লহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ' ॥৪১৫॥

ভগবৎপ্রেমলাভে 'আদৌ' সর্ব্বাগ্রে 'শ্রদ্ধা' 'ততঃ' 'সাধুসঙ্গঃ' 'অথ' অনন্তরং 'ভজনক্রিয়া' ভজনারম্ভঃ 'ততঃ' 'অনর্থনিবৃত্তিঃ' অসৎক্রিয়া-কপট কুটিনাটিনাশঃ 'স্যাৎ' 'ততঃ' নিষ্ঠা' একাগ্রচিত্ততা ব্যাকুলতা বা 'ততঃ' 'রুচিঃ' গুণলীলাদিশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ 'অথ' 'আসক্তিঃ' গুণাদিশ্রবণে অত্যন্তা-গ্রহঃ 'ততঃ' 'ভাবঃ' শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ভবেৎ 'ততঃ' ভাবাৎ 'প্রেমা' 'অভ্যুদ-ঞ্চতি' অভি সর্ব্বতোভাবে উদিতঃ স্যাৎ। 'প্রেম্নঃ' 'প্রাদুর্ভাবে' বিষয়ে 'সাধ-কানাং' 'অয়ং' 'ক্রমঃ' 'ভবেৎ'। ৪১৫ ॥

সাধকদিগের এইরূপ ক্রমানুসারে প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে যথা :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ; অনন্তর সাধ-নারম্ভ; তাহার পর অসৎ ক্রিয়া কাপট্যাদি নিবৃত্তি; তাহার পর নিষ্ঠা; অনন্তর গুণলীলাদি শ্রবণে রুচি; তাহার পর আসক্তি; অনন্তর শুদ্ধভাব জন্মিয়া থাকে; আর ভাবোৎপত্তি হইলে তবে প্রেমোদয় হয় ॥৪১৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশ-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি' ॥৪১৬॥

মানসং যেন সঃ 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ' মমত্বং মমতা স্নেহ স্তেন অতিশয়েন যুক্তঃ 'সান্দ্রাত্মা' সান্দ্রঃ ঘনীভূত আত্মা অত্যন্তরং যস্য সঃ 'এষ' 'ভাবঃ' 'বুধৈঃ' 'প্রেমা' 'নিগদ্যতে' কথ্যতে ॥ ৪১৩ ॥

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়; যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত; এবং যাহার স্বরূপ অতিশয় ঘনীভূত; এরূপ ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেমা কহিয়া থাকেন ॥৪১৩॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রং

'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ' ॥৪১৪॥

'ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ' ভক্তৈঃ সা 'ভক্তিঃ' উচ্যতে'। কীদৃশা সা 'অনন্যমমতা' ন অন্যস্মিন্ বিষয়ে মমতা স্নেহঃ যস্যাঃ 'বিষ্ণৌ' ভগবতি 'প্রেমসঙ্গতা' প্রেমযুক্তা 'মমতা' আবিষ্টতা ॥ ৪১৪ ॥

দেহাদি অন্য অন্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ভগবানে অত্যন্ত অধিক মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব, ভক্তেরা ভক্তি বলিয়াছেন ॥৪১৪॥

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়;
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন;
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়;
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপাজয়।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর;
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে রত্যঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম;
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-লহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ' ॥৪১৫॥

ভগবৎপ্রেমলাভে 'আদৌ' সর্ব্বাগ্রে 'শ্রদ্ধা' 'ততঃ' 'সাধুসঙ্গঃ' 'অথ' অনন্তরং 'ভজনক্রিয়া' ভজনারম্ভঃ 'ততঃ' 'অনর্থনিবৃত্তিঃ' অসৎক্রিয়া-কপট কুটিনাটিনাশঃ 'স্যাৎ' 'ততঃ' নিষ্ঠা' একাগ্রচিত্ততা ব্যাকুলতা বা 'ততঃ' 'রুচিঃ' গুণলীলাদিশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ 'অথ' 'আসক্তিঃ' গুণাদিশ্রবণে অত্যন্তা-গ্রহঃ 'ততঃ' 'ভাবঃ' শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ভবেৎ 'ততঃ' ভাবাৎ 'প্রেমা' 'অভ্যুদ-ঞ্চতি' অভি সর্ব্বতোভাবে উদিতঃ স্যাৎ। 'প্রেম্নঃ' 'প্রাদুর্ভাবে' বিষয়ে 'সাধ-কানাং' 'অয়ং' 'ক্রমঃ' 'ভবেৎ'। ৪১৫ ॥

সাধকদিগের এইরূপ ক্রমানুসারে প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে যথা :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ; অনন্তর সাধ-নারম্ভ; তাহার পর অসৎ ক্রিয়া কাপট্যাদি নিবৃত্তি; তাহার পর নিষ্ঠা; অনন্তর গুণলীলাদি শ্রবণে রুচি; তাহার পর আসক্তি; অনন্তর শুদ্ধভাব জন্মিয়া থাকে; আর ভাবোৎপত্তি হইলে তবে প্রেমোদয় হয় ॥৪১৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশ-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি' ॥৪১৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৯ শ্লোকে ২৮ পৃঃ দেখ॥ ৪১৬॥

'যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়;
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'ক্ষান্তি রব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তি স্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতি স্তদ্বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু র্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে' ॥৪১৭॥

'জাতভাবাঙ্কুরে' জাতঃ ভাবস্য অঙ্কুরঃ যস্য তস্মিন্ 'জনে' সাধকে 'ইত্যাদয়ঃ' 'অনুভাবাঃ' বোধাঃ 'স্যুঃ' কিং তে? ক্রমেণাহ। 'ক্ষান্তিঃ' ক্রোধশূন্যতা ক্ষমেতি যাবৎ। 'অব্যর্থকালত্বং' বৃথাকালক্ষেপণাভাবত্বং। 'বিরক্তিঃ' বিষয়াদিভোগে অস্পৃহা। 'মানশূন্যতা' নিরভিমানিতা। 'আশাবন্ধঃ' ভগবতঃ প্রাপ্তিবিষয়ে সুদৃঢ়াশা। 'সমুৎকণ্ঠা' তল্লাভায় সম্যক্ লুব্ধতা। 'সদা' 'নামগানে' নামকীর্ত্তনে 'রুচিঃ'। 'তদ্গুণাখ্যানে' ভগবদ্গুণকথনে 'আসক্তিঃ'। 'তদ্বসতিস্থলে' ভগবদ্গুণকীর্ত্তনস্থানে যথা 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ভক্তানাং হৃদয়ে ততঃ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ' ইতি প্রমাণাৎ তৎকীর্ত্তনস্থানমেব তদ্বসতিস্থানমুচ্যতে যদ্বা তীর্থাদিস্থানে 'প্রীতিঃ' স্যাৎ॥ ৪১৭॥

যাঁহার ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে এই সকল বোধজন্মিয়া হইয়া থাকেঃ—অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল হন্, বৃথা কালক্ষয় করেন না, বিষয়াদি ভোগে বীতরাগ ও নিরভিমানী হন; ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে সুদৃঢ় আশাবদ্ধ হয়, ও সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে; আর সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনে রুচি ও গুণকথনে আসক্তি এবং ভগবদ্বাসস্থানে প্রীতি হইয়া থাকে॥৪১৭॥

'এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়;
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে ব্রাহ্মণান্ প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং

'তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গাচ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহক স্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ' ॥৪১৮॥

হে 'বিপ্রাঃ' 'তং' এবম্ভূতং 'মা' মাং 'উপযাতং' শরণাগতং 'প্রতিযন্তু' জানন্তু মা কীদৃশং 'ঈশে' ভগবতি 'ধৃতচিত্তং'; 'চ' পুনঃ 'দেবী' দেবতারূপা 'গঙ্গা' প্রত্যেতু প্রসন্না ভবতু। 'দ্বিজোপসৃষ্টঃ' মুনিমন্যুনা উদ্ভবঃ 'কুহকঃ' মায়া 'তক্ষকো বা' সর্পো বা 'বা' শব্দঃ প্রতিক্রিয়াঽনাদরে মাং 'অলং' অত্যন্তং 'দশতু' দংশনং করোতু যূয়ং 'বিষ্ণুগাথাঃ' ভগবৎকথাঃ 'গায়ন্ত' গানং কুরুত ॥ ৪১৮ ॥

হে বিপ্রগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন; ব্রাহ্মণের ক্রোধোদ্ভব কুহকই হউক, আর তক্ষকই হউক, আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক, তাহা গ্রাহ্য করি না; আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন্ ॥৪১৮॥

'কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়;

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য দ্বাদশাধ্যায়ীয়াষ্টত্রিংশশ্লোক

'বাগ্‌ভি স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র
মায়ু র্হরেরেব সমর্পয়ন্তি' ॥৪১৯॥

'ভক্তাঃ' 'বাগ্‌ভিঃ' রচনৈঃ 'অনিশং' 'স্তুবন্তঃ' স্তবং কুর্বন্তঃ 'মনসা' করণেন 'স্মরন্তঃ' 'তথা' শরীরেণ 'নমন্তঃ' 'অপি' 'তৃপ্তাঃ' 'ন' ভবন্তি। 'স্রবন্নেত্রজলাঃ' স্রবন্তি নেত্রাভ্যাং জলানি যেষাং তে এবম্ভূতাঃ সন্তঃ 'সমগ্রং' 'আয়ুঃ' জীবনং 'হরেরেব' ভগবতঃ সম্বন্ধে চৈব 'সমর্পয়ন্তি' ॥ ৪১৯ ॥

ভক্তগণ দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া, এবং শরীর দ্বারা নমস্কার করিয়া, পরিতৃপ্ত হয়েন না; অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত জীবন ভগবানেরই জন্য সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥৪১৯॥

'ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ' ॥৪২০॥

'যঃ' রাজা ভরতঃ 'উত্তমঃশ্লোকলালসঃ' উত্তমঃশ্লোকে লালসা তৃষ্ণা যস্য সঃ ভগবৎপ্রাপ্তকামঃ সন্ 'যুবৈব' যৌবনপ্রাপ্তোঽপি 'দুস্ত্যজান্' দুঃখেন ত্যক্তুমসমর্থান্ 'হৃদিস্পৃশঃ' মনোজ্ঞান্ 'দারসুতান্' স্ত্রীপুত্রাদীন্ তথা 'সুহৃদ্রাজ্যং' 'মলবৎ' বিষ্ঠামিব 'জহৌ' ত্যক্তবান্ ॥ ৪২০ ॥

মহারাজ ভরত ভগবৎ প্রাপ্তির লালসায় যৌবন সময়েই বাঞ্ছনীয় ও দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য ইত্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৪২০॥

'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে;

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং

'হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে' ॥৪২১॥

'এষঃ' ভরতঃ 'নরেন্দ্রাণাং' মহারাজাদীনাং 'শিখামণিঃ' শিরোমণিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠোঽপি 'হরৌ' ভগবতি 'রতিং' 'বহন্' 'অরিপুরে' শত্রুগৃহে 'ভিক্ষাং' 'অটন্' যাচন্ সন্ 'শ্বপাকমপি' চণ্ডালমপি 'বন্দতে' নমতি অরিগৃহে ভিক্ষাটনে চণ্ডালাদিনমনেচ মানহানিত্বং ন মনুতে ইত্যর্থঃ। ৪২১।

নরেন্দ্রদিগের শিরোমণি মহারাজ ভরত ভগবানে অনুরক্ত হইয়া, শত্রুদিগের গৃহে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে ও চণ্ডালদিগকে নমস্কার করিতে মানহানি বিবেচনা করিতেন না॥৪২১॥

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং

'ন প্রেম শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে হাহা মদাশৈব মাং'॥৪২২॥

মম 'প্রেম' 'ন' 'অস্তি' 'শ্রবণাদিভক্তিরপি' 'বা' 'যোগঃ' 'অথবা' 'বৈষ্ণবঃ' বৈষ্ণবোচিতধর্ম্মঃ নাস্তি 'জ্ঞানং' নির্ম্মলতত্ত্বজ্ঞানং 'বা' 'কিয়ৎ' কিঞ্চিদপি 'শুভকর্ম্ম' নাস্তি 'বা' 'সজ্জাতিরপি' নাস্তি 'অহো' হে 'গোপীবল্লভ'! 'তথাপি' 'ত্বয়ি' 'অচ্ছেদ্যমূলা' অচ্ছেদ্যং অচ্ছেদনীয়ং মূলং যস্যাঃ সা 'সতী' 'মদাশা' মম আশা 'হা হা' খেদে 'মাং' 'ব্যথয়তে' কীদৃশে ত্বয়ি? 'হীনার্থাধিকসাধকে' হীনজনবল্লভে॥ ৪২২॥

প্রেম, বা শ্রবণাদি নয় প্রকার ভক্তি, যোগ বা বৈষ্ণবজনোচিত ধর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান অথবা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, কিম্বা সজ্জাতি, এ সকলের আমার কিছুই নাই; তথাপি তুমি দীনজনবৎসল বলিয়া হে গোপী বল্লভ! তোমার জন্য আমার মনে অদম্য আশা সঞ্চারিত হইয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে॥৪২২॥

'সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান;

তথাহি কর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং

'ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতু মীক্ষণাভ্যাং' ॥৪২৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২২ শ্লোকে ৪২-৪৩ পৃঃ দেখ ॥৪২৩॥

'নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ;

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ষোড়শশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা' ॥৪২৪॥

হে 'গোবিন্দ' 'অদ্য' অধুনা 'মধুরস্বরকণ্ঠী' 'বালা' শ্রীরাধিকা 'তব' 'নামাবলিং' নামসমূহং 'গায়তি' কীদৃশী সা ? 'রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা' রোদনস্য বিন্দবঃ অশ্রুজলানি তান্যেব মকরন্দাঃ পুষ্পরসা তান্ স্যন্দতি ক্ষরতি যা দৃক্ চক্ষুঃ সা এব ইন্দীবরং নীলপদ্মং যস্যাঃ সা ॥ ৪২৪ ॥

হে গোবিন্দ ! বালিকা শ্রীরাধার নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দিয়া মকরন্দের ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে; আর তিনি মধুরস্বর সংযোগে তব নামাবলি কীর্ত্তন করিতেছেন ॥৪২৪॥

'কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি ;

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং' ॥৪২৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৩১ পৃষ্ঠাঃ ৩৪২ শ্লোঃ দেখ ॥ ২৩৫ ॥

'কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং' ॥৪২৬॥

হে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' 'যমুনাতীরে' 'কদা' কস্মিন্ কালে 'অহং' 'তব' 'নামানি' 'কীর্ত্তয়ন্' 'উদ্বাষ্পঃ' উদ্গতঃ বাষ্পঃ অশ্রুজলং যস্য স নেত্রজলৈ রাপ্লুতঃ সন্ 'তাণ্ডবং' নৃত্যং 'রচয়িষ্যামি' করিষ্যামি ॥ ৪২৬ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে নৃত্য করিতে থাকিব ॥৪২৬॥

'কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ;
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন!
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়;
তার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা, বিজ্ঞে না বুঝয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-লহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভি রপ্যস্যমুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা' ॥৪২৭॥

'যস্য' 'ধন্যস্য' কস্যচিৎ সাধকস্য 'চেতসি' 'অয়ং' 'নবপ্রেমা' 'উন্মীলতি' উদ্ভবতি 'অস্য' সাধকস্য 'অন্তর্ব্বাণীভিঃ' মনঃকথাভিঃ সহ 'মুদ্রা' ভজনব্যবহারাদিকং 'সুষ্ঠু সুদুর্গমা' সুষ্ঠুরূপেণ জ্ঞাতুমশক্যা ভবেৎ ॥৪২৭॥

যে সাধকের চিত্তে নবপ্রেম উন্মীলিত হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিয়াছে; তাঁহার অন্তরের কথা ও ভজন ব্যবহারাদি কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না ॥৪২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ' ॥ ৪২৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৮ শ্লোকে ২৩৬ পৃঃ দেখ ॥ ৪২৮ ॥

'প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ;
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়, খণ্ড, সার ;
শর্করাসিতা, মিছরি, শুদ্ধ মিছরি আর।
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ ;
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ।
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার ;
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস ;
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ।
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে ;
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে।
বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী ;
স্থায়ীভাব হয় রস মিলে এই চারি।
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে ;
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে।
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন, উদ্দীপন ;
'বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন।
অনুভাব, স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর ;
স্তম্ভাদি সাত্বিক অনুভাবের ভিতর।
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী ;
সব মিলি রস হয় চমৎকার কারী।

'পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য;
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য।
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়;
দাস্তরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়।
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা;
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।
শান্তাদি রসের যোগ, বিয়োগ, দুই ভেদ;
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ।
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে;
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপীকা নিকরে।
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার;
সম্ভোগে মদন, বিরহে মোহন, নাম তার।
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ;
উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, মোহনে দুই ভেদ।
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদিনাম;
ভ্রমরগীতা দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
উদ্ঘূর্ণা বিরহচেষ্টা দিব্যোন্মাদি নাম;
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান।
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, দ্বিবিধি শৃঙ্গার;
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার।
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান,
প্রবাসাখ্য, আর প্রেম-বৈচিত্র্য আখ্যান।
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে;
প্রেমবৈচিত্র্য শ্রীদশমে মহিষীগণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে সপ্তদশ-শ্লোকে কুররীং প্রতি মহিষীবাক্যং

'কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।

বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন' ॥ ৪২৯ ॥

কৃষ্ণ মহিষ্যঃ রুবতীং কুররীং পক্ষিণীং প্রত্যাহুঃ হে 'সখি' 'কুররি' 'ঈশ্বরঃ' অস্মাকং পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাত্র্যাং' 'গুপ্তবোধঃ' কুত্রাপ্যাচ্ছন্নঃ সন্ 'স্বপিতি' শেতে। 'জগতি' 'ত্বং'এব একা 'বীতনিদ্রা'সতী 'ন' 'শেষে' শয়নেচ্ছামপি ন কুরুষে নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী বিলপসি' উচ্চৈঃ পরিবেদনামেব কুরুষে তদনুচিতমিত্যর্থঃ অথবা নাপরাধস্তবাস্তীত্যাশয়েনাহুঃ হে সখি ত্বং 'বয়মিব' 'নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন' নলিননয়নস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হাসেন সহিতং উদারং যল্লীলেক্ষিতং লীলাকটাক্ষস্তেন 'কচ্চিদ্' 'গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা' কিংস্বিৎ গাঢ়ং যথাতথা নির্ব্বিদ্ধং চেতো যস্যাঃ সা অসি ॥ ৪২৯ ॥

প্রেম বৈচিত্ত্রের উদাহরণ। কৃষ্ণ মহিষীগণ কুররীনাম্নী পক্ষিণীকে কহিলেন হে সখি! কুররি! নিশাকালে আমাদিগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন। তুমি এখন নিদ্রা পরিহার করিয়া উচ্চ বিলাপ ধ্বনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছ; তোমার ইহা উচিত নহে। অথবা বুঝিয়াছি তোমার অপরাধ নাই; কৃষ্ণের হাস্যময় লীলাকটাক্ষে আমাদের ন্যায় তোমারও বুঝি চিত্ত গাঢ়বিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৪২৯ ॥

'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি;
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ' ॥ ৪৩০ ॥

'যত্র' কৃষ্ণে 'নিত্যতয়া' [illegible] ॥ ৪৩০ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নায়কদিগের মধ্যে শিরোভূষণ; তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার মহদ্গুণ নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৩০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতবৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রং

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা' ॥ ৪৩১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৮৯ শ্লোকে·১১৫-১১৬ পৃঃ দেখ ॥ ৪৩১ ॥

'অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান;
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃতসপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যানি

'অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্ব শুভঙ্করঃ।

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান।
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী' ॥ ৪৩২ ॥

'হরেঃ' ভগবতঃ 'গুণাঃ' 'সমুদ্রাঃ' ইব 'দুর্ব্বিগাহাঃ' অতলস্পর্শাঃ সন্তি। 'ইহ' অস্মিন্ প্রস্তাবে 'অমী' পূর্ব্বোক্তাঃ 'পঞ্চাশৎ' গুণাঃ 'অনুকীর্ত্তিতাঃ' বর্ণিতাঃ। কে তে গুণাঃ ? তানাহ 'অয়ং' কৃষ্ণঃ 'নেতা' সর্ব্বজননায়কঃ 'বয়সা' 'অন্বিতঃ' নবীনকৈশোরেণান্বিতঃ চিরনূতন ইত্যর্থঃ। 'বাবদূকঃ' সুবক্তা। 'বিদগ্ধঃ' বিবিধরসবিলাসবান্। 'বশী' জিতেন্দ্রিয়ঃ। 'দক্ষিণঃ' সৌশীল্যসাম্যচরিতঃ। 'হ্রীমান্' লজ্জাশীলঃ। 'রক্তলোকঃ' লোকানুরক্তঃ। 'ঈশ্বরঃ' ষড়ৈশ্বর্য্যশালিস্বতন্ত্রঃ 'ইতি' পঞ্চাশৎ গুণাঃ ॥ ৪৩২ ॥

এই কৃষ্ণ সকলের নেতা, শোভনাঙ্গ, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, রুচির, তেজোযুক্ত, বলীয়ান্ ও চিরনবীন। তিনি বিবিধাদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, সত্যবাদী, প্রিয়ম্বদ, সুবক্তা, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী। তিনি সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, এবং দৃঢ়ব্রত। তিনি দেশকাল পাত্রের জ্ঞাতা, শাস্ত্র সকলের চক্ষু স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্ ও সাম্যপরায়ণ। তিনি বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণস্বভাব ও মানদ। তিনি সুশীল, বিনয়ী, লজ্জাশীল এবং শরণাগত পালক। তিনি সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমের বশীভূত ও সকলের কল্যাণকারী। তিনি মহাপ্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, লোকানুরক্ত এবং সাধুদিগের আশ্রয়। তিনি নারীগণের মনোহারী, সকলের আরাধ্য ও মহাসমৃদ্ধিশালী; এবং তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভগবানের গুণসকল অতলস্পর্শ সমুদ্রের ন্যায় গভীর; তাহার মধ্যে এখানে এই পঞ্চাশটী কীর্ত্তিত হইল ॥ ৪৩২ ॥

তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে' ॥ ৪৩৩ ॥

'এতে' পঞ্চাশৎগুণাঃ 'জীবেষু' প্রাণিষু 'কচিৎ' কুত্রচিৎ 'বিন্দু বিন্দুতয়া' অত্যল্পপরিমাণেন 'বসন্তোঽপি' 'তত্রৈব' 'পুরুষোত্তমে' ভগবতি 'পরিপূর্ণতয়া' পূর্ণরূপেণ 'ভান্তি' বিরাজন্তে ॥ ৪৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশৎগুণ কোন কোন জীবদিগের মধ্যে অত্যল্পভাগে থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবল পুরুষোত্তম ভগবানেই বিরাজিত দেখা যায়॥ ৪৩৩ ॥

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্দ্দশাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অথ পঞ্চগুণা যে স্যু রংশেন গিরিশাদিষু
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ,
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ শ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ,
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ,
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ,
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ
অতুল্যমধুরপ্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ

অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত চরাচরঃ *।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃষষ্টি রুদাহৃতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥

ভগবতঃ 'যে' 'পঞ্চগুণাঃ' 'গিরিশাদিষু' শিবব্রহ্মাদিষু 'অংশেন' অত্যল্পভাগেন 'স্যুঃ' বর্ত্তন্তে কিং তে ? 'অথ' তানাহ 'সদা' 'স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ' স্বরূপেণাবস্থিতঃ মায়াবশত্বাৎ 'সর্ব্বজ্ঞঃ' অন্তর্যামিত্বাৎ 'নিত্যনূতনঃ' সদানুভূয়মানোঽপি চিরসুখদঃ পুনঃ 'সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ' 'চিদানন্দঘনাকৃতিঃ' ঘনীভূতসচ্চিদানন্দরূপইত্যর্থঃ পুনঃ 'স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ' 'সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ' 'স্যাৎ'। 'অথ' অনন্তরং 'যে' 'পঞ্চ' 'গুণাঃ' 'লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ' লক্ষ্মীশাদৌ নারায়ণাদৌ বর্ত্তন্তে যে তে স্যুঃ তে 'উচ্যন্তে' কথ্যন্তে। কিং তে ? তানাহ 'অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ' অচিন্তনীয়শক্তিশালী 'কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ' অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহে শরীরে যস্য সঃ। 'অবতারাবলীবীজং' অবতারাবলীনাং অবতারসমূহানাং বীজং উৎপত্তিস্থানং। 'হতারিগতিদায়কঃ' হতারীণাং পূতনাশিশুপালাদীনাং সদ্গতিং দদাতি যঃ সঃ 'আত্মারামগণাকর্ষী' আত্মারামগণানাং যোগিনাং আকর্ষণশীলঃ 'ইতি' পঞ্চগুণাঃ। 'অমী' বক্ষ্যমাণাঃ গুণাঃ 'কৃষ্ণে' 'অদ্ভুতাঃ' আশ্চর্য্যাঃ 'কিল' সন্তি। 'সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ' সর্ব্বাদ্ভুতানাং চমৎকারিণীনাঞ্চ লীলানাং যে কল্লোলাঃ তরঙ্গাস্তেষাং বারিধিঃ সমুদ্রসদৃশঃ। 'অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ' অতুল্যমধুরপ্রেমভিঃ মণ্ডিতং ভূষিতং প্রিয়মণ্ডলং ভক্তমণ্ডলং যেন সঃ। 'ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ' ত্রিজগতাং মানসাকর্ষিণী যা মুরলী বংশী তস্যাঃ কলং রবঃ কূজিতং যেন সঃ। 'অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ' ন সন্তি সমানা উর্দ্ধাচ যস্যাঃ সা অসমানোর্দ্ধা সা চ সা রূপশ্রীশ্চেতি তয়া বিস্মাপিতং সম্মোহিতং চরাচরং যেন সঃ। 'গোবিন্দস্য' 'ইতি' 'চতুষ্টয়ং' 'অসাধারণং' 'প্রোক্তং'। 'এবং' ইত্থং প্রকারেণ 'চতুর্ভেদাঃ' চতুরধিকা 'চতুঃষষ্টিঃ' 'গুণাঃ' 'উদাহৃতাঃ' কথিতাঃ ॥৪৩৪॥

ভগবানের যে পাঁচটী গুণ গিরিশাদিতে অতি সামান্যাং-

---

* কোন কোন পুঁথিতে ইহার পর এই পাদটী দৃষ্ট হয়; যথা—লীলাপ্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ। কিন্তু 'অসাধারণ চারিটী গুণ' বলার পর অন্য গুণের পরিচয় না বলারই সম্ভব, সেজন্য এটী গৃহীত হইল না।

শে প্রকটিত হইয়াছে তাহা এই:—মায়া জয় করিয়া তিনি সর্ব্বদা স্বরূপাবস্থায় স্থিতি করিতেছেন; সকলের অন্তর্যামী সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ; চিরনূতন; ঘনীভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; এবং অনিমাদি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন। ভগবানের যে পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে বর্ত্তমান্ আছে, তাহা কথিত হইতেছেঃ—তিনি অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী পুরুষ; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিগ্রহে লুকায়িত; সমস্ত অবতারগণের তিনি বীজস্থান; নিহত শত্রুদিগের তিনি সদ্গতিপ্রদাতা; এবং আত্মারাম যোগীগণেরও তিনি চিত্তাকর্ষণকারী। আর বক্ষ্যমাণ গুণচতুষ্টয় কেবল শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্য ও অসাধারণরূপে স্থিতি করিতেছে:—অতি অদ্ভুত এবং চমৎকারী লীলাতরঙ্গের তিনি সমুদ্রসদৃশ; তিনি তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে নিরুপম মধুরপ্রেমে মণ্ডিত করিয়া থাকেন; তিনি মধুরমুরলীরবে ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন; আর তদীয় অসমানোর্দ্ধ রূপকান্তিতে তিনি বিশ্বচরাচরকে সম্মোহিত করিতেছেন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চতুরধিক চতুঃষষ্টি গুণ কথিত হইয়াছে॥ ৪৩৪॥

'অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান;
সেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবমাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ:—
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা,
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা,
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা,

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা,
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী,
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ;
গোকুলপ্রেমবসতি র্জগৎশ্রেণী লসদ্‌যশাঃ।
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতা বশা,
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা' ॥ ৪৩৫ ॥

'অথ' অনন্তরং 'বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ' শ্রীরাধায়াঃ 'প্রবরাঃ' মুখ্যাঃ 'গুণাঃ' 'কীর্ত্ত্যন্তে'। তানাহ 'ইয়ং' শ্রীরাধা 'মধুরা' মাধুর্য্যময়ী। 'নববয়াঃ' নবীনযৌবনা 'চলাপঙ্গা' চলং চঞ্চলং অপাঙ্গং নেত্রকটাক্ষঃ যস্যাঃ সা। 'উজ্জ্বলস্মিতা'। 'চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা' চারুভিঃ সৌভাগ্যরেখাভিঃ করচরণেষু শঙ্খপদ্মরেখাভিঃ আঢ্যা যুক্তা। 'গন্ধোন্মাদিতমাধবা' নিজাঙ্গসৌরভেণ উন্মাদিতঃ প্রমত্তীকৃতঃ মাধবো যয়া। 'সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা' সুললিত সঙ্গীতাভিজ্ঞা। 'রম্যবাক্' 'নর্ম্মপণ্ডিতা' কৌতুকাদিষু পণ্ডিতা। 'বিদগ্ধা' রসিকা। 'পাটবান্বিতা' ঈশ্বরবিষয়করতিকৌশলনিপুণা। 'মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী' মহাভাবস্য যঃ পরমোৎকর্ষঃ তস্মিন্ তৃষা যস্যাঃ সা। 'গোকুলপ্রেমবসতিঃ' গোকুলমেব প্রেমবসতি র্যস্যাঃ। 'জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ' জগতাং শ্রেণীনাং মধ্যে লসন্তি বিরাজন্তি যশাংসি যস্যাঃ। 'গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা' গুরুভিঃ গুরুজনৈঃ অর্পিতঃ গুরুস্নেহঃ বহুস্নেহো যস্যাং সা। 'সখীপ্রণয়িতাবশা' সখীনাং প্রণয়িতয়া প্রণয়েন বশীভূতা। 'কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা' কৃষ্ণস্য প্রিয়াবলীনাং প্রেয়সীনাং মধ্যে প্রধানা। 'সন্ততাশ্রবকেশবা' সন্ততং নিরন্তরং আশ্রবঃ অঙ্গীকারো কেশবে কৃষ্ণবিষয়ে যস্যাঃ সা ॥ ৪৩৫ ॥

একণে বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রধান গুণাবলী কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি মাধুর্য্যময়ী, নবীন বয়স্কা, চঞ্চলাক্ষী, এবং উজ্জ্বল হাস্যময়ী ; তাঁহার করচরণ সুন্দর সৌভাগ্যরেখায় অঙ্কিত, এবং অঙ্গসৌরভ মাধবোন্মাদকারী। তিনি সুললিত সঙ্গীতাভিজ্ঞা, তাঁহার বাক্যগুলি অতি মনোহর এবং তিনি নানাবিধ

ক্রীড়া কৌতুকে নিপুণা। তিনি বিনীত, করুণাময়ী, রসজ্ঞা, এবং ভাগবতী রতিনিপুণা; তিনি লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা-দায়িনী, ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যশালিনী; তিনি বিলাসময়ী ও মহাভাবোৎকর্ষাকাঙ্ক্ষিণী। গোকুলধামই তাঁহার প্রেম-বসতি ও সমস্ত জগতে তাঁহার যশঃকলা বিরাজ করিতেছে। তিনি গুরুজনের স্নেহভাগিনী, সখীপ্রেমের বশীভূতা, কৃষ্ণ-কান্তাদিগের মধ্যে প্রধানা এবং একমাত্র কেশব-পরায়ণা ॥ ৪৩৫ ॥

'নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন;
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ;
বাৎসল্যে পিতা মাতা আশ্রয় আলম্বন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-লহর্য্যাং চতুর্থাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যানি

'ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং
শ্রীভাগবত রক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্
জীবনীভূত গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানানুবশ্যতাং।
কৃষ্ণাদিভি র্বিভাবাদ্যৈ র্গতৈরনুভবাধ্বনি
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং' ॥ ৪৩৬ ॥

'সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা' রাধাকৃষ্ণভাবের উজ্জ্বলা সা 'রতিঃ' 'ভক্তানাং হৃদি' 'রাজন্তী' সতী 'অনুবশ্যতাং' বশীভূততাং 'নীয়মানা' তু আনন্দরূপী সতী

৭৫

'আনন্দরূপা' 'এব' ভবতি। কীদৃশানাং ভক্তানাং? 'ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং' 'প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং' প্রসন্নং উজ্জ্বলঞ্চ পাপমলিনভাবর্জ্জিতঞ্চ চেতঃ চিত্তং যেষাং তেষাং। 'শ্রীভাগবতরক্তানাং' ভগবৎকথানুরক্তানাং 'রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্' রসিকানাং আসঙ্গে রঙ্গো যেষাং। 'জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং' জীবনীভূতস্য প্রাণৈঃ সহ একীভূতস্য গোবিন্দস্য পাদে চরণে ভক্তিসুখমেব শ্রীঃ মঙ্গলরূপং যেষাং। পুনঃ 'প্রেমান্তরঙ্গভূতানি' প্রেমাঙ্গভূতানি 'কৃত্যানি' সেবাদীনি 'এব' 'অনুতিষ্ঠতাং' অনুকুর্ব্বতাং। 'কৃষ্ণাদিভিঃ' কৃষ্ণবর্ণাদিভিঃ নীলমেঘবর্ণাদিভিঃ 'বিভাবাদ্যৈঃ' আলম্বনোদ্দীপনাদিভিঃ করণৈঃ 'গতৈঃ' প্রাপ্তৈঃ জনৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ 'অনুভবাধ্বনি' অনুভব এব অধ্বা মার্গস্তস্মিন্ অনুভবকালে সাধনসময়ে ইত্যর্থঃ 'পরাং' শ্রেষ্ঠাং 'প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠাং' মহানন্দচমৎকারপর্য্যাপ্তিং 'আপদ্যতে' প্রাপ্যতে ॥৪৩৬॥

ভক্তিজলে যাঁহাদের দোষসকল বিধৌত হইয়াছে; যাঁহাদের চিত্ত পাপমলিনতা বর্জ্জিত হইয়া প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে; যাঁহারা ভগবৎকথানুরক্ত ও ভক্তসঙ্গাভিলাষী; যাঁহারা জীবনের সহিত ভগবান্‌কে একীভূত করিয়া লইয়া তাঁহার চরণে মঙ্গলপ্রদভক্তিসুখ সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন; এবং যাঁহারা প্রেমের অঙ্গীভূত সেবাকার্য্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; সেই সকল ভক্তদিগের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলভাবসংস্কৃতা রতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের চিত্তকে বশীভূত করতঃ আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। ও সাধনসময়ে কৃষ্ণবর্ণাদি বিভাবসকল পরিলক্ষিত হইলে তাঁহারা চমৎকারময়ী পরানন্দপর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩৬॥

'এই রসাস্বাদ নাহি অভক্তেরগণে;
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে রসসামান্য-

নিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাং একসপ্ততিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে' ॥ ৪৩৭ ॥

'অয়ং ভগবদ্রসঃ' ভগবদ্ভক্তিরসঃ 'অভক্তৈঃ' জনৈঃ 'সর্ব্বথা' 'দুরূহঃ' 'এব' দুর্বোধোঽপি 'তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ' ভক্তৈঃ 'ভক্তিঃ' এব 'অনুরস্যতে' আস্বাদনীয়া ভবতি ॥ ৪৩৭ ॥

ভগবদ্ভক্তিরস অভক্তজনের পক্ষে সর্ব্বথা দুর্বোধ হইলেও তাঁহার চরণসর্ব্বস্ব ভক্তগণ অনায়াসে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৪৩৭ ॥

'সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ ;
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন।
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে।
তুমি হ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ;
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার ;
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার '।
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল ;
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশাদিশ্লোকেষু অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানি

'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচি র্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
তুল্যনিন্দাস্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ' ॥৪৩৮॥

'সর্ব্বভূতানাং' যথাযথং 'অদ্বেষ্টা' অদ্বেষকারী। 'সমদুঃখসুখঃ' সমে দুঃখসুখে যস্য। 'ক্ষমী' ক্ষমাশীলঃ। 'সততং' লাভালাভে চ 'সন্তুষ্টঃ' প্রসন্নচিত্তঃ; 'যোগী' অপ্রমত্তঃ; 'যতাত্মা' সংযতস্বভাবঃ 'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ' দৃঢ়ঃ মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য। 'যস্মাৎ' সকাশাৎ 'লোকঃ' 'নোদ্বিজতে' ভয়াশঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি। 'যশ্চ' 'লোকাৎ' জনাৎ 'নোদ্বিজতে'। 'যশ্চ' 'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ' স্বাভাবিকৈ হর্ষাদিভিঃ 'মুক্তঃ' তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনং ভয়ং ত্রাসঃ উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্ত শ্চিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমুক্তঃ। 'অনপেক্ষঃ' যদিচ্ছয়ো।পস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ 'শুচিঃ' বাহ্যাভ্যন্তরে শৌচসম্পন্নঃ 'দক্ষঃ' অনলসঃ 'উদাসীনঃ' পক্ষপাতরহিতঃ 'গতব্যথঃ' গতভয়ঃ। 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' আরভ্যন্ত ইতি আরম্ভা ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতুনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। 'সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ' অনাসক্তঃ 'তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ' তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। 'মৌনী' সংযতবাক্। 'অনিকেতঃ' নিয়তবাসশূন্যঃ। 'যে' 'তু' 'যথোক্তং' উক্তপ্রকারং 'ইদং' 'ধর্ম্মামৃতং' 'পর্য্যুপাসতে' অনুতিষ্ঠন্তি। 'শ্রদ্দধানা' শ্রদ্ধাং কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ 'মৎপরমাঃ' মদ্ভক্তাঃ ভবন্তি 'তে' 'মে' মম 'অতীব' প্রিয়াঃ ভবন্তি। ৪৩৮॥

যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষরহিত, মৈত্র, কৃপালু, নির্ম্মম, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমভাব, ও ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে; এরূপ মদ্ভক্তই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি হইতে লোকসকল ভয়প্রাপ্ত হয় না, বা যিনি লোককর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি নিজ ইষ্টলাভে হৃষ্ট ও অন্যের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণু হন্ না, ও যিনি ভয়োদ্বেগরহিত, তিনি আমার প্রিয়। আপনা হইতে আগত অর্থে যিনি নিস্পৃহ, যিনি শৌচসম্পন্ন, নিরলস, নিরপেক্ষ, নির্ভয়, এবং সকামকর্ম্মপরিত্যাগী; সেই ভক্তই আমার প্রিয়। লাভে হর্ষশূন্য এবং অলাভে দ্বেষশূন্য, শোক ও আকাঙ্ক্ষা বিহীন এবং পুণ্যপাপবর্জ্জিত মদ্ভক্তই আমার প্রিয়। শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখে সমভাব এবং বিষয়ে অনাসক্ত; নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান, সংযত বাক্, যথালাভে সন্তুষ্ট, নিয়তবাসশূন্য, স্থিরচিত্ত ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যাঁহারা ভক্তিমান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া প্রাগুক্ত ধর্ম্মামৃত পান করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয় ॥ ৪৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্' ॥ ৪৩৯ ॥

'কবয়ঃ' সাধবঃ 'ধনদুর্ম্মদান্ধান্' ধনেন যো দুর্ম্মদ স্তেনান্ধান্ অতঃ 'কস্মাৎ'

হেতুভূতাৎ 'ভজন্তি,' পথিমধ্যে 'পথি' মার্গে 'চীরাণি' বস্ত্রখণ্ডানি পরিধানার্থমিত্যর্থঃ 'কিং' 'ন' 'সন্তি'? 'পরভৃতঃ' পরান্ বিভ্রতি পুষ্ণন্তি ফলাদিভি র্যে 'অঙ্ঘ্রিপাঃ' পাদপাঃ 'ভিক্ষাং ভোজনার্থফলপুষ্পাদিকং কিং 'ন' 'এব' 'দিশন্তি' দদতি? 'সরিতঃ' নদ্যঃ 'অপি' কিং 'অশুষ্যন্' শুষ্কাঃ অভবন্? পানার্থজলং ন দদতি ইতিভাবঃ 'গুহাঃ' গিরিদর্য্যঃ 'কিং' 'রুদ্ধাঃ' সন্তি 'অজিতঃ' হরিঃ 'উপসন্নান্' শরণাগতান্ কিং 'ন' 'অবতি' রক্ষতি? উক্তঞ্চ ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৪৩৯ ॥

সাধুগণ ধনদুর্মদে অন্ধ ব্যক্তিদিগের সেবা কেন করিবেন? পথিমধ্যে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? পাদপগণ কি ফল পুষ্পাদি দ্বারা অন্যকে পোষণ করে না? তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে কি পাওয়া যায় না? সকল নদীই কি শুকাইয়া গিয়াছে? পর্ব্বতের গুহা কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ হরি কি শরণাগতদিগকে রক্ষা করেন না? ॥ ৪৩৯ ॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল;
ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিল।
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি;
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি।
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান;
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান।
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়;
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া;
নিবেদন করে দন্তে তৃণ গুচ্ছ লঞা।
'নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর;
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর
মোর মন ছুঁচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু;
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু।

'প্রভু নাচাইতে পার, যদি হয় তোমার মন ;
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ :—
"মুঞি যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল" ;
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল'।
তবে মহাপ্রভু তাঁর শির ধরি করে ;
বর দিল 'এই সব স্ফুরুক তোমারে'।
সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ ;
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ।
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ;
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজনবিচারনাম ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যো দয়াচলঃ ॥ ৪৪০ ॥

'যঃ' চৈতন্যঃ 'আত্মারামেতি' 'পদ্যার্কস্য' পদ্যমেব শ্লোক এব সূর্য্যস্তস্য 'অর্থাংশূন্' অর্থঃ ব্যাখ্যা এব অংশবঃ কিরণাস্তান্ 'প্রকাশয়ন্' 'জগত্তমঃ' জগতাং অজ্ঞানান্ধকারং 'জহার' হৃতবান্ 'সঃ' 'দয়াচলঃ' করুণাময়ঃ 'চৈতন্যঃ' অস্মান্ 'অব্যাৎ' রক্ষতু ॥ ৪৪০ ॥

যিনি 'আত্মারামাদি' শ্লোকসূর্য্যের অর্থকিরণ প্রকাশ করিয়া জগতের অজ্ঞানান্ধকার হরণ করিয়াছেন ; সেই করুণাময় শ্রীচৈতন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪০ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া।
"পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে ;
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে :—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' ॥ ৪৪১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮ শ্লোকে ১২১ পৃঃ দেখ। ৪৪১ ॥

'আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন ;
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ'।
প্রভু কহে 'আমি বাতুল, আমার বচনে
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে।
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে ;
তোমার সঙ্গ বলে যদি কিছু হয় মনে।
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে,
তোমা সবার সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে।
একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল ;
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল।
'আত্মা' শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন যত্ন, ধৃতি,
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে

'আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু। প্রযত্নেচ ॥৪৪২॥

'আত্মা' শব্দঃ এতেষু অর্থেষু বর্ত্ততে যথা দেহে, মনসি, ব্রহ্মণি, স্বভাবে, ধৃতৌ, ধৈর্য্যে, বুদ্ধৌ, অপিচ 'প্রযত্নেচ' যত্নে চ ॥ ৪৪২ ॥

'আত্মা' শব্দের অর্থ এই সাতটী যথাঃ—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৈর্য্য, বুদ্ধি এবং যত্ন ॥ ৪৪২ ॥

'এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ ;
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন।
মুক্তাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন !
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন।
'মুনি' শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী ;
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি মুনি।
'নির্গ্রন্থাঃ' শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ;
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন।
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, আদি শাস্ত্ররিক্তগণ ;
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন।

তথাহি বিশ্বে।

'নি র্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নি র্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ' ॥ ৪৪৩ ॥

'নিঃ' শব্দঃ নিশ্চয়ার্থে তথা 'নিঃ' ক্রমার্থে তথা 'নিঃ' 'নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ' নির্ম্মাণার্থে নিষেধার্থে চ বর্ত্ততে। 'গ্রন্থঃ' শব্দঃ 'ধনে' 'সন্দর্ভে' 'বর্ণসংগ্রহণে' চ বর্ত্ততে ॥ ৪৪৩ ॥

'নিঃ' শব্দ নিশ্চয়ার্থে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণার্থে ও নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয় ; এবং 'গ্রন্থ' শব্দে ধন, সন্দর্ভ এবং বর্ণসংগ্রহ বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৪৩ ॥

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম ;
'ক্রম' শব্দে কহে এই পাদ বিক্ষেপণ।
(১) 'শক্তি'-কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ ;
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন।

---

১ 'শক্তি'-কম্প, পরিপাটি, যুক্তি শক্ত্যে আক্রমণ—শক্তি শব্দের অর্থ কম্প, পরিপাটি যুক্তি ; আর শক্তিশব্দে আক্রমণও বুঝায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একোন-চত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ?
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানং' ॥ ৪৪৪ ॥

'পার্থিবানি' পৃথিবীসম্বন্ধীয়ানি পৃথিব্যা ইত্যর্থঃ 'রজাংসি' 'অপি' পরমাণূনপি 'যঃ' 'কবিঃ' জনঃ 'বিমমে' বিগণিতবান্ 'নু' ভোঃ 'ইহ' জগতি তাদৃশোঽপি 'কতমঃ' কোঽপি জনঃ 'বিষ্ণোঃ' ভগবতঃ 'বীর্য্যগণনাং' কর্ত্তুম্ 'অর্হতি' যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। 'যঃ' বিষ্ণুঃ 'অস্খলতা' প্রতি-ঘাতশূন্যেন 'স্বরংহসা' ত্রৈবিক্রমে স্বচরণবেগেন 'ত্রিপৃষ্ঠং' ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠং অগুকটাহং সত্যলোকমিত্যর্থঃ 'চস্কম্ভ' ধৃতবান্ রুদ্ধা স্থিরীচকারেত্যর্থঃ। ত্রিপৃষ্ঠং কীদৃশং 'যস্মাৎ' এব স্বরংহসো হেতোঃ 'ত্রিসাম্যসদনাৎ' ত্রিসাম্যরূপং সত্বরজস্তমসাং সাম্যরূপং প্রকৃতিরূপমিত্যর্থঃ সদনং অধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য 'উরুকম্পযানং' উরু অধিকং কম্প-যানং কম্পমানং কম্পেন যানং যস্যেতি বা সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৪ ॥

পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হইলেও কোন ব্যক্তিও কি ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে পারেন্? তিনি ত্রিবিক্রমস্বরূপ ধারণ করিলে তাঁহার অস্খলিত চরণ-বেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির আমূল পর্য্যন্ত যখন কম্পিত হইয়া-ছিল; তাহাতে তিনিই স্বয়ং সত্যলোকাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া চরাচর ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪৪ ॥

'বিষ্ণুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ;
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম।
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন;
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ।

তথাহি বিশ্বে।

'ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ' ॥৪৪৫॥

'ক্রমঃ' শব্দঃ 'শক্তৌ' শক্ত্যর্থে 'পরিপাট্যাং' পরিপাট্যর্থে ভবতি 'ক্রমঃ' 'চালনকম্পয়োঃ' চালনে কম্পনেচ বর্ত্ততে ॥ ৪৪৫ ॥

'ক্রম' শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটি, চালন ও কম্প ॥৪৪৫॥

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয় ;
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কয়।

তথাহি পাণিনিঃ।

'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্তভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' ॥ ৪৪৬ ॥

'স্বরিতঞিতঃ' স্বরিতেতঃ ঞিতশ্চধাতোরাত্মনেপদং স্যাৎ 'কর্ত্রভিপ্রায়ে' 'ক্রিয়াফলে' কর্ত্তৃগামিনি ক্রিয়াফলে ॥ ৪৪৬ ॥

যে সকল উভয়পদীধাতুর স্বরিতস্বর ও ঞ ইৎ হয় ; এবং তাহাদের ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তা প্রাপ্ত হয় ; তাহা হইলে ঐ সকল ধাতু আত্মনেপদে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৪৪৬ ॥

'হেতু' শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে ;
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এ তিন প্রকারে।
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার ;
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চ বিধাকার।
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী ;
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী।
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশ বিধাকার ;
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার।
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার ;
ভাবরূপা, মহাভাব লক্ষণরূপা আর।

'শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেমপর্য্যন্ত ;
দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত।
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত ;
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত।
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা ;
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা।
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ;
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ' শব্দের আন।
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দ ময় ;
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ প্রায় হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যল-হর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশা-ধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকঃ

'ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো' ॥ ৪৪৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৯ শ্লোকে ২৩৭-২৩৮ পৃঃ দেখ ॥ ৪৪৭ ॥

'সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন ;
আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মরণ।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে ;
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার ;
এই স্বভাব গুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার।
'গুণ' শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত ;
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা ;
ভক্ত বাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা।

'অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ ;
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ;
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী মকরন্দ বায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ' ॥ ৪৪৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোকে ৩১৩ পৃঃ দেখ ॥ ৪৪৮ ॥

'শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্' ॥ ৪৪৯ ।

হে 'রাজর্ষে' পরীক্ষিৎ ! 'নৈর্গুণ্যে' সৃষ্ট্যাতীতনির্গুণে ব্রহ্মণি 'পরিনিষ্ঠিতোঽপি' অবস্থিতোঽপি 'উত্তমঃশ্লোকলীলয়া' ভগবতঃ লীলাগুণাদিশ্রবণেনৈব ইত্যর্থঃ 'গৃহীতচেতাঃ' আকৃষ্টচিত্তঃ সন্ 'যৎ' যদা ভগবতঃ 'আখ্যানং' লীলাপ্রবন্ধং 'অধীতবান্' পঠিতবান্ । ব্রহ্মানুভবাদপি লীলায়া মাধুর্য্যাধিক্যে অহমেব প্রমাণমিতিভাবঃ ॥ ৪৪৯ ॥

হে রাজন্ ! সৃষ্টির অতীত নির্গুণব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়াও উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের গুণলীলাশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হওতঃ তদীয় লীলাপ্রবন্ধ অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৪৪৯ ॥

'শ্রীকৃষ্ণ রূপ হরে গোপীকার মন ;

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

'বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ' ॥ ৪৫০ ॥

হে কৃষ্ণ ! 'তব' 'অলকাবৃতমুখং' কেশাগ্রৈরাবৃতং মুখং 'বীক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'দত্তাভয়ং' দত্তং অভয়ং যেন তং 'ভুজদণ্ডযুগং' 'চ' বীক্ষ্য 'শ্রিয়ৈকরমণং' শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ একমেব রমণং রতিজনকং 'বক্ষঃ' 'চ' 'বিলোক্য' দৃষ্ট্বা তব 'দাস্যঃ' 'ভবাম'। মুখং পুনঃ কীদৃশং 'কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং' কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে সুধা যস্মিন্, তচ্চ তচ্চ পুনঃ 'হসিতাবলোকং' হসিতঃ হাস্যযুক্তঃ অবলোকঃ নেত্রকটাক্ষঃ যস্মিন্ তৎ ॥ ৪৫০ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার মুখমণ্ডল অলকাবৃত ; উহার উভয় গণ্ডস্থলে কুণ্ডলশ্রী শোভা পাইতেছে ; অধরে সুধা মাখান রহিয়াছে ; নয়নে সহাস্য অবলোকন ; তোমার ভুজদ্বয় অভয় দান করিতেছে ; এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর রতিস্থান ; এ সকল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৪৫০ ॥

'রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য রুক্মিণীবাক্যং

'শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোহঙ্গ তাপং
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে' ॥ ৪৫১ ॥

হে 'ভুবনসুন্দর' হে 'অঙ্গ' প্রিয়! হে 'অচ্যুত' 'তে' তব 'গুণান্' 'শ্রুত্বা' 'রূপং' চ শ্রুত্বা 'মে' মম 'চিত্তং' 'অপত্রপং' অপগতা ত্রপা লজ্জা যস্মাৎ লজ্জারহিতং সৎ 'ত্বয়ি' 'আবিশতি' আসজ্যতে। গুণান্ কীদৃশান্ 'শৃণ্বতাং' শ্রবণকারিণাং জনানাং 'কর্ণবিবরৈঃ' 'নির্বিশ্য' অন্তঃপ্রবিশ্য 'তাপং' মনস্তাপং 'হরতঃ' হরণশীলান্। রূপং কীদৃশং 'দৃশিমতাং' চক্ষুষ্মতাং জনানাং 'দৃশাং' 'অখিলার্থলাভং' সকলার্থলাভাত্মকং ॥ ৪৫১ ॥

রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন :—হে ভুবন-সুন্দর! হে অচ্যুত! হে প্রিয়! তোমার গুণ, শ্রবণকারী ব্যক্তির শ্রবণ বিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমুদায় তাপ নাশ করে; এবং তোমার রূপ, দর্শনকারী ব্যক্তির দর্শনে-ন্দ্রিয়ের অখিলার্থ চরিতার্থকারী। তোমার এই গুণ ও রূপ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জভাবে তোমাতে আসক্ত হইয়াছে ॥ ৪৫১ ॥

'বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের মন।

তথাহি তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং

'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা' ॥ ৪৫২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮২ শ্লোকে ১৬৮ পৃঃ দেখ ॥ ৪৫২ ॥

'যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীগণ।

তথাহি তত্রৈব ঊনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

'কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌' ॥ ৪৫৩ ॥

হে 'অঙ্গ !' প্রিয় ! 'তে' তব 'কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতা' কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্‌ তৎ যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী 'কা' বা 'স্ত্রী' 'ত্রিলোক্যাং' জগতি 'আর্য্যচরিতাৎ' নিজকুলধর্ম্মাৎ 'ন' "চলেৎ'? কিঞ্চ, 'ত্রৈলোক্যসুভগং' ত্রিলোকসুন্দরং 'ইদং' তব 'রূপং' 'নিরীক্ষ্য' 'যদ্‌' যতঃ 'গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ' 'পুলকানি' 'অবিভ্রন্‌' অবিভরুঃ প্রভৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫৩ ॥

হে প্রিয়! মধুরপদযুক্ত আপনার অমৃতময় বেণুগীত শ্রবণে সম্মোহিতা হইলে ত্রিলোকীমধ্যে কোন্‌ স্ত্রী নিজ কুলধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? যেহেতু আপনার ত্রিলোক-সুন্দর এই রূপ দর্শন করিয়া গাভী, হরিণ, তরুলতা ও বিহঙ্গমাদিও পুলকে পূর্ণিত হইল ॥ ৪৫৩ ॥

'গুরু তুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ;
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ।
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন;
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ।

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধং

'ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্‌' ॥ ৪৫৪ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ৪৫৩ শ্লোকের পরার্দ্ধে দেখ ॥ ৪৫৪ ॥

'হরি' শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম;
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ;
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ' ॥ ৪৫৫ ॥

'সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ' প্রদীপ্তশিখঃ প্রজ্বলিত ইত্যর্থঃ 'অগ্নিঃ' 'যথা' 'এধাংসি' কাষ্ঠানি 'ভস্মসাৎ' 'করোতি' 'তথা' হে 'উদ্ধব'! 'মদ্বিষয়া' 'ভক্তিঃ' 'এনাংসি' পাপানি 'কৃৎস্নশঃ' সাকল্যেন ভস্মসাৎ করোতীতিশেষঃ ॥৪৫৫॥

হে উদ্ধব! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকল ভস্মীভূত করে; তেমনি মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট করে ॥ ৪৫৫ ॥

'তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম অবিদ্যানাশ;
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ।
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন;
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ।
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন;
'হরি' শব্দের এই মুখ্য কহিল লক্ষণ।
'অপি' 'চ' দুই শব্দ অব্যয় হয়;
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়।
তথাপি 'চ' কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত;

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

'চান্বাচয়ে সমাহারে ইতরেতরার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে' ॥ ৪৫৬ ॥

'চ' শব্দঃ 'অন্বাচয়ে' একতরস্য প্রাধান্যে 'সমাহারে' একত্রীকরণে সমূহে ইত্যর্থঃ 'অন্যোন্যার্থে' ইতরেতরযোগে 'সমুচ্চয়ে' সংযোগার্থে 'যত্নান্তরে' যত্নবিশেষে 'তথা' 'পাদপূরণে' ছন্দঃসমাপ্তিবিষয়ে 'ব্যবধারণে চ' অবধারণেচ বর্ত্ততে ॥ ৪৫৬ ॥

'চ' শব্দ একতরপ্রাধান্যে, সমূহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্থে, যত্নবিশেষে, পাদপূরণে এবং অবধারণার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ ৪৫৬ ॥

'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।

"অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসুচ' ॥ ৪৫৭ ॥

"'অপি' শব্দঃ 'সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে' সম্ভাবনায়াং প্রশ্নে শঙ্কায়াং ভয়ার্থে, গর্হায়াং নিন্দার্থে, সমুচ্চয়ে সংযোগার্থে তথা 'যুক্তপদার্থেষু' উহ্যার্থেষু 'কামাচারক্রিয়াসুচ' স্বাভিপ্রায়ানুসারেণ ক্রিয়াসম্পাদনার্থে বর্ত্ততে॥৪৫৭॥

'অপি' শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ এবং যথেচ্ছ ক্রিয়াসম্পাদন অর্থে প্রযুক্ত হয় ॥ ৪৫৭ ॥

'এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়;
এবে শ্লোকার্থ করি যাঁহা যে লাগয়।
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সর্ব্ব বৃহত্তম;
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশৎ-শ্লোকঃ

'বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ॥ ৪৫৮ ॥

'বৃহত্বাৎ' সর্ব্বগত্বাৎ 'বৃংহণত্বাচ্চ' ব্যাপকত্বাচ্চ হেতোঃ 'তৎ' পদং 'পরমং' সর্ব্বশ্রেষ্ঠং 'ব্রহ্ম' 'বিদুঃ' জানন্তি পণ্ডিতা ইতি শেষঃ। ৪৫৮ ॥

যিনি অতি বৃহৎ ও ব্যাপক; পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া জানেন ॥ ৪৫৮ ॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চ-ত্রিংশশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃততন্ত্রং

'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ' ॥ ৪৫৯ ॥

'আততত্বাৎ' বিস্তারত্বাৎ আত্মময়ত্বাৎ 'মাতৃত্বাচ্চ' পরিমাতৃরূপত্বাচ্চ সর্ব্ব-সাক্ষিরূপত্বাচ্চ হেতোঃ ইত্যর্থঃ 'হরিঃ' 'পরমঃ' 'আত্মা' 'হি' পরমাত্মা কি-কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ৪৫৯ ॥

যিনি আতত অর্থাৎ বিস্তৃত, ও মাতা অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী ; সেই হরিই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪৫৯ ॥

'সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্ ;
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' ॥ ৪৬০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২১ শ্লোকে ৪৩—৪৪ পৃঃ দেখ। ৪৬০ ॥

'সেই দুই তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ;
তিন কালে সত্য সেই শাস্ত্র প্রমাণ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং' ॥ ৪৬১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৩ শ্লোকে ২৩—২৪ পৃঃ দেখ। ৪৬১ ॥

'আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহৎ স্বরূপ ;
সর্ব্ব ব্যাপক সর্ব্ব সাক্ষী পরম স্বরূপ।

তথাহি একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশচ্ছ্লোক-ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃতবচনং

'আত্মত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ' ॥ ৪৬২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা উপরে ৪৫৯ শ্লোকে দেখ ॥ ৪৬২ ॥

'সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন ;
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ।
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে ;
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে, প্রকাশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' ॥ ৪৬৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪১ শ্লোকে ৪৩—৪৪ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৩ ॥

'ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয় ;
রূঢ়ি বৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয়।
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে ;
যোগ মার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে।
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ ;
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ।
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায় ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে সপ্তদশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ' ॥৪৬৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৭ শ্লোকে ১৮১ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৪ ॥

'বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়।

অথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ-শ্লোকে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ' ॥৪৬৫॥

ব্রহ্মা আহ হে দেবাঃ! শৃণুত তে 'নঃ' অস্মাকং 'উপরি' উপরিস্থং 'যচ্চ' স্থানং তৎ 'হি' নিশ্চিতং 'ব্রজন্তি'। কে তে? তত্রাহ 'অনিমিষাং' কালানধীনানাং দেবানামিত্যর্থঃ, 'ঋষভানুবৃত্ত্যা' ঋষভস্য প্রধানস্য হরেঃ অনুবৃত্ত্যা ভজনতয়া 'দূরেযমাঃ' দূরে যমো মৃত্যুস্তয়ং যেষাং তে। পুনঃ 'স্পৃহণীয়শীলাঃ' স্পৃহণীয়ং বাঞ্ছনীয়ং শীলং করুণাদিশীলং যেষাং; কিঞ্চ 'ভর্ত্তুঃ' হরেঃ 'সুযশসঃ' যং সুযশস্তস্য 'মিথঃ' পরস্পরং 'কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া' কথনে আলাপনে যোঽনুরাগস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা নেত্রজলং তয়া সহ 'পুলকীকৃতাঙ্গাঃ' পুলকীকৃতং অঙ্গং যেষাং তে ॥৪৬৫॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন :—সকল দেবগণের প্রধান ভগবান্ হরির সেবা করাতে যাঁহাদের নিকট হইতে যম দূরে পলায়ন করিয়াছে; যাঁহাদের করুণস্বভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়; যাঁহারা একত্র বসিয়া অনুরাগভরে ভগবানের সুযশঃ-কাহিনী পরস্পর আলাপ করিতে করিতে বিবশ হন, অশ্রু-জল মোচন করেন ও পুলকিতাঙ্গ হয়েন; হে দেবগণ! শ্রবণ কর। তাঁহারা আমাদের উপরিস্থ স্থানে যাইতে সক্ষম ॥৪৬৫॥

'সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার,
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং' ॥৪৬৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৪৫ শ্লোকে ৫৪২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৬ ॥

'বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয় ;
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল ;
সব ফল দেয় ভক্তি পরম প্রবল।
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন ;
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়িশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ' ॥৪৬৭॥

হে 'অর্জ্জুন'! 'চতুর্ব্বিধাঃ' চতুঃপ্রকারাঃ 'সুকৃতিনঃ' পুণ্যকর্ম্মাণঃ 'মাং' পরমেশ্বরং 'ভজন্তে' কে তে ? তদাহ 'আর্ত্তঃ' তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনা অভিভূতঃ 'জিজ্ঞাসুঃ' ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুঃ 'অর্থার্থী' ধর্ম্মার্থকামী হে 'ভরতর্ষভ!' 'জ্ঞানীচ' আত্মবিচ্চ ॥ ৪৬৭ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদি প্রপীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, অর্থাভিলাষী, এবং আত্মজ্ঞানী, এই চারিপ্রকার সুকৃতি ব্যক্তিরা আমার ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬৭ ॥

'আর্ত্ত, অর্থার্থী, দুই সকাম ভিতরে গণি ;
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, দুই মোক্ষকামী মানি।
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ;
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্।
সাধুসঙ্গকৃপা, কিবা কৃষ্ণের কৃপায় ;
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে একাদশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং' ॥৪৬৮॥

'যস্য' ভগবতঃ 'রোচনং' রুচিকরং তথা 'কীর্ত্ত্যমানং' সদ্ভিঃ গীয়মানং 'যশঃ' 'সকৃৎ' বারৈকমাত্রং 'আকর্ণ্য' শ্রুত্বা 'বুধঃ' সুজনঃ সৎসঙ্গং 'হাতুং' ত্যক্তুং 'ন' 'উৎসহতে' ন শক্নোতি, তস্য বিরহং পার্থাঃ কথং সহেরন্নিত্যন্বয়ঃ। বুধঃ কীদৃশঃ? 'সৎসঙ্গাৎ' সতাং সাধূনাং সঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তঃ দুঃসঙ্গঃ পুত্রাদি-বিষয়সঙ্গো যেন সঃ ॥ ৪৬৮ ॥

সাধুসঙ্গের গুণে যিনি বিষয়দুঃসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সাধুমুখে গীয়মান ভগবানের রুচিকর যশঃকথা যদি একবার মাত্র শুনিতে পান, তাহা হইলে আর সৎসঙ্গ ছাড়িতে পারেন না; ইহাতে তাঁহাদের (পাণ্ডবদিগের) কৃষ্ণবিরহ ঐরূপ অসহ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪৬৮ ॥

"দুঃসঙ্গ" কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা।

তথাহি তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসবাক্যং

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ' ॥৪৬৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৩৭ শ্লোকঃ ৩৭ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৯ ॥

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান;
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান। (১)

---

১ এই শ্লোকে ইত্যাদি—আদিঃ ৩৮ পৃষ্ঠায় শ্রীধরস্বামীকৃত 'প্র' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্;
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান। (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং' ॥৪৭০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৬ শ্লোকে ৫৪২—৫৪৩পৃঃ দেখ ॥৪৭০॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব;
এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণে ভাব।
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব;
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব।
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস;
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ।
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার;
কেবল ব্রহ্ম উপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর।
কেবল ব্রহ্ম উপাসক তিন ভেদ হয়;
সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত, ব্রহ্মলয়।
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মময়।
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ;
দিব্য দেহ দিয়া কৃষ্ণে করায় ভজন।
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ;
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।

---

১ ইচ্ছার পিধান—বাসনা আদি মোক্ষাদি পর্য্যন্ত নাশ করেন।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতশ্রুতিঃ

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি' ॥৪৭১॥

'মুক্তাঃ' নির্ব্বিশেষব্রহ্মভাবপ্রাপ্তাঃ মুনয়ঃ 'অপি' 'লীলয়া' সহ 'বিগ্রহং' ভগবতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং 'কৃত্বা' চিন্তয়িত্বা 'ভগবন্তং' 'ভজন্তি' 'ইত্যাদি' ॥ ৪৭১ ॥

নির্ব্বিশেষব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্ত ঋষিগণও লীলার সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চিন্তা করতঃ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৭১ ॥

'জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময় ;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ।
সনকাদ্যে কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন ;
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে দেবাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভ মক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ' ॥৪৭২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোঃ ৩৯৩ পৃঃ দেখ ॥ ৪৭২ ॥

'ব্যাস কৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ ;
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত বচনং

'হরে র্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ' ॥৪৭৩॥

'ভগবান্' 'বাদরায়ণিঃ' বদর্য্যাং বদরিকাশ্রমে অয়নং আশ্রমো যস্য স ব্যাসনন্দনঃ শুকদেবঃ 'হরেঃ' ভগবতঃ 'গুণাক্ষিপ্তমতিঃ' গুণেন আক্ষিপ্তা আকৃষ্টা মতির্যস্য সঃ সন্ পশ্চাৎ 'মহদাখ্যানং' অতিসুবিস্তীর্ণলীলাকথা-পূর্ণং শ্রীমদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ 'অধ্যগাৎ' অধীতবান্ কীদৃশঃ সঃ ? 'বিষ্ণুজন-প্রিয়ঃ' বিষ্ণুজনানাং প্রিয়ঃ বা ভক্তজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য ॥ ৪৭৩ ॥

বিষ্ণুভক্তপ্রিয় ভগবান্ বাদরায়ণি হরির গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভগবল্লীলাপূর্ণ বিস্তীর্ণাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭৩ ॥

'নব যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী ;
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ;
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ। (১)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তি-লহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠিং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ
উত্তুঙ্গং যদুপুর সঙ্গমায় রঙ্গং
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ' ॥৪৭৪॥

'শ্রুতিজ্ঞাঃ' বেদপারগাঃ 'নব' 'যোগেন্দ্রাঃ' ঋষভপুত্রাঃ 'কমলভুবঃ' ব্রাহ্মণস্য 'গোষ্ঠিং' 'প্রবিশ্য' 'শ্রুতিশিরসাং' বেদানাং শিরোভূষণানাং উপ-

---

১ নবযোগেশ্বর···একাদশস্কন্ধে ইত্যাদি—নবযোগেশ্বর বা নব যোগেন্দ্র ; ইঁহাদিগের বৃত্তান্ত যথাঃ ৪৪৬ পৃষ্ঠার ২ টীকায় দেওয়া হইয়াছে। "অবশিষ্ট নয়জন আত্মবিদ্যাভ্যাসে কুশল, পরমার্থ নিরূপক, আত্মবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দিগম্বর মুনি হইলেন।" একাদশ-স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২০ শ্লোকের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ।

নিবদাবিত্তার্থঃ অক্লেশাং ক্লেশরহিতাং শ্রুতিং শ্রবণং 'দুর্গমত্বঃ' সন্তঃ 'অপি' 'যদুপুরসঙ্গমায়' শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমায় নিমিত্তায় 'পুলকভূতঃ' সন্তশ্চ 'উত্তুঙ্গং' মহোচ্চং 'রঙ্গং' প্রেমসুখং 'অবাপুঃ' প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৪৭৪ ।

বেদপারগ নয়জন যোগেন্দ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠিতে প্রবেশ করিয়া অক্লেশে বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমলাভের জন্য পুলকাঙ্গ হইয়া মহোচ্চ আনন্দ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৪৭৪॥

'মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার;
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর।
মুমুক্ষু অনেক জগতে সংসারী জন;
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ' ॥৪৭৫॥

'মুমুক্ষবঃ' মুক্তিমিচ্ছবঃ জনাঃ 'ঘোররূপান্' তমোগুণাম্বিতান্ 'ভূতপতীন্' পিতৃপ্রজেশাদীন্ রুদ্রগণান্ বা 'হিত্বা' 'অথ' 'অনসূয়বঃ' দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ 'শান্তাঃ' শান্তিগুণান্বিতাঃ 'নারায়ণকলাঃ' নারায়ণস্যাংশান্ 'ভজন্তি' ॥ ৪৭৫ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি ভীষণমূর্ত্তি পিতৃপ্রজেশাদি পরিত্যাগ অথচ দেবতান্তরের নিন্দা না করিয়া শান্তমূর্ত্তি নারায়ণ-কলার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৪৭৫॥

'সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়;
কৃষ্ণ ভজন করায়, মুমুক্ষ ছাড়ায়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তি-লহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য প্রথমাধ্যায়ীয়-পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'অহো মহাত্মন্ বহুদোষদৃষ্টোঽ
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা' ॥৪৭৬॥

হে 'মহাত্মন্' 'এষঃ' 'ভবঃ' রুদ্রঃ 'বহুদোষদৃষ্টোঽপি' বহুদোষঃ দৃষ্টঃ যস্য সঃ 'একেন' 'গুণেন' 'ভাতি'; 'যেন' 'সুখাবহেন' 'সৎসঙ্গমাখ্যেন' গুণেন 'অদ্য' 'নো' অস্মাকং 'মুমুক্ষা' মুক্তেরিচ্ছা 'কৃশা' ক্ষীণা ভবতীতি-শেষঃ 'অহো' আশ্চর্য্যং ॥ ৪৭৬ ॥

হে মহাত্মন্! রুদ্রের বহুদোষ দৃষ্ট হইলেও একটী গুণ আছে; কি আশ্চর্য্য! সুখাবহ সাধুসঙ্গাখ্য ঐ গুণ-প্রভাবে অদ্য আমাদের মুক্তির ইচ্ছা লঘু হইতেছে ॥৪৭৬॥

'নারদের সঙ্গে সৌনকাদি মুনিগণ;
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায়;
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়ো-দশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ' ॥৪৭৭॥

'অস্মিন্' 'সুখঘন মূর্ত্তৌ' ঘনীভূত সুখবিগ্রহে 'পরমাত্মনি' ভগবতি 'বৃষ্ণিপত্তনে' দ্বারকায়াং ঐশ্বর্য্যময়ধাম্নি 'আত্মারামতয়া' করণয়া 'স্ফুরতি' সতি 'বত' খেদে 'মে' মম 'চিরং' কালঃ' 'বৃথা' 'গতঃ' ॥ ৪৭৭ ॥

হায়! ভগবানের এমন সুখঘন ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি আত্মারামাকারে প্রকাশিত থাকাস্থলে আমার চিরকাল বৃথা গত হইল ॥৪১৭॥

'জীবন্মুক্ত অনেক, সেও দুই ভেদ জানি;
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই গুণে কৃষ্ণ ভজে;
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ' ॥৪১৮॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ ॥ ৪১৮॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং' ॥৪১৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬৭ শ্লোকে ১৫৩-১৫৪ পৃঃ দেখ ॥ ৪১৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তি-লহর্য্যাং বিংশাঙ্কধৃতো বিল্বমঙ্গলকৃতশ্লোকঃ

'অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন' ॥৪৮০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৪২ শ্লোঃ ২৪১-২৪২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮০ ॥

'ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায় ;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'নিরোধোঽস্যানুশয়ন মাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ
মুক্তি র্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' ॥৪৮১॥

'অস্য' 'আত্মনঃ' জীবস্য হরেঃ যোগনিদ্রাং 'অনু' পশ্চাৎ 'শক্তিভিঃ' সোপাধিভিঃ 'সহ' 'শয়নং' লয়ঃ 'নিরোধঃ' উচ্যতে ইতিশেষঃ। স্থিত্যনন্তরং মহাপ্রলয়ে জীবানাং পরমেশ্বরে লয় উক্তঃ। 'অন্যথারূপং' অবিদ্যয়া ধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'স্বরূপেণ' শুদ্ধজীবস্বরূপেণ 'ব্যবস্থিতিঃ' 'মুক্তিঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ৪৮১ ॥

মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয়, তাহার নাম নিরোধ; আর অবিদ্যারোপিত অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জীব স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি ॥৪৮১॥

'কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয় ;
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তস্মাদ্গুর্বাতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।' ॥৪৮২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৬৮ শ্লোকে ৪৬৯ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮২ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তম.ধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ॥৪৮৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৬৯ শ্লোঃ ৪৭০ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৩ ॥

'ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয় ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তি মুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং' ॥৪৮৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৪৮ শ্লোকে ৫৩৭-৫৩৮ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৪ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ॥৪৮৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৫ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং

'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্' ॥৪৮৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫০ শ্লোকে ৫৩৯ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৬ ॥

'তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ॥৪৮৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪১১ শ্লোকে ৬১৭ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৭ ॥

'এই ছয় (১) আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়;
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপির অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে 'অহৈতুকী ভক্তি';
'মুনয়ঃ সন্ত ইতি' কৃষ্ণ মননে আসক্তি।
'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন, কেহ বিধিহীন;
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন।
'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ;
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ।
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়;
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়।
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষ রহে;
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে।

---

১ এই ছয় আত্মারাম—ব্রহ্ম উপাসক তিন প্রকার যথাঃ—সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত, ব্রহ্মময়; মোক্ষাকাংক্ষী তিন প্রকার যথাঃ—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ। এই ছয় প্রকার উপাসকের নামই 'আত্মারাম'। এই ছয় প্রকারের ব্যাখ্যা মূলে লিখিত হইয়াছে।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে

'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতিবৎ' ॥৪৮৮॥

'এক বিভক্তৌ' 'সরূপাণাং' যানি সরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষাং 'একশেষঃ' এক এব শিষ্যতে। 'উক্তার্থানাং' উক্তানাং বৃত্ত্যাদিভিরভিহিতানাং অর্থানাং অভিধেয়ানাং 'অপ্রয়োগঃ' ভবতি ॥ ৪৮৮ ॥

কোন বিভক্তিতে এক শব্দের যদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহার একমাত্র অবশেষ থাকে; এবং উক্ত অর্থের প্রয়োগ হয় না; যথাঃ—রাম, রাম, রাম, এই তিন রাম শব্দ ব্যবহার কালে একটী মাত্র রাম শব্দ অবশেষ থাকিবে ॥৪৮৮॥

'তবে যে চকার সেই সমুচ্চয় কয়;
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয়।
নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে;
এই সাত (১) অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে।
অন্তর্যামী উপাসক আত্মারাম হয়;
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ কয়।
সগর্ভ, নিগর্ভ, (২) এই হয় দুই ভেদ;
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ।

---

১ এই সাত অর্থ প্রথম ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার আত্মারামগণও আসক্তিবিহীন হইয়া ও অবিদ্যা অন্ধকার দূর করতঃ বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; এই ছয়প্রকার অর্থ ও ঐ ছয়প্রকারের আত্মারামগণ ও মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়া কৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করেন এই এক প্রকার মোট সাতপ্রকারের অর্থ হইল।

২ সগর্ভ নিগর্ভ ইত্যাদি—অর্থাৎ সবীজ ও নির্বীজ। যোগসময়ে মন চঞ্চল ও অস্থির হইয়া বিষয়ান্তরে ধাবিত হইলে নিরবধি যায়া তাহাকে পুনর্ব্বার স্ববশে আনিতে হয়; ইহার নাম নির্বীজ সমাধি, ইহা অতি দুষ্কর। যে যোগে সচ্চিদানন্দ হরিধ্যেয় চিন্তা করিতে করিতে মন উপরত হয়, তাহার নাম সবীজ; ইহা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর। কিন্তু ইহাতে এই বিপদ আছে যে পরমানন্দে মগ্ন হইলে মন ধ্যেয় বস্তু হইতে শিথিল হইয়া যাইতে পারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি' ॥৪৮৯॥

'কেচিৎ' লোকাঃ 'স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে' স্বদেহস্য অন্তর্মধ্যে যদ্ধৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ 'বসন্তং' 'প্রাদেশমাত্রং' তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ প্রাদেশঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং 'পুরুষং' দেবং 'ধারণয়া' ধারণং কৃত্বেত্যর্থঃ 'স্মরন্তি'। কীদৃশং পুরুষং 'চতুর্ভুজং' পুনঃ 'কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং' কঞ্জং পদ্মং রথাঙ্গং চক্রং শঙ্খং গদাং ধরতি যস্তং ॥ ৪৮৯ ॥

কোন কোন ব্যক্তি স্বদেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়াকাশবাসী প্রাদেশপরিমাণ পুরুষকে চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারীরূপে মনে মনে ধারণাপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৫৮৯॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

'এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে' ॥৪৯০॥

'এবং' ধ্যানমার্গেণ 'ভগবতি' 'হরৌ' 'প্রতিলব্ধভাবঃ' প্রতিলব্ধঃ ভাবঃ প্রেমা যেন 'ভক্ত্যা' করণয়া 'দ্রবদ্ধৃদয়ঃ' দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য। 'প্রমোদাৎ' আনন্দাৎ 'উৎপুলকঃ' উদ্গতানি পুলকানি যস্য। 'ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া' ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তাশ্রুকলয়া চ 'মুহুরর্দ্দ্যমানঃ' আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জ্যমানঃ সন্ 'অপি' 'তৎ' চিত্তবড়িশং দুর্গ্রহস্য ভগবতো গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধন-মিব উপায়ভূতং চিত্তং 'শনকৈঃ' ধ্যেয়াৎ 'বিযুঙ্‌ক্তে' তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯০ ॥

এইরূপ ধ্যানমার্গে প্রবৃত্ত যোগীর ভগবান্ হরিতে প্রেম জন্মে, ভক্তিতে হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে, এবং প্রমোদজন্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠে; তখন তিনি ঔৎসুক্যজনিত অশ্রুকলা দ্বারা আনন্দ সংপ্লবে নিমগ্ন হন। তাহাতে বড়শী যেমন মৎস্ত বিদ্ধ করিতে যাইয়া বিযুক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ দুর্বিগাহ ভগবানের গ্রহণবিষয়ে তাঁহার চিত্ত অল্পে অল্পে অসমর্থ হইয়া শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়ে ॥৪৯০॥

'যোগারুরুক্ষ, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধ আর;
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে' ॥৪৯১॥

'যোগং' জ্ঞানযোগং 'আরুরুক্ষোঃ' আরোঢ়ুমিচ্ছতঃ 'মুনেঃ' কর্ম্মফলসন্ন্যাসিনঃ পুংসঃ 'কর্ম্ম' এব 'কারণং' সাধনং 'উচ্যতে'। 'যোগারূঢ়স্য' জ্ঞানযোগনিষ্ঠস্য 'তস্য' তু 'শমঃ' বিক্ষেপকর্ম্ম 'এব' 'কারণং' ত্যাগকারণং 'উচ্যতে' ॥ ৪৯১ ॥

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির কর্ম্মই সোপান স্বরূপ; এবং যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার শম অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিই পরমজ্ঞান পরিপাকের উপায় ॥৪৯১॥

তথা তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে' ॥৪৯২॥

কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ় স্তদাহ। 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু' ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু তৎসাধনেষু চ 'কর্ম্মসু' 'যদা' 'হি' 'ন' 'অনুষজ্জতে' আসক্তিং ন করোতি তত্র হেতুঃ 'সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী' সর্ব্বান্ সংকল্পান্ আসক্তিমূলভূতান্ ভোগবিষয়ান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ 'তদা' 'যোগারূঢ়ঃ' 'উচ্যতে' ॥ ৪৯২ ॥

যখন সাধকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও ভোগসাধনকর্ম্মে আসক্তি না থাকে; এবং সর্ব্বপ্রকার ফলসংকল্প পরিত্যক্ত হয়; তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে ॥৪৯২॥

'এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা;
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া।
'চ' শব্দে অপির অর্থ ইহাও কহয়;
মুনি, নির্গ্রন্থ, শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়।
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ;
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ।
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্;
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম।
'আত্মা' শব্দে মন কহে; মনে যেই রমে;
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণ চরণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদ স্তুতিঃ

'উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে' ॥৪৯৩॥

'ঋষিবর্ত্মসু' ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু 'যে' 'কূর্পদৃশঃ' কূর্পং শর্করারেণো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃপিহিতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয় ইত্যর্থ জনাঃ

স্তে 'উদরং' উদরালম্বনং মণিপূরস্থং ব্রহ্ম 'উপাসতে' ধ্যায়ন্তি। 'আরুণয়'স্তু 'হৃদয়ং' সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং 'দহরং' সূক্ষমেব উপাসতে; হৃদয়ং কীদৃশং; 'পরিসরপদ্ধতিং' পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তি পরিসরাঃ নাড্য স্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ। 'ততঃ' হৃদয়াৎ ভো 'অনন্ত' 'তব' 'ধাম' উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং 'শিরঃ' মূর্দ্ধানং প্রতি 'উদগাৎ' মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম? 'যৎ' 'সমেত্য' প্রাপ্য 'পুনঃ' 'ইহ' 'কৃতান্তমুখে' মৃত্যুমুখে সংসারে 'ন' 'পতন্তি' ॥ ৪৯৩ ॥

ঋষিসম্প্রদায়মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিগণ উদরমধ্যে মণিপূরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করেন; আর আরুণিরা হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ীমার্গে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন; হে অনন্ত। পরে তাঁহারা তোমার উপলব্ধির পরমস্থান মস্তকে উদ্গত হয়েন; সে স্থানে গমন করিতে পারিলে আর সংসার মুখে পতিত হইতে হয় না ॥৪৯৩॥

'এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা;
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইঞা।
'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে; যত্ন করিয়া
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হইয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে ব্যাসং প্রতি নারদবাক্যং

'তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা' ॥৪৯৪॥

'কোবিদঃ' বিবেকী জনঃ 'তস্যৈব' 'হেতোঃ' তদর্থং স্বধর্মাচরণে চ ফললাভস্য তু সম্ভাবনাবিরহাদিত্যর্থঃ 'প্রযতেত' যত্নং কুর্য্যাৎ 'যৎ' বস্তু 'উপর্য্যধঃ' উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তং 'ভ্রমতাং' জীবানাং [illegible]

জীবৈরিতি বষ্ঠীতু সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া 'ন' 'লভ্যতে'। 'গম্ভীররংহসা' মহাবেগশালিনা 'কালেন' কর্ত্তৃণেন 'তৎ' 'বিষয়সুখং' 'অন্যতঃ' এব প্রাচীনস্বকর্ম্মণা 'সর্ব্বত্র' নরকাদপি 'লভ্যতে'। 'দুঃখবৎ' যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ ॥ ৪৯৪ ॥

উপরে ব্রহ্মলোক নিম্নে স্থাবরলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই জন্য বিবেকী ব্যক্তির যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেমন চেষ্টা ব্যতীত দুঃখ লাভ হয়; সেই রূপ কালচক্রের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব কর্ম্মফলে বিষয়সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥৪৯৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়ং

'সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ' ॥৪৯৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৭২ শ্লোকে ৪৭৭ পৃঃ দেখ ॥ ৪৯৫ ॥

'চ' শব্দ 'অপি' অর্থে, 'অপি' অবধারণে ;
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা' ॥৪৯৬॥

'ইতি' অনেন 'সা' হরিভক্তিঃ 'দ্বিধা' দ্বিপ্রকারেণ 'সুদুর্ল্লভা' দুষ্প্রাপণীয়া 'স্যাৎ' প্রথমতঃ 'অনাসঙ্গৈঃ' আসক্তিরহিতৈঃ 'সাধনৌঘৈঃ' সাধনসমূহৈঃ 'সুচিরাৎ' বহুকালং ব্যাপ্য 'অলভ্যা'। দ্বিতীয়তঃ 'হরিণা' কর্ত্তৃভূতেন 'চ' 'আশু' শীঘ্রং 'অদেয়া' ॥ ৪৯৬ ॥

এইরূপে বহুকাল অনাসক্ত হইয়া সাধন করিলেও পাওয়া যায় না বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভগবান্‌ও ইহা আশু প্রদান করেন না বলিয়া, উহা (হরি ভক্তি) দ্বিবিধ প্রকারে সুদুর্ল্লভ হইতেছে ॥৪৯৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ॥৪৯৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০ শ্লোকে ২২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৯৭ ॥

'আত্মা' শব্দে ধৃতি কহে; ধৈর্য্যে যেই রমে;
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে।
'মুনি' শব্দে পক্ষী, ভৃঙ্গ; নির্গ্রন্থ মূর্খজন;
কৃষ্ণকৃপায়, সাধু কৃপায়, দুঁহার ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

'প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ' ॥৪৯৮॥

ভো 'অম্ব' মাতঃ 'অস্মিন্' 'বনে' যে 'বিহগাঃ' পক্ষিণঃ সন্তি তে 'প্রায়ঃ' প্রায়েণ 'মুনয়ঃ' ভবিতুমর্হন্তি 'বত' আশ্চর্য্যে; কুতঃ? যত তে 'কৃষ্ণেক্ষিতং' কৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা 'রুচিরপ্রবালান্' রুচিরাঃ মনোহরাঃ প্রবালাঃ নূতনপল্লবানি যেষাং তান্ দ্রুমভুজান্ বৃক্ষশাখাঃ 'আরুহ্য' 'তদুদিতং' তেন কৃষ্ণেন উদিতং প্রকটিতং 'কলবেণুগীতং' মধুর মুরলীগীতং কেনাপি [illegible]

'মীলিতদৃশঃ' মুদিতনেত্রাঃ তথা 'বিগতান্যবাচঃ' নিবৃত্তান্যান্যকলহাঃ সন্তঃ 'শৃণ্বন্তি' ॥ ৪৯৮ ॥

হে মাত! কি আশ্চর্য্য! এই বনে যে সকল বিহগ রহিয়াছে; দেখিতেছি তাহারা মুনি হইবার উপযুক্ত; কারণ তাহারা মনোহর নব কিশলয়াবৃত তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে যেন কি সুখে মগ্ন হওতঃ নিমীলিতনয়নে ও নীরবে মধুর মুরলীগীত শ্রবণ করিতেছে ॥৪৯৮॥

তথা তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'এতেহলিন স্তবযশোহখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেহপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং' ॥৪৯৯॥

হে 'আদিপুরুষ' হে 'অনঘ' 'এতে' 'অলিনঃ' ভ্রমরাঃ 'তব' 'অখিললোকতীর্থং' অখিললোকানাং পাবনং 'যশঃ' 'গায়ন্তে' তব 'অনুপথং' পথি পথি 'ভজন্তে' ত্বাং অনুবর্ত্তন্তে। 'প্রায়ঃ' অহং মন্যে 'অমী' 'ভবদীয়মুখ্যাঃ' ভবত উপাসকত্বামুখ্যাঃ 'মুনিগণাঃ' 'বনে' 'গূঢ়মপি' 'আত্মদৈবং' নিজাভীষ্টং ত্বাং 'ন' 'জহতি' ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেশেন নিগূঢ়ে সতি মুনয়োহপি অলিবেশেন নিগূঢ়াস্ত্বাং ভজন্তীত্যর্থ ॥ ৪৯৯ ॥

হে আদিপুরুষ। এই সকল অলি তোমার অখিল লোকপাবন যশঃ গান করত তোমার বর্ত্মানুবর্ত্তী হইতেছে; আমার অনুমান হইতেছে ইহারা তোমার উপাসকপ্রধান সেই মুনিগণ; তুমি ইহাদের অভীষ্ট দেবতা; এজন্য তুমি

অমনুষ্যবেশে গূঢ়রূপে বনে আসিলেও ইহারা তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না ॥৪৯৯॥

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'সরসি সারসহংস বিহঙ্গা, শ্চারু গীতহৃতচেতস এত্য
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা, হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ' ॥৫০০॥

'সরসি' 'সারসহংসবিহঙ্গাঃ' 'চারুগীতহৃতচেতসঃ' চারুণা গীতেন হৃতং চেতো যেষাং তে 'এত্য' আগত্য 'হন্ত' খেদে 'যতচিত্তাঃ' একাগ্রচিত্তাঃ 'মীলিতদৃশঃ' নিমীলিতনেত্রাঃ তথা 'ধৃতমৌনাঃ' নিবৃত্তকলরবাঃ সন্তঃ 'হরিং' 'উপাসত' অভজন্ত তৎসমীপে উপবিবিশুর্বা ॥৫০০॥

তখন সেই সরোবরস্থ সারসহংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ মনোহর গীতে আকৃষ্ট হইয়া আগমন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে নিমীলিত নয়নে ও নীরবে কৃষ্ণসমীপে উপবেশন করিত ॥৫০০॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ' ॥৫০১॥

'কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ' 'আভীরশুহ্মাঃ' 'যবনাঃ' 'খসাদয়ঃ' যে পাপজাতয়ঃ 'অন্যেচ' 'যে' 'পাপাঃ' কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ 'যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ' যদপাশ্রয়াঃ ভাগবতাঃ তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ 'শুধ্যন্তি' 'তস্মৈ' 'প্রভবিষ্ণবে' প্রভবনশীলায় ভগবতে 'নমঃ' ॥ ৫০১ ॥

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস, প্রভৃতি পাপ জাতি, ও যাহারা কর্ম্মদোষে পাপস্বরূপ

হইয়াছে তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিতজনের আশ্রয় লইলে শুদ্ধ হয়; প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার॥৫০১॥

'কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজ পূর্ণতাদি জ্ঞান কয় ;
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি-লহর্য্যাং ষষ্ঠিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ' ॥৫০২॥

'দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ' দুঃখস্য অভাবাদনু উত্তমানাং বস্তূনাং ভগবৎপ্রেম্নামিত্যর্থঃ আপ্তিভিঃ প্রাপ্তিভিঃ করণৈঃ যৎ'পূর্ণতাজ্ঞানং' পূর্ণতায়া জ্ঞানং পূর্ণজ্ঞানমিত্যর্থঃ তৎ 'ধৃতিঃ' নাম 'স্যাৎ'। সা তু 'অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ' অপ্রাপ্তানাং বাঞ্ছিতানাং অতীতানাং বিগতানাং তথা নষ্টানাং অপহৃতানাং অর্থানাং বিষয়াণাং নিমিত্তে ন অভিসংশোচনাদি শোকাদি ন করোতি যা সা ॥৫০২॥

সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অভাব হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভ হইলে যে পূর্ণতাজ্ঞান হয়, তাহার নাম ধৃতি; ধৃতি লাভ হইলে বাঞ্ছিতার্থ, বিগত ও নষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য শোকাদি থাকে না ॥৫০২॥

'কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর হীন ;
কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ-শ্লোকে দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'মৎ সেবয়াপ্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতং' ॥৫০৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১১৩ শ্লোকে ১৪৭ পৃঃ দেখ ॥৫০৩॥

তথা শ্রীগোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ।

'হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
সএব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে' ॥ ৫০৪ ॥

'যস্য' জনস্য 'হৃষীকেশে' ভগবতি 'হৃষীকাণি' ইন্দ্রিয়াণি 'হি' নিশ্চিতং 'স্থৈর্য্যগতানি' স্থিরগতিপ্রাপ্তানি ভবন্তি; 'জীবচঞ্চলে' ক্ষণভঙ্গুরে 'সংসারে' 'সএব' জনঃ 'ধৈর্য্যং' 'আপ্নোতি' ॥৫০৪॥

যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ভগবানে স্থিরগতি লাভ করিয়াছে, এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে তিনিই ধৈর্য্য পাইয়াছেন ॥ ৫০৪ ॥

'চ' অবধারণে ইঁহা 'অপি' সমুচ্চয়ে;
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে।
আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধি বিশেষ;
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ।
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার;
পণ্ডিত মুনিগণ, নিগ্রন্থ মূর্খ আর।
কৃষ্ণ কৃপায় সাধু সঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়;
সব ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি করে কৃষ্ণ পায়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৫০৫ ॥

'অহং' 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভবঃ' উৎপত্তিহেতুঃ 'মত্তঃ' মম সকাশা দেব 'সর্ব্বং' বুদ্ধির্জ্ঞানং সংমোহ ইত্যাদি 'প্রবর্ত্ততে' 'ইতি' এবং 'মত্বা' 'বুধাঃ' বিবেকিনঃ 'ভাবসমন্বিতাঃ' প্রীতিসমন্বিতাঃ যথা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মাং' 'ভজন্তে' ॥৫০৫॥

আমাকে জগতের উৎপত্তির কারণ ও আমা হইতেই

বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই প্রবর্ত্তিত জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি প্রীতি-পূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন ॥ ৫০৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে নারদংপ্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে' ॥ ৫০৬ ॥

'অদ্ভুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ' অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসা যস্ত হরে স্তৎ পরায়ণা স্তদ্ভক্তা স্তেষাং শীলে চরিত্রে শিক্ষা যেষাং তে তথা 'যদি' ভবন্তি তর্হি 'তে' 'স্ত্রীশূদ্রহূন শবরাঃ' 'পাপজীবাঃ' 'অপি' তথা 'তির্য্যগ্‌জনাঃ' হংসগজশুকশারিকাদয়ঃ 'অপি' 'বৈ' নিশ্চিতং 'দেবমায়াং' 'বিদন্তি' জানন্তি 'অতিতরন্তিচ' 'যে' পুনঃ 'শ্রুতধারণাঃ'' শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনোনিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি 'কিমু' বক্তব্যং ॥৫০৬॥

ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির চরিত্র পাঠ করিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর প্রভৃতি পাপজাতি এবং হংসশুকশারিকাদি তির্য্যগ্‌জাতিও যখন দেবমায়া জানিতে পারিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে; তখন যাঁহারা তাঁহার রূপাদি ধারণা করিতে সক্ষম; তাঁহারা যে উত্তীর্ণ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ॥ ৫০৬ ॥

'বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়;
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ॥ ৫০৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০ শ্লোকঃ ২২ পৃঃ দেখ ॥৫০৭॥

'সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম,
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়;
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং সপ্তাশীতিতম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে' ॥ ৫০৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৯৫ শ্লোঃ ৫৬৪ পৃঃ দেখ ॥৫০৮॥

'উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি;
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং' ॥ ৫০৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৫ শ্লোকেঃ ৫৪২ পৃঃ দেখ ॥৫০৯॥

'ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া;
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকার্ষিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' ॥ ৫১০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮ শ্লোঃ ১২১ পৃঃ দেখ ॥৫১০॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবানাং স্তুতিঃ

'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং' ॥ ৫১১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৬ শ্লোঃ ৫৪২—৫৪৩ পৃঃ দেখ ॥৫১১॥

'আত্মা' শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে;
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে।
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান;
দেহে আত্মা জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান।
'চ' শব্দে এব অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে;
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে।
এই জীব সনকাদি সব মুনিগন;
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ।
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন;
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ।
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়;
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ' ॥৫১২॥

'অদ্য' 'ইয়ং' 'ধরণী' বৃন্দাবনভূমিঃ 'ধন্যা' সকলজন্মা স্যাৎ 'তৃণবীরুধঃ' 'ত্বৎপাদস্পৃশঃ' তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি তথা 'দ্রুমলতাঃ' 'করজাভিমৃষ্টাঃ' করজৈঃ নখৈঃ মৃষ্টাঃ সত্যঃ ধন্যাঃ ভবন্তীতিশেষঃ। 'নদ্যঃ' 'অদ্রয়ঃ' 'খগমৃগাঃ' পশুপক্ষিণঃ 'সদয়াবলোকৈঃ' ত্বদীয়সদয়াবলোকনৈঃ করণৈঃ ধন্যা ভবন্তীতিশেষঃ। 'শ্রীঃ' লক্ষ্মীরপি 'যৎস্পৃহা' যস্মৈ ভুজান্তরায় স্পৃহয়তি; কেবলং তেন তব 'ভুজয়োঃ' 'অন্তরেণ' বক্ষসা ইত্যর্থঃ করণেন 'গোপ্যঃ' অপি ধন্যা ইতিশেষঃ ॥৫১২॥

আজ এই বৃন্দাবনভূমি ধন্য হইল! ইহার তৃণগুল্ম ধন্য! কেননা তাহারা তোমার পাদস্পর্শ পাইয়াছে; দ্রুমলতা ধন্য! কারণ তাহারা তোমার নখরস্পৃষ্ট হইয়াছে; এখানকার নদী, পর্ব্বত, মৃগ, পক্ষী ধন্য! কারণ তাহারা ত্বদীয় স্নেহাবলোকন পাইয়াছে; আর গোপীগণ ধন্য! কেননা তাঁহারা লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত তোমার ভুজান্তর অনায়াসে পাইয়াছেন ॥ ৫১২ ॥

তথা তত্রৈবৈকবিংশতিতমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'গা গোপকৈ রনুবনং নয়তো রুদার
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈ স্তনুভৃৎসু সখ্যঃ
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগ পাশকৃতলক্ষণয়ো র্বিচিত্রং' ॥ ৫১৩ ॥

হে 'সখ্যঃ' ইদং তু 'বিচিত্রং' অত্যাশ্চর্য্যং। 'গোপকৈঃ' গোপবালকৈঃ সহ 'অনুবনং' বনে বনে 'গাঃ' 'নয়তোঃ' সঞ্চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ 'কলপদৈঃ

মধুরপদৈঃ 'উদারবেণুস্বনৈঃ' মহাবেণুনাদৈঃ 'তনুভৃৎসু' শরীরিষু 'গতিমতাং' যে গতিমন্ত স্তেষাং 'অস্পন্দনং' স্থাবরধর্ম্মঃ স্যাৎ তথা 'তরূণাং' 'পুলকঃ' জঙ্গম-ধর্ম্মঃ স্যাৎ ইতি চিত্রং ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশয়োস্তয়োঃ 'নির্যোগপাশকৃত লক্ষণয়োঃ' নির্যোগাঃ গোপাদবন্ধনরজ্জবঃ অধ্বব্যগবাং ধর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থপাশেনচ গোপপরি-বৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োরিত্যর্থঃ ॥৫১৩॥

হে সখি! মস্তকে গোপাদবন্ধন রজ্জু বেষ্টন করিয়া ও স্কন্ধে পাশ স্থাপন করিয়া এবং মধুর বেণু গান করিয়া রাম-কৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন; আর তাঁহাদের বেণু নিনাদ শ্রবণ করিয়া গমনশীল জীবদিগের অস্পন্দন এবং তরুদিগের পুলক হই-তেছে; ইহা অতীব আশ্চর্য্য! ॥৫১৩॥

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মুদ্দিশ্য গোপীগীতং

'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবোঃ ববৃষুস্ম' ॥৫১৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১১ শ্লোঃ ১৮৭ পৃঃ দেখ ॥৫১৪।

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দ পুক্কসাঃ
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ' ॥ ৫১৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫০১ শ্লোঃ ৬৩৩-৩৪ পৃঃ দেখ ॥৫১৫॥

'আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই ;
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই।
এই উনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর ;
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার ;
দেহরাম দেহ ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম ;
সৎসঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিস্তুতিঃ

'উদর মুপাসতে য ঋষি বর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পততি কৃতান্তমুখে' ॥৫১৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৯৩ শ্লোঃ ৬২৮-২৯ পৃঃ দেখ ॥৫১৬॥

'দেহরামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন ;
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদিবাক্যং

'কর্ম্মণ্যস্মিন্নাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু' ॥৫১৭॥

হে সূত! 'অস্মিন্' 'কর্ম্মণি' সত্রে 'অনাশ্বাসে' অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ 'ধূমধূম্রাত্মনাং' ধূমেন যজ্ঞধূমেন ধূম্রঃ বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তেষাং তানস্মানিত্যর্থঃ (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) 'ভবান্' 'গোবিন্দপাদপদ্মাসবং' গোবিন্দস্য পাদপদ্মস্য যশোরূপং আসবং মকরন্দং কীদৃশং 'তৎ?' 'মধু' মধুরং 'আপায়য়তি' পানং কারয়তি ॥৫১৭॥

হে সূত! আমরা এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু ইহা সফল হইবে কি না নিশ্চয় নাই; যজ্ঞধূমে আমাদের শরীর বিবর্ণ হইতেছে; এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দচরণারবিন্দের মধুর যশোমধু পান করাইয়া আশ্বস্ত করিলে॥৫১৭॥

"তপস্বী প্রভৃতি যত দেহরামী হয়;
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশঅধ্যায়ে ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে সভ্যান্ প্রতি পৃথুবাক্যং

'যৎপাদসেবাভিরুচি স্তপস্বিনা-
মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ' ॥৫১৮॥

'যৎপাদসেবাভিরুচিঃ' যস্য ভগবতঃ পাদয়োঃ সেবায়াং অভিরুচিঃ 'তপস্বিনাং' সংসারতাপতপ্তানাং তপোভিরপি বুদ্ধের্মালিন্যং দূরীকর্তুমশক্তানামিত্যর্থঃ 'অশেষজন্মোপচিতং' অশেষৈঃ জন্মভিঃ সমৃদ্ধং 'ধিয়ঃ' 'মলং' 'সদ্যঃ' 'ক্ষিণোতি' ক্ষপয়তি তমেব ভজতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা অভিরুচিঃ? 'অন্বহং' প্রতিদিনং 'এধতী' বর্দ্ধমানা 'সতী' সাত্বিকীত্যর্থঃ। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈব এষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ 'যথা' তস্য 'পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা' 'সরিৎ' গঙ্গা পাপানি ক্ষীণোতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৫১৮॥

হে প্রজাগণ! যাঁহার চরণসেবাভিলাষ সংসারতাপসন্তপ্ত জীবদিগের অশেষ জন্মার্জ্জিত বুদ্ধিমলা বিনষ্ট করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় অনুদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর ॥৫১৮॥

'দেহরামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম;
কৃষ্ণ কৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে অষ্টাবিংশ শ্লোকঃ

'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে' ॥৫১৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৭ শ্লোঃ ৫৪৩ পৃঃ দেখ ॥৫১৭॥

'এই চারি অর্থ সহ হইল তেইস অর্থ;
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ।
'চ' শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়;
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয়।
নির্গ্রন্থ হইয়া, ইঁহা 'অপি' নির্দ্ধারণে;
রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে।
চ শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর;
"বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" যৈছে প্রকার। (১)
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়;
আত্মা রামা অপি ভজে গৌণ অর্থ কয়।
চ এবার্থে, মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়;
'আত্মারামা অপি' 'অপি' গর্হা, অর্থ কয়।
নির্গ্রন্থ হইঞা এই দুঁহার বিশেষণ;
আর অর্থ শুন যৈছে সাধু সঙ্গম।
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে তবে ব্যাধ, নির্ধন;
সাধু সঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন।

---

১ বটো ভিক্ষা ইত্যাদি—হে 'বটো ভিক্ষাং অট গাঞ্চ আনয়' হে বটু! ভিক্ষা করিতে যাও এবং গরুটীও আন।

'কৃষ্ণারামশ্চ এব কৃষ্ণ মনন ;
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম।
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ;
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমার জ্ঞানে।
এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ ;
ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগে করিলা গমন।
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি ;
বাণবিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড় ফড়ি।
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর ;
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়।
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে ;
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে।
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ওত হঞা ;
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া।
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহা ভয়ঙ্কর ;
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর।
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা ;
নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা।
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায় ;
নারদপ্রভাবে মুখে গালি নাহি আয়।
'গোঁসাঞি! প্রমাণ পথ ছাড়ি কেন আইলা?
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা।'
নারদ কহে 'পথ ভুলি আইলাম পুছিতে ;
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে।
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়?'
ব্যাধ কহে 'যেই কহ সেই ত নিশ্চয়।'
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ ;
অর্দ্ধ মারা কর কেন? না লও পরাণ?'
ব্যাধ কহে 'শুন গোঁসাঞি! মৃগারি মোর নাম ;
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম।

'অর্দ্ধ মারা জীব যদি ধড় ফড় করে ;
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে'।
নারদ কহে 'এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে';
ব্যাধ কহে 'মৃগাদি লও যেই তোমার মনে।
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘর ;
যে চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বর।'
নারদ কহে 'ইহা আমি কিছুই না চাই ;
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি।
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে ;
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধ মারা না করিবে।'
ব্যাধ কহে 'কিবা দান মাগিলা আমারে ?
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয় ; তাহা কহ মোরে।'
নারদ কহে 'অর্দ্ধ মারিলে জীবে পায় ব্যথা ;
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা।
ব্যাধ তুমি জীব মার, এ অল্প পাপ তোমার ;
কদর্থ না দিয়া মার ; এ পাপ অপার।
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে ;
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম জন্মান্তরে।'
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মনঃ প্রসন্ন হৈল ;
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল।
ব্যাধ কহে 'বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম ;
কেমনে তরিব আমি পামর অধম ?
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায় ?
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তোমার পায়।'
নারদ কহে 'যদি ধর আমার বচন ;
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন।'
ব্যাধ কহে 'যেই কহ সেইত করিব ;'
নারদ কহে 'ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব।'
ব্যাধ কহে 'ধনু ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে ?'
নারদ কহে 'আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে।'

'ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল ;
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল :—
'ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন ;
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন।
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া ;
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ;
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন ;
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ কীর্ত্তন।
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে ;
সেই অন্ন নিও, যত খাও দুই জনে।'
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল ;
সুস্থ হয়ে মৃগাদি তিন ধাঞা পলাইল।
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার !
যথা স্থানে গেলা নারদ, ব্যাধ আইলা ঘর।
নারদের উপদেশ সকল করিল ;
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ;
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল।
এক দিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে ;
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে।
এক দিন নারদ কহে 'শুনহে পর্ব্বতে ;
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে।'
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে ;
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে।
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায় ;
পথে পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায়।
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ;
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
নারদ কহে 'ব্যাধ !' এই না হয় আশ্চর্য্য ;
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং দ্ব্যধিকশততমাঙ্কধৃতস্কন্দপুরাণে ব্যাধং প্রতি নারদবাক্যং

'এতে নহদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ' ॥৫২০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪০৩ শ্লোঃ ৫৬৯ পৃঃ দেখ ॥৫২০॥

'তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল;
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল।
জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল;
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লইল।
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণ নাম গাঞা;
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি;
নারদেরে কহে 'তুমি হও স্পর্শমণি।'

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দশমাঙ্কধৃত-স্কন্দপুরাণে নারদং প্রতি পর্ব্বতবাক্যং

'অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে' ॥৫২১॥

'হে দেবর্ষে!' নারদ! ত্বং 'ধন্যোঽসি' 'যস্য' তব 'কৃপয়া' 'নীচঃ' 'লুব্ধকঃ' ব্যাধঃ 'অপি' 'উৎপুলকঃ' উদ্গতঃ পুলকঃ রোমাঞ্চঃ যস্য স সন্ 'তৎক্ষণাৎ' 'রতিং' হরিভক্তিং 'লেভে' 'অহো' আশ্চর্য্যং ইতিঃ 'উচ্যতে' ॥৫২১॥

হে দেবর্ষে! তুমি ধন্য! তোমার কৃপায় নীচ ব্যাধও পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিভক্তি লাভ করিল; অহো! কি আশ্চর্য্য ॥৫২১॥

'নারদ কহে 'বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়?'
ব্যাধ কহে 'যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়।

'এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই;
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই।'
নারদ কহে 'ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্;'
এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্দ্ধান।
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ প্রভাব জ্ঞান।
এইত আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল;
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল।
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার;
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার।
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্;
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান।
তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম;
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুই বিধ নাম।
দুই বিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার;
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর।
যত যত রতিভেদে সাধক দুই ভদ;
বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ।
বিধি ভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—দাস,
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিত প্রকাশ।
সাধন সিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ;
উৎপন্ন রতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন।
অজাত রতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার;
বিধি মার্গে ভক্ত ষোড়শ প্রকার।
রাগমার্গে ঐছে আর ষোড়শ বিভেদ;
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ। (১)

---

১ দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকার রসভেদে ভক্ত চারি প্রকার যথা:—দাস, সখা, গুরু ও কান্তা। শান্তরস সকলেরই মূলীভূত, এজন্য শান্তরসের সাধককে ভক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ জাতরতি ও অজাতরতি, ইহার প্রত্যেকে উক্ত চারি রূপ ভক্ত মিলিয়া ১৬ প্রকার আত্মারাম

'মুনি' 'নির্গ্রন্থ' 'চ' 'অপি' চারি শব্দের অর্থ ;
যাঁহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ।
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ ;
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ।
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে ;
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে।
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্ন বার ;
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার।

তথাহি পাণিনিঃ

'স্বরূপানামেকশেষএকবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি'। ৫২২।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮৮ শ্লোকে ৬২৫ পৃঃ দেখ ॥৫২২॥

'আটান্ন বার আত্মারাম সব লোপ হয় ;
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়।

তথাহি

'অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ' ॥৫২৩॥

অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ ইতরেতর সমাস করিলে 'বৃক্ষাঃ' এই পদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥৫২৩॥

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষা ফলন্তি' যৈছে হয় ;
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয়।
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার ;
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার।

হইতেছে। বিধিমার্গে ১৩ ও রাগমার্গে ১৩ ; সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ প্রকার আত্মারাম। জাত-বা উৎপন্নরতি—যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে ; অজাত রতি—যাঁহাদের তাহা জন্মায় নাই। রতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ৫৭৬—৫৮৬ পৃঃ দেখ।

'নির্গ্রন্থা এব হঞা, অপি নির্দ্ধারণে;
এই উনষাট্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে।
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়;
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয়।
অপি শব্দ অবধারণে সেও চারিবার;
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিবে উচ্চার।

যথা—

'উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব' ॥৫২৪॥

'এইত করিল শ্লোকের ষষ্টি সংখ্যা অর্থ;
এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ।
'আত্মা'শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ;
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয় ষষ্টিতমশ্লোকঃ

'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞা চ তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে' ॥ ৫২৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৬১ শ্লোঃ ২৪১ পৃঃ দেখ ॥৫২৫॥

তথা চ অমরঃ।

'ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্' ॥৫২৬॥

ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান এবং প্রকৃতি বুঝায় ॥৫২৬॥

'ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়;
সব ত্যজি সেও কৃষ্ণকে ভজয়।
ষাটি অর্থ কহিল, সব কৃষ্ণের ভজন;
এই অর্থ হয় সেই সব উদাহরণ।

'একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে ;
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে'।
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া।
'সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন।
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ ;
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ'।
প্রভু কহে 'কেন কর স্তবন আমার ?
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচার ?
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় ;
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়।
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার।

তথাহি প্রাচীন কৃত শ্লোকঃ

'অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া' ॥ ৫২৭ ॥

হে নারদ! 'অহং' নারায়ণঃ ভাগবতং শ্রীমদ্ভাগবতার্থমিত্যর্থঃ 'বেত্তি' বেদ্মীতি আর্ষঃ 'শুকঃ' ব্যাসনন্দনঃ 'বেত্তি' জানাতি 'ব্যাসঃ' 'বেত্তি' 'ন বেত্তি' 'বা' সম্ভাবনায়াং ; 'ভাগবতং' 'ভক্ত্যা' 'গ্রাহ্যং' গ্রহণীয়ং 'বুদ্ধ্যা' 'ন' 'টীকয়া' 'ন চ' গ্রাহ্যমিতিশেষঃ ॥ ৫২৭ ॥

হে নারদ! শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আমি জানি, ব্যাসনন্দন শুকও জানেন, ব্যাস কিছু জানিলেও জানিতে পারেন ; ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য ; টীকা বা বুদ্ধি দ্বারা নহে ॥ ৫২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদিবাক্যং

'ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ' ॥ ৫২৮ ॥

'ধর্ম্মবর্ম্মণি' ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে 'যোগেশ্বরে' 'ব্রহ্মণ্যে' দয়ালৌ 'কৃষ্ণে' 'অধুনা' ইদানীং 'স্বাং' স্বকীয়াং 'কাষ্ঠাং মর্য্যাদাং স্বরূপমিত্যর্থঃ 'উপেতে' প্রাপ্তে সতি স্বধামোপগতে সতি ইত্যর্থঃ 'ধর্ম্মঃ' 'কং' জনং 'শরণং' 'গতঃ' তৎ 'ব্রূহি' কথয় ॥ ৫২৮ ॥

হে সূত! ধর্ম্মরক্ষক, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন; বল দেখি ধর্ম্ম এখন কাহার শরণাপন্ন হইলেন? ॥ ৫২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ' ॥ ৫২৯ ॥

'ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ' 'সহ' 'কৃষ্ণে' 'স্বধাম' বৈকুণ্ঠধাম 'উপগতে' সতি 'কলৌ' কলিযুগে 'নষ্টদৃশাং' নেত্রহীনানাং লুপ্তজ্ঞানানামিত্যর্থঃ জনানাং সম্বন্ধে 'এষঃ' 'পুরাণার্কঃ' পুরাণসূর্য্যঃ শ্রীমদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ 'অধুনা' পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশনকালে উদিতঃ' কৃষ্ণসূর্য্যোঽস্তমিতে সতি লোকত্রাণার্থং পুরাণসূর্য্যোঽয়মুদিত ইতিভাবঃ ॥ ৫২৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞানাদি অস্তমিত হইলে কলিযুগের লোকের জ্ঞান চক্ষুঃ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়াছিল; এইরূপ সময়ে এই পুরাণসূর্য্য উদিত হইল ॥ ৫২৯ ॥

'এইত করিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যান;
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ?
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়;
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়'।

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে ;
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব স্মৃতি করিবারে।
'মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি আচার ;
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার ?
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ ;
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ;
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়'।
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন ;
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবেন স্ফুরণ।
তথাপি সূত্র রূপ শুন দিগ্ দরশন ;
সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ।
গুরু লক্ষণ, শিষ্য লক্ষণ, দুঁহার পরীক্ষণ ;
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ।
মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্র শুদ্ধ্যাদি শোধন ;
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন।
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন ;
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ।
গোপী চন্দন মালাধৃতি, তুলসী আহরণ ;
বস্ত্র পীঠ গৃহ সংস্কার, কৃষ্ণ প্রবোধন।
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন ;
পঞ্চকাল পূজারতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন।
শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ ;
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন।
নাম মহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন ;
বৈষ্ণব লক্ষণ, সেবা অপরাধ খণ্ডন।
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ ;
জপ স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন।
পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন ;
অনিবেদিত ত্যাগ, বৈষ্ণব নিন্দাদি বর্জ্জন।

'সাধু লক্ষণ, সাধু সঙ্গ, সাধু সেবন;
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, শ্রীভাগবত শ্রবণ।
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ;
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ।
একাদশী জন্মাষ্টমী বামন দ্বাদশী;
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।
এই সবার বিদ্ধাত্যাগ (১) অবিদ্ধা করণ;
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তি লভন।
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন;
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণু মন্দির করণ লক্ষণ।
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার;
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার।
এই সংক্ষেপে কহিল দিগ্‌ দরশন;
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ'।
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ।
নিজ গ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া;
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে শততমশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং'॥৫৩০॥

'যঃ' 'এষঃ' 'গৌড়েন্দ্রস্য' বঙ্গেশ্বরস্য' 'সভাবিভূষণমণিঃ' 'রূপস্য' জ্যেষ্ঠ-

১ বিদ্ধাত্যাগ—যে দিনে উল্লিখিত তিথির সহিত তাহার পূর্ববর্ত্তী তিথির যোগ থাকে সে দিনে উপবাসাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন দশমীযুক্ত একাদশীদিনে উপবাস হইবে না।

যোঽসৌ 'অগ্রজঃ' শ্রীসনাতনঃ 'স্ফীতাং' মহাসম্পত্তিসম্পন্নাং 'শ্রিয়ং' লক্ষ্মীং 'ত্যক্ত্বা' 'তরুণীং' নবীনাং তরুণীং পাঠেতু সংসারার্ণবতরণীরূপাং 'বৈরাগ্য-লক্ষ্মীং' 'দধে' আশ্রিতবান্? কীদৃশঃ সঃ? 'অন্তঃ' স্বান্তে 'ভক্তিরসেন' 'পূর্ণ-সরসঃ' পূর্ণং সরসং হৃদয়রূপং যস্য সঃ 'বাহ্যে' 'অবধূতাকৃতিঃ' মহাবৈরাগী 'শৈবালৈঃ' 'পিহিতং' সমাচ্ছাদিতং 'মহাসর ইব' মহাসরোবরবৎ; 'তদ্বিদাং' ভগবত্তত্ত্ববিদাং জনানাং 'প্রীতিপ্রদঃ' প্রেমদায়কঃ ॥ ৫৩০ ॥

রূপাগ্রজ এই সনাতন গৌড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার ছিলেন; ইনি মহাসম্পত্তিলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীন-বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন; শৈবালাচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায় ইঁহার হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ; কিন্তু বাহিরে অবধূত বেশ; ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রীতিপ্রদ ॥৫৩০॥

তথা তত্রৈব একাধিকশততমশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পক-
গৌরঃ' ॥ ৫৩১ ॥

'চম্পকগৌরঃ' শ্রীগৌরাঙ্গঃ 'অথ' অনন্তরং 'উপাগতং' সমাগতং 'তং' সনাতনম্ 'অক্ষ্ণোঃ' নেত্রয়োর্দ্দৃষ্টিমাত্রং' 'অতিমাত্র দয়ার্দ্রঃ' সন্ 'পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং' আয়তদীর্ঘবাহুভ্যাং 'সানুকম্পং' যথা স্যাৎ তথা 'আলিলিঙ্গ' ॥৫৩১॥

চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনকে সমাগত দেখিয়া অতিমাত্র দয়ার্দ্রীভূত হওতঃ আয়তদীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা সানুকম্প আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৩১ ॥

তথাহি তত্রৈব চতুরধিকশততম শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ' ॥ ৫৩২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২২৮ শ্লোকঃ ৪৩৪—৩৫ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩২ ॥

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ।
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান ;
বিধি রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান।
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত ;
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভু নীলাদ্রিমাগতঃ ॥ ৫৩৩ ॥

'প্রভুঃ' চৈতন্যপ্রভুঃ 'কাশীনিবাসিনঃ' 'সন্ন্যাসিমুখান্' প্রকাশানন্দাদীন্ সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠান্ 'বৈষ্ণবীকৃত্য' 'সনাতনং' 'সুসংস্কৃত্য' চ উপদিশ্য চ 'নীলাদ্রিং' 'আগতঃ' ॥ ৫৩৩ ॥

চৈতন্যপ্রভু কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ও সনাতনকে শিক্ষা দিয়া নীলাদ্রি আগমন করিলেন ॥ ৫৩৩ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত;
শিক্ষাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত।
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী;
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী।
সন্ন্যাসীরগণ প্রভু যদি উপেক্ষিল;
ভক্ত দুঃখ খণ্ডিতে তারে কৃপা কৈল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া; (১)
উদ্দেশে কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া।
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীগণ;
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তনঃ—(২)
'প্রভুর স্বভাব যে বা দেখে সন্নিধানে;
স্বরূপ অনুভাবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে।
কোন প্রকারে পারি যদি একত্র করিতে;
ইহা দেখি সন্ন্যাসীগণ হবে ইহার ভক্তে।
বারাণসী বাস আমার হয় সর্ব্বকালে;
সর্ব্বকাল দুঃখ পাইব ইহা না করিলে'।
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীরগণে;
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে।
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন;
দুঃখ পাঞা প্রভু পদে কৈল নিবেদন।

---

১ লিখিয়াছি বিস্তারিয়া—আদিঃ ২৩০—২৪৮ পৃঃ দেখ।
২ মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন—মধ্যঃ ৩৮৭—৩৯৪ পৃঃ দেখ।

ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল;
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল।
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ;
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ।
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা;
আর দিনে মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা।
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার;
পঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার।
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়ত কথন;
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন।
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল;
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল।
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে;
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে।
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার;
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার (১)।
উপদেশ লয়ে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন;
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন।
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীরগণ;
আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন।
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক, তাঁহার সমান;
সভা মধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ;
ব্যাস সূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম।
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান;
শুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ।
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া;
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া।
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে;

১ সুযুক্তিক—সত্পাঠ, 'শুনিয়া পণ্ডিতগণের বিস্ময় অপার'।

'মুখে হয় হয় করে, হৃদয়ে না মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি;
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান;
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ।
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়;
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি মুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং' ॥ ৫৩৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৪৮ শ্লোকে ৫৩৭—৩৮ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩৪ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ॥ ৫৩৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩৫ ॥

'ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্;
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান।

'শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস ; (১)
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস।
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি ;
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়-শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যং

'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ
মানন্দমাত্রমবিকল্প মবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি' ॥ ৫৩৬ ॥

হে 'পরম'! শ্রেষ্ঠ! 'অবিদ্ধবর্চ্চঃ' অনাবৃততেজঃ 'অবিকল্পং' নির্ব্বিশেষং অতএব 'আনন্দমাত্রং' 'ভবতঃ' তব 'যৎ' 'স্বরূপং' অস্তীতিশেষঃ তৎ 'অতঃ' অস্মাৎ দৃশ্যমানাৎ রূপাৎ 'পরং' ভিন্নং 'ন' 'পশ্যামি'; কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ হে 'আত্মন্' 'তে' তব 'অদঃ' ইদং রূপং অহং 'উপাশ্রিতোঽস্মি' কীদৃশং তৎ 'একং' উপাস্যেষু মুখ্যং যতঃ 'বিশ্বসৃজং' বিশ্বং সৃজতীতি তৎ কিন্তু 'অবিশ্বং' বিশ্বস্মাদন্যৎ পুনঃ 'ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং' ভূতানাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ আত্মানং কারণম্ ॥৫৩৬॥

ব্রহ্মা ধ্যানযোগে হৃদয় মধ্যে ভগবানের সবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনুভব করিয়া স্তব করিতেছেন ঃ—হে পরম! তোমার প্রমুক্ততেজ, নির্ব্বিশেষ আনন্দবিগ্রহ হইতে আমি এখন যে স্বরূপ অনুভব করিতেছি, তাহা ভিন্ন দেখা যায় না ; বরং দেখিতেছি ইহাই তাহা। অতএব হে আত্মন্। আমি এই রূপের আশ্রয় লইলাম ; এই মূর্ত্তি বিশ্ব-

---

১ শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস—ইহার পর কোন কোন গ্রন্থে এই পাঠ দেখা যায় :—"তাহার শ্রবণে মনে হয় তো উল্লাস। তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ; যে বিগ্রহ না মানে তার হয় সর্ব্বনাশ।"

হইতে বিভিন্ন অথচ বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, উপাস্য স্বরূপের মধ্যে মুখ্য, এবং ভূতেন্দ্রিয়াদিগণের উৎপত্তি কারণ ॥৫৩৬॥

তথা তত্রৈব চতুর্থশ্লোকে ব্রহ্ম বাক্যং

'ত্বদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ' ॥ ৫৩৭ ॥

হে 'ভুবনমঙ্গল' 'নঃ' অস্মাকং উপাসকানাং 'মঙ্গলায়' ত্বয়া 'ইদং' 'ত্বদ্বা' আনন্দময়রূপং বা 'ধ্যানে' 'দর্শিতং' 'স্ম' বিস্ময়ে। অতঃ 'তস্মৈ' 'ভগবতে' 'তুভ্যং' 'নমঃ' নমস্কারং 'অনুবিধেম' অনুবৃত্ত্যা পরিচর্য্যায়া ইত্যর্থঃ করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং ন আদ্রিয়ন্তে তত্রাহ 'য' ত্বং 'নরকভাগ্‌ভিঃ' 'অসৎপ্রসঙ্গৈঃ' নিরীশ্বর কুতর্ক নিষ্ঠৈঃ জনৈঃ 'ন' 'আদৃতঃ' স্যাৎ ॥৫৩৭॥

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক; তুমি কি আমাদের মঙ্গলের জন্য ধ্যানযোগে এইরূপ দর্শন করাইলে? হে ভগবন্! পরিচর্য্যা দ্বারা আমরা তোমাকে নমস্কার করি; নিরীশ্বরবাদী কুতর্কনিষ্ঠ লোকেরাই কেবল তোমার (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) আদর করে না ॥ ৫৩৭ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং' ॥ ৫৩৮ ॥

'সর্ব্বভূতমহেশ্বরং' মদীয়ং 'পরং' 'ভাবং' তত্ত্বং 'অজানন্তঃ' 'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ 'মানুষীং' 'তনুং' শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি মনুষ্যাকারং 'আশ্রিতং' আশ্রিতবন্তং 'মাং' 'অবজানন্তি' অবমনন্তে ॥ ৫৩৮ ॥

আমি সর্ব্বভূত মহেশ্বর ; আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ়ব্যক্তিগণ পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ৫৩৮ ॥

তথা তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু' ॥ ৫৩৯ ॥

'তান্' সাধূন্ 'দ্বিষতঃ' 'ক্রূরান্' 'অশুভান্' 'নরাধমান্' 'সংসারেষু' জন্মমৃত্যুমার্গেষু 'আসুরীষু' 'যোনিষু' 'অহং' 'অজস্রং' অনবরতং 'ক্ষিপামি' তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৫৩৯ ॥

সেই সকল ক্রূর, অশুভকারী, সাধু বিদ্বেষ্টা নরাধমদিগকে আমি আসুরযোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করি ॥৫৩৯॥

'সূত্রে পরিণাম বাদ, তাহা না মানিয়া ;
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া। (১)
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ;
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়।
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ ;
কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ।
ব্যাস সূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন ;
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বচন।
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে সেই মত সার ;
আর যত মত সেই সব ছারখার।'
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ;
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন।

---

১ পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদ—ব্যাখ্যা আদি ২৪২ পৃঃ ১ টীকা দেখ।

'আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে;
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে।
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন;
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন।
যেই গ্রন্থ কর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে;
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাঁহা হৈতে।
মীমাংসক কহে ঈশ্বর হন কর্ম্মের অঙ্গ;
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ।
ন্যায় (১) কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়;
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়।
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান;
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান্। (২)
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে;
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি;
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃত-হিমাদ্রির্নিবন্ধীয়ব্যাসবচনং

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' ॥ ৫৪০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০৩ শ্লোকে ৩৯৭ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪০ ॥

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অমৃতের ধার;
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার'।

---

১ ন্যায় কহে—বৈশেষিক দর্শনে জগদুৎপত্তির কারণ পরমাণু।
২ পাতঞ্জল ইত্যাদি—কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটী নাই।

এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ;
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন।
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি ;
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব শ্রীহরি।
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল ;
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল।
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা ;
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন ;
চারি জন মিলি করে নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি।

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥ ৫৪১ ॥

চৌদিগেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি ;
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ ;
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী ;
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি।
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ ;
অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব।
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার ;
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার।
লোক সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ;
সন্ন্যাসীরগণ দেখি নৃত্য সম্বরিল।
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ ;
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ।

প্রভু কহে 'তুমি ভগবদ্ভক্ত প্রিয়তম;
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম।
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন?
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম।
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাসে;
লোক শিক্ষা লাগি এমন করিতে না আইসে।'
তিঁহ কহে 'তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল;
তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় গেল।

তথাহি প্রথমস্কন্ধস্য পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকস্য চক্রবর্ত্তি কৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতং বাসনাভাষ্যধৃতং পরিশিষ্ট বচনং

'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ' ॥ ৫৪২ ॥

'যদি' 'অচিন্ত্যমহাশক্তৌ' 'ভগবতি' 'অপরাধিনঃ' স্যাস্তি তদা 'জীবন্মুক্তাঃ' 'অপি' জনাঃ 'পুনঃ' 'কর্ম্মভিঃ' অপরাধযুক্তকর্ম্মভিঃ 'বন্ধনং' যান্তি ॥ ৫৪২ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও যদি অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নিকট অপরাধী হয়; তবে সেই অপরাধপ্রযুক্ত তাহাকে আবার কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ৫৪২ ॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপু র্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং' ॥ ৫৪৩ ॥

'ভগবতঃ' 'শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ' শ্রীমতঃ ঐশ্বর্য্যযুক্তস্য পাদস্য স্পর্শেন হতানি অশুভানি যস্য 'সঃ' সর্পঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'সর্পবপুঃ' সর্পশরীরং 'হিত্বা' 'বিদ্যাধরার্চ্চিতং' বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং পূজিতং 'রূপং' 'ভেজে' প্রাপ্তবান্ ॥ ৫৪৩ ॥

ভগবানের ঐশ্বর্য্যযুক্ত পাদস্পর্শমাত্র তাহার সমুদায় অশুভ বিনষ্ট হইল; তখন সে সর্পশরীর পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যাধরপূজিত রূপ ধারণ করিল। ৫৪৩ ॥

প্রভু কহে 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীব হীন;
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম;
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন'।

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ তথা হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে একসপ্ততিতমাঙ্কবৈষ্ণব-তন্ত্রমিতি কৃত্বা ধৃতশ্চ।

'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং' ॥ ৫৪৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৬ শ্লোকে ৪১৪ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৪ ॥

প্রকাশানন্দ কহে 'তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান;
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে;
সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং।

'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে' ॥ ৫৪৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৩৬ শ্লোকে ৪৪০—৪১ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৫ ॥

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

'আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ' ॥৫৪৬

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৮৯ শ্লোকে ৩৫৩ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকে হিরণ্যকশিপুং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং।

'নৈষাং মতি স্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ' ॥ ৫৪৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৬৩ শ্লোকে ৫৪৭ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৭ ॥

'এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি;
তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি।'
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা;
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা:—
'মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান;
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান।
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ;
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন।
তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি;
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি'।
প্রভু কহেন 'আমি জীব, অতি তুচ্ছ জ্ঞান;
ব্যাস সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান।
(তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে)।

'অতএব আপনি সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে।
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান;
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়;
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে (১) বিবরিয়া কয়।
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকীতে যে কহিল;
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল।
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল;
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল:—
'এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ।
চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়;
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়।
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন;
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন।
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত;
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য মনুবাক্যং

'আত্মাবাস্য মিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং' ॥ ৫৪৮॥

'জগত্যাং' ত্রিভুবনে 'যৎ' 'কিঞ্চিৎ' 'জগৎ' স্থাবরং ভূতজাতমিত্যর্থঃ জঙ্গমভিন্নশেষঃ তৎ সর্ব্বং 'ইদং' 'বিশ্বং' 'আত্মাবাস্যং' আত্মনা ঈশ্বরেণ আবাস্যং আবাসবিষয়ীভূতং সত্তাচৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ অতঃ 'তেন' ঈশ্বরেণ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব 'ভুঞ্জীথাঃ' ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব। স্বার্থং

---

১ চতুঃশ্লোকীতে—ভাগবতের মূল শ্লোক চারিটী মাত্র; অর্থাৎ পশ্চাদুদ্ধৃত ৫৪৯ নং ৫৫২ পর্য্যন্ত। কথিত আছে যে এই ৪টী শ্লোক প্রথমতঃ ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন; ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে তাহা বলেন। বেদব্যাস ঐ ৪টী শ্লোককে মূল করিয়া ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন।

'কস্যস্বিৎ' কস্যচিদপি জনস্য 'ধনং' 'মাগৃধঃ' মাকাঙ্ক্ষীঃ। তথাচ শ্রুতিঃ ঈশাবাস্যমিদমিতি ॥ ৫৪৮ ॥

জগতে যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত; অতএব ঈশ্বর যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর; আপনার জন্য অপরের ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥৫৪৮॥

'এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্ দরশন;
এই মত ভাগবতের শ্লোক শুক সম।
ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন;
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ।
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান;
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম।
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন;
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া' ॥ ৫৪৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২১ শ্লোঃ ২২-২৩ পৃঃ দেখ ॥৫৪৯॥

'এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমাকে;
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে।
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি;
যৈছে আমার গুণ কর্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি;
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে;
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান মস্তু তে মদনুগ্রহাৎ' ॥ ৫৫০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২২ শ্লোঃ ২৩ পৃঃ দেখ ॥৫৫০॥

'সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে;
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে।
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে;
প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেও আমি হইয়ে।
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে;
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং' ॥ ৫৫১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৩ শ্লোঃ ২৩-২৪ পৃঃ দেখ ॥৫৫১॥

'অহমেব অহমেব শ্লোকে তিন বার;
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার।
যেই জন এই বিগ্রহ না মানে; (১)
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে।
'এই' শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক;
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক।
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস;
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ।

---

১ যেই জন এই বিগ্রহ না মানে—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়, যথাঃ—'যে বিগ্রহ না মানে নিরাকার মানে।' 'যে বিগ্রহ না মানে সে অধম জানে।' ইত্যাদি।

'মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব ;
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল আর সব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ' ॥৫৫২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৪ শ্লোঃ ২৪ পৃঃ দেখ ॥৫৫২॥

'অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার ;
সর্ব্বজন দেশ কাল দশায় ব্যাপ্তি যার।
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার ;
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার।
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য ;
গুরু পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা' ॥৫৫৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৬ শ্লোঃ ২৫ পৃঃ দেখ ॥৫৫৩॥

'আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন ;
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ।
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে ;
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং'। ৫৫৪।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৫ শ্লোঃ ২৪-২৫ পৃঃ দেখ ॥৫৫৪॥

'লক্ষ আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে;
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং।

'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা
দ্ধরিরবশাভিহিতোহপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ'। ৫৫৫।

'হরিঃ' এব 'সাক্ষাৎ' স্বয়ং 'যস্য' ভক্তজনস্য 'হৃদয়ং' ন 'বিসৃজতি' ন মুঞ্চতি। কথম্ভূতো হরিঃ 'অবশাভিহিতোহপি' অবশেনাপি অভিহিতমাত্রো-হপি 'অঘৌঘনাশঃ' অঘৌঘং পাপং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎকথং ন বিসৃজতি? যতঃ 'প্রণয়রসনয়া' প্রেমরজ্জুনা 'ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ' ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রি-পদ্মং যস্য সঃ। 'সঃ' জনঃ 'ভাগবতপ্রধানঃ' 'উক্তঃ' ভবতি ॥৫৫৫॥

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়; সেই হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করিয়া প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া অবস্থিতি করেন; তিনিই ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৫৫৫ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং।

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ'। ৫৫৬।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১০ শ্লোঃ ১৮৬ পৃঃ দেখ ॥৫৫৬॥

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং।

'গায়ন্ত্য উচ্চৈ রমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছু রাকাশবদন্তরং বহি
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্'। ৫৫৭।

গোপাঃ 'সংহতাঃ' অন্যোন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ 'অমুমেব' কৃষ্ণমেব 'উচ্চৈঃ' 'গায়ন্ত্যঃ' 'উন্মত্তকবৎ' 'বনাৎ' 'বনং' বনান্তরং 'বিচিক্যুঃ' অন্বগমন্; 'আকাশবৎ' 'ভূতেষু' 'অন্তরং' মধ্যে 'বহিঃ' চ ব্যাপ্য 'সন্তং' 'পুরুষং' 'বনস্পতীন্' 'পপ্রচ্ছুঃ' জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ ॥৫৫৭॥

গোপীগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই কৃষ্ণেরই গান করিতে করিতে উন্মাদের ন্যায় বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং আকাশের ন্যায় যিনি ভূতগণের অন্তর বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষের কথা বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৫৫৭।

'অতএব ভাগবতে এই তিন কয়;
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ময়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। ৫৫৮।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪১ শ্লোঃ ৪৪ পৃঃ দেখ ॥৫৫৮॥

'এই তিন সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোক ব্যাপি যার স্থিতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিংশতিতম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ' ॥ ৫৫৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১১ শ্লোঃ ৪৭১-৭২ পৃঃ দেখ ॥৫৫৯॥

'এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন;
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং।

'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং' ॥৫৬০॥

'মিথঃ' পরস্পরং 'অঘৌঘহরং' পাপনাশকং 'হরিং' 'স্মরন্তঃ' 'স্মারয়ন্তশ্চ' সাধকাঃ 'ভক্ত্যা' সাধনভক্ত্যা 'সংজাতয়া' প্রেমলক্ষণয়া 'ভক্ত্যা' 'উৎপুলকাং' 'তনুং' 'বিভ্রতি' ধারয়ন্তি ॥৫৬০॥

সর্ব্বপাপবিনাশন ভগবান্ হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া দিবে; এবং সাধনভক্তি প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইলে পুলকিততনু ধারণ করিবে। ৫৬০।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং।

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ' ॥ ৫৬১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৮ শ্লোঃ ২৩৬ পৃঃ দেখ ॥৫৬১॥

'অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ ;
নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিক-দ্বিশততমাঙ্কধৃতগরুড়পুরাণং।

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ'। ৫৬২।

'অয়ং' শ্রীভাগবতার্থঃ 'ব্রহ্মসূত্রাণাং' চতুঃশ্লোকীনামিত্যর্থঃ 'অর্থঃ' ব্যাখ্যা, 'ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ' ; 'অসৌ' 'গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ' 'বেদার্থপরিবৃংহিতঃ' বেদার্থপরিবর্দ্ধিতশ্চ স্যাৎ ॥৫৬২॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ; ইহা ভারতার্থ নির্ণায়ক ও গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ ; এবং ইহাতে বেদের অর্থ পরিবর্দ্ধিতরূপে কথিত হইয়াছে। ৫৬২।

তথা প্রথমস্কন্ধস্য প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত-গরুড় পুরাণীয় শ্লোকদ্বয়ং

'গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমীষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ' ॥ ৫৬৩ ॥

'অয়ং' 'শ্রীভাগবতাভিধঃ' শ্রীভাগবতনামা 'গ্রন্থঃ' 'অষ্টাদশসাহস্রঃ' অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈ রচিতঃ। 'তদ্রসামৃততৃপ্তস্য' জনস্য 'অন্যত্র' অন্যস্মিন্ গ্রন্থে 'ক্বচিৎ' কদাচিদপি 'রতিঃ' ভক্তিঃ 'ন' স্যাৎ ॥৫৬৩॥

শ্রীভাগবত নাম এই গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকে পূর্ণ ইহাতে সকল বেদেতিহাসের সার সংগৃহীত হইয়াছে সকল বেদান্তের সার ভাগকেই শ্রীভাগবত বলে ; ভাগবত-রসামৃততৃপ্ত জনের অন্য গ্রন্থে কখন রুচি হয় না ॥ ৫৬৩ ॥

'গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ ;
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-শ্লোকে বেদব্যাস বাক্যং।

'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি' ॥ ৫৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৯ শ্লোঃ ১৮৪-৮৫ পৃঃ দেখ ॥৫৬৪॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি স্তৎক্ষণাৎ'*॥৫৬৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৩৭ শ্লোঃ ৩৭ পৃঃ দেখ ॥৫৬৫॥

---

* ইহার পর কোন কোন পুস্তকে এই পয়ারটী দৃষ্ট হয় :—
'কৃষ্ণভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত ; তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব'।

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে বেদব্যাসবাক্যং।

'নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ' ॥ ৫৬৬ ॥

হে 'রসিকাঃ' রসজ্ঞাঃ তত্রাপি 'ভাবুকাঃ' রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ 'অহো' আশ্চর্য্যং ইদং 'ভাগবতং' নাম 'ফলং' 'মুহুঃ' বারম্বারং 'পিবত'। নন্থ ত্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে, কথং ফলমেব পাতব্যং? তত্রাহ 'রসং' রসরূপং অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। নচ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ 'আলয়ং' লয়ো মোক্ষঃ লয়মভিব্যাপ্য নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈ রুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। ফলং কীদৃশং? 'নিগমকল্পতরোঃ' নিগমো বেদঃ সএব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয়ং মহ্যং দত্তং ময়াচ শুকস্য মুখে নিহিতং তচ্চ তন্মুখাৎ 'শুকমুখাৎ' 'ভুবি' পৃথিব্যাং 'গলিতং' শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপপল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং নতূচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অতএব 'অমৃতদ্রবসংযুতং' অমৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতং। লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ সএব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ ॥৫৬৬॥

এই ভাগবত বেদরূপ কল্প বৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে; অতএব হে রসজ্ঞ ভাবুকগণ! পরমানন্দরসসংযুক্ত রসপূর্ণ এই ফল তোমরা মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ পান কর ॥৫৬৬॥

তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে
সূতং প্রতি সৌনকাদি বাক্যং

'বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম্ উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে' ॥ ৫৬৭ ॥

'উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে' উদাচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমাস্তথা ভূতঃ শ্লোকো যশো. যস্য তস্য বিক্রমে চরিতাখ্যানে 'বয়ং' 'তু' যোগযাগাদিতৃপ্তাঃ স্ম অপি 'ন' 'বিতৃপ্যামঃ' অন্যেতু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তু শব্দস্যান্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ 'যচ্ছৃণ্বতাং' যৎ চরিতং শৃন্বতাং 'রসজ্ঞানাং' জনানাং সম্বন্ধে 'পদে' 'পদে' প্রতিক্ষণং 'স্বাদু স্বাদু' স্বাদুতোঽপি স্বাদু ভবতি ॥৫৬৭॥

সূত। উত্তমঃশ্লোক ভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমরা পরিতৃপ্ত হই নাই; কারণ হরিকথা শুনিতে শুনিতে রসজ্ঞ-গণ স্বাদু হইতেও স্বাদুতর অনুভব করিয়া থাকেন। ৫৬৭।

'অতএব ভাগবত করহ বিচার;
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন;
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ প্রেমধন'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তম-
শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং' ॥ ৫৬৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬৭ শ্লোঃ ১৫৩-৫৪ পৃঃ দেখ ॥৫৬৮॥

তথা ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং
ধৃতশ্রুতিঃ।

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ॥৫৬৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৭১ শ্লোকে ৬১৭ পৃঃ দেখ ॥৫৬৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবম-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং।

'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্' ॥ ৫৭০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৪৯ শ্লোঃ ৬০৫ পৃঃ দেখ ॥৫৭০॥

তথা তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশ-শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং।

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ' ॥ ৫৭১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোঃ ৩৯৩ পৃঃ দেখ ॥৫৭১॥

তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে সৌন-কাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং।

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' ॥৫৭২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮ শ্লোঃ ১২১ পৃঃ দেখ ॥৫৭২॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ;
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ।
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার।
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল;
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল।

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল ;
চৈতন্য গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল।
এত কহি উঠিয়া চলিল গৌরহরি ;
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি।
সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন ;
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নর্ত্তন।
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার ;
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার।
নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাঁসাঘর ;
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর।
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি ;
'কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালী।
কাশীতে গাহক নাহি, বস্তু না বিকায় ;
পুনরপি দেশে বহি লওয়া নাহি যায়।
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল ;
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনা মূল্যে বিলাইল'।
সবে কহে 'লোক তারিতে তোমার অবতার ;
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার।
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ;
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ'।
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল ;
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল।
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন ;
সংকীর্ত্তন স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন।
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে ;
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে।
বাহু তুলি প্রভু কহে বল কৃষ্ণ হরি ;
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি।
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া ;
আর দিনে চলিল প্রভু উদিগ্ন হইয়া।

রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন ;
পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন।
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ,
চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া, পরমানন্দ জন।
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে ;
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে।
'যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে ;
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে'।
সনাতনে কহিল 'তুমি যাহ বৃন্দাবন ;
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন।
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ;
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন'।
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া ;
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া।
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা ;
সনাতন গোঁসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা।
এথা রূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা ;
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা।
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী ;
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরি।
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব কৈল ;
ছিদ্র পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল।
পাছে যবে হুসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল ;
সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহ বহু বাড়াইল।
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে ;
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে।
রাজা কহে 'আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা ;
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।'
স্ত্রী কহে 'জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে ;'
রাজা কহে 'জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে।'

স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা ;
করোয়ার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা।
তবে, সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা ;
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া।
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে ;
তারা কহে 'তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে।'
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয় ;
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়।
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ;
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা।
প্রভু কহে "ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন ;
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে ;
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।"
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা ;
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা।
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা ;
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা।
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল ;
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল।
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে ;
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে।
আপনে রহে এক পয়সার চাবানা খাইয়া ;
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া।
দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে তারে করান ভোজন ;
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন।
রূপ গোসাঞি আসি তাঁরে বহু প্রীতি কৈল ;
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইল।
মাস মাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে ;
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে।

গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা ;
ইহা শুনি দুই ভাই (১) সে পথে চলিলা।
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া ;
মথুরা আইলা রাজ সরান্ পথ দিয়া।
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা ;
রূপ অনুপম কথা সকল কহিলা।
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন ;
অতএব তাঁহার সনে না হৈল মিলন।
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে ;
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে।
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে ;
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে।
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ;
লুপ্ত তীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া।
এই মত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা ;
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা।
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন ;
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন।
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা ;
মিশ্র মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা।
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে ;
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইলা বড় সুখে।
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া ;
সুখী হৈলা লোক মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া।
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল ;
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল।
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা ;
নির্জ্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা।

---

১ দুই ভাই—অর্থাৎ রূপ ও তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপম।

সুখে চলি আয়ে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে;
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে।
আঠারো নালাতে আসি ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে
পাঠাইয়া বোলাইলা নিজ ভক্তগণে।
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা;
দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা।
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা;
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা।
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ;
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর;
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর,
কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর,
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর;
আর যত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা;
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে;
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে।
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা;
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা।
জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা;
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল;
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল।
সবা সঙ্গে লয়ে প্রভু মিশ্রবাসা আইলা;
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা।
প্রভু কহে 'মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে;
সবা সঙ্গে ইহা আজি করিব ভোজনে।'
তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল;
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল।

এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ;
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ।
মধ্য লীলার করিল এই দিগ্‌ দরশন;
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস;
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন বিলাস।
মধ্য লীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ;
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ।
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্র কথন;
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন;
তঁহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্‌ দরশন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস;
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস।
চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আস্বাদন;
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন।
পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণন;
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন।
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে করিল উদ্ধার;
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব নিস্তার।
অষ্টমে রামানন্দ সম্বাদ বিস্তার;
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার।
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ;
দশমে কহিল সর্ব্ব বৈষ্ণব মিলন।
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া সংকীর্ত্তন;
দ্বাদশে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন।
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন;
চতুর্দ্দশে হোরা পঞ্চমী যাত্রা দরশন।

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ ;
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন।
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল ;
সার্বভৌম ঘরে ভিক্ষা, অমোঘে তারিল।
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশ পথে ;
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে।
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন ;
অষ্টাদশে বৃন্দাবন বিহার বর্ণন।
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন ;
তার মধ্যে শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চারণ।
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন ;
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন।
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন ;
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন, ভক্তি বিবরণ।
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন ;
চতুর্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন।
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব করণ ;
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ ;
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ।
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার ;
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার।
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে ;
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রকাশে।
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর ;
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব সার,
শ্রীভাগবততত্ত্বরস করিল প্রচার ;
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত জানাইল সংসার।
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে ;
কাঁহা ভক্ত মুখে, কাঁহা শুনিল আপনে।

শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য ;
ভক্ত বৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ ;
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ।
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ তত্ত্ব সার ;
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার।

যথা রাগ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে ;
সে চৈতন্য লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাও তাহাতে।
ভক্তগণ ! শুন মোর দৈন্য বচন ;
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ। নিবেদন।
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন ;
প্রেমরস কুমুদ বনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ।
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার ;
কৃষ্ণ কেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত হংস করয়ে আহার।
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস ;
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস।
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ;

তাতে ফলে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন।
চৈতন্য লীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা কর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য ;
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য।
যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন ;
যার এক বিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন।
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস ;
না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ।
শ্রীচৈতন্য ! নিত্যানন্দ ! শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ !
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ !
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ।
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করি আশ ;
কৃষ্ণ লীলামৃতান্বিত, চৈতন্য চরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস।

শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিত মস্ত্বেতচৈ[illegible]রিতামৃতং ॥ ৫৭৩ ॥

'এতৎ' 'চৈতন্য চরিতামৃতং' 'চৈতন্যার্পিতম্' 'অস্তু' ॥৫৭৩॥

শ্রীমন্মদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্যার্পিত হইল ॥ ৫৭৩ ॥

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং
ক্ষিতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমস্তাৎ
সহৃদয়সুমনোভি র্মোদমেষাং তনোতি ॥ ৫৭৪ ॥

'খলসমুদয়লোকৈঃ' 'যৎ' 'অতিরহস্যং' গোপনীয়ং 'গৌরলীলামৃতং' 'ন' 'আদৃতং' সম্মানিতং যচ্চ 'তৈ' খললোকৈঃ 'অলভ্যং' 'যৎ' গৌরলীলামৃতং 'সহৃদয়সুমনোভিঃ' সাধুভিঃ 'সমস্তাৎ' সাকল্যেন 'স্বাদিতং' আস্বাদিতং 'ইহ' অস্মিন্ 'কামে' কামনায়াং 'ইয়ং' দৃশ্যমানা 'ক্ষিতিঃ' পৃথিবী 'এষাং' সাধূনাং 'মোদং' হর্ষং 'তনোতি' বিস্তারয়তি ॥৫৭৪॥

খল লোকেরা এই অতি রহস্য গৌর লীলামৃতের সম্মান করে না; উহাদের ইহা অলভ্য; মনোজ্ঞ সাধুগণ ইহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়াছেন; অতএব সমগ্র পৃথিবী চিরদিন তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥৫৭৪॥

ইতি মধ্যলীলায়াং সরলা টীকা ব্যাখ্যা চ সম্পূর্ণা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল গমনঞ্চ পঞ্চবিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ ॥২৫॥